

আল কুরআনুল
হাকীম

সরল অর্থানুবাদ

আল কুরআনুল হাকীম

আল কুরআনুল
হাকীম

সরল অর্থানুবাদ

প্রথম প্রকাশ: ১৪৩৬ হিজরী; ২০১৪ ইংরেজী
 দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৪৩৮ হিজরী; ২০১৭ ইংরেজী

অনুবাদ:

অনুবাদ পরিষদ কর্তৃক অনুদিত।

পরিবেশনায়ঃ

আরকাম (রদি আল্লাহ তা'আলা আনহু) লাইব্রেরী

৮৯, ৬/এ, ম্যাগনোলিয়া ভিলা, সেনপাড়া পর্বত

মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮২৫১০৫৬০

প্রাপ্তিস্থানঃ

আরকাম (রদি আল্লাহ তা'আলা আনহু) লাইব্রেরী

৮৯, ৬/এ, ম্যাগনোলিয়া ভিলা, সেনপাড়া পর্বত

মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।

মোবাইল নম্বরঃ ০১৭৮২৫১০৫৬০

সূরহ-র সূচীপত্র

নং	সূরহ নাম	পৃষ্ঠা	নং	সূরহ নাম	পৃষ্ঠা
১	আল-ফাতিহাহ্	6	২৪	আন-নূর	365
২	আল-বাকুরাহ্	6	২৫	আল-ফুরকান	375
৩	আলে-ইমরন	53	২৬	আশ-শু'আরঅ	382
৪	আন-নিসা	81	২৭	আন-নামাল	394
৫	আল-মায়িদাহ্	110	২৮	আল-কুসস	404
৬	আল-আন'আম	131	২৯	আল-'আনকাবুত	415
৭	আল-আ'রফ	155	৩০	আর-রুম	423
৮	আল-আনফাল	183	৩১	লুকমান	429
৯	আত-তাওবাহ্	194	৩২	আস-সাজদাহ্	434
১০	ইউনুস	213	৩৩	আল-আহযাব	437
১১	হুদ	227	৩৪	সাবা	447
১২	ইউসুফ	243	৩৫	ফাতির	454
১৩	আর-র'দ	257	৩৬	ইয়াসীন	460
১৪	ইবরহীম	264	৩৭	আস-সফফাত	466
১৫	আল-হিজর	271	৩৮	সদ	474
১৬	আন-নাহাল	276	৩৯	আয-যুমার	481
১৭	বানী-ইসরঈল	291	৪০	আল-মুমিন	490
১৮	আল-কাহাফ	303	৪১	ফুসসিলাত	500
১৯	মারইয়াম	316	৪২	আশ-শুরঅ	506
২০	ত্ব-হা	324	৪৩	আয-যুখরুফ	513
২১	আল-আযিয়া	336	৪৪	আদ-দুখন	520
২২	আল-হাজ্জ	346	৪৫	আল-জাযিয়াহ্	523
২৩	আল-মুমিনুন	356	৪৬	আল-আহকুফ	527

নং	সূরহ নাম	পৃষ্ঠা	নং	সূরহ নাম	পৃষ্ঠা
৪৭	মুহাম্মাদ	532	৭০	আল-মা'আরিজ	603
৪৮	আল-ফাত্হ	537	৭১	নূহ	605
৪৯	আল-হুজুরত	542	৭২	আল-জীন	607
৫০	কু-ফ	545	৭৩	আল-মুযযাম্মীল	609
৫১	আয-যারিয়াত	548	৭৪	আল-মুদাসসীর	611
৫২	আত-তুর	551	৭৫	আল-কিয়ামাহ্	613
৫৩	আন-নায্ম	554	৭৬	ইনসান	615
৫৪	আল-কুমার	557	৭৭	আল-মুরসালাত	617
৫৫	আর-রহমান	560	৭৮	আন-নাবা	619
৫৬	আল-ওয়াকি'আহ্	564	৭৯	আন-নাযি'আত	620
৫৭	আল-হাদীদ	567	৮০	'আবাসা	622
৫৮	আল-মুজাদালাহ্	572	৮১	আত-তাকউয়ীর	624
৫৯	আল-হাশার	576	৮২	আল-ইনফিতর	625
৬০	আল-মুমতাহিনাহ্	580	৮৩	আল-মুতফিফীন	625
৬১	আস-সফ	583	৮৪	আল-ইনশিকুক	627
৬২	আল-জুম'আহ্	585	৮৫	আল-বুরজ	628
৬৩	আল-মুনাফিকুন	586	৮৬	আত-তুরিক	629
৬৪	আত-তাগবুন	588	৮৭	আল-আ'লা	630
৬৫	আত-তলাক	590	৮৮	আল-গশিয়াহ্	631
৬৬	আত-তাহরীম	592	৮৯	আল-ফাজর	632
৬৭	আল-মুলক	594	৯০	আল-বালাদ	633
৬৮	আল-কলাম	597	৯১	আশ-শামস	634
৬৯	আল-হাক্কহ্	600	৯২	আল-লাইল	635

নং	সূরহ নাম	পৃষ্ঠা
৯৩	আদ-ডুহা	635
৯৪	আল-ইনশিরহ্	636
৯৫	আত-তীন	636
৯৬	আল-'আলাক	637
৯৭	আল-কুদর	638
৯৮	আল-বায়িনাহ্	638
৯৯	আয-যিলযাল	639
১০০	আল-'আদিয়াত	639
১০১	আল-কুরি'আহ্	640
১০২	আত-তাকাহুর	640
১০৩	আল-'আসর	640
১০৪	আল-হুমাযাহ্	641
১০৫	আল-ফীল	641
১০৬	কুরইশ	641
১০৭	আল-মা'উন	642
১০৮	আল-কাউছার	642
১০৯	আল-কাফিরুন	642
১১০	আন-নাসর	643
১১১	লাহাব/মাসাদ	643
১১২	আল-ইখলাস	643
১১৩	আল-ফালাক	644
১১৪	আন-নাস	644

১. সূরহঃ আল-ফাতিহা, আয়াতঃ৭, মাকী

১. পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে ২. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎ সমূহের রব। ৩. যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু, ৪. যিনি বিচার দিবসের মালিক। ৫. আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট আমরা সাহায্য চাই। ৬. আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। ৭. তাদের পথ, যাদেরকে নি‘আমাত দিয়েছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

২. সূরহঃ আল-বাকুরহ, আয়াতঃ ২৮৬, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. এই কিতাবে, কোন সন্দেহ নেই, ইহা মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। ৩. যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে, সলাত কয়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। ৪. আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে। ৫. তারা তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের উপর রয়েছে এবং তাই সফলকাম। ৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তুমি তাদেরকে সতর্ক কর কিংবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। ৭. আল্লাহ তাদের অন্তরে এবং তাদের কানে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তাদের চোখসমূহে রয়েছে পর্দা। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ৮. আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি’, অথচ তারা মুমিন নয়। ৯. তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান

এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না। ১০. তাদের অন্তরসমূহে রয়েছে ব্যাধি। সুতরাং আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। কারণ তারা মিথ্যা বলত। ১১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না’, তারা বলে, ‘আমরা তো কেবল সংশোধনকারী’। ১২. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা ফাসাদকারী; কিন্তু তারা বুঝে না। ১৩. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে’, তখন তারা বলে, ‘আমরা কি ঈমান আনব যেমন নির্বোধরা ঈমান এনেছে’? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা নির্বোধ; কিন্তু তারা জানে না। ১৪. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এবং যখন তাদের শায়তনদের সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী’। ১৫. আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন। ১৬. এরাই তারা, যারা হিদায়াতের বিনিময়ে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে। কিন্তু তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিল না। ১৭. তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালাল। এরপর যখন আগুন তার চারপাশ আলোকিত করল, আল্লাহ তাদের আলো কেড়ে নিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন এমন অন্ধকারে যে, তারা দেখছে না। ১৮. তারা বধির-বোবা-অন্ধ। তাই তারা ফিরে আসবে না। ১৯. কিংবা আকাশের বর্ষণমুখর মেঘের ন্যায়, যাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুত্চমক। বজ্রের গর্জনে তারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের কানে আঙ্গুল দিয়ে রাখে। আর আল্লাহ কাফিরদেরকে

পরিবেষ্টন করে আছেন। ২০. বিদ্যুৎচুম্বক তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়ার উপক্রম হয়। যখনই তা তাদের জন্য আলো দেয়, তারা তাতে চলতে থাকে। আর যখন তা তাদের উপর অন্ধকার করে দেয়, তারা দাঁড়িয়ে পড়ে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তাদের শ্রবণ ও চোখসমূহ নিয়ে নিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। ২২. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তাঁর মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি, তোমাদের জন্য রিযিক স্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না। ২৩. আর আমি আমার বান্দার উপর যা নাযিল করেছি, যদি তোমরা সে সম্পর্কে সন্দেহে থাক, তবে তোমরা তার মত একটি সূরহ নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের স্বাক্ষী সমূহকে ডাক; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ২৪. অতএব যদি তোমরা তা না কর- আর কখনো তোমরা তা করবে না- তাহলে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য। ২৫. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জাহান্নাম থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, ‘এটাই তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল’। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী। ২৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ

মাছি কিংবা তার চেয়েও ছোট কিছু উপমা দিতে লজ্জা করেন না। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা জানে, নিশ্চয়ই তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে, আল্লাহ এর মাধ্যমে উপমা দিয়ে কী বুঝাতে চেয়েছেন? তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং এ দিয়ে অনেককে হিদায়াত দেন। আর এর মাধ্যমে কেবল ফাসিকদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন। ২৭. যারা আল্লাহর দৃঢ়কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যা জোড়া লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ করে। তাহাই ক্ষতিগ্রস্ত। ২৮. কীভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করছ অথচ তোমরা ছিলে মৃত? অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেছেন। এরপর তিনি তোমাদেরকে মৃত্যু দেবেন অতঃপর জীবিত করবেন। এরপর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ২৯. তিনিই যমীনে যা আছে সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তারপর আসমানের প্রতি খেয়াল করলেন এবং তাকে সাত আসমানে সুবিন্যস্ত করলেন। আর সব কিছু সম্পর্কে তিনি সম্যক জ্ঞাত। ৩০. আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালাইকাদেরকে বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি যমীনে একজন খলীফা সৃষ্টি করছি’, তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে তাতে ফাসাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে? আর আমরা তো আপনার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি’। তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না’। ৩১. আর তিনি আদমকে নামসমূহ সব শিক্ষা দিলেন তারপর তা মালাইকাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। সুতরাং বললেন, ‘তোমরা আমাকে এগুলোর নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। ৩২. তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান। আপনি

আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৩৩. তিনি বললেন, 'হে আদম, এগুলোর নাম তাদেরকে জানাও'। অতঃপর যখন সে এগুলোর নাম তাদেরকে জানাল, তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ ও যমীনের গইব জানি এবং জানি যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর'? ৩৪. আর যখন আমি মালাইকাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। ৩৫. আর আমি বললাম, 'হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহা কর স্বাচ্ছন্দ্য, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যলিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ৩৬. অতঃপর শায়তন তাদেরকে জান্নাত থেকে স্থানচ্যুত করল। এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, 'তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ'। ৩৭. অতঃপর আদম তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাণী পেল, ফলে আল্লাহ তার তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু। ৩৮. আমি বললাম, 'তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না'। ৩৯. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ৪০. হে

বানী ইসরঈল, তোমরা আমার নি'আমাতকে স্মরণ কর, যে নি'আমাত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং তোমরা আমার অস্বীকার পূর্ণ কর, তাহলে আমি তোমাদের অস্বীকার পূর্ণ করব। আর কেবল আমাকেই ভয় কর। ৪১. আর তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী স্বরূপ আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি তোমরা ঈমান আন এবং তোমরা তা প্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না। আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না এবং কেবল আমাকেই ভয় কর। ৪২. আর তোমরা হাক্ককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে বুঝে হাক্ককে গোপন করো না। ৪৩. আর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুক্কুকারীদের সাথে রুক্কু কর। ৪৪. তোমরা কি মানুষকে ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছ আর নিজদেরকে ভুলে যাচ্ছ? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না? ৪৫. আর তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। ৪৬. যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে। ৪৭. হে বানী ইসরঈল, তোমরা আমার নি'আমাতকে স্মরণ কর, যে নি'আমাত আমি তোমাদেরকে দিয়েছি এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে বিশ্বাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। ৪৮. আর তোমরা সে দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না। আর কারো পক্ষ থেকে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৪৯. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদেরকে ফির'আউন দল থেকে রক্ষা করেছিলাম। তারা তোমাদেরকে কঠিন আযাব দিত। তোমাদের পুত্র সন্তানদেরকে যবেহ করত এবং তোমাদের নারীদেরকে

বাঁচিয়ে রাখত। আর এতে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ছিল মহা পরীক্ষা। ৫০. আর যখন তোমাদের জন্য আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে নাজাত দিয়েছিলাম এবং ফির'আউন দলকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম, আর তোমরা তা দেখছিলে। ৫১. আর যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম অতঃপর তোমরা তার যাওয়ার পর বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করেছিলে, আর তোমরা ছিলে যলিম। ৫২. তারপর আমি তোমাদেরকে এ সবে র পর ক্ষমা করেছি, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর। ৫৩. আর যখন আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব ও ফুরকুন যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। ৫৪. আর যখন মূসা তার কওমকে বলেছিল, 'হে আমার কওম, নিশ্চয়ই তোমরা বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করে নিজদের উপর যুল্ম করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে তাওবা কর। অতঃপর তোমরা নিজদেরকে হত্যা কর। এটি তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকট উত্তম। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ৫৫. আর যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা, আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আমরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে দেখি'। ফলে বজ্র তোমাদেরকে পাকড়াও করল আর তোমরা তা দেখছিলে। ৫৬. অতঃপর আমি তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনঃজীবন দান করলাম, যাতে তোমরা শোকর আদায় কর। ৫৭. আর আমি তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নাযিল করলাম 'মাদ্গা' ও 'সালওয়া'। তোমরা সে পবিত্র বস্তু থেকে আহার কর, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছি। আর তারা আমার প্রতি যুল্ম করেনি, বরং তারা নিজদেরকেই যুল্ম করত। ৫৮. আর স্মরণ কর, যখন

আমি বললাম, 'তোমরা প্রবেশ কর এই জনপদে। আর তা থেকে আহার কর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্য এবং দরজায় প্রবেশ কর মাথা নীচু করে। আর বল 'ক্ষমা'। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব'। ৫৯. অতঃপর যলিমরা পরিবর্তন করে ফেলল সে কথা যা তাদেরকে বলা হয়েছিল, ভিন্ন অন্য কথা দিয়ে। ফলে আমি তাদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম, কারণ তারা পাপাচার করত। ৬০. আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার কওমের জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, 'তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর'। ফলে তা থেকে উৎসারিত হল বারটি ঝরনা। প্রতিটি দল তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল। তোমরা আল্লাহর রিযিক থেকে আহার কর ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ে না। ৬১. আর যখন তোমরা বললে, 'হে মূসা, আমরা এক খাবারের উপর কখনো ধৈর্য্য ধরব না। সুতরাং তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দু'আ কর, যেন তিনি আমাদের জন্য বের করেন, ভূমি যে সজ্জি, কাঁকড়, রসুন, মসুর ও পেঁয়াজ উৎপন্ন করে, তা'। সে বলল, 'তোমরা কি যা উত্তম তার পরিবর্তে এমন জিনিস গ্রহণ করছ যা নিম্ন মানের? তোমরা কোন এক নগরীতে অবতরণ কর। তবে নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য (সেখানে) থাকবে, যা তোমরা চেয়েছ'। আর তাদের উপর আরোপ করা হয়েছে লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্য এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের শিকার হল। তা এই কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করত। তা এই কারণে যে, তারা নাফরমানী করেছিল এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। ৬২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহুদী হয়েছে এবং নাসারহ্ ও

সাবিঙ্গর- (তাদের মধ্যে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং নেক কাজ করেছে- তবে তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৬৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তুর পাহাড়কে তোমাদের উপর উঠালাম আমি (বললাম) 'তোমাদেরকে যা দিয়েছি, তা শক্তভাবে ধর এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার'। ৬৪. অতঃপর তোমরা এ সবার পর বিমুখ হয়ে ফিরে গেলে। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমাত না হত, তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হতে। ৬৫. আর তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল, তাদেরকে অবশ্যই তোমরা জান। অতঃপর আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'। ৬৬. আর আমি একে বানিয়েছি দৃষ্টান্ত, সে সময়ের এবং তৎপরবর্তী জনপদসমূহের জন্য এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। ৬৭. আর স্মরণ কর, যখন মুসা তার কওমকে বলল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা একটি গাভী যবেহ করবে'। তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ'। সে বলল, 'আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান আশ্রয় চাচ্ছি'। ৬৮. তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন গাভীটি কেমন হবে'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই তা হবে গরু, বুড়ো নয় এবং বাচ্চাও নয়। এর মাঝামাঝি ধরনের। সুতরাং তোমরা কর যা তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে'। ৬৯. তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন, কেমন তার রঙ'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই তা হবে হলুদ রঙের গাভী, তার রঙ উজ্জ্বল, দর্শকদেরকে যা আনন্দ দেবে'। ৭০. তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন, তা কেমন? নিশ্চয়ই গরুটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ চাহে তো পথপ্রাপ্ত হব'। ৭১. সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই তা এমন গাভী, যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেয়ায়। সুস্থ যাতে কোন খুঁত নেই'। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ'। অতঃপর তারা তা যবেহ করল অথচ তারা তা করার ছিল না। ৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে অতঃপর সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করলে। আর আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন তোমরা যা গোপন করছিলে। ৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'তোমরা তাকে আঘাত কব গাভীটির (গোশতের) কিছু অংশ দিয়ে। এভাবে আল্লাহ জীবিত করেন মৃতদেরকে। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান, যাতে তোমরা বুঝ। ৭৪. অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয়ই পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বংস পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গফিল নন। ৭৫. তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত

করে দেন, কেমন তার রঙ'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই তা হবে হলুদ রঙের গাভী, তার রঙ উজ্জ্বল, দর্শকদেরকে যা আনন্দ দেবে'। ৭০. তারা বলল, 'তুমি আমাদের জন্য তোমার রবের নিকট দু'আ কর, তিনি যেন আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দেন, তা কেমন? নিশ্চয়ই গরুটি আমাদের জন্য সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। আর নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ চাহে তো পথপ্রাপ্ত হব'। ৭১. সে বলল, 'নিশ্চয়ই তিনি বলছেন, নিশ্চয়ই তা এমন গাভী, যা ব্যবহৃত হয়নি জমি চাষ করায় আর না ক্ষেতে পানি দেয়ায়। সুস্থ যাতে কোন খুঁত নেই'। তারা বলল, 'এখন তুমি সত্য নিয়ে এসেছ'। অতঃপর তারা তা যবেহ করল অথচ তারা তা করার ছিল না। ৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করলে অতঃপর সে ব্যাপারে একে অপরকে দোষারোপ করলে। আর আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন তোমরা যা গোপন করছিলে। ৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'তোমরা তাকে আঘাত কব গাভীটির (গোশতের) কিছু অংশ দিয়ে। এভাবে আল্লাহ জীবিত করেন মৃতদেরকে। আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান, যাতে তোমরা বুঝ। ৭৪. অতঃপর তোমাদের অন্তরসমূহ এর পরে কঠিন হয়ে গেল যেন তা পাথরের মত কিংবা তার চেয়েও শক্ত। আর নিশ্চয়ই পাথরের মধ্যে কিছু আছে, যা থেকে নহর উৎসারিত হয়। আর নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে যা চূর্ণ হয়। ফলে তা থেকে পানি বের হয়। আর নিশ্চয়ই তার মধ্যে কিছু আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বংস পড়ে। আর আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে গফিল নন। ৭৫. তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত

জেনে বুঝে। ৭৬. আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’। আর যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয় তখন বলে, ‘তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উন্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে দলীল পেশ করবে? তবে কি তোমরা বুঝ না?’ ৭৭. তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন? ৭৮. আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে। ৭৯. সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, ‘এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে’, যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস। ৮০. আর তারা বলে, ‘গোনা-কয়েকদিন ছাড়া আঙুন আমাদেরকে কখনো স্পর্শ করবে না’। বল, ‘তোমরা কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছ, ফলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না? নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জানো না?’ ৮১. হ্যাঁ, যে মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাকে বেঁটন করে নেবে, তারাই আঙনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী। ৮২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমাল করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী। ৮৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি বানী ইসরঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, সলাত কয়েম কর

এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলে উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিলে। ৮৪. আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা নিজদের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং নিজদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করবে না। অতঃপর তোমরা স্বীকার করে নিলে। আর তোমরা তার স্বাক্ষরী। ৮৫. অতঃপর তোমরাই তো তারা, যারা নিজদেরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে সহায়তা করছ। আর তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত কর। অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের জন্য হারম ছিল। তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামাতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিষ্ক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গম্ফিল নন। ৮৬. তারা আখিরতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে খরিদ করেছে। সুতরাং তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৮৭. আর আমি নিশ্চয়ই মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রসূল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি ‘পবিত্র আত্মা’র মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নাবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ। ৮৮. আর তারা বলল,

আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত; বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে। ৮৯. আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এলো অথচ তারা পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এলো যা তারা চিন্ত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহর লানত। ৯০. যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে তা কত জঘন্য (তা এই) যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তারা অস্বীকার করেছে এই জিদের বশবর্তী হয়ে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তার উপর তাঁর অনুগ্রহ নাযিল করেছেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের অধিকারী হল। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। ৯১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার প্রতি ঈমান আন। তারা বলে, ‘আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি’। আর এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে। অথচ তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী। বল, ‘তবে কেন তোমরা আল্লাহর নাবীদেরকে পূর্বে হত্যা করত, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক’? ৯২. আর অবশ্যই মুসা তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। অতঃপর তোমরা তার পরে বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করলে। আর তোমরা তো যলিম। ৯৩. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমাদের উপর তুরকে উঠিয়েছিলাম- (বলেছিলাম) ‘আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা শক্তভাবে ধর এবং শোন। তারা বলেছিল, ‘আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আর তাদের কুফরীর কারণে

তাদের অন্তরে গো-বাছুরের প্রতি ভালোবাসা জমা করা হয়েছিল। বল, ‘তোমাদের ঈমান যার নির্দেশ দেয় কত মন্দ তা! যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক’। ৯৪. বল, ‘যদি অন্যান্য মানুষ ছাড়া আল্লাহর নিকট আখিরতের আবাস শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট থাকে, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’। ৯৫. আর তারা কখনো তা কামনা করবে না, তাদের হাত যা পাঠিয়েছে তার কারণে। আর আল্লাহ যলিমদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। ৯৬. আর তুমি তাদেরকে পাবে জীবনের প্রতি সর্বাধিক লোভী মানুষরূপে। এমনকি তাদের থেকেও যারা শির্ক করেছে। তাদের একজন কামনা করে, যদি হাজার বছর তাকে জীবন দেয়া হত! অথচ দীর্ঘজীবী হলেই তা তাকে আযাব থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে না। আর তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ৯৭. বল, ‘যে জিবরীলের শত্রু হবে (সে অনুশোচনায় মরুক) কেননা নিশ্চয়ই জিবরীল তা আল্লাহর অনুমতিতে তোমার অন্তরে নাযিল করেছে, তার সামনে থাকা কিতাবের সমর্থক, হিদায়াত ও মুমিনদের জন্য সুসংবাদরূপে’। ৯৮. ‘যে শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর মালাইকাদের, তাঁর রসূলগণের, জিবরীলের ও মীকাঈলের তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের শত্রু’। ৯৯. আর আমি অবশ্যই তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেউ তা অস্বীকার করে না। ১০০. তবে কি যখনই তারা কোন ওয়াদা করেছে, তখনই তাদের মধ্য থেকে কোন এক দল তা ছুড়ে মেরেছে? বরং তাদের অধিকাংশ ঈমান রাখে না। ১০১. আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে একজন রসূল এলো, তাদের সাথে যা আছে তা সমর্থন করে, তখন আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে

দিল, (এভাবে যে) মনে হয় যেন তারা জানে না। ১০২. আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শায়তনরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শায়তনরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই মালাইকা হারুত ও মারুতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, ‘আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত। ১০৩. আর যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাদের জন্য) প্রতিদান উত্তম হত। যদি তারা জানত। ১০৪. হে মুমিনগণ, তোমরা ‘রইনা’ বলো না; বরং বল, ‘উনজুরনা’ আর শোন, কাফিরদের জন্য রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব। ১০৫. আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তারা চায় না যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন কল্যাণ নাযিল হোক। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমাত দ্বারা খাস করেন এবং আল্লাহ মহান অনুগ্রহের অধিকারী। ১০৬. আমি যে আয়াত রহিত করি কিংবা ভুলিয়ে দেই, তার চেয়ে উত্তম কিংবা তার মত আনয়ন করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১০৭. তুমি কি জানো

না যে, নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহর? আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। ১০৮. নাকি তোমরা চাও তোমাদের রসূলকে প্রশ্ন করতে, যেমন পূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল? আর যে ঈমানকে কুফরে পরিবর্তন করবে, সে নিশ্চয়ই সোজা পথবিচ্যুত হল। ১০৯. আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশত (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১১০. আর তোমরা সলাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমাল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ১১১. আর তারা বলে, ইয়াহুদী কিংবা নাসারাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জাহাতে প্রবেশ করবে না। এটা তাদের মিথ্যা আশা। বল, ‘তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’। ১১২. হ্যাঁ, যে নিজকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও, তবে তার জন্য রয়েছে তার রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১১৩. আর ইয়াহুদীরা বলে, ‘নাসারহদের কোন ভিত্তি নেই’ এবং নাসারহরা বলে ‘ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই’। অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবেই, যারা কিছু জানে না, তারা তাদের কথার মত কথা বলে। সুতরাং যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। ১১৪. আর তার চেয়ে অধিক যালেম কে, যে আল্লাহর মাসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা

প্রদান করে এবং তা বিরাণ করতে চেষ্টা করে? তাদের তো উচ্চিৎ ছিল ভীত হয়ে তাতে প্রবেশ করা। তাদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে লাঞ্ছনা আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ১১৫. আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ১১৬. আর তারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান; বরং আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সব তাঁরই অনুগত। ১১৭. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। আর যখন তিনি কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন কেবল বলেন ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়। ১১৮. আর যারা জানে না, তারা বলে, ‘কেন আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কিংবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না’? এভাবেই, যারা তাদের পূর্বে ছিল তারা তাদের কথার মত কথা বলেছে। তাদের অন্তরসমূহ একই রকম হয়ে গিয়েছে। আমি তো আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট করে দিয়েছি এমন কওমের জন্য, যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। ১১৯. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সত্যসহ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তোমাকে আগুনের অধিবাসীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। ১২০. আর ইয়াহূদী ও নাসারহরা কখনো তোমার প্রতি সম্মত হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিথ্যাত্বের অনুসরণ কর। বল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত’ আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না। ১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১২২. হে বানী ইসরাঈল, তোমরা আমার নি‘আমাতকে স্মরণ

কর, যা আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি সৃষ্টিকুলের উপর। ১২৩. আর তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কোন ব্যক্তি থেকে বিনিময় গ্রহণ করা হবে না আর কোন সুপারিশ তার উপকারে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ১২৪. আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তার রব কয়েকটি বাণী দিয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর সে তা পূর্ণ করল। তিনি বললেন, ‘আমি তোমাকে মানুষের জন্য নেতা বানাব’। সে বলল, ‘আমার বংশধরদের থেকেও’? তিনি বললেন, ‘যলিমরা আমার ওয়াদাপ্রাপ্ত হয় না’। ১২৫. আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) ‘তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সলাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর’। আর আমি ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, ‘তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকুকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর’। ১২৬. আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম বলল, ‘হে আমার রব, আপনি একে নিরাপদ নগরী বানান এবং এর অধিবাসীদেরকে ফল-মুলের রিযিক দিন যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে’। তিনি বললেন, ‘যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প প্রতি ঈমান এনেছে’। তিনি বললেন, ‘যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিব। অতঃপর তাকে আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব। আর তা কত মন্দ পরিণতি’। ১২৭. আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল কাবার ভিতগুলো উঠাচ্ছিল (এবং বলছিল,) ‘হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী’। ১২৮. ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত

জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২৯. 'হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রসূল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৩০. আর যে নিজকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ছাড়া কে ইবরহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? আর অবশ্যই আমি তাকে দুনিয়াতে বেছে নিয়েছি এবং নিশ্চয়ই সে আখিরাতে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ১৩১. যখন তার রব তাকে বললেন, 'তুমি আত্মসমর্পণ কর'। সে বলল, 'আমি সকল সৃষ্টির রবের কাছে নিজকে সমর্পণ করলাম'। ১৩২. আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইবরহীম তার সন্তানদেরকে এবং ইয়াকুবও (যে,) 'হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধীনকে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না। ১৩৩. নাকি তোমরা স্বাক্ষী ছিলে, যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়েছিল? যখন সে তার সন্তানদেরকে বলল, 'আমার পর তোমরা কার ইবাদাত করবে'? তারা বলল, 'আমরা ইবাদাত করব আপনার ইলাহের, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহের, যিনি এক ইলাহ। আর আমরা তাঁরই অনুগত'। ১৩৪. সেটা এমন এক উম্মাত যা গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। ১৩৫. আর তারা বলে, 'তোমরা ইয়াহুদী কিংবা নাসারহু হয়ে যাও, হিদায়াত পেয়ে

যাবে'। বল, 'বরং আমরা ইবরহীমের মিল্লাতের অনুসরণ করি, যে একনিষ্ঠ ছিল এবং যে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'। ১৩৬. তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নাবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত'। ১৩৭. অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছ, তবে অবশ্যই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয় তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়, তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশোতা, সর্বজ্ঞ। ১৩৮. (বল,) আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী। ১৩৯. বল, 'তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করছ অথচ তিনি আমাদের রব ও তোমাদের রব? আর আমাদের জন্য রয়েছে আমাদের আমালসমূহ এবং তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের আমালসমূহ এবং আমরা তাঁর জন্যই একনিষ্ঠ। ১৪০. নাকি তোমরা বলছ, 'নিশ্চয়ই ইবরহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানেরা ছিল ইয়াহুদী কিংবা নাসারহু? বল, 'তোমরা অধিক জ্ঞাত নাকি আল্লাহ'? আর তার চেয়ে অধিক যলিম কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে যে সাক্ষ্য রয়েছে তা গোপন করে? আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গফিল নন। ১৪১. সেটা ছিল একটি উম্মাত, যারা গত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে, তা তাদের জন্য আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা

তোমাদের জন্য। আর তারা যা করত, সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। ১৪২. অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে, 'কি সে তাদেরকে তাদের কিবলা থেকে ফিরাল, যার উপর তারা ছিল'? বল, 'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে চান সোজা পথ দেখান'। ১৪৩. আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মাত বানিয়েছি, যাতে তোমরা মানুষের উপর স্বাক্ষী হও এবং রসূল স্বাক্ষী হন তোমাদের উপর। আর যে কিবলার উপর তুমি ছিলে, তাকে কেবল এ জন্যই নির্ধারণ করেছিলাম, যাতে আমি জেনে নেই যে, কে রসূলকে অনুসরণ করে এবং কে তার পেছনে ফিরে যায়। যদিও তা অতি কঠিন (অন্যদের কাছে) তাদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। ১৪৪. আকাশের দিকে বার বার তোমার মুখ ফিরানো আমি অবশ্যই দেখছি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফিরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারমের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকেই তোমাদের চেহারা ফিরাও। আর নিশ্চয়ই যারা কিতাবপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই জানে যে, তা তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য এবং তারা যা করে, সে ব্যাপারে আল্লাহ গফিল নন। ১৪৫. আর যাদেরকে তারা দেয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সব নিদর্শন নিয়ে আস, কিতাব দেয়া হয়েছে তুমি যদি তাদের নিকট সব নিদর্শন নিয়ে আস, তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবে না আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নও এবং তারা একে অপরের কিবলার অনুসরণকারী নয়। আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয়ই তুমি তখন যলিমদের অন্তর্ভুক্ত। ১৪৬. যাদেরকে

আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে। ১৪৭. সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১৪৮. আর প্রত্যেকের রয়েছে একটি দিক, যদিকে সে চেহারা ফিরায়ে। সুতরাং তোমরা কল্যাণকর্মে প্রতিযোগিতা কর। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১৪৯. আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারমের দিকে ফিরাও। আর নিশ্চয়ই তা সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা থেকে গফিল নন। ১৫০. আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারমের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও, যাতে তোমাদের বিপক্ষে মানুষের বিতর্ক করার কিছু না থাকে। তবে তাদের মধ্য থেকে যারা যুলুম করেছে, তারা ছাড়া। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর। আর যাতে আমি আমার নি'আমাত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে পারি এবং যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। ১৫১. যেভাবে আমি তোমাদের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছি তোমাদের মধ্য থেকে, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তোমাদেরকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় এমন কিছু যা তোমরা জানতে না। ১৫২. অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর আমার শোকর আদায় কর, আমার সাথে কুফরী করো না। ১৫৩. হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে

সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ১৫৪. যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বুলো না। বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা অনুভব করতে পার না। ১৫৫. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। ১৫৬. যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ১৫৭. তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমাত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। ১৫৮. নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে কিংবা উমরহ করবে তার কোন অপরাধ হবে না যে, সে এগুলোর তাওয়াফ করবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কল্যাণ করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শোকরগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। ১৫৯. নিশ্চয়ই যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়াত যা আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে। ১৬০. তারা ছাড়া, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ১৬১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের উপর আল্লাহ, মালাইকাগণ ও সকল মানুষের লা'নত। ১৬২. তারা সেখানে স্থায়ী হবে। তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ১৬৩. আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি

অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। ১৬৪. নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে এবং আসমান থেকে আল্লাহ যে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন অতঃপর তার মাধ্যমে মরে যাওয়ার পর যমীনকে জীবিত করেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সকল প্রকার বিচরণশীল প্রাণী ও বাতাসের পরিবর্তনে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে নিয়োজিত মেঘমালায় রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন কওমের জন্য, যারা বিবেকবান। ১৬৫. আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালবাসার মত ভালবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি যলিমগণ দেখে- যখন তারা আযাব দেখবে যে, নিশ্চয়ই সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। ১৬৬. যখন, যাদেরকে অনুসরণ করা হয়েছে, তারা অনুসারীদের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং তারা আযাব দেখতে পাবে। আর তাদের সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। ১৬৭. আর যারা অনুসরণ করেছে, তারা বলবে, 'যদি আমাদের ফিরে যাওয়ার সুযোগ হত, তাহলে আমরা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যেতাম, যেভাবে তারা আলাদা হয়ে গিয়েছে'। এভাবে আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমালসমূহ দেখাবেন, তাদের জন্য আক্ষেপ স্বরূপ। আর তারা আগুন থেকে বের হতে পারবে না। ১৬৮. হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর এবং শায়তনের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট শত্রু। ১৬৯. নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জানো না।

১৭০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, কিন্তু তারা বলে, 'বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি'। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি? ১৭১. আর যারা কুফরী করেছে তাদের উদাহরণ তার মত, যে এমন কিছুর জন্য চিৎকার করেছে, হাঁক-ডাক ছাড়া যে কিছু শোনে না। তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বুঝে না। ১৭২. হে মুমিনগণ, আহ্বার কর আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিয়ক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। ১৭৩. নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যা গইরুপ্লাহর নামে যবেহ করা হয়েছে। সুতরাং যে বাধ্য হবে, অবাধ্য বা সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৭৪. নিশ্চয়ই যারা গোপন করে যে কিভাবে আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা শুধু আগুনই তাদের উদরে পুরে। আর আল্লাহ কিয়ামাতের দিনে তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব। ১৭৫. তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। আগুনের উপর তারা কতই না ধৈর্য্যশীল। ১৭৬. তা এই কারণে যে, আল্লাহ যথার্থরূপে কিভাবে নাযিল করেছেন। আর নিশ্চয়ই যারা কিভাবে মতবিরোধ করেছে, তারা অবশ্যই সুদূর মতানৈক্যে রয়েছে। ১৭৭. ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ঈমান আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, মালাইকাগণ, কিভাবে ও

নারীগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, ইয়াতীম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সলাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী। ১৭৮. হে মুমিনগণ, নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমাত। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব। ১৭৯. আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে। ১৮০. তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব। ১৮১. অতএব যে তা শ্রবণ করার পর পরিবর্তন করবে, তবে এর পাপ তাদের হবে, যারা তা পরিবর্তন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ১৮২. তবে কেউ যদি অসিয়তকারীর পক্ষ থেকে পক্ষপাতিত্ব ও পাপের আশঙ্কা করে, অতঃপর তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তাহলে তার কোন পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৮৩. হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। ১৮৪. নির্দিষ্ট

কয়েক দিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে, কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সংকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। ১৮৫. রমাদন মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে মাসটিতে উপস্থিত হবে, সে যেন তাতে সিয়াম পালন করে। আর যে অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে তবে অন্যান্য দিবসে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। আর যাতে তোমরা সংখ্যা পূরণ কর এবং তিনি তোমাদেরকে যে হিদায়াত দিয়েছেন, তার জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর। ১৮৬. আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয়ই নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে। ১৮৭. সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের নিকট গমন হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের জন্য পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের জন্য পরিচ্ছদ। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা নিজদের সাথে খিয়ানত করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবুল করেছেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন। অতএব, এখন তোমরা তাদের সাথে মিলিত হও এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা লিখে দিয়েছেন, তা

অনুসন্ধান কর। আর আহ্বান কর ও পান কর যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কাল রেখা থেকে স্পষ্ট হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। আর তোমরা মাসজিদে ইতিফাকরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়ে না। এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ে না। এভাবেই আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। ১৮৮. আর তোমরা নিজদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে না এবং তা বিচারকদেরকে (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার। ১৮৯. তারা তোমাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'তা মানুষের ও হাজ্জের জন্য সময় নির্ধারক'। আর ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা পেছন দিক দিয়ে গৃহে প্রবেশ করবে। কিন্তু ভাল কাজ হল, যে তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা গৃহসমূহে তার দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও। ১৯০. আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ১৯১. আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখানে থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল। আর ফিতনা হত্যার চেয়ে কঠিনতর এবং তোমরা মাসজিদুল হারমের নিকট তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো না, যতক্ষণ না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সেখানে লড়াই করে। অতঃপর তারা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তবে তাদেরকে হত্যা কর। এটাই কাফিরদের প্রতিদান। ১৯২. তবে যদি তারা বিরত হয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯৩. আর

তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যলিমরা ছাড়া (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই। ১৯৪. হারম মাস হারম মাসের বদলে এবং পবিত্র বিষয়সমূহ কিসাসের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেক্ষণ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। ১৯৫. আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর এবং নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর ইহসান কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুহসিনদেরকে ভালবাসেন। ১৯৬. আর হাজ্জ ও উমরহ আল্লাহর জন্য পূর্ণ কর। অতঃপর যদি তোমরা আটকে পড় তবে যে পশু সহজ হবে (তা যবেহ কর)। আর তোমরা তোমাদের মাথা মুগুন করো না, যতক্ষণ না পশু তার যথাস্থানে পৌঁছে। আর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ কিংবা তার মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে তবে সিয়াম কিংবা সদাকা অথবা পশু যবেহ এর মাধ্যমে ফিদয়া দেবে। আর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যে ব্যক্তি উমরহর পর হাজ্জ সম্পাদনপূর্বক তামাত্ত্ব করবে, তবে যে পশু সহজ হবে, তা যবেহ করবে। কিন্তু যে তা পাবে না তাকে হাজ্জ তিন দিন এবং যখন তোমরা ফিরে যাবে, তখন সাত দিন সিয়াম পালন করবে। এই হল পূর্ণ দশ। এই বিধান তার জন্য, যার পরিবার মাসজিদুল হারমের অধিবাসী নয়। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। ১৯৭. হাজ্জের সময় নির্দিষ্ট মাসসমূহ। অতএব এই মাসসমূহে যে নিজের উপর হাজ্জ আরোপ করে নিল, তার জন্য হাজ্জ অশ্রীল ও পাপ কাজ এবং ঝগড়া-বিবাদ বৈধ নয়। আর তোমরা ভাল

কাজের যা কর, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথের গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই উত্তম পাথের তাকওয়া। আর হে বিবেক সম্পন্নগণ, তোমরা আমাকে ভয় কর। ১৯৮. তোমাদের উপর কোন পাপ নেই যে, তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে। সুতরাং যখন তোমরা আরফা থেকে বের হয়ে আসবে, তখন মাশআরে হারমের নিকট আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। যদিও তোমরা এর পূর্বে অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ১৯৯. অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২০০. তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নেই। ২০১. আর তাদের মধ্যে এমনও আছে, যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন। আর আখিরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আশুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ২০২. তারা যা অর্জন করেছে তার ভাগ তাদের রয়েছে। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। ২০৩. আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দিষ্ট দিনসমূহে। অতঃপর যে তাড়াছড়া করে দু'দিনে চলে আসবে। তার কোন পাপ নেই। আর যে বিলম্ব করবে, তারও কোন অপরাধ নেই। (এ বিধান) তার জন্য, যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা

হবে। ২০৪. আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার উপর আল্লাহকে স্বাক্ষর রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী। ২০৫. আর যখন সে ফিরে যায়, তখন যমীনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালবাসেন না। ২০৬. আর যখন তাকে বলা হয়, ‘আল্লাহকে ভয় কর’ তখন আত্মাভিমান তাকে পাপ করতে উৎসাহ দেয়। সুতরাং জাহান্নাম তার জন্য যথেষ্ট এবং তা কতই না মন্দ ঠিকানা। ২০৭. আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজকে বিকিয়ে দেয়। আর আল্লাহ (তার) বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল। ২০৮. হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শায়তনের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। ২০৯. অতএব তোমরা যদি পদস্থলিত হও, তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর, তবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২১০. তারা কি এরই অপেক্ষা করছে যে, মেঘের ছায়ায় আল্লাহ ও মালাইকাগণ তাদের নিকট আগমন করবেন এবং সব বিষয়ের ফয়সালা করে দেয়া হবে। আর আল্লাহর নিকটই সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। ২১১. বানী ইসরঈলকে জিজ্ঞাসা কর, আমি তাদেরকে কত সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। আর যে আল্লাহর নি‘আমাত তার কাছে আসার পর তা বদলে দেবে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। ২১২. যারা কুফরী করেছে, দুনিয়ার জীবনকে তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর তারা মুমিনদের নিয়ে উপহাস করে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারা কিয়ামাত দিবসে তাদের উপরে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে চান, বেহিসাব রিয়িক দান করেন।

২১৩. মানুষ ছিল এক উন্মাত। অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে নাবীদেরকে প্রেরণ করলেন এবং সত্যসহ তাদের সাথে কিতাব নাযিল করলেন, যাতে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত। আর তারাই তাতে মতবিরোধ করেছিল, যাদেরকে তা দেয়া হয়েছিল, তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষবশত। অতঃপর আল্লাহ নিজ অনুমতিতে মুমিনদেরকে হিদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন। ২১৪. নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জাহান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তার সাথী মুমিনগণ বলছিল, ‘কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)’? জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। ২১৫. তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে? বল, ‘তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতা, আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য। আর যে কোন ভাল কাজ তোমরা কর, নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে আল্লাহ সুপরিজ্ঞাত’। ২১৬. তোমাদের উপর লড়াইয়ের বিধান দেয়া হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। ২১৭. তারা তোমাকে হারম মাস সম্পর্কে তাতে লড়াই করা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। বল, ‘তাতে লড়াই করা বড় পাপ; কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা প্রদান,

তাঁর সাথে কুফরী করা, মাসজিদুল হারম থেকে বাধা দেয়া এবং তার অধিবাসীদেরকে তা থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট অধিক বড় পাপ। আর ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়। আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের ধীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর ধীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে, বস্তুত এদের আমালসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ২১৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমাতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২১৯. তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তারা কী ব্যয় করবে। বল, 'যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত'। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর- ২২০. দুনিয়া ও আখিরতের ব্যাপারে। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে ইয়াতীমদের সম্পর্কে। বল, সংশোধন করা তাদের জন্য উত্তম। আর যদি তাদেরকে নিজদের সাথে মিশিয়ে নাও, তবে তারা তোমাদেরই ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদকারী, কে সংশোধনকারী এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য (বিষয়টি) কঠিন করে দিতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২২১. আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয়ই উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে

মুঞ্চ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুঞ্চ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জাহ্নাম ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন এবং মানুষের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। ২২২. আর তারা তোমাকে হয়েছে সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, তা কষ্ট। সুতরাং তোমরা হয়েছেকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে। ২২৩. তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন কর, যেভাবে চাও। আর তোমরা নিজদের কল্যাণে উত্তম কাজ সামনে পাঠাও। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তোমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে। আর মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। ২২৪. আর আল্লাহকে তোমরা তোমাদের শপথ পূরণে প্রতিবন্ধক বানিয়ে না যে, তোমরা (আল্লাহর নামে এই বলে শপথ করবে যে) ভালো কাজ করবে না, তাকওয়া অবলম্বন করবে না এবং মানুষের মধ্যে সংশোধন করবে না। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৫. আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য পাকড়াও করবেন না। কিন্তু পাকড়াও করবেন যা তোমাদের অন্তরসমূহ অর্জন করেছে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল। ২২৬. যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত না হওয়ার শপথ

করবে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। অতঃপর তারা যদি ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২২৭. আর যদি তারা তালাকের দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২৮. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে এবং তাদের জন্য হালাল হবে না যে, আল্লাহ তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন, তা তারা গোপন করবে, যদি তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে। আর এর মধ্যে তাদের স্বামীরা তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে অধিক হকদার, যদি তারা সংশোধন চায়। আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার। যেমন আছে তাদের উপর (পুরুষদের) অধিকার। আর পুরুষদের রয়েছে তাদের উপর মর্যাদা এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২২৯. তালাক দু'বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যলিম। ২৩০. অতএব যদি সে তাকে তালাক দেয় তাহলে সে পুরুষের জন্য হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন একজন স্বামী সে গ্রহণ না করে। অতঃপর সে (স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয়, তাহলে তাদের উভয়ের অপরাধ হবে না যে, তারা একে অপরের নিকট ফিরে আসবে, যদি দৃঢ় ধারণা রাখে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে

পারবে। আর এটা আল্লাহর সীমারেখা, তিনি তা এমন সম্প্রদায়ের জন্য স্পষ্ট করে দেন, যারা জানে। ২৩১. আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইচ্ছাতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক তাদেরকে ছেড়ে দেবে। তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আটকে রেখে না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি যুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নি'আমাত এবং তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমাত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। ২৩২. আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইচ্ছাতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ে না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। ২৩৩. আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পান করাবার সময় পূর্ণ করতে চায়। আর পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মাদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় না। কষ্ট দেয়া যাবে না কোন মাকে তার সন্তানের জন্য, কিংবা কোন বাবাকে তার সন্তানের জন্য। আর ওয়ারিশের উপর রয়েছে অনুরূপ দায়িত্ব। অতঃপর তারা যদি পরস্পর

সম্মতি ও পরামর্শের মাধ্যমে দুধ ছাড়াতে চায়, তাহলে তাদের কোন পাপ হবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে অন্য কারো থেকে দুধ পান করাতে চাও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই, যদি তোমরা বিধি মোতাবেক তাদেরকে যা দেবার তা দিয়ে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ২৩৪. আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর যখন তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করবে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর তোমরা যা কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক অবগত। ২৩৫. আর এতে তোমাদের কোন পাপ নেই যে, তোমরা নারীদেরকে ইশারায় যে প্রস্তাব করবে কিংবা মনে গোপন করে রাখবে। আল্লাহ জেনেছেন যে, তোমরা অবশ্যই তাদেরকে স্মরণ করবে। কিন্তু বিধি মোতাবেক কোন কথা বলা ছাড়া গোপনে তাদেরকে (কোন) প্রতিশ্রুতি দিয়ে না। আর আল্লাহর নির্দেশ (ইদ্দত) তার সময় পূর্ণ করার পূর্বে বিবাহ বন্ধনের সংকল্প করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা জানেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমশীল, সহনশীল। ২৩৬. তোমাদের কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদেরকে স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোন মোহর নির্ধারণ করনি। আর উত্তমভাবে তাদেরকে ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর উপর তার সাধ্যানুসারে এবং গরীবদের উপর তার সাধ্যানুসারে। সুকর্মশীলদের উপর এটি আবশ্যিক। ২৩৭. আর যদি তোমরা তাদেরকে

তালাক দাও, তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে এবং তাদের জন্য কিছু মোহর নির্ধারণ করে থাক, তাহলে যা নির্ধারণ করেছ, তার অর্ধেক (দিয়ে দাও)। তবে স্ত্রীরা যদি মাফ করে দেয়, কিংবা যার হাতে বিবাহের বন্ধন সে যদি মাফ করে দেয়। আর তোমাদের মাফ করে দেয়া তাকওয়ার অধিক নিকটতর। আর তোমরা পরস্পরের মধ্যে অনুগ্রহ ভুলে যেও না। তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ২৩৮. তোমরা সলাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সলাতের হিফায়ত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। ২৩৯. কিন্তু যদি তোমরা ভয় কর, তবে হেঁটে কিংবা আরোহণ করে (আদায় করে নাও)। এরপর যখন নিরাপদ হবে তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিখিয়েছেন, যা তোমরা জানতে না। ২৪০. আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা মারা যাবে এবং স্ত্রীদেরকে রেখে যাবে, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসিয়ত করবে বের না করে দিয়ে; কিন্তু যদি তারা (স্বৈচ্ছায়) বের হয়ে যায়, তাহলে তারা নিজদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক যা করেছে, সে ব্যাপারে তোমাদের কোন পাপ নেই। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২৪১. আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধি মোতাবেক ভরণ-পোষণ। (এটি) মুত্তাকীদের উপর আবশ্যিক। ২৪২. এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি কর। ২৪৩. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা তাদের গৃহসমূহ থেকে বের হয়েছে মৃত্যুর ভয়ে এবং তারা ছিল হাজার-হাজার? অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা মরে যাও'! তারপর তিনি তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মানুষের উপর অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ শুকরিয়া

আদায় করে না। ২৪৪. আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর এবং জেনে রাখ নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২৪৫. কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরানো হবে। ২৪৬. তুমি কি মুসার পর বানী ইসরঈলের প্রধানদেরকে দেখনি? যখন তারা তাদের নাবীকে বলেছিল, ‘আমাদের জন্য একজন রাজা পাঠান, তাহলে আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব’। সে বলল, ‘এমন কি হবে যে, যদি তোমাদের উপর লড়াই আবশ্যিক করা হয়, তোমরা লড়াই করবে না’? তারা বলল, আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করব না, অথচ আমাদেরকে আমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করা হয়েছে এবং আমাদের সন্তানদের থেকে (বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে)?’ অতঃপর যখন তাদের উপর লড়াই আবশ্যিক করা হল, তখন তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তারা বিমুখ হল। আর আল্লাহ যলিমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। ২৪৭. আর তাদেরকে তাদের নাবী বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তালুতকে রাজ্যরূপে পাঠিয়েছেন। তারা বলল, ‘আমাদের উপর কীভাবে তার রাজত্ব হবে, অথচ আমরা তার চেয়ে রাজত্বের অধিক হকদার? আর তাকে সম্পদের প্রাচুর্যও দেয়া হয়নি’। সে বলল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে তোমাদের উপর মনোনীত করেছেন এবং তাকে জ্ঞানে ও দেহে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ যাকে চান, তাকে তাঁর রাজত্ব দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ’। ২৪৮. আর তাদেরকে তাদের নাবী বলল, নিশ্চয়ই তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট তাবূত আসবে, যাতে থাকবে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে প্রশান্তি এবং মুসার পরিবার ও হারুনের

পরিবার যা রেখে গিয়েছে তার অবশিষ্ট, যা বহন করে আনবে মালাইকাগণ। নিশ্চয়ই তাতে রয়েছে তোমাদের জন্য নিদর্শন, যদি তোমরা মুমিন হও। ২৪৯. অতঃপর যখন তালুত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হল, তখন সে বলল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। অতএব, যে তা হতে পান করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। আর যে তা খাবে না, তাহলে নিশ্চয়ই সে আমার দলভুক্ত। তবে যে তার হাত দিয়ে এক আজলা পরিমাণ খাবে, সে ছাড়া; কিন্তু তাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ছাড়া তা থেকে তারা পান করল। অতঃপর যখন সে ও তার সাথী মুমিনগণ তা অতিক্রম করল, তারা বলল, ‘আজ আমাদের তালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করার ক্ষমতা নেই’। যারা দৃঢ় ধারণা রাখত যে, তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তারা বলল, ‘কত ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে!’ আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ২৫০. আর যখন তারা জালুত ও তার সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হল, তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমাদের উপর ধৈর্য্য ঢেলে দিন, আমাদের পা স্থির রাখুন এবং আমাদেরকে কাফের জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। ২৫১. অতঃপর তারা আল্লাহর হুকুমে তাদেরকে পরাজিত করল এবং দাউদ জালুতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করলেন এবং তাকে যা ইচ্ছা শিক্ষা দিলেন। আর আল্লাহ যদি মানুষের কতককে কতকের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে অবশ্যই যমীন ফাসাদপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ বিশ্বাসীর উপর অনুগ্রহশীল। ২৫২. এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার উপর যথাযথভাবে তিলাওয়াত করি। আর নিশ্চয়ই তুমি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। ২৫৩. ঐ রসূলগণ, আমি তাদের

কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, তাদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কারো কারো মর্যাদা উঁচু করেছেন। আর আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে দিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এবং আমি তাকে শক্তিশালী করেছি রুহুল কুদুস এর মাধ্যমে। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তাদের পরবর্তীরা লড়াই করত না, তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পর। কিন্তু তারা মতবিরোধ করেছে। ফলে তাদের মধ্যে কেউ ঈমান এনেছে, আর তাদের কেউ কুফরী করেছে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তাহলে তারা লড়াই করত না। কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা করেন। ২৫৪. হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন বেচা-কেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যলিম। ২৫৫. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরজীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান। ২৫৬. দ্বীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই হিদায়াত স্পষ্ট হয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে। অতএব, যে ব্যক্তি তুগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২৫৭. যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি

তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল তুগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আশুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। ২৫৮. তুমি কি সে ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরহীমের সাথে তার রবের ব্যাপারে বিতর্ক করেছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন? যখন ইবরহীম বলল, ‘আমার রব তিনিই’ যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই। ইবরহীম বলল, নিশ্চয়ই আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য আনেন। অতএব তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে আন। ফলে কাফির ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে গেল। আর আল্লাহ যলিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। ২৫৯. অথবা সে ব্যক্তির মত, যে কোন জনপদ অতিক্রম করছিল, যা তার ছাদের উপর বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, ‘আল্লাহ একে কিভাবে জীবিত করবেন মরে যাওয়ার পর’? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত রাখলেন। এরপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। বললেন, ‘তুমি কতকাল অবস্থান করেছ’? সে বলল, ‘আমি একদিন অথবা দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছি’। তিনি বললেন, ‘বরং তুমি একশ বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাবার ও পানীয়ের দিকে তাকাও, সেটি পরিবর্তিত হয়নি এবং তুমি তাকাও তোমার গাধার দিকে, আর যাতে আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে পারি এবং তুমি তাকাও হাড়গুলোর দিকে, কিভাবে আমি তা সংযুক্ত করি, অতঃপর তাকে আবৃত করি গোশত দ্বারা’। পরে যখন তার নিকট স্পষ্ট হল, তখন সে বলল, ‘আমি জানি, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২৬০. আর যখন ইবরহীম বলল ‘হে, আমার রব, আমাকে দেখান, কিভাবে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করেন।

তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করনি? সে বলল, ‘অবশ্যই হ্যাঁ, কিন্তু আমার অন্তর যাতে প্রশান্ত হয়’। তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি চারটি পাখি নাও। তারপর সেগুলোকে তোমার প্রতি পোষ্য মানাও। অতঃপর প্রতিটি পাহাড়ে সেগুলোর টুকরো অংশ রেখে আস। তারপর সেগুলোকে ডাক, সেগুলো দৌড়ে আসবে তোমার নিকট। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। ২৬১. যারা আল্লাহর পথে তাদের সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা একটি বীজের মত, যা উৎপন্ন করল সাতটি শীষ, প্রতিটি শীষে রয়েছে একশ দানা। আর আল্লাহ যাকে চান তার জন্য বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ২৬২. যারা আল্লাহর রাস্তায় তাদের সম্পদ ব্যয় করে, অতঃপর তারা যা ব্যয় করেছে, তার পেছনে খোঁটা দেয় না এবং কোন কষ্টও দেয় না, তাদের জন্য তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা চিন্তিত হবে না। ২৬৩. উত্তম কথা ও ক্ষমা প্রদর্শন শ্রেয়, যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, সহনশীল। ২৬৪. হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কান্নার জাতিকে হিদায়াত দেন না। ২৬৫. আর যারা আল্লাহর সম্ভ্রুটি লাভ ও নিজদেরকে সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা উঁচু ভূমিতে অবস্থিত বাগানের

মত, যাতে পড়েছে প্রবল বৃষ্টি। ফলে তা দ্বিগুণ ফল-ফলাদি উৎপন্ন করেছে। আর যদি তাতে প্রবল বৃষ্টি নাও পড়ে, তবে হালকা বৃষ্টি (যথেষ্ট)। আর আল্লাহ তোমরা যা আমাল কর, সে ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা। ২৬৬. তোমাদের কেউ কি কামনা করে, তার জন্য আশুর ও খেজুরের এমন একটি বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদ-নদী, সেখানে তার জন্য থাকবে সব ধরনের ফল-ফলাদি, আর বার্ষিক্য তাকে আক্রান্ত করবে এবং তার জন্য থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি। অতঃপর বাগানটিতে আঘাত হানল ঘূর্ণিঝড়, যাতে রয়েছে আগুন, ফলে সেটি জ্বলে গেল? এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। ২৬৭. হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছে এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত, স্বপ্রশংসিত। ২৬৮. শায়তন তোমাদেরকে দরিত্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ২৬৯. তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে। ২৭০. তোমরা যা কিছু ব্যয় কর অথবা যে কোন মামুল কর তা অবশ্যই আল্লাহ জানেন। আর যলিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ২৭১. তোমরা যদি সদাকা প্রকাশ কর, তবে তা উত্তম। আর যদি তা গোপন কর এবং ফকীরদেরকে তা দাও, তাহলে তাও তোমাদের জন্য উত্তম

এবং তিনি তোমাদের গুনাহসমূহ মুছে দেবেন। আর তোমরা যে আমাল কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ২৭২. তাদেরকে হিদায়াত করার দায়িত্ব তোমার নয়, কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হিদায়াত করেন এবং তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজদের জন্যই। আর তোমরা তো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় কর এবং তোমরা কোন উত্তম ব্যয় করলে তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। আর তোমাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না। ২৭৩.(সদাকা) সেসব দরিদ্রের জন্য যারা আল্লাহর রাস্তায় আটকে গিয়েছে, তারা যমীনে চলতে পারে না। না চাওয়ার কারণে অনবগত ব্যক্তি তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে তাদের চিহ্ন দ্বারা। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে চায় না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞানী। ২৭৪.যারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। অতএব, তাদের জন্যই রয়েছে তাদের রবের নিকট তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। ২৭৫. যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শায়তন স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওয়ায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ২৭৬. আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সদাকাকে বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ কোন অতি কুফরকারী পাপীকে ভালবাসেন না। ২৭৭.নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল

করে এবং সলাত কায়েম করে, আর যাকাত প্রদান করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট প্রতিদান। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। ২৭৮. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। ২৭৯. কিন্তু যদি তোমরা তা না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা যুল্ম করবে না এবং তোমাদের যুল্ম করা হবে না। ২৮০. আর যদি সে অসচ্ছল হয়, তাহলে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তার অবকাশ রয়েছে। আর সদাকা করে দেয়া তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। ২৮১. আর তোমরা সে দিনের ভয় কর, যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা উপার্জন করেছে, তা পুরোপুরি দেয়া হবে। আর তাদের যুল্ম করা হবে না। ২৮২. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোন লেখক আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং সে যেন লিখে রাখে এবং যার উপর পাওনা সে (ঋণ গ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে। আর সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার উপর পাওনা রয়েছে সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন স্বাক্ষী রাখ।

অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী- যাদেরকে তোমরা স্বাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদেরকে ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ। আর তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা স্বাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোন লেখক ও স্বাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। ২৮৩. আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও, তাহলে হস্তান্তরিত বন্ধক রাখবে। আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে কর, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে। আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না এবং যে কেউ তা গোপন করে, অবশ্যই তার অন্তর পাপী। আর তোমরা যা আমাল কর, আল্লাহ সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত। ২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে যমীনে। আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আযাব দেবেন।

আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২৮৫. রসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর মালাইকাগুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রসূলগণের উপর, আমরা তাঁর রসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। ২৮৬. আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের উপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সমপ্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

৩. সূরহঃ আল-ইমরন, আয়াতঃ ২০০, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরজীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত ধারক। ৩. তিনি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন যথাযথভাবে, এর পূর্বে যা এসেছে তার সত্যায়নকারী হিসেবে এবং নাযিল করেছেন তাওরত ও ইনজীল। ৪. ইতঃপূর্বে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ। আর তিনি ফুরকুন নাযিল করেছেন। নিশ্চয়ই যারা

অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতসমূহ, তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন আযাব। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর নিকট গোপন থাকে না কোন কিছু যমীনে এবং না আসমানে। ৬. তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে তিনি চান। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৭. তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ব, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে। ৮. হে আমাদের রব, আপনি হিদায়াত দেয়ার পর আমাদের অন্তরসমূহ বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে রহমাত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা। ৯. হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি মানুষকে একত্র করবেন এমন একদিন, যাতে কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। ১০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, তাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর আযাব থেকে কখনও কোন কাজে আসবে না এবং তারাই আগুনের জ্বালানি। ১১. ফির'আউন সম্প্রদায় ও তাদের পূর্বের লোকদের স্বভাবের ন্যায়, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। ১২. তুমি কাফিরদেরকে বল, 'তোমরা অচিরেই পরাজিত হবে

এবং তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে। আর সেটি কতইনা নিকট আবাসস্থল! ১৩. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে দু'টি দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিল। একটি দল লড়াই করছিল আল্লাহর পথে এবং অপর দলটি কাফির। তারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ওদের দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ নিজ সাহায্য দ্বারা যাকে চান শক্তিশালী করেন। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চক্ষুমানদের জন্য শিক্ষা। ১৪. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে প্রবৃত্তির ভালবাসা- নারী, সন্তানাদি, রাশি রাশি সোনা-রূপা, চিহ্নিত ঘোড়া, গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত। এগুলো দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল। ১৫. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তুর সংবাদ দেব? যারা তাকওয়া অর্জন করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট জন্মাত, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর পবিত্র স্ত্রীগণ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে সমৃদ্ধি'। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ১৬. যারা বলে, 'হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা ঈমান আনলাম। অতএব, আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ১৭. যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, আনুগত্যশীল ও ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারী। ১৮. আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, আর মালাইকা ও জ্ঞানীগণও। তিনি ন্যায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে, পরস্পর বিদ্বেষবশত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর

আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। ২০. যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি বল, 'আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম এবং আমার অনুসারীরাও'। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং নিরক্ষরদেরকে বল, 'তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' তখন যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তারা অবশ্যই হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি ফিরে যায়, তাহলে তোমার দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা। ২১. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে এবং অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে, আর মানুষের মধ্য থেকে যারা ন্যায়-পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে যজ্ঞদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ২২. ওরাই, যাদের আমালসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ২৩. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি? যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে। অতঃপর তাদের একদল ফিরে যাচ্ছে বিমুখ হয়ে। ২৪. এর কারণ হল, তারা বলে, 'শুটি কয়েকদিন ছাড়া আশুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না'। আর তারা যা মিথ্যা রচনা করত, তা তাদেরকে তাদের দ্বীনের ব্যাপারে প্রভাবিত করেছে। ২৫. সুতরাং কী অবস্থা হবে? যখন আমি তাদেরকে এমন দিনে একত্র করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে এবং তাদেরকে যুল্ম করা হবে না। ২৬. বল, 'হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে

চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২৭. 'আপনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর যাকে চান বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। ২৮. মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন। ২৯. বল, 'তোমরা যদি তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা আছে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৩০. যেদিন প্রত্যেকে উপস্থিত পাবে যে ভাল আমাল সে করেছে এবং যে মন্দ আমাল সে করেছে তা। তখন সে কামনা করবে, যদি মন্দ কাজ ও তার মধ্যে বহুদূর ব্যবধান হত! আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার নিজের ব্যাপারে সাবধান করছেন এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। ৩১. বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ৩২. বল, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর'। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না। ৩৩. নিশ্চয়ই আল্লাহ আদম, নূহ ও ইবরহীমের পরিবারকে এবং ইমরানের পরিবারকে

সৃষ্টিজগতের উপর মনোনীত করেছেন। ৩৪. তারা একে অপরের বংশধর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয়ই আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ'। ৩৬. অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল, বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে'। আর আল্লাহই ভাল জানেন সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে। 'আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয় এবং নিশ্চয়ই আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। আর নিশ্চয়ই আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শায়তন থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি'। ৩৭. অতঃপর তার রব তাকে উত্তমভাবে কবুল করলেন এবং তাকে উত্তমভাবে গড়ে তুললেন। আর তাকে যাকারিয়ার দায়িত্বে দিলেন। যখনই যাকারিয়া তার কাছে তার কক্ষে প্রবেশ করত, তখনই তার নিকট খাদ্যসামগ্রী পেত। সে বলত, 'হে মারইয়াম, কোথা থেকে তোমার জন্য এটি?' সে বলত, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে চান বিনা হিসাবে রিযিক দান করেন। ৩৮. সেখানে যাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী'। ৩৯. অতঃপর মালাইকারা তাকে ডেকে বলল, সে যখন কক্ষে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন, যে হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণীর সত্যায়নকারী, নেতা ও নারী সম্ভোগমুক্ত এবং নেককারদের মধ্য থেকে একজন নাবী'। ৪০. সে বলল, 'হে আমার রব, কীভাবে আমার পুত্র হবে? অথচ আমার তো

বার্ধক্য এসে গিয়েছে, আর আমার স্ত্রী বন্ধা'। তিনি বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। ৪১. সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে দেন একটি নিদর্শন'। তিনি বললেন, 'তোমার নিদর্শন হল, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশারা ছাড়া কথা বলবে না। আর তোমার রবকে অধিক স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যা তার তাসবীহ পাঠ কর'। ৪২. আর স্মরণ কর, যখন মালাইকারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর'। ৪৩. 'হে মারইয়াম, তোমার রবের জন্য অনুগত হও। আর সিজদা কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর'। ৪৪. এটি গায়েবের সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার প্রতি ওয়াহী পাঠাচ্ছি। আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল, তাদের মধ্যে কে মারইয়ামের দায়িত্ব নেবে? আর তুমি তাদের নিকট ছিলে না, যখন তারা বিতর্ক করছিল। ৪৫. স্মরণ কর, যখন মালাইকারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম মাসীহ ইসা ইবনে মারইয়াম, যে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। ৪৬. আর সে মানুষের সাথে কথা বলবে দোলনায় ও পরিণত বয়সে এবং সে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৭. মারইয়াম বলল, 'হে আমার রব, কিভাবে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি'! আল্লাহ বললেন, 'এভাবেই আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে শুধু বলেন, 'হও'। ফলে তা হয়ে যায়। ৪৮. 'আর তিনি তাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরত ও ইনজীল শিক্ষা দেবেন। ৪৯. আর বানী

ইসরঈলদের রসূল বানাবেন (সে বলবে) ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি যে, অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য কাদামাটি দিয়ে পাখির আকৃতি বানাব, অতঃপর আমি তাতে ফুক দেব। ফলে আল্লাহর হুকুমে সেটি পাখি হয়ে যাবে। আর আমি আল্লাহর হুকুমে জন্মান্ত ও কুষ্ঠ রুগীকে সুস্থ করব এবং মৃতকে জীবিত করব। আর তোমরা যা আহ্বার কর এবং তোমাদের ঘরে যা জমা করে রাখ তা আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয়ই এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা মুমিন হও’। ৫০. ‘আর আমার সামনে পূর্ববর্তী কিতাব তওরাতের যা রয়েছে তার সত্যায়নকারীরূপে এবং তোমাদের উপর যা হারম করা হয়েছিল তার কিছু তোমাদের জন্য হালাল করতে এবং আমি তোমাদের নিকট এসেছি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে। অতএব, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর’। ৫১. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব ও তোমাদের রব। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। এটি সরল পথ’। ৫২. অতঃপর যখন ঈসা তাদের পক্ষ হতে কুফরী উপলব্ধি করল, তখন বলল, ‘কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হবে?’ হাওয়ারীগণ বলল, ‘আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। আর তুমি স্বাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম’। ৫৩. হে আমাদের রব, আপনি যা নাযিল করেছেন তার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব, আমাদেরকে সাক্ষ্যদাতাদের তালিকাভুক্ত করুন। ৫৪. আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী। ৫৫. স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বললেন, ‘হে ঈসা, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পরিগ্রহণ করব,

তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নেব এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার আনুগত্য করেছে তাদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের উপরে প্রাধান্য দেব। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব, যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করতে’। ৫৬. অতঃপর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদেরকে কঠিন আযাব দেব দুনিয়া ও আখিরাতে, আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমাল করেছে, তিনি তাদেরকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেবেন। আর আল্লাহ যলিমদেরকে ভালবাসেন না। ৫৮. এটি আমি তোমার উপর তিলাওয়াত করছি, আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ থেকে। ৫৯. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মত, তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে বললেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল। ৬০. সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৬১. অতঃপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে তুমি তাকে বল, ‘এসো আমরা ডেকে নেই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে। আর আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে, তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, ‘মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা’নত করি’। ৬২. নিশ্চয়ই এটি সত্য বিবরণ। আর আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই হলেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাপূর্ণ। ৬৩. তবুও যদি তারা উপেক্ষা করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে অবগত। ৬৪. বল, ‘হে কিতাবীগণ, তোমরা এমন কথা দিকে

আস, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসাবে গ্রহণ না করি। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বল, 'তোমরা স্বাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম'। ৬৫. হে কিতাবীগণ, তোমরা ইবরহীমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর? অথচ তাওরত ও ইনজীল তো তার পরই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমরা কি বুঝে না? ৬৬. সাবধান! তোমরা তো সেসব লোক, বিতর্ক করলে এমন বিষয়ে, যার জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। তবে কেন তোমরা বিতর্ক করছ সে বিষয়ে যার জ্ঞান তোমাদের নেই? আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। ৬৭. ইবরহীম ইয়াহুদীও ছিল না, নাসারহুও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ৬৮. নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইবরহীমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এই নাবী ও মুমিনগণ। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। ৬৯. কিতাবীরা একদল কামনা করে, যদি তারা তোমাদেরকে বিপথগামী করতে পারত! কিন্তু তারা নিজদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে বিপথগামী করছে না। অথচ তারা অনুভব করতে পারে না। ৭০. হে কিতাবীরা, তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সাথে কুফরী করছ, অথচ তোমরাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছ? ৭১. হে কিতাবীরা, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছ এবং সত্যকে গোপন করছ, অথচ তোমরা তা জান? ৭২. আর কিতাবীদের একদল বলে, 'মুমিনদের উপর যা নাযিল করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথমভাগে ঈমান আন, আর শেষ ভাগে তা কুফরী কর; যাতে তারা ফিরে আসে'। ৭৩. 'আর তোমরা কেবল

তাদেরকে বিশ্বাস কর, যারা তোমাদের ধ্বিনের অনুসরণ করে'। বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত। এটা এ জন্য যে, কোন ব্যক্তিকে দেয়া হবে যে রূপ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। অথবা তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের সাথে বিতর্ক করবে'। বল, 'নিশ্চয়ই অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান, তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'। ৭৪. তিনি যাকে চান, তাঁর রহমাত দ্বারা একান্ত করে নেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। ৭৫. আর কিতাবীদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যদি তার নিকট তুমি অটেল সম্পদ আমানত রাখ, তবুও সে তা তোমার নিকট আদায় করে দেবে এবং তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে, যদি তুমি তার নিকট এক দীনার আমানত রাখ, তবে সর্বোচ্চ তাগাদা ছাড়া সে তা তোমাকে ফেরত দেবে না। এটি এ কারণে যে, তারা বলে, 'উম্মীদের ব্যাপারে আমাদের উপর কোন পাপ নেই'। আর তারা জেনে-শুনে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা বলে। ৭৬. হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন। ৭৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও তাদের শপথের বিনিময়ে খরিদ করে তুচ্ছ মূল্য, আশ্বিরতে এদের জন্য কোন অংশ নেই। আর আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং কিয়ামাতের দিন তাদের দিকে তাকাবেন না, আর তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্যই রয়েছে মর্মান্তিক আযাব। ৭৮. তাদের মধ্যে একদল রয়েছে, যারা নিজদের জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা সেটা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ সেটি কিতাবের অংশ নয়। তারা বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে', অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, অথচ

তারা জানে। ৭৯. কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুওয়াত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও'। বরং সে বলবে, 'তোমরা রক্ষণী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে'। ৮০. আর তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ করেন না যে, তোমরা মালাইকা ও নাবীদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? ৮১. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নাবীদের অঙ্গীকার নিয়েছেন- আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমাত দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রসূল তোমাদের কাছে আসবে- তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ'?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। আল্লাহ বললেন, 'তবে তোমরা স্বাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে স্বাক্ষী রইলাম'। ৮২. সুতরাং এরপর যারা ফিরে যাবে, তারা তো ফাসিক। ৮৩. তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে। ৮৪. বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নাবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'। ৮৫. আর যে

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৮৬. কেমন করে আল্লাহ সে কওমকে হিদায়াত দেবেন, যারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে, আর তারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, নিশ্চয়ই রসূল সত্য এবং তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। আর আল্লাহ যলিম কওমকে হিদায়াত দেন না। ৮৭. এরাই তারা, যাদের প্রতিদান হল, নিশ্চয়ই তাদের উপর আল্লাহর, মালাইকাদের ও সকল মানুষের লা'নত। ৮৮. তারা তাতে স্থায়ী হবে, তাদের থেকে আযাব শিখিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ৮৯. কিন্তু তারা ছাড়া যারা এরপরে তাওবা করেছে এবং শুধরে নিয়েছে তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে ঈমান আনার পর, তারপর তারা কুফরীতে বেড়ে গিয়েছে, তাদের তাওবা কখনো কবুল করা হবে না। আর তারাই পথভ্রষ্ট। ৯১. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং কাকের অবস্থায় মারা গেছে, তাদের কারো কাছ থেকে যমীন ভরা স্বর্ণ বিনিময় স্বরূপ প্রদান করলেও গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্যই রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব, আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ৯২. তোমরা কখনো সওয়াব অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না ব্যয় করবে তা থেকে, যা তোমরা ভালবাস। আর যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। ৯৩. সকল খাবার বানী ইসরঈলের জন্য হালাল ছিল। তবে ইসরঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল তাওরত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। বল, 'তাহলে তোমরা তাওরত নিয়ে আস, অতঃপর তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা

সত্যবাদী হও'। ৯৪. অতএব যারা এরপরও আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তারা অবশ্যই যলিম। ৯৫. বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন। সুতরাং তোমরা ইবরহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর একনিষ্ঠভাবে। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'। ৯৬. নিশ্চয়ই প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কা। যা বারকাতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। ৯৭. তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, মাকামে ইবরহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হাজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয়ই সৃষ্টিকূল থেকে অমুখাপেক্ষী। ৯৮. বল, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করছ? আর আল্লাহ তোমরা যা করছ সে ব্যাপারে স্বাক্ষী। ৯৯. বল, 'হে আহলে কিতাব, তোমরা কেন আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিচ্ছ তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে? তোমরা তাতে বক্রতা অনুসন্ধান কর, অথচ তোমরা স্বাক্ষী। আর তোমরা যা কর, তা থেকে আল্লাহ গফিল নন। ১০০. হে মুমিনগণ, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, আল্লাহ গফিল নন। ১০০. হে মুমিনগণ, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য কর, তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে। ১০১. আর কিতাবে তোমরা কুফরী কর, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর রসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেয়া হবে। ১০২. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেও না। ১০৩. আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ে না। আর

তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নি'আমাতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেল। আর তোমরা ছিলে আশুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বায়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। ১০৪. আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারা ই সফলকাম। ১০৫. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভিক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব। ১০৬. সেদিন কতক চেহারা সাদা হবে এবং কতক চেহারা হবে কালো। আর যাদের চেহারা কালো হবে (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা কি ঈমান আনার পর কুফরী করেছিলে? সুতরাং তোমরা আযাব ভোগ কর। কারণ তোমরা কুফরী করতে'। ১০৭. আর যাদের চেহারা সাদা হবে, তারা তো আল্লাহর রহমতে থাকবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ১০৮. এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমি তোমার উপর যথাযথভাবে তিলাওয়াত করছি। আর আল্লাহ সৃষ্টিকুলের প্রতি যুল্ম করতে চান না। ১০৯. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে, তা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহর দিকেই যাবতীয় কর্মকাণ্ড প্রত্যাবর্তিত হবে। ১১০. তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মাত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করবে। আর যদি আহলে

কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক। ১১১. তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না কষ্ট দেয়া ছাড়া। আর যদি তারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তবে তারা তোমাদেরকে পৃষ্ঠপদর্শন করে পালাবে, তারপর তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ১১২. তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের উপর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে লাঞ্ছনা, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি থাকলে আলাদা কথা। আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গণ্য নিয়ে ফিরে এসেছে। আর তাদের উপর দারিদ্র্য নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত এবং নাবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তা এ জন্য যে, তারা নাফরমানী করেছে, আর তারা সীমালঙ্ঘন করত। ১১৩. তারা সমান নয়। আহলে কিতাবের মধ্যে একদল ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা রাতের বেলায় আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তারা সিজদা করে। ১১৪. তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। ১১৫. আর তারা যে ভাল কাজ করে, তা কখনো অস্বীকার করা হবে না। আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ১১৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে, আল্লাহর বিপক্ষে তাদের ধন-সম্পদ না তাদের কোন কাজে আসবে, আর না তাদের সন্তানাদি। আর তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ১১৭. তারা দুনিয়ার জীবনে যা ব্যয় করে, তার উপমা সেই বাতাসের ন্যায়, যাতে রয়েছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, যা পৌঁছে এমন

কণ্ঠের শস্যক্ষেতে, যারা নিজদের উপর যুলুম করেছিল। অতঃপর তা শস্যক্ষেতকে ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজদের উপর যুলুম করে। ১১৮. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের সর্বনাশ করতে ত্রুটি করবে না। তারা তোমাদের মারাত্মক ক্ষতি কামনা করে। তাদের মুখ থেকে তো শত্রুতা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। আর তাদের অন্তরসমূহ যা গোপন করে তা অধিক ভয়াবহ। অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছি। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে। ১১৯. শোন, তোমরাই তো তাদেরকে ভালবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না। অথচ তোমরা সব কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ। আর যখন তারা তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’। আর যখন তারা একান্তে মিলিত হয়, তোমাদের উপর রাগে আঙ্গুল কামড়ায়। বল, ‘তোমরা তোমাদের রাগ নিয়ে মর’! নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ১২০. যদি তোমাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী। ১২১. আর স্মরণ কর, যখন তুমি তোমার পরিবার পরিজন থেকে সকাল বেলায় বের হয়ে মুমিনদেরকে লড়াইয়ের হানসমূহে বিন্যস্ত করেছিলে; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১২২. যখন তোমাদের মধ্য থেকে দু’দল পিছু হটার ইচ্ছা করল, অথচ আল্লাহ তাদের উভয়ের অভিভাবক। আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াঙ্কুল

করে। ১২৩. আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে। ১২৪. স্মরণ কর, যখন তুমি মুমিনদেরকে বলছিলে, ‘তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নাযিলকৃত মালাইকা দ্বারা সাহায্য করবেন? ১২৫. হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত মালাইকা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। ১২৬. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তা কেবল সুসংবাদ স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। ১২৭. যাতে তিনি কাফিরদের একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করেন অথবা তাদেরকে লাক্ষিত করেন। ফলে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। ১২৮. এ বিষয়ে তোমার কোন অধিকার নেই- হয়তো তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন। কারণ নিশ্চয়ই তারা যলিম। ১২৯. আর আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে এবং যা আছে যমীনে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা আযাব দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩০. হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও। ১৩১. আর তোমরা আগুনকে ভয় কর, যা কাফিরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ১৩২. আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রসূলের, যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয়। ১৩৩. আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জাম্মাতের দিকে, যার পরিধি

আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ১৩৪. যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। ১৩৫. আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজদের প্রতি যুল্ম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা চায়। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না। ১৩৬. এরাই তারা, যাদের প্রতিদান তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জাম্মাতসমূহ যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর আমালকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম! ১৩৭. অবশ্যই তোমাদের পূর্বে অনেক রীতিনীতি অতিবাহিত হয়েছে, অতএব তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, দেখ অস্বীকারকারীদের পরিণতি কিরূপ হয়েছিল। ১৩৮. এটা মানুষের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও হিদায়াত এবং উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য। ১৩৯. আর তোমরা দুর্বল হয়ে না এবং দুঃখিত হয়ে না, আর তোমরাই বিজয়ী যদি মুমিন হয়ে থাক। ১৪০. যদি তোমাদেরকে কোন আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ যলিমদেরকে ভালবাসেন না। ১৪১. আর যাতে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেন ঈমানদারদেরকে এবং ধ্বংস করে দেন কাফিরদেরকে। ১৪২. তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জাম্মাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনো জানেননি তাদেরকে যারা তোমাদের মধ্য থেকে জিহাদ করেছে এবং জানেননি ধৈর্য্যশীলদেরকে।

১৪৩. আর তোমরা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতে, তার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে। অতএব তোমরা তো তা দেখেছই এমতাবস্থায় যে, তোমরা তাকাচ্ছিলে। ১৪৪. আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বে নিশ্চয়ই অনেক রসূল গত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন। ১৪৫. আর কোন প্রাণী আল্লাহর অনুমতি ছাড়া মারা যায় না, তা নির্দিষ্টভাবে লিখিত আছে। আর যে দুনিয়ার প্রতিদান চায়, আমি তা থেকে তাকে দিয়ে দেই, আর যে আখিরতের বিনিময় চায়, আমি তা থেকে তাকেও দেই এবং আমি অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব। ১৪৬. আর কত নাবী ছিল, যার সাথে থেকে অনেক আল্লাহওয়ালা লড়াই করেছে। তবে আল্লাহর পথে তাদের উপর যা আপত্তি হয়েছে তার জন্য তারা হতোদ্যম হয়নি। আর তারা দুর্বল হয়নি এবং তারা নত হয়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালবাসেন। ১৪৭. আর তাদের কথা শুধু এই ছিল যে, তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমাদের পাপ ও আমাদের কর্মে আমাদের সীমালঙ্ঘন ক্ষমা করুন এবং অবিচল রাখুন আমাদের পা সমূহকে, আর কাফির কওমের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন। ১৪৮. অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দিলেন দুনিয়ার প্রতিদান এবং আখিরতের উত্তম ছাওয়াব। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। ১৪৯. হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরে যাবে। ১৫০. বরং আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি উত্তম সাহায্যকারী।

১৫১. অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরসমূহে আতঙ্ক ঢেলে দেব। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। আর তাদের আশ্রয়স্থল হল আগুন এবং যলিমদের ঠিকানা কতই না নিকৃষ্ট! ১৫২. আর আল্লাহ তোমাদের কাছে তাঁর ওয়াদা সত্যে পরিণত করেন, যখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করছিলে তাঁর নির্দেশে। অবশেষে যখন তোমরা দুর্বল হয়ে গেলে এবং নির্দেশ সম্পর্কে বিবাদ করলে আর তোমরা অবাধ্য হলে তোমরা যা ভালবাসতে তা তোমাদেরকে দেখানোর পর। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চায় আর কেউ চায় আখিরাত। তারপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের থেকে ফিরিয়ে দিলেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহশীল। ১৫৩. স্মরণ কর, যখন তোমরা উপরে উঠছিলে এবং কারো দিকে ফিরে দেখছিলে না, আর রসূল তোমাদেরকে ডাকছিল তোমাদের পেছন থেকে। ফলে তিনি তোমাদেরকে দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা দিয়েছিলেন, যাতে তোমাদের যা হারিয়ে গিয়েছে এবং তোমাদের উপর যা আপত্তি হয়েছে তার জন্য দুঃখ না কর। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। ১৫৪. তারপর তিনি তোমাদের উপর দুশ্চিন্তার পর নাযিল করলেন প্রশান্ত তন্দ্রা, যা তোমাদের মধ্য থেকে একদলকে ঢেকে ফেলেছিল, আর অপরদল নিজরাই নিজদেরকে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জাহিলী ধারণার ন্যায় অসত্য ধারণা পোষণ করছিল। তারা বলছিল, 'আমাদের কি কোন বিষয়ে অধিকার আছে?' বল, 'নিশ্চয়ই সব বিষয় আল্লাহর'। তারা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে এমন বিষয় যা তোমার কাছে প্রকাশ করে না। তারা

বলে, ‘যদি কোন বিষয়ে আমাদের অধিকার থাকত, তাহলে আমাদেরকে এখানে হত্যা করা হত না’। বল, ‘তোমরা যদি তোমাদের ঘরে থাকতে তাহলেও যাদের ব্যাপারে নিহত হওয়া অবধারিত রয়েছে, অবশ্যই তারা তাদের নিহত হওয়ার স্থলের দিকে বের হয়ে যেত। আর যাতে তোমাদের মনে যা আছে আল্লাহ তা পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা পরিষ্কার করেন। আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত’। ১৫৫. নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন দু’দল মুখোমুখি হয়েছিল, শায়তনই তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্থলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল। ১৫৬. হে মুমিনগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কুফরী করেছে এবং তাদের ভাইদেরকে বলেছে- যখন তারা যমীনে সফরে বের হয়েছিল অথবা তারা ছিল যোদ্ধা (অতঃপর নিহত হয়েছিল) - ‘যদি তারা আমাদের কাছে থাকত, তবে তারা মারা যেত না এবং তাদেরকে হত্যা করা হত না’। যাতে আল্লাহ তা তাদের অন্তরে আক্ষেপে পরিণত করেন এবং আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। ১৫৭. আর তোমাদেরকে যদি আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা হয় অথবা তোমরা মারা যাও, তাহলে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও দয়া তারা যা জমা করে তা থেকে উত্তম। ১৫৮. আর যদি তোমরা মারা যাও অথবা তোমাদেরকে হত্যা করা হয়, তবে তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটই একত্র করা হবে। ১৫৯. অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমাতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা

তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন সংকল্প করবে তখন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদেরকে ভালবাসেন। ১৬০. যদি আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেন তবে তোমাদের উপর বিজয়ী কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমাদেরকে লাঞ্ছিত করেন তবে কে এমন আছে যে, তোমাদেরকে এর পরে সাহায্য করবে? আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে। ১৬১. আর কোন নাবীর জন্য উচিত নয় যে, সে খিয়ানত করবে। আর যে খিয়ানত করবে, কিয়ামাতের দিনে উপস্থিত হবে তা নিয়ে যা সে খিয়ানত করেছে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরোপুরি দেয়া হবে যা সে উপার্জন করেছে এবং তাদেরকে যুল্ম করা হবে না। ১৬২. যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছে সে কি তার মত যে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে? আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম এবং তা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল! ১৬৩. তারা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন মর্যাদার। আর তারা যা করে, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ১৬৪. অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর দয়া করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। ১৬৫. আর যখন তোমাদের উপর বিপদ এলো, (অথচ) তোমরা তো এর দ্বিগুণ বিপদে আক্রান্ত হলে (বদর যুদ্ধে)। তোমরা বলেছিলে এটা কোথেকে? বল, ‘তা তোমাদের নিজদের থেকে’। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১৬৬. আর তোমাদের উপর যে

বিপদ এসেছিল দুই দল মুখোমুখি হওয়ার দিন তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি মুমিনদেরকে জেনে নেন। ১৬৭. আর যাতে তিনি জেনে নেন মুনাফিকদেরকে। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, ‘এসো, আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা প্রতিরোধ কর’। তারা বলেছিল, ‘যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম তবে অবশ্যই তোমাদেরকে অনুসরণ করতাম’। সেদিন তারা কুফরীর বেশি কাছাকাছি ছিল তাদের ঈমানের তুলনায়। তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই। আর তারা যা গোপন করে সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত। ১৬৮. যারা তাদের ভাইদেরকে বলেছিল এবং বসেছিল, ‘যদি তারা আমাদের অনুকরণ করত, তারা নিহত হত না’। বল, ‘তাহলে তোমরা তোমাদের নিজ থেকে মৃত্যুকে দূরে সরে যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। ১৬৯. আর যারা আল্লাহর পথে জীবন দিয়েছে, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট জীবিত। তাদেরকে রিযিক দেয়া হয়। ১৭০. আল্লাহ তাদেরকে যে অনুগ্রহ করেছেন, তাতে তারা খুশি। আর তারা উৎফুল্ল হয়, পরবর্তীদের থেকে যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের বিষয়ে। এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ১৭১. তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে নি‘আমাত ও অনুগ্রহ লাভে খুশি হয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। ১৭২. যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে যখমপ্রাপ্ত হওয়ার পরও, তাদের মধ্য থেকে যারা সৎকর্ম করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১৭৩. যাদেরকে মানুষেরা বলেছিল যে, ‘নিশ্চয়ই লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে একত্র হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর’। কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তারা বলেছিল,

‘আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্মবিধায়ক’। ১৭৪. অতঃপর তারা ফিরে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নি‘আমাত ও অনুগ্রহসহ। কোন মন্দ তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ১৭৫. সে তো শায়তন। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। ১৭৬. যারা কুফরীতে দ্রুত ধাবিত হয় তারা যেন তোমাকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে, নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চান যে, তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশ রাখবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ১৭৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফরী ক্রয় করেছে, তারা কখনোই আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৭৮. আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের জন্য যে অবকাশ দেই, তা তাদের নিজদের জন্য উত্তম। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে। আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব। ১৭৯. আল্লাহ এমন নন যে, তিনি মুমিনদেরকে (এমন অবস্থায়) ছেড়ে দেবেন যার উপর তোমরা আছ। যতক্ষণ না তিনি পৃথক করবেন অপবিত্রকে পবিত্র থেকে। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে গইব সম্পর্কে জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান। ১৮০. আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন

ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কুপণতা করেছিল, কিয়ামাত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমাল কর সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। ১৮১. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী’। অচিরেই আমি লিখে রাখব তারা যা বলেছে এবং নাবীদেরকে তাদের অন্যায়ভাবে হত্যার বিষয়টিও এবং আমি বলব, ‘তোমরা উত্তম আযাব ভোগ কর’। ১৮২. এ হল তোমাদের হাত যা আগাম পেশ করেছে এটা সে কারণে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যলিম নন। ১৮৩. যারা বলে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন যে, আমরা যেন কোন রসুলের প্রতি বিশ্বাস না করি, যতক্ষণ না সে আমাদের নিকট নিয়ে আসে এমন কুরবানী যাকে আশুন খেয়ে ফেলবে’। বল, ‘আমার পূর্বে রসূলগণ তোমাদের নিকট এসেছে স্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে এবং তোমরা যা বলছ তা নিয়ে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে কেন হত্যা করেছিলে যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’? ১৮৪. অতএব যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার পূর্বে রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। তারা স্পষ্ট প্রমাণসমূহ, সহীফা ও আলোকময় কিতাবসহ এসেছিল। ১৮৫. প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামাতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী। ১৮৬. অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা

হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। ১৮৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, ‘অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না’। কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দেয় এবং তা বিক্রি করে তুচ্ছ মূল্যে। অতএব তারা যা ক্রয় করে, তা কতইনা মন্দ! ১৮৮. যারা তাদের কৃতকর্মের প্রতি খুশী হয় এবং যা তারা করেনি তা নিয়ে প্রশংসিত হতে পছন্দ করে, তুমি তাদেরকে আযাব থেকে মুক্ত মনে করো না। আর তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৮৯. আর আল্লাহর জন্যই আসমান ও যমীনের রাজত্ব। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১৯০. নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন। ১৯১. যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) ‘হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আশুনের আযাব থেকে রক্ষা কর’। ১৯২. ‘হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই তুমি যাকে আশুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে তুমি অপমান করবে। আর যলিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই’। ১৯৩. হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা শুনেছিলাম একজন আহ্বানকারীকে, যে ঈমানের দিকে আহ্বান করে যে, ‘তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন

এবং বিদূরিত করুন আমাদের ক্রটি-বিচ্যুতি আর আমাদেরকে মৃত্যু দিন নেককারদের সাথে'। ১৯৪. 'হে আমাদের রব, আর আপনি আমাদেরকে তা প্রদান করুন যার ওয়াদা আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন আপনার রসূলগণের মাধ্যমে। আর কিয়ামাতের দিনে আপনি আমাদেরকে অপমান করবেন না। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না'। ১৯৫. অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমালকারীর আমাল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে আমি অবশ্যই তাদের ক্রটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান স্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান। ১৯৬. নগরসমূহে সেসব লোকের চলা-ফেরা তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে যারা কুফরী করেছে। ১৯৭. এসব অল্প ভোগ্যসামগ্রী। এরপর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম আর তা কতইনা মন্দ বিধান! ১৯৮. কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারী। আর আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা নেককার লোকদের জন্য উত্তম। ১৯৯. আর নিশ্চয়ই আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যে আল্লাহর জন্য বিনীত হয়ে ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি, আর যা নাযিল করা হয়েছে তাদের প্রতি। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ স্বল্পমূল্যের

বিনিময়ে বিক্রয় করে না। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট পুরস্কার। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ২০০. হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্য অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও।

৪. সূরহুঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ১৭৬, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নফস থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাক। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক। ২. আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেঁয়ো না। নিশ্চয়ই তা বড় পাপ। ৩. আর যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, ইয়াতীমদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমরা বিয়ে কর নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় কর যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে। এটা অধিকতর নিকটবর্তী যে, তোমরা যুল্ম করবে না। ৪. আর তোমরা নারীদেরকে সম্ভটচিহ্নে তাদের মোহর দিয়ে দাও, অতঃপর যদি তারা তোমাদের জন্য তা থেকে খুশি হয়ে কিছু ছাড় দেয়, তাহলে তোমরা

তা সানন্দে তৃপ্তি সহকারে খাও। ৫. আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে আহার দাও, তাদেরকে পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বল। ৬. আর তোমরা ইয়াতীমদেরকে পরীক্ষা কর যতক্ষণ না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের মধ্যে বিবেকের পরিপক্বতা দেখতে পাও, তবে তাদের ধন-সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দাও। আর তোমরা তাদের সম্পদ খেয়ো না অপচয় করে এবং তারা বড় হওয়ার আগে তাড়াহুড়া করে। আর যে ধনী সে যেন সংযত থাকে, আর যে দরিদ্র সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে খায়। অতঃপর যখন তোমরা তাদের ধন-সম্পদ তাদের নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের উপর তোমরা স্বাক্ষর রাখবে। আর হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। ৭. পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ- তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক- নির্ধারিত হারে। ৮. আর যদি বন্টনে নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতীম ও মিসকীনরা উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে তা থেকে আহার দেবে এবং তাদের সাথে তোমরা উত্তম কথা বলবে। ৯. আর তাদের ভয় করা উচিত যে, যদি তারা তাদের পেছনে অসহায় সন্তান রেখে যেত, তাহলে তারা তাদের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং যেন সঠিক কথা বলে। ১০. নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। ১১. আল্লাহ তোমাদেরকে

তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জানো না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১২. আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছে তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ।

আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়ত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল। ১৩. এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা। ১৪. আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। ১৫. আর তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে, তোমরা তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চার জন স্বাক্ষী উপস্থিত কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখ যতক্ষণ না মৃত্যু তাদের জীবন শেষ করে দেয়। অথবা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ তৈরি করে দেন। ১৬. আর তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন অপকর্ম করবে, তাদেরকে তোমরা আযাব দাও। অতঃপর যদি তারা তাওবা করে এবং শুধরিয়ে নেয় তবে তোমরা তাদের থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, দয়ালু। ১৭. নিশ্চয়ই তাওবা কবুল করা আল্লাহর জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে। তারপর শীঘ্রই তাওবা করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ১৮. আর তাওবা নাই তাদের, যারা অন্যায কাজ করতে থাকে, অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে যায়, তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম, আর তাওবা তাদের জন্য

নয়, যারা কাফির অবস্থায় মারা যায়; আমি এদের জন্যই তৈরী করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৯. হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সত্তাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন। ২০. আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রীকে বদলাতে চাও আর তাদের কাউকে তোমরা প্রদান করেছ প্রচুর সম্পদ, তবে তোমরা তা থেকে কোন কিছু নিও না। তোমরা কি তা নেবে অপবাদ এবং প্রকাশ্য গুনাহের মাধ্যমে? ২১. আর তোমরা তা কীভাবে নেবে অথচ তোমরা একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়েছে; আর তারা তোমাদের থেকে নিয়েছিল দৃঢ় অঙ্গীকার? ২২. আর তোমরা বিবাহ করো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হল)। নিশ্চয়ই তা হল অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ। ২৩. তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সে সব মাতাকে যারা তোমাদেরকে দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের শ্বাশুড়ীদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছে সেসব স্ত্রীর অপর স্বামী থেকে যেসব কন্যা তোমাদের কোলে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাক তবে তোমাদের

উপর কোন পাপ নেই এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্র করা (তোমাদের উপর হারম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৪. আর (হারম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে। তবে তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে (দাসীগণ) তারা ছাড়া। এটি তোমাদের উপর আল্লাহর বিধান এবং এরা ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে চাইবে বিবাহ করে, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের উপর কোন অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ২৫. আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন-মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না, সে (বিবাহ করবে) তোমাদের মুমিন যুবতীদের মধ্য থেকে, তোমাদের হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের কাউকে। আর আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তোমরা একে অন্যের থেকে (এসেছ)। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও এমতাবস্থায় যে, তারা হবে সতী-সান্নী, ব্যভিচারিণী কিংবা গোপন যৌনসঙ্গী গ্রহণকারিণী নয়। অতঃপর যখন তারা বিবাহিত হবে তখন যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের উপর স্বাধীন নারীর অর্ধেক আযাব হবে। এটা তাদের জন্য, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যভিচারের ভয় করে এবং ধৈর্যধারণ করা তোমাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম

দয়ালু। ২৬. আল্লাহ চান তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ প্রদর্শন করতে এবং তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ২৭. আর আল্লাহ চান তোমাদের তাওবা কবুল করতে। আর যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা প্রবলভাবে (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হও। ২৮. আল্লাহ তোমাদের থেকে (বিধান) সহজ করতে চান, আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে দুর্বল করে। ২৯. হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। ৩০. আর যে ঐ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। আর সেটি হবে আল্লাহর উপর সহজ। ৩১. তোমরা যদি সেসব কবীরহ গুনাহ পরিহার কর, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাব সম্মানজনক প্রবেশস্থলে। ৩২. আর তোমরা আশা করো না সে সবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। ৩৩. আর আমি প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করেছি উত্তরাধিকারী, পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়-স্বজন যা রেখে যায় এবং যাদের সাথে তোমরা চুক্তি করেছ, তা থেকে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুর উপর স্বাক্ষরী। ৩৪. পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযতকারিনী এই বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ কর এবং তাদেরকে (মুদু) প্রহার কর। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহান। ৩৫. আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা কর তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত। ৩৬. তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর ইহসান কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়-প্রতিবেশী, অনাত্মীয়-প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাস্তিক, অহঙ্কারী। ৩৭. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়; আর গোপন করে তা, যা আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন। আর আমি প্রস্তুত করে রেখেছি কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর আযাব। ৩৮. আর যারা নিজ ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং না শেষ দিনের প্রতি। আর শায়তন যার সঙ্গী হয়, সঙ্গী হিসেবে

কতইনা নিকট সে! ৩৯. তাদের এমন কী ক্ষতি হত যদি তারা ঈমান আনত আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং আল্লাহ তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করত? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ৪০. নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর যদি সেটি ভাল কাজ হয়, তিনি তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান করেন। ৪১. অতএব কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে একজন স্বাক্ষরী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উপস্থিত করব তাদের উপর স্বাক্ষরীরূপে? ৪২. যারা কুফরী করেছে এবং রসুলের অবাধ্য হয়েছে তারা সেদিন কামনা করবে, যদি যমীনকে তাদের সাথে (মিশিয়ে) সমান করে দেয়া হত, আর তারা আল্লাহর কাছে কোন কথা গোপন করতে পারবে না। ৪৩. হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সলাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সন্তোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটিতে তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। ৪৪. তুমি কি সে সব লোককে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করে এবং চায় যে, তোমরাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাও। ৪৫. আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অধিক অবগত। আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট এবং আল্লাহ যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবেও। ৪৬. ইয়াহুদীদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে

এবং বলে, ‘আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম’। আর তুমি শোন না শোনার মত, তারা নিজদের জিহ্বা বাঁকা করে এবং ধীনের প্রতি খোঁচা মেরে বলে, ‘র-ইনা’। আর তারা যদি বলত, ‘আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম এবং তুমি শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ’ তাহলে এটি হত তাদের জন্য কল্যাণকর ও যথার্থ। কিন্তু তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন। তাই তাদের কম সংখ্যক লোকই ঈমান আনে। ৪৭. হে কিতাবপ্রাপ্তগণ, তোমরা ঈমান আন, তার প্রতি যা আমি নাযিল করেছি তোমাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে। আমি চেহরাসমূহকে বিকৃত করে তা তাদের পিঠের দিকে ফিরিয়ে দেয়া অথবা তাদেরকে লানত করার পূর্বে যেমনিভাবে লানত করেছি আসহাবুস সাবতকে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়েই থাকে। ৪৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অবশ্যই মহাপাপ রচনা করে। ৪৯. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা নিজদেরকে পবিত্র মনে করে? বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না। ৫০. দেখ, কেমন করে তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে। আর প্রকাশ্য পাপ হিসেবে এটিই যথেষ্ট। ৫১. তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তুগূতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত। ৫২. এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে লানত করেন তুমি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৫৩. তবে কি তাদের জন্য রাজত্বে কোন অংশ আছে? তাহলে

তখনতো তারা মানুষকে খেজুরবীচির উপরের আবরণ পরিমাণও কিছু দেবে না। ৫৪. বরং তারা কি লোকদেরকে হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে? তাহলে তো আমি হুবরহীমের বংশধরকে কিতাব ও হিকমাত দান করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি বিশাল রাজত্ব। ৫৫. অতঃপর তাদের অনেকে এর প্রতি ঈমান এনেছে এবং অনেকে এ থেকে বিরত থেকেছে। আর দক্ষকারী হিসেবে জাহান্নামই যথেষ্ট। ৫৬. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব আগুনে। যখনই তাদের চামড়াগুলো পুড়ে যাবে তখনই আমি তাদেরকে পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে যাতে তারা ভোগ করে আযাব। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৫৭. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমাল করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব বিস্তৃত ঘন ছায়ায়। ৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে। আর যখন মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে কতইনা সুন্দর উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ৫৯. হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যর্পণ করাও- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর। ৬০. তুমি কি তাদেরকে

দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয়ই তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তুগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শায়তন চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। ৬১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে’, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে। ৬২. সুতরাং তখন কেমন হবে, যখন তাদের উপর কোন মুসীবত আসবে, সেই কারণে যা তাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ করেছে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় তোমার কাছে আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সমপ্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাইনি। ৬৩. ওরা হল সেসব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং তাদেরকে সদুপদেশ দাও। আর তাদেরকে তাদের নিজদের ব্যাপারে মর্মস্পর্শী কথা বল। ৬৪. আর আমি যে কোন রসূল প্রেরণ করেছি তা কেবল এ জন্য, যেন আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাদের আনুগত্য করা হয়। আর যদি তারা- যখন নিজদের প্রতি যুলুম করেছিল তখন তোমার কাছে আসত অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা কবুলকারী, দয়ালু পেত। ৬৫. অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোন দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়। ৬৬. আর যদি আমি তাদের উপর লিখে দিতাম

যে, তোমরা নিজদের হত্যা কর কিংবা নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে যাও, তাহলে তাদের কম সংখ্যক লোকই তা বাস্তবায়ন করত। আর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয় যদি তারা তা বাস্তবায়ন করত, তাহলে সেটি হত তাদের জন্য উত্তম এবং স্থিরতায় সুদৃঢ়। ৬৭. আর তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে প্রদান করতাম মহাপুরস্কার। ৬৮. আর অবশ্যই আমি প্রদর্শন করতাম তাদেরকে সরল পথ। ৬৯. আর যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন নাবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের মধ্য থেকে। আর সাথী হিসেবে তারা হবে উত্তম। ৭০. এই অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর সর্বজ্ঞ হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৭১. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন কর। অতঃপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হয়ে বেরিয়ে পড় অথবা একসাথে বের হও। ৭২. আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে অবশ্যই বিলম্ব করবে। সুতরাং তোমাদের কোন বিপদ আপত্তি হলে সে বলবে, ‘আল্লাহ আমার উপর দয়া করেছেন যে, আমি তাদের সাথে উপস্থিত ছিলাম না’। ৭৩. আর তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ এসে পৌঁছেলে অবশ্যই সে বলবে যেন তোমাদের ও তার মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না, ‘হায়! যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমি মহাসফলতা অর্জন করতাম। ৭৪. সুতরাং যারা আখিরতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করে তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করবে অতঃপর সে নিহত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার। ৭৫. আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা

বলছে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে যার অধিবাসীরা যলিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী'। ৭৬. যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তৃণভের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শায়তনের বন্ধদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শায়তনের চক্রান্ত দুর্বল। ৭৭. তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং সলাত কয়েম কর ও যাকাত প্রদান কর? অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না'? বল, 'দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুল্মও করা হবে না'। ৭৮. তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। আর যদি তাদের কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছে তবে বলে, 'এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে'। আর যদি কোন অকল্যাণ পৌঁছে, তখন বলে, 'এটি তোমার পক্ষ থেকে'। বল, 'সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে'। সুতরাং এই কওমের কী হল, তারা কোন কথা বুঝতে চায় না! ৭৯. তোমার কাছে যে কল্যাণ পৌঁছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যে অকল্যাণ তোমার কাছে পৌঁছে তা তোমার নিজের পক্ষ থেকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট। ৮০. যে

রসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি। ৮১. আর তারা বলে, 'আনুগত্য (করি)'; অতঃপর যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায়, তাদের একদল যা বলে, রাতে তার বিপরীত পরিকল্পনা করে। আর আল্লাহ লিখে রাখেন, তারা রাতে যা পরিকল্পনা করে। সুতরাং তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চল এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৮২. তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত। ৮৩. আর যখন তাদের কাছে শাস্তি কিংবা ভীতিজনক কোন বিষয় আসে, তখন তারা তা প্রচার করে। আর যদি তারা সেটি রসূলের কাছে এবং তাদের কর্তৃত্বের অধিকারীদের কাছে পৌঁছে দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা তা উদ্ভাবন করে তারা তা জানত। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমাত না হত, তবে অবশ্যই অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা শায়তনের অনুসরণ করতে। ৮৪. অতএব তুমি আল্লাহর রাস্তায় লড়াই কর। তুমি শুধু তোমার নিজের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অচিরেই কাফিরদের শক্তি প্রতিহত করবেন। আর আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর এবং শাস্তি দানে কঠোরতর। ৮৫. যে ভাল সুপারিশ করবে, তা থেকে তার জন্য একটি অংশ থাকবে এবং যে মন্দ সুপারিশ করবে তার জন্যও তা থেকে একটি অংশ থাকবে। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের সংরক্ষণকারী। ৮৬. আর যখন তোমাদেরকে সালাম দেয়া হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম সালাম দেবে। অথবা জবাবে তাই দেবে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে পূর্ণ হিসাবকারী। ৮৭. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামাতের দিনে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে? ৮৮. সুতরাং মুনাফিকদের ব্যাপারে তোমাদের কী হল যে, তোমরা দু'দল হয়ে গেলে? অথচ আল্লাহ তারা যা কামাই করেছে তার জন্য তাদেরকে পূর্বাভাস দিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কি তাকে হিদায়াত করতে চাও? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না। ৮৯. তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে। সুতরাং আল্লাহর রাস্তায় হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে কাউকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। অতএব তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং তাদেরকে যেখানে পাও হত্যা কর। আর তাদের কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না এবং না সাহায্যকারীরূপে। ৯০. তবে (তাদেরকে হত্যা করো না) যারা মিলিত হয়ে এমন কওমের সাথে, যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে। অথবা তোমাদের কাছে আসে এমন অবস্থায় যে, তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কিংবা তাদের কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের মন সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছে। আর আল্লাহ চাইলে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতে পারতেন। অতঃপর নিশ্চিতরূপে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় অতঃপর তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব উপস্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন পথ রাখেননি। ৯১.

তোমরা অচিরেই অন্য লোককে পাবে, যারা তোমাদের কাছে নিরাপত্তা চাইবে এবং নিরাপত্তা চাইবে তাদের কওমের কাছে। যখনই তাদেরকে ফিতনার দিকে ফিরানো হয়, তারা সেখানে ফিরে যায়। সুতরাং যদি তারা তোমাদের থেকে সরে না যায় এবং তোমাদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব উপস্থাপন না করে এবং নিজদের হাত গুটিয়ে না নেয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করবে এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি। ৯২. আর কোন মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯৩. আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন। ৯৪. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বের হবে তখন যাচাই করবে এবং যে তোমাদেরকে সালাম দেবে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আশায়

তাকে বলবে না যে, ‘তুমি মুমিন নও’। বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে প্রচুর গণীমত আছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করলেন। সুতরাং তোমরা যাচাই করবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। ৯৫. বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওয়রগ্রস্ত নয় এবং নিজদের জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীগণ এক সমান নয়। নিজদের জান ও মাল দ্বারা জিহাদকারীদের মর্যাদা আল্লাহ বসে থাকাদের উপর অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ প্রত্যেককেই কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং আল্লাহ জিহাদকারীদেরকে বসে থাকাদের উপর মহা পুরস্কার দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ৯৬. তাঁর পক্ষ থেকে অনেক মর্যাদা, ক্ষমা ও রহমাত। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯৭. নিশ্চয়ই যারা নিজদের প্রতি যুল্মকারী, মালাইকারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, ‘তোমরা কী অবস্থায় ছিলে?’ তারা বলে, ‘আমরা যমীনে দুর্বল ছিলাম’। মালাইকারা বলে, ‘আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে?’ সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। ৯৮. তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। ৯৯. উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। ৯৯. উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন রাস্তা খুঁজে পায় না। আর অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। ১০০. আর যে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করবে, সে যমীনে বহু আশ্রয়ের জায়গা ও সচ্ছলতা পাবে। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উদ্দেশ্যে মুহাজির হয়ে নিজ ঘর থেকে বের হয় তারপর তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তাহলে তার প্রতিদান আল্লাহর উপর অবধারিত হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০১. আর যখন

তোমরা যমীনে সফর করবে, তখন তোমাদের সলাত কসর করাতে কোন দোষ নেই। যদি আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। নিশ্চয়ই কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ১০২. আর যখন তুমি তাদের মধ্যে থাকবে। অতঃপর তাদের জন্য সলাত কায়েম করবে, তখন যেন তাদের মধ্য থেকে একদল তোমার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা তাদের অস্ত্র ধারণ করে। এরপর যখন সিজদা করে ফেলবে, তখন তারা যেন তোমাদের পেছনে অবস্থান নেয়। আর অপর একটি দল যারা সলাত আদায় করেনি তারা যেন তোমার সাথে এসে সলাত আদায় করে এবং তারা যেন তাদের সতর্কতা অবলম্বন ও অস্ত্র ধারণ করে। কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কোন কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও তাহলে অস্ত্র রেখে দেয়াতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর তোমরা তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। ১০৩. অতঃপর যখন তোমরা সলাত পূর্ণ করবে তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ করবে। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন সলাত (পূর্বের নিয়মে) কায়েম করবে। নিশ্চয়ই সলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয। ১০৪. আর শত্রু সম্প্রদায় অনুসন্ধানে তোমরা দুর্বল হয়ে না। যদি তোমরা ব্যাথা পেয়ে থাক তাহলে তারাও তো ব্যাথা পাচ্ছে, যেভাবে তোমরা ব্যাথা পাচ্ছে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে আশা করছ যা তারা আশা করছে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফয়সালা কর সে

অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। আর তুমি খিয়ানতকারীদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। ১০৬. আর তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৭. আর যারা নিজদের খিয়ানত করে তুমি তাদের পক্ষে বিতর্ক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন না তাকে, যে খিয়ানতকারী, পাপী। ১০৮. তারা মানুষের কাছ থেকে লুকাতে চায়, আর আল্লাহর কাছ থেকে লুকাতে চায় না। অথচ তিনি তাদের সাথেই থাকেন যখন তারা রাতে এমন কথার পরিকল্পনা করে যা তিনি পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তারা যা করে তা পরিবেষ্টন করে আছেন। ১০৯. হে, তোমরাই তো তারা, যারা দুনিয়ার জীবনে তাদের পক্ষে বিতর্ক করেছ। সুতরাং কিয়ামাতের দিন তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে কে বিতর্ক করবে? কিংবা কে হবে তাদের তত্ত্বাবধায়ক? ১১০. আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১১১. আর যে পাপ কামাই করবে, বস্তুত, সেতো নিজের বিরুদ্ধেই তা কামাই করবে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১১২. আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর তা আরোপ করে, তাহলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা বহন করল। ১১৩. আর তোমার উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না হত তবে তাদের মধ্য থেকে একদল তোমাকে পথভ্রষ্ট করার সংকল্প করেই ফেলেছিল! আর তারা নিজদের ছাড়া কাউকে পথভ্রষ্ট করে না এবং তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর

আল্লাহর অনুগ্রহ রয়েছে মহান। ১১৪. তাদের গোপন পরামর্শের অধিকাংশে কোন কল্যাণ নেই। তবে (কল্যাণ আছে) যে নির্দেশ দেয় সদাকা কিংবা ভালো কাজ অথবা মানুষের মধ্যে মীমাংসার। আর যে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করবে তবে অচিরেই আমি তাকে মহাপুরস্কার দান করব। ১১৫. আর যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসেবে তা খুবই মন্দ। ১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমা করেন না তাঁর সাথে শরীক করাকে এবং এ ছাড়া যাকে চান ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো ঘোর পথভ্রষ্টতায় পথভ্রষ্ট হল। ১১৭. আল্লাহ ছাড়া তারা শুধু নারীমূর্তিকে ডাকে এবং কেবল অবাধ্য শায়তনকে ডাকে। ১১৮. আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন এবং সে বলেছে, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব'। ১১৯. 'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শায়তনকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল। ১২০. সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শায়তন তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়। ১২১. এদেরই আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তারা সেখান থেকে পালাবার জায়গা পাবে না। ১২২. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমাল করেছে, অচিরেই তাদেরকে আমি প্রবেশ করাব

জাম্বাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। সেখানে তারা হবে স্থায়ী। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে? ১২৩. না তোমাদের আশায় এবং না কিতাবীদের আশায় (কাজ হবে)। যে মন্দকাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১২৪. আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জাম্বাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুরবীচির আবরণ পরিমাণ যুলমও করা হবে না। ১২৫. আর দ্বীনের ব্যাপারে তার তুলনায় কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ অবস্থায় আল্লাহর কাছে নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করল এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরহীমের আদর্শ অনুসরণ করল? আর আল্লাহ ইবরহীমকে পরম বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। ১২৬. আর যা আসমানসমূহে আছে এবং যা আছে যমীনে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টনকারী। ১২৭. তারা তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে সমাধান চায়। বল, আল্লাহ তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন এবং সমাধান দিচ্ছে ঐ আয়াতসমূহ যা কিতাবে তোমাদেরকে পাঠ করে শুনানো হয় ইয়াতীম নারীদের ব্যাপারে। যাদেরকে তোমরা প্রদান কর না যা তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, অথচ তোমরা তাদেরকে বিবাহ করতে আগ্রহী হও। আর দুর্বল শিশুদের ব্যাপারে ও ইয়াতীমদের প্রতি তোমাদের ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে। আর তোমরা যে কোন ভালো কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত। ১২৮. যদি কোন নারী তার স্বামীর পক্ষ থেকে কোন দুর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা উভয়ে কোন মীমাংসা করলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আর মীমাংসা কল্যাণকর এবং মানুষের

মধ্যে কৃপণতা বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তোমরা সৎকর্ম কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত। ১২৯. আর তোমরা যতই কামনা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে সমান আচরণ করতে কখনো পারবে না। সুতরাং তোমরা (একজনের প্রতি) সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়ো না, যার ফলে তোমরা (অপরকে) ঝুলন্তের মত করে রাখবে। আর যদি তোমরা মীমাংসা করে নাও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩০. আর যদি তারা উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আল্লাহ প্রত্যেককে নিজ প্রাচুর্য দ্বারা অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান। ১৩১. আল্লাহর জন্যই রয়েছে আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে যমীনে। আর তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর যদি কুফরী কর তাহলে আসমানসমূহে যা আছে এবং যা আছে যমীনে সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অভাবহীন, প্রশংসিত। ১৩২. আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে, যা আছে আসমানসমূহে এবং যা আছে যমীনে। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ১৩৩. হে মানুষ, যদি আল্লাহ চান তোমাদেরকে সরিয়ে দেবেন এবং অপরকে আনবেন। আর আল্লাহ এর উপর সক্ষম। ১৩৪. যে দুনিয়ার প্রতিদান চায় তবে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরতের প্রতিদান রয়েছে। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ১৩৫. হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য স্বাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। যদি সে বিভ্রাট হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায়

প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত। ১৩৬. হে মুমিনগণ, তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রসূলের উপর নাযিল করেছেন এবং সে কিতাবের প্রতি যা তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন। আর যে আল্লাহ, তাঁর মালিকাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ এবং শেষ দিনকে অস্বীকার করবে, সে যোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত হবে। ১৩৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, আবার ঈমান এনেছে তারপর কুফরী করেছে, এরপর কুফরীকে বাড়িয়ে দিয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করার নন এবং তাদেরকে পথ প্রদর্শন করার নন। ১৩৮. মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৩৯. যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারা কি তাদের কাছে সম্মান চায়? অথচ যাবতীয় সম্মান আল্লাহর। ১৪০. আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী। ১৪১. যারা তোমাদের ব্যাপারে (অকল্যাণের) অপেক্ষায় থাকে, অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি তোমাদের বিজয় হয় তবে তারা বলে, ‘আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না’? আর যদি কাফিরদের আংশিক বিজয় হয়, তবে তারা বলে, ‘আমরা কি তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করিনি এবং মুমিনদের কবল থেকে

তোমাদেরকে রক্ষা করিনি’? সুতরাং আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার করবেন। আর আল্লাহ কখনো মুমিনদের বিপক্ষে কাফিরদের জন্য পথ রাখবেন না। ১৪২. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা সলাতে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদেরকে দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে। ১৪৩. তারা এর মধ্যে দোহল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথদ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবে না। ১৪৪. হে মুমিনগণ, তোমরা মুমিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিপক্ষে কোন স্পষ্ট দলীল সাব্যস্ত করতে চাও? ১৪৫. নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। ১৪৬. তবে যারা তাওবা করে নিজদেরকে শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজদের দ্বীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদেরকে মহাপুরস্কার দান করবেন। ১৪৭. যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন তাহলে তোমাদেরকে আযাব দিয়ে আল্লাহ কী করবেন? আল্লাহ পুরস্কার দানকারী, সর্বজ্ঞ। ১৪৮. মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো উপর যুল্ম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ১৪৯. যদি তোমরা ভালো কিছু প্রকাশ কর, কিংবা গোপন কর অথবা মন্দ ক্ষমা করে দাও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, ক্ষমতাবান। ১৫০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, ‘আমরা কতককে

বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, ১৫১. তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব। ১৫২. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করেনি, তাদেরকে অচিরেই তিনি তাদের প্রতিদান দিবেন এবং আল্লাহ ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। ১৫৩. কিতাবীগণ তোমার নিকট চায় যে, আসমান থেকে তুমি তাদের উপর একটি কিতাব নাযিল কর। অথচ তারা মূসার কাছে এর চেয়ে বড় কিছু চেয়েছিল, যখন তারা বলেছিল, 'আমাদেরকে সামনাসামনি আল্লাহকে দেখাও'। ফলে তাদেরকে তাদের অন্যায়ের কারণে বজ্র পাকড়াও করেছিল। অতঃপর তারা বাছুরকে (মাবুদরূপে) গ্রহণ করল, তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণসমূহ আসার পরও। তারপর আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছিলাম এবং মূসাকে দিয়েছিলাম সুস্পষ্ট প্রমাণ। ১৫৪. আর তাদের অঙ্গীকার গ্রহণের জন্য ত্বরকে তাদের উপর তুলে ধরেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, 'দরজায় প্রবেশ কর অবনত হয়ে'। তাদেরকে আমি আরও বলেছিলাম, 'শনিবারে সীমালঙ্ঘন করো না' এবং আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। ১৫৫. অতঃপর (তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল) তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ, আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করা, অন্যায়ভাবে নাবীগণকে হত্যা করা এবং এ কথা বলার কারণে যে, 'আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত'। বরং আল্লাহ তাদের কুফরীর কারণে অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছিলেন। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক ছাড়া তারা ঈমান আনবে না। ১৫৬. আর তাদের কুফরীর কারণে এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে মারাত্মক অপবাদ দেয়ার কারণে। ১৫৭. এবং তাদের এ কথার কারণে যে, 'আমরা আল্লাহর রসূল

মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি'। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই যারা তাতে মতবিরোধ করেছিল, অবশ্যই তারা তার ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করেনি। ১৫৮. বরং আল্লাহ তাঁর কাছে তাকে তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৫৯. কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং কিয়ামাতের দিনে সে তাদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরী হবে। ১৬০. সুতরাং ইয়াহুদীদের যুলুমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। ১৬১. আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যজ্ঞাদায়ক আযাব। ১৬২. কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং মুমিনগণ- যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তোমার পূর্বে- তাতে ঈমান আনে। আর যারা সলাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান আনয়নকারী, তাদেরকে অচিরেই আমি মহাপুরস্কার প্রদান করব। ১৬৩. নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ওয়াহী পাঠিয়েছি, যেমন ওয়াহী পাঠিয়েছি নূহ ও তার পরবর্তী নাবীগণের নিকট এবং আমি ওয়াহী পাঠিয়েছি ইবরহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কুব, তার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন ও সুলায়মানের নিকট এবং দাউদকে প্রদান করেছি

যাবূর। ১৬৪. আর অনেক রসূল, যাদের বর্ণনা তোমাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রসূল, যাদের বর্ণনা তোমাকে দেইনি আর আল্লাহ মুসার সাথে সুস্পষ্টভাবে কথা বলেছেন। ১৬৫. আর (পাঠিয়েছি) রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রসূলদের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১৬৬. কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যা তোমার নিকট তিনি নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে। তিনি তা নাযিল করেছেন নিজ জ্ঞানে এবং মালাইকারাও সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর আল্লাহই স্বাক্ষীরূপে যথেষ্ট। ১৬৭. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিয়েছে, তারা অবশ্যই চূড়ান্তভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। ১৬৮. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং যুল্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথ দেখাবেন না। ১৬৯. জাহান্নামের পথ ছাড়া। তারা তাতে স্থায়ী হবে এবং তা আল্লাহর জন্য সহজ। ১৭০. হে মানুষ, অবশ্যই তোমাদের নিকট রসূল এসেছে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে। সুতরাং তোমরা ঈমান আন, তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। আর যদি কুফরী কর, তবে নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে, তা আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১৭১. হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের ধ্বিনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রসূল ও তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না, 'তিনি'। তোমরা বিরত হও, তা তোমাদের জন্য উত্তম। আল্লাহই কেবল এক ইলাহ, তিনি পবিত্র মহান

এ থেকে যে, তাঁর কোন সন্তান হবে। আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যা রয়েছে যমীনে, তা আল্লাহরই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ১৭২. মাসীহ কখনো আল্লাহর বান্দা হতে (নিজকে) হেয় মনে করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত মালাইকারাও না, আর যারা তাঁর ইবাদাতকে হেয় জ্ঞান করে এবং অহঙ্কার করে, তবে অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে তাঁর নিকট একত্র করবেন। ১৭৩. পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ দেবেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহঙ্কার করেছে, তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১৭৪. হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট আলো নাযিল করেছি। ১৭৫. অতঃপর যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাকে আঁকড়ে ধরেছে তিনি অবশ্যই তাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও অনুগ্রহে প্রবেশ করাবেন এবং তাঁর দিকে সরল পথ দেখাবেন। ১৭৬. তারা তোমার কাছে সমাধান চায়। বল, 'আল্লাহ তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন 'কালিমা' সম্পর্কে। কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় এমন অবস্থায় যে, তার কোন সন্তান নেই এবং তার এক বোন রয়েছে, তবে সে যা রেখে গিয়েছে বোনের জন্য তার অর্ধেক, আর সে (মহিলা) যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। কিন্তু যদি তারা (বোনেরা) দু'জন হয়, তবে সে যা রেখে গিয়েছে তাদের জন্য তার দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি তারা কয়েক ভাই বোন পুরুষ ও নারী হয়, তবে পুরুষের জন্য দুই নারীর

অংশের সমান হবে'। আল্লাহ তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যাতে তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সর্বজ্ঞ'।

৫. সূরহুঃ আল-মায়িদাহ্ আয়াতঃ ১২০, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন। ২. হে মুমিনগণ, তোমরা অসম্মান করো না আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, হারম মাসের, হারমে প্রেরিত কুরবানীর পশুর, গলায় চিহ্ন দেয়া পশুর এবং আপন রবের অনুগ্রহ ও সম্ভৃষ্টির অনুসন্ধান পবিত্র গৃহের অভিযুক্তদের। যখন তোমরা হালাল হও, তখন শিকার কর। কোন কওমের শত্রুতা যে, তারা তোমাদেরকে মাসজিদে হারম থেকে বাধা প্রদান করেছে, তোমাদেরকে যেন কখনো প্ররোচিত না করে যে, তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর। ৩. তোমাদের জন্য হারম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ছাড়া ভিন্ন কারো নামে যবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তুকে হিংস্র প্রাণী খেয়েছে- তবে যা তোমরা যবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বন্টন করা হয়,

এগুলো গুনাহ। যারা কুফরী করেছে, আজ তারা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নি'আমাত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে। তবে যে তীব্র ক্ষুধায় বাধ্য হবে, কোন পাপের প্রতি ঝুঁকে নয় (তাকে ক্ষমা করা হবে), নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪. তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বল, 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভাল বস্তু এবং শিকারী পশু-পাখী, যাদেরকে তোমরা শিকার প্রশিক্ষণ দিয়েছ; সেগুলোকে তোমরা শেখাও, যা আল্লাহ তোমাদেরকে শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা তোমাদের জন্য ধরে এনেছে এবং তাতে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত। ৫. আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হল সব ভাল বস্তু এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ। যখন তোমরা তাদেরকে মোহর দেবে, বিবাহকারী হিসেবে, প্রকাশ্য ব্যভিচারকারী বা গোপনপত্নী গ্রহণকারী হিসেবে নয়। আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমাল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। ৬. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সলাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি

তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তাঁর নি‘আমাত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। ৭. আর স্মরণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহর নি‘আমাত এবং তাঁর অঙ্গীকার, যা তিনি তোমাদের থেকে নিয়েছেন। যখন তোমরা বললে, ‘আমরা শুনেছি এবং আনুগত্য করেছি’ আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অবগত। ৮. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হিসেবে সদা দণ্ডায়মান হও। কোন কওমের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ কর, তা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। ৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। ১০. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই প্রজুলিত আগুনের অধিবাসী। ১১. হে মুমিনগণ, তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নি‘আমাত, যখন একটি কওম তোমাদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করতে মনস্থ করল; কিন্তু তিনি তাদের হাতকে তোমাদের থেকে নিবৃত্ত রাখলেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আল্লাহর উপরই মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে।

১২. আর অবশ্যই আল্লাহ বানী ইসরঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন দলনেতা পাঠিয়েছিলাম এবং আল্লাহ বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি, যদি তোমরা সলাত কয়েম কর, যাকাত দাও, আমার রসূলদের প্রতি ঈমান আন, তাদেরকে সহযোগিতা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেব। আর অবশ্যই তোমাদেরকে প্রবেশ করাব জান্নাতসমূহে, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। তোমাদের মধ্য থেকে এরপরও যে কুফরী করেছে, সে অবশ্যই সোজা পথ হারিয়েছে। ১৩. সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা‘নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। ১৪. আর যারা বলে, ‘আমরা নাসারহ’, আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার একটি অংশ ভুলে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের মধ্যে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করবেন। ১৫. হে কিতাবীগণ, তোমাদের নিকট আমার রসূল এসেছে, কিতাব থেকে যা তোমরা গোপন করতে, তার অনেক কিছু তোমাদের নিকট সে প্রকাশ করেছে এবং অনেক কিছু ছেড়ে দিয়েছে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে

আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। ১৬. এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তাঁর অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হিদায়াত দেন। ১৭. অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে ‘নিশ্চয়ই মারইয়াম পুত্র মাসীহই আল্লাহ’। বল, যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান মারইয়াম পুত্র মাসীহকে ও তার মাকে এবং যমীনে যারা আছে তাদের সকলকে ‘তাহলে কে আল্লাহর বিপক্ষে কোন কিছুই ক্ষমতা রাখে? আর আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১৮. ইয়াহুদী ও নাসারাহরা বলে, ‘আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন। বল, ‘তবে কেন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের পাপের কারণে আযাব দেন? বরং তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত মানুষ, যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা আযাব দেন। আর আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন। ১৯. হে আহলুল কিতাবীরা, তোমাদের নিকট আমার রসূল এসেছে, রসূলদের একটি বিরতির পর তোমাদের জন্য তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করছেন যেন তোমরা না বল যে, ‘আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেনি’। অবশ্যই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২০. আর যখন মুসা তার কওমকে বলল, ‘হে আমার কওম, স্মরণ কর তোমাদের উপর আল্লাহর নি‘আমাত, যখন তিনি তোমাদের মধ্যে নাবী বানিয়েছেন এবং তোমাদেরকে রাজা-বাদশাহ বানিয়েছেন,

আর তোমাদেরকে দান করেছেন এমন কিছু যা সকল সৃষ্টির মধ্যে কাউকে দান করেননি’। ২১. ‘হে আমার কওম, তোমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন এবং তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যেও না, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’। ২২. তারা বলল, ‘হে মুসা, নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে এক শক্তিশালী জাতি এবং আমরা নিশ্চয়ই সেখানে প্রবেশ করব না, যতক্ষণ না তারা সেখান থেকে বের হয়। অতঃপর যদি তারা সেখান থেকে বের হয়, তবে নিশ্চয়ই আমরা প্রবেশ করব’। ২৩. যারা ভয় করে, তাদের মধ্য থেকে এমন দু’ব্যক্তি বলল, ‘যাদের উপর আল্লাহ নি‘আমাত দিয়েছেন, ‘তোমরা তাদের নিকট দরজা দিয়ে প্রবেশ কর। যখন সেখানে প্রবেশ করবে, তখন নিশ্চয়ই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও’। ২৪. তারা বলল, ‘হে মুসা, আমরা সেখানে কখনো প্রবেশ করব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকে। সুতরাং, তুমি ও তোমার রব যাও এবং লড়াই কর। আমরা এখানেই বসে রইলাম’। ২৫. সে বলল, ‘হে আমার রব, আমি আমার ও আমার ভাই ছাড়া কারো উপরে অধিকার রাখি না। সুতরাং আপনি আমাদের ও ফাসিক কওমের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দিন। ২৬. তিনি বললেন, ‘তাহলে নিশ্চয়ই তা তাদের জন্য চল্লিশ বছর নিষিদ্ধ; তারা যমীনে উদ্ভাস্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে। সুতরাং তুমি ফাসিক কওমের জন্য আফসোস করো না’। ২৭. আর তুমি তাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের সংবাদ যথাযথভাবে বর্ণনা কর, যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজন থেকে গ্রহণ করা হল, আর অপরজন থেকে গ্রহণ করা হল না। সে বলল, ‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব’। অন্যজন বলল, ‘আল্লাহ

কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন। ২৮. ‘যদি তুমি আমার প্রতি তোমার হাত প্রসারিত কর আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার প্রতি প্রসারিত করব না। নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টিকূলের রব আল্লাহকে ভয় করি’। ২৯. ‘নিশ্চয়ই আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপ নিয়ে ফিরে যাও, ফলে তুমি আগুনের অধিবাসী হও। আর সেটিই হচ্ছে যলিমদের প্রতিদান। ৩০. সুতরাং তার নফস তাকে বশ করল তার ভাইকে হত্যা করতে। ফলে সে তাকে হত্যা করল এবং ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। ৩১. অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে। সে বলল, ‘হায়! আমি এই কাকটির মত হতেও অক্ষম হয়েছি যে, আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করব’। ফলে সে লজ্জিত হল। ৩২. এ কারণেই, আমি বানী ইসরঈলের উপর এই হুকুম দিলাম যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল। আর অবশ্যই তাদের নিকট আমার রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও এরপর যমীনে তাদের অনেকে অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী। ৩৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব। ৩৪. তারা ছাড়া, যারা তাওবা করে তোমরা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের

পূর্বে; সুতরাং জেনে রাখ যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৩৫. হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও। ৩৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, যদি যমীনে যা আছে তার সব ও তার সাথে সমপরিমাণও তাদের জন্য থাকে, যাতে তারা তার মাধ্যমে কিয়ামাতের আযাব থেকে রক্ষার মুক্তিপণ দিতে পারে, তাহলেও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে যজ্ঞপাদায়ক আযাব। ৩৭. তারা চাইবে আগুন থেকে বের হতে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বের হবার নয় এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। ৩৮. আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আযাব স্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩৯. অতঃপর যে তার যুল্মের পর তাওবা করবে এবং নিজকে সংশোধন করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪০. তুমি কি জানো না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর জন্যই আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব, তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৪১. হে রসূল, তোমাকে যেন তারা চিন্তিত না করে, যারা কুফরে দ্রুত ছুটেছে- তাদের থেকে, যারা তাদের মুখে বলে ‘ঈমান এনেছি’ কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। আর যারা ইয়াহুদী তারা মিথ্যা অধিক শ্রবণকারী, অন্যান্য কওমের প্রতি, যারা তোমার নিকট আসেনি তাদের পক্ষে তারা কান পেতে থাকে। তারা শব্দগুলোকে যথার্থ সুবিন্যস্ত থাকার পরও আপন স্থান থেকে বিকৃত করে। তারা বলে, ‘যদি তোমাদেরকে এটি প্রদান করা হয়, তবে গ্রহণ কর। আর যদি

তা তোমাদেরকে প্রদান না করা হয়, তাহলে বর্জন কর'; আর আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, তুমি তার পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছুই ক্ষমতা রাখ না। এরাই হচ্ছে তারা, যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ৪২. তারা মিথ্যার প্রতি অধিক শ্রবণকারী, হারমের অধিক ভক্ষণকারী। সুতরাং যদি তারা তোমার কাছে আসে, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর অথবা তাদেরকে উপেক্ষা কর আর যদি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তবে তারা তোমার কিছু ক্ষতি করতে পারবে না, আর যদি তুমি ফয়সালা কর, তবে তাদের মধ্যে ফয়সালা কর ন্যায়ভিত্তিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। ৪৩. আর কীভাবে তারা তোমাকে ফয়সালাকারী বানায়? অথচ তাদের কাছে রয়েছে তাওরত, যাতে আছে আল্লাহর বিধান, তা সত্ত্বেও তারা এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিনও নয়। ৪৪. নিশ্চয়ই আমি তাওরত নাযিল করেছি, তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, এর মাধ্যমে ইয়াহুদীদের জন্য ফয়সালা প্রদান করত অনুগত নাবীগণ এবং রব্বানী ও ধর্মবিদগণ। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল এর উপর স্বাক্ষরী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে সামান্য মূল্য ক্রয় করো না। আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির। ৪৫. আর আমি এতে তাদের উপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম। অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য

তা কাফফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই যলিম। ৪৬. আর আমি তাদের পেছনে মারইয়াম পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্মুখে বিদ্যমান তাওরাতের সত্যায়নকারীরূপে এবং তাকে দিয়েছিলাম ইনজীল, এতে রয়েছে হিদায়াত ও আলো এবং (তা ছিল) তার সম্মুখে অবশিষ্ট তাওরাতের সত্যায়নকারী, হিদায়াত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। ৪৭. আর ইনজীলের অনুসারীগণ তাতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যেন ফয়সালা করে আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক। ৪৮. আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মাত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভাল কাজে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন, যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে। ৪৯. আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল

তাদেরকে তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের অনেকেই ফাসিক। ৫০. তারা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম? ৫১. হে মুমিনগণ, ইয়াহুদী ও নাসারহদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যলিম কওমকে হিদায়াত দেন না। ৫২. সুতরাং তুমি দেখতে পাবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা কাফিরদের মধ্যে (বন্ধুত্বের জন্য) ছুটছে। তারা বলে, ‘আমরা আশঙ্কা করছি যে, কোন বিপদ আমাদেরকে আক্রান্ত করবে’। অতঃপর হতে পারে আল্লাহ দান করবেন বিজয় কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন কিছু, যার ফলে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছে, তাতে লজ্জিত হবে। ৫৩. আর মুমিনগণ বলবে, ‘এরাই কি তারা, যারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের সাথে আছে?’ তাদের আমালসমূহ বরবাদ হয়েছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৫৪. হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ধীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের উপর বিনম্র এবং কাফিরদের উপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোন কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। ৫৫. তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনগণ, যারা সলাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে বিনীত হয়ে। ৫৬. আর যে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনদের

সাথে বন্ধুত্ব করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই বিজয়ী। ৫৭. হে মুমিনগণ, তোমরা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধীনকে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্য থেকে তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে ও কাফিরদেরকে। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। ৫৮. আর যখন তোমরা সলাতের দিকে ডাক, তখন তারা একে উপহাস ও খেল-তামাশারূপে গ্রহণ করে। তা এই কারণে যে, তারা এমন কওম, যারা বুঝে না। ৫৯. বল, ‘হে কিতাবীরা, কেবল এ কারণে কি তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর যে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং পূর্বে নাযিল হয়েছে তার প্রতি? আর নিশ্চয়ই তোমাদের অধিকাংশ ফাসিক’। ৬০. বল, ‘আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট পরিণতির বিচারে এর চেয়ে মন্দ কিছু সংবাদ দেব? যাকে আল্লাহ লা’নত দিয়েছেন এবং যার উপর তিনি ক্রোধাধিত হয়েছেন? আর যাদের মধ্য থেকে বানর ও শূকর বানিয়েছেন এবং তারা তৃণুতের ইবাদত করেছে। তারাই অবস্থানে মন্দ এবং সোজা পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত’। ৬১. আর যখন তারা তোমাদের নিকট আসে, তখন বলে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’। অথচ অবশ্যই তারা কুফরী নিয়ে প্রবেশ করেছে এবং তারা তা নিয়েই বেরিয়ে গেছে। আর আল্লাহ সে সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত, যা তারা গোপন করত। ৬২. আর তুমি তাদের মধ্য থেকে অনেককে দেখতে পাবে যে, তারা পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারম ভঙ্গণে ছুটোছুটি করেছে। তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা কতইনা মন্দ! ৬৩. কেন তাদেরকে রব্বানী ও ধর্মবিদগণ তাদের পাপের কথা ও হারম ভঙ্গণ থেকে নিষেধ করে না? তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা কতইনা মন্দ! ৬৪.

আর ইয়াহুদীরা বলে, ‘আল্লাহর হাত বাঁধা’। তাদের হাতই বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লানতগ্রস্ত হয়েছে। বরং তাঁর দু’হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং তোমার উপর তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বাড়িয়েই দিচ্ছে। আর আমি তাদের মধ্যে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা ঢেলে দিয়েছি। যখনই তারা যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। আর তারা যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায় এবং আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না। ৬৫. আর যদি কিতাবীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জাম্বাতসমূহে প্রবেশ করাতাম। ৬৬. আর যদি তারা তাওরত, ইনজীল ও তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম করত, তবে অবশ্যই তারা আহার করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে। তাদের মধ্য থেকে সঠিক পথের অনুসারী একটি দল রয়েছে এবং তাদের অনেকেই যা করছে, তা কতইনা মন্দ! ৬৭. হে রসূল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি না কর তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। ৬৮. বল, ‘হে কিতাবীরা, তোমরা কোন ভিত্তির উপর নেই, যতক্ষণ না তোমরা তাওরত, ইনজীল ও তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম কর’। আর তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও

কুফরী বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি কাফির কওমের উপর হতাশ হয়ো না। ৬৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, ইয়াহুদী হয়েছে এবং সাবঈঈ ও নাসারহরা (তাদের মধ্য থেকে) যে ঈমান এনেছে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসে এবং নেককাজ করেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। ৭০. অবশ্যই আমি বানী ইসরঈলের অঙ্গীকার নিয়েছি এবং তাদের নিকট পাঠিয়েছি অনেক রসূল। যখনই তাদের নিকট কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তাদের মন চায় না, তখন তারা একদলকে অস্বীকার করেছে এবং একদলকে হত্যা করেছে। ৭১. আর তারা ভেবেছে যে, কোন বিপর্যয় হবে না। ফলে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেছেন। অতঃপর তাদের অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা আমাল করে আল্লাহ তার দ্রষ্টা। ৭২. অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলেছে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন মারইয়াম পুত্র মাসীহ’। আর মাসীহ বলেছে, ‘হে বানী ইসরঈল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর’। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জাম্বাত হারম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যলিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৭৩. অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যজ্ঞাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে। ৭৪. সুতরাং তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাইবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭৫. মারইয়াম পুত্র মাসীহ কেবল একজন রসূল। তার পূর্বে অনেক রসূল

বিগত হয়েছে এবং তার মা ছিল অতি সত্যবাদী। তারা উভয়ে খাবার খেত। দেখ, কীভাবে আমি তাদের জন্য আয়াতসমূহ বর্ণনা করছি। অতঃপর দেখ, কীভাবে তাদেরকে সত্যবিমুখ করা হচ্ছে। ৭৬. বল, 'তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছু ইবাদাত করবে, যা তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ'। ৭৭. বল, 'হে কিতাবীরা, সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন কণ্ঠের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেক পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ বিচ্যুত হয়েছে। ৭৮. বানী ইসরার মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে দাউদ ও মারইয়াম পুত্র ইসার মুখে লা'নত করা হয়েছে। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। ৭৯. তারা পরস্পরকে মন্দ থেকে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! ৮০. তাদের মধ্যে অনেককে তুমি দেখতে পাবে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা যা নিজদের জন্য পেশ করেছে, তা কত মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধাধিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে। ৮১. আর যদি তারা আল্লাহ ও নাবীর প্রতি এবং যা তার নিকট নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান রাখত, তবে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক। ৮২. তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইয়াহুদীদেরকে এবং যারা শিরক করেছে তাদেরকে। আর মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদের মধ্যে নিকটতর পাবে তাদেরকে, যারা বলে, 'আমরা নাসারহ'। তা এই কারণে যে, তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে এবং তারা নিশ্চয়ই অহঙ্কার

করে না। ৮৩. 'আর রসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে। তারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং আপনি আমাদেরকে সাক্ষ্য দানকারীদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন। ৮৪. আর আমাদের কী হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না? আর আমরা আশা করব না যে, আমাদের রব আমাদেরকে প্রবেশ করাবেন নেককার সম্প্রদায়ের সাথে'। ৮৫. সুতরাং তারা যা বলেছে এর কারণে আল্লাহ তাদেরকে পুরস্কার দেবেন জাম্বাতসমূহ, যার নীচে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল সংকর্মপরায়ণদের প্রতিদান। ৮৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী। ৮৭. হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। ৮৮. আর আহার কর আল্লাহ যা তোমাদের রিযিক দিয়েছেন তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু। আর তাকওয়া অবলম্বন কর আল্লাহর যার প্রতি তোমরা মুমিন। ৮৯. আল্লাহ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অর্থহীন কসমের ব্যাপারে, কিন্তু যে কসম তোমরা দৃঢ়ভাবে কর সে কসমের জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করেন। সুতরাং এর কাফফারা হল দশ জন মিসকীনকে খাবার দান করা, মধ্যম ধরনের খাবার, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস-দাসী মুক্ত করা। অতঃপর যে সামর্থ্য রাখে না তবে তিন দিন সিয়াম পালন করা। এটা

তোমাদের কসমের কাফ্ফারা, যদি তোমরা কসম কর, আর তোমরা তোমাদের কসম হেফাযত কর। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা শোকর আদায় কর। ৯০. হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শায়তনের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। ৯১. শায়তন শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সলাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? ৯২. আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রসূলের আর সাবধান হও। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট প্রচার। ৯৩. যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমাল করেছে তারা যা আহ্বার করেছে তাতে কোন পাপ নেই, যখন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে আর নেক আমাল করে, তারপর তাকওয়া অবলম্বন করে ও ঈমান আনে। এরপরও তারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। ৯৪. হে মুমিনগণ, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন শিকারের এমন বস্তু দ্বারা তোমাদের হাত ও বর্শা যার নাগাল পায়, যাতে আল্লাহ জেনে নেন কে তাঁকে গায়েবের সাথে ভয় করে। সুতরাং এরপর যে সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৯৫. হে মুমিনগণ, ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকারকে হত্যা করো না এবং যে তোমাদের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করবে তার বিনিময় হল যা হত্যা করেছে, তার অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোক-

কুরবানীর জন্তু হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে হবে। অথবা মিসকীনকে খাবার দানের কাফ্ফারা কিংবা সমসংখ্যক সিয়াম পালন, যাতে সে নিজ কর্মের শাস্তি ভোগ করে। যা গত হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করেছেন। যে পুনঃরায় করবে আল্লাহ তার থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ৯৬. তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য; তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য। আর স্থলের শিকার তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাক। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দিকে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ৯৭. আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে, সম্মানিত মাসকে, হাদয়ি ও কালায়িদকেও মানুষের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এটা এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, আল্লাহ আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যা আছে তা জানেন। আর আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ৯৮. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর আর নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯৯. প্রচার ব্যতীত রসূলের কোন দায়িত্ব নেই। আর তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর আল্লাহ তা জানেন। ১০০. বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। অতএব হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরূপে, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও'। ১০১. হে মুমিনগণ, তোমরা এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হলে তা তোমাদেরকে পীড়া দেবে। আর কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা সে সম্পর্কে প্রশ্ন কর তাহলে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। আল্লাহ তা কমা করেছেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। ১০২. তোমাদের

স্বাক্ষী থাকুন যে, আমরা অবশ্যই মুসলিম’। ১১২. যখন হাওয়ারীগণ বলেছিল, ‘হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তোমার রব কি পারে আমাদের উপর আসমান থেকে খাবারপূর্ণ দস্তুরখান নাযিল করতে?’ সে বলেছিল, ‘আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, যদি তোমরা মুমিন হও’। ১১৩. তারা বলল, ‘আমরা তা থেকে খেতে চাই। আর আমাদের হৃদয় প্রশান্ত হবে এবং আমরা জানব যে, তুমি আমাদেরকে সত্যই বলেছ, আর আমরা এ ব্যাপারে স্বাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হব’। ১১৪. মারইয়ামের পুত্র ঈসা বলল, ‘হে আল্লাহ, হে আমাদের রব, আসমান থেকে আমাদের প্রতি খাবারপূর্ণ দস্তুরখান নাযিল করুন; এটা আমাদের জন্য ঈদ হবে। আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের জন্য। আর আপনার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হবে। আর আমাদেরকে রিয়িক দান করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ রিয়িকদাতা’। ১১৫. আল্লাহ বললেন, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি তা নাযিল করব; কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্যে যে কুফরী করবে তাকে নিশ্চয়ই আমি এমন আযাব দেব, যে আযাব সৃষ্টিকুলের কাউকে দেব না’। ১১৬. আর আল্লাহ যখন বলবেন, ‘হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদেরকে বলেছিলে যে, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মা-কে ইলাহরূপে গ্রহণ কর’? সে বলবে, ‘আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয়ই আপনি গায়িবী বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত’। ১১৭. ‘আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদাত কর। আর যতদিন আমি তাদের

মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের উপর স্বাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর উপর স্বাক্ষী। ১১৮. যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন তবে তারা আপনারই বান্দা, আর তাদেরকে যদি ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। ১১৯. আল্লাহ বলবেন, ‘এটা হল সেই দিন যেদিন সত্যবাদীগণকে তাদের সত্যতা উপকার করবে। তাদের জন্য আছে জাম্বাতসমূহ যার নীচে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এটা মহাসাফল্য’। ১২০. আসমানসমূহ ও যমীন এবং তাদের মধ্যে যা কিছু আছে তার রাজত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

৬. সূরহঃ আল-আন‘আম, আয়াতঃ ১৬৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তারপর কাফিররা তাদের রবের সমতুল্য স্থির করে। ২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে তারপর নির্ধারণ করেছেন একটি সময়, আর তাঁর কাছে আছে একটি নির্দিষ্ট সময়, তারপর তোমরা সন্দেহ কর। ৩. আর আসমানসমূহ ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য এবং জানেন যা তোমরা অর্জন কর। ৪. আর তাদের কাছে তাদের রবের আয়াতসমূহের কোন আয়াত আসলেই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

৫. অতঃপর অবশ্যই তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, যখন তা তাদের কাছে এসেছে। সুতরাং অচিরেই তাদের কাছে সে বিষয়ের সংবাদ আসবে যা নিয়ে তারা উপহাস করত। ৬. তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস করেছি? যাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। আর তাদের উপর বৃষ্টি পাঠিয়েছিলাম মুষলধারে এবং সৃষ্টি করেছিলাম নদীসমূহ যা তাদের নীচে প্রবাহিত হত। অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। ৭. আর যদি আমি কাগজে লিখিত কিতাব তোমার উপর নাযিল করতাম অতঃপর তারা তা হাত দিয়ে স্পর্শ করত তবুও যারা কুফরী করেছে তারা বলত, 'এ তো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু না'। ৮. আর তারা বলে, 'কেন তার উপর কোন মালাইকা নাযিল করা হয়নি'? যদি আমি মালাইকা নাযিল করতাম তাহলে বিষয়টি ফয়সালা হয়ে যেত, তারপর তাদের সুযোগ দেয়া হত না। ৯. আর যদি রসূলকে মালাইকা বানাতাম তবে তাকে পুরুষ মানুষই বানাতাম। ফলে তারা যে সন্দেহ করে, সে সন্দেহেই তাদেরকে রেখে দিতাম। ১০. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রসূলগণকে নিয়ে উপহাস করা হয়েছিল। ফলে যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে তাদের উপহাস বেষ্টন করে নিয়েছে। ১১. বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর তারপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে'। ১২. বল, 'আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা কার'? বল, 'আল্লাহর জন্য'; তিনি তাঁর নিজের উপর রহমাত লিখে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে একত্র করবেন কিয়ামাতের দিনে, এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। ১৩. যা কিছু রাতে ও

দিনে স্থিত হয় তা তাঁরই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৪. বল, 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করব, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা? তিনি আহ্বার দেন, তাঁকে আহ্বার দেয়া হয় না'। বল, 'নিশ্চয়ই আমি আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি যে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে যেন আমি তাদের প্রথম হই'। আর তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। ১৫. বল, 'যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই আমি ভয় করি মহা দিবসের আযাবকে। ১৬. সেদিন যার থেকে আযাব সরিয়ে নেয়া হবে তাকেই তিনি অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই প্রকাশ্য সফলতা। ১৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দ্বারা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোন কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ১৮. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত। ১৯. বল, 'সাক্ষ্য হিসেবে সবচেয়ে বড় বস্তু কী'? বল, 'আল্লাহ স্বাক্ষী আমার ও তোমাদের মধ্যে। আর এ কুরআন আমার কাছে ওয়াহী করে পাঠানো হয়েছে যেন তোমাদেরকে ও যার কাছে এটা পৌঁছবে তাদেরকে এর মাধ্যমে আমি সতর্ক করি। তোমরাই কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সাথে রয়েছে অন্যান্য মাবুদ? বল, 'আমি সাক্ষ্য দেই না'। বল, 'তিনি কেবল এক ইলাহ আর তোমরা যা শরীক কর আমি নিশ্চয়ই তা থেকে মুক্ত'। ২০. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাকে চিনে ঘেরুপ চিনে তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে। যারা নিজদের ক্ষতি করেছে তারা ঈমান আনবে না। ২১. আর তার চেয়ে বড় যলিম আর কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে? নিশ্চয়ই যলিমরা সফলকাম হয় না। ২২. আর যেদিন আমি

তাদের সকলকে একত্র করব তারপর যারা শিরক করেছে তাদেরকে বলব, 'তোমাদের শরীকরা কোথায়, যাদেরকে তোমরা (শরীক) মনে করতে'? ২৩. অতঃপর তাদের পরীক্ষার জবাব শুধু এ হবে যে, তারপর তারা বলবে, 'আমাদের রব আল্লাহর কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম না'। ২৪. দেখ, তারা কীভাবে মিথ্যা বলেছে নিজদের উপর, তারা যে মিথ্যা রটনা করত, তা তাদের থেকে হারিয়ে গেল। ২৫. আর তাদের কেউ তোমার প্রতি কান পেতে শোনে, কিন্তু আমি তাদের অন্তরের উপর রেখে দিয়েছি আবরণ যেন তারা অনুধাবন না করে, আর তাদের কানে রেখেছি ঢাকনা। আর যদি তারা প্রতিটি আয়াতও দেখে, তারা তার প্রতি ঈমান আনবে না; এমনকি যখন তারা তোমার কাছে এসে তর্কে লিপ্ত হয়, যারা কুফরী করেছে তারা বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয়'। ২৬. আর তারা তার থেকে নিষেধ করে এবং তার থেকে দূরে থাকে। আর তারা ধ্বংস করে কেবল নিজদেরকে, অথচ তারা অনুভব করে না। ২৭. আর যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আশুনের উপর আটকানো হবে, তখন তারা বলবে, 'হায়! যদি আমাদেরকে ফেরত পাঠানো হত। আর আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার না করতাম এবং আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!' ২৮. বরং তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গিয়েছে পূর্বে যা তারা গোপন করত। আর যদি তাদের ফেরত পাঠানো হয় অবশ্যই যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তারা তাতে ফিরে যেত এবং নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। ২৯. আর তারা বলেছিল, 'আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ছাড়া কিছু নেই এবং আমরা পুনরুজ্জীবিত হব না'। ৩০. আর যদি তুমি দেখতে যখন তাদেরকে দাঁড় করানো হবে তাদের রবের সামনে এবং তিনি বলবেন 'এটা কি সত্য

নয়'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম!' তিনি বলবেন, 'সুতরাং তোমরা যে কুফরী করতে তার কারণে আযাব ভোগ কর'। ৩১. যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি যখন হঠাৎ তাদের কাছে কিয়ামাত এসে যাবে, তারা বলবে, 'হায় আফসোস! সেখানে আমরা যে ক্রটি করেছি তার উপর'। তারা তাদের পাপসমূহ তাদের পিঠে বহন করবে; সাবধান! তারা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! ৩২. আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরতের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না? ৩৩. আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু তারা তো তোমাকে অস্বীকার করে না, বরং যলিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। ৩৪. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছে, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং অবশ্যই রসূলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে। ৩৫. আর যদি তাদের উপেক্ষা তোমার উপর কঠিন মনে হয়, তাহলে যদি তুমি পার যমীনে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আসমানে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করতে, অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আসতে (তবে কর)। যদি আল্লাহ চাইতেন তিনি অবশ্যই তাদেরকে হিদায়াতের উপর একত্র করতেন। সুতরাং তুমি কখনো মূর্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৩৬. তারাই সাড়া দেয় যারা শুনে। আর মৃতদেরকে আল্লাহ পুনঃরায় জীবিত করবেন। তারপর তার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। ৩৭. আর তারা বলে, 'কেন তার

উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল করা হয়নি? বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যে কোন নিদর্শন নাযিল করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না'। ৩৮. আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণী এবং দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মাহ। আমি কিতাবে কোন ক্রটি করিনি। অতঃপর তাদেরকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে। ৩৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা বোবা ও বধির, অন্ধকারে রয়েছে। আল্লাহ যাকে চান, তাকে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান তাকে সরল পথে অটল রাখেন। ৪০. বল, 'তোমরা কি চিন্তা কর, যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর আযাব এসে যায় অথবা কিয়ামাত আগমন করে, তবে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ৪১. বরং তাকেই তোমরা ডাকবে। অতঃপর যদি তিনি চান, যে জন্য তাকে ডাকছ, তা তিনি দূর করে দেবেন। আর তোমরা যা শরীক কর, তা তোমরা ভুলে যাবে। ৪২. আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে বিভিন্ন কওমের কাছে রসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব ও দুঃখ দ্বারা পাকড়াও করেছি, যাতে তারা অনুনয় বিনয় করে। ৪৩. সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, শায়তন তাদের জন্য তা শোভিত করেছে। ৪৪. অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছু দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা খুশি হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল। ৪৫. অতএব যলিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে ফেলা

হল। আর সকল প্রশংসা রক্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য। ৪৬. বল, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহ তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহ কেড়ে নেন এবং তোমাদের অন্তরসমূহে মোহর এঁটে দেন, কে আছে ইলাহ, আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদের এগুলো নিয়ে আসবে? দেখ, কীভাবে আমি বিভিন্নরূপে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, তারপর তারা এড়িয়ে চলে। ৪৭. বল, 'তোমরা আমাকে জানাও, যদি আল্লাহর আযাব হঠাৎ কিংবা প্রকাশ্যে তোমাদের কাছে এসে যায়, যলিম কওম ছাড়া অন্য কাউকে ধ্বংস করা হবে কি? ৪৮. আর আমি রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করি। অতএব যারা ঈমান এনেছে ও শুধরে নিয়েছে, তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। ৪৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে স্পর্শ করবে আযাব, এ কারণে যে, তারা নাফরমানী করত। ৫০. বল, 'তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গইব জানি না এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয়ই আমি মালাইকা। আমি কেবল তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওয়াহী প্রেরণ করা হয়'। বল, 'অন্ধ আর চক্ষুস্থান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে না? ৫১. আর এ দ্বারা তুমি তাদেরকে সতর্ক কর, যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের দিকে একত্র করা হবে, (এ অবস্থায় যে) তিনি ছাড়া তাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী আর না সুপারিশকারী। হয়ত তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। ৫২. আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার কোন হিসাব তাদের উপর নেই, ফলে

তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে এবং তুমি যলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৫৩. আর এভাবেই আমি এককে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, 'এরাই কি, আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়? ৫৪. আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, তারা যখন তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম'। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয়ই যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এবং শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমশীল, পরম দয়ালু। ৫৫. আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি। আর যাতে অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়। ৫৬. বল, 'নিশ্চয়ই আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদাত করতে, যাদেরকে তোমরা ডাক আল্লাহ ছাড়া। বল, 'আমি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি না, (যদি করি) নিশ্চয়ই তখন পথভ্রষ্ট হব এবং আমি হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না। ৫৭. বল, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছি আর তোমরা তা অস্বীকার করছ। তোমরা যা নিয়ে তাড়াহুড়া করছ তা আমার কাছে নেই। হুকুম কেবল আল্লাহর কাছে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী'। ৫৮. বল, 'তোমরা যা নিয়ে তাড়াহুড়া করছ, তা যদি আমার কাছে থাকত, অবশ্যই আমার ও তোমাদের মাঝে বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যেত। আর আল্লাহ যলিমদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত'। ৫৯. আর তাঁর কাছে রয়েছে গায়েবের চাবিসমূহ, তিনি ছাড়া এ বিষয়ে কেউ জানে না এবং তিনি অবগত রয়েছেন স্থলে ও সমুদ্রে যা কিছু আছে। আর কোন পাতা ঝরে না, কিন্তু তিনি তা জানেন এবং যমীনের অন্ধকারে কোন

দানা পড়ে না, না কোন ভেজা এবং না কোন শুষ্ক কিছু; কিন্তু রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে। ৬০. আর তিনিই রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দেন এবং দিনে তোমরা যা কামাই কর তিনি তা জানেন। তারপর তিনি তোমাদেরকে দিনে পুনঃরায় জাগিয়ে তুলেন, যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন। ৬১. আর তিনিই নিজ বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তোমাদের উপর প্রেরণ করেন হিফাযতকারীদেরকে। অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোন ত্রুটি করে না। ৬২. তারপর তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাদের সত্য মাওলা আল্লাহর কাছে। সাবধান! হুকুম প্রদানের ক্ষমতা তাঁরই। আর তিনি হচ্ছেন খুব দ্রুত হিসাবকারী। ৬৩. বল, 'কে তোমাদেরকে নাজাত দেন স্থল ও সমুদ্রের যাবতীয় অন্ধকার থেকে? তোমরা তাকে ডাক অনুন্নয় বিনয় করে ও চুপিসারে যে, যদি তিনি আমাদেরকে এ থেকে নাজাত দেন, আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৬৪. বল, 'আল্লাহ তা থেকে তোমাদেরকে নাজাত দেন এবং প্রত্যেক বিপদ থেকে। তারপর তোমরা শিরক কর'। ৬৫. বল, 'তিনি তো সক্ষম তোমাদের উপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে তোমাদের উপর আযাব প্রেরণ করতে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন সন্দেহপূর্ণ দলে বিভক্ত করতে এবং তোমাদের একদলকে অন্য দলের ভীতি ভোগ করাতে'। দেখ, কীভাবে আমি আয়াতসমূহ নানাভাবে বর্ণনা করি, যাতে তারা ভালভাবে বুঝতে পারে। ৬৬. আর তোমার কওম তা অস্বীকার করেছে, অথচ তা সত্য। বল, 'আমি তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নই'। ৬৭. প্রত্যেক সংবাদের

নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা জানবে। ৬৮. আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শায়তন তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যলিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না। ৬৯. আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যলিমদের কোন হিসেব তাদের উপর নেই। কিন্তু (তাদের কর্তব্য হচ্ছে) উপদেশ দেয়া, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে। ৭০. আর তুমি ত্যাগ কর তাদেরকে, যারা নিজেদের দ্বীনকে গ্রহণ করেছে খেল-তামাশা রূপে এবং ধোঁকা দিয়েছে যাদেরকে দুনিয়ার জীবন। আর তুমি কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও, যাতে কোন ব্যক্তি তার কৃতকর্মের দরুন ধ্বংসের শিকার না হয়, তার জন্য আল্লাহ ছাড়া নেই কোন অভিভাবক এবং নেই কোন সুপারিশকারী। আর যদি সে সব ধরণের মুক্তিপণও দেয়, তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই তারা, যারা ধ্বংসের শিকার হয়েছে তাদের কৃতকর্মের কারণে। তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত পানীয় এবং বেদনাদায়ক আযাব, যেহেতু তারা কুফরী করত। ৭১. বল, 'আমরা কি ডাকব আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে, যা আমাদেরকে কোন উপকার করে না এবং ক্ষতি করে না? আর আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখানোর পর আমাদেরকে কি ফিরানো হবে আমাদের পশ্চাতে সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে শায়তন যমীনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে, সে দিশেহারা? তার রয়েছে সহচরবৃন্দ, তারা তাকে সঠিক পথের দিকে ডাকে, 'আমাদের কাছে আস'। বল, 'আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর আমরা রব্বুল আলামীনের আনুগত্য করতে আদিষ্ট হয়েছি'। ৭২. আর (আদিষ্ট হয়েছি যে,) তোমরা সলাত কায়েম কর এবং তাঁর

তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তিনিই, যার কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ৭৩. আর তিনিই, আসমানসমূহ ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলবেন, 'হও' তখন হয়ে যাবে। তাঁর কথাই যথার্থ। আর তাঁর জন্যই রয়েছে সেদিনের রাজত্ব, যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তিনি গয়িব ও উপস্থিত বিষয়ে পরিজ্ঞাত এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, অধিক অবহিত। ৭৪. আর (স্মরণ কর) যখন ইবরহীম তার পিতা অযরকে বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয়ই আমি তোমাকে তোমার কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি'। ৭৫. আর এভাবেই আমি ইবরহীমকে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব দেখাই এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৭৬. অতঃপর যখন রাত তার উপর আচ্ছন্ন হল, সে তারকা দেখল, বলল, 'এ আমার রব'। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, 'যারা ডুবে যায় আমি তাদেরকে ভালবাসি না'। ৭৭. অতঃপর যখন সে চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, 'এ আমার রব'। পরে যখন তা ডুবে গেল, বলল, 'যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয়ই আমি পথহারা কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। ৭৮. অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বলল, 'এ আমার রব, এ সবচেয়ে বড়'। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক কর, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত'। ৭৯. 'নিশ্চয়ই আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'। ৮০. আর তার কওম তার সাথে বাদানুবাদ করল। সে বলল, তোমরা কি তর্ক করছ আমার সাথে আল্লাহর ব্যাপারে, অথচ তিনি আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন?

তোমরা তাঁর সাথে যা শরীক কর, আমি তাকে ভয় করি না, তবে আমার রব যদি কিছু করতে চান। আমার রব ইলম দ্বারা সব কিছু বেটন করে আছেন। অতঃপর তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? ৮১. 'তোমরা যা শরীক করেছ কীভাবে আমি তাকে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় করছ না যে, তোমরা শরীক করেছ আল্লাহর সাথে এমন কিছু, যার পক্ষে তিনি তোমাদের উপর কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। অতএব কোন দল নিরাপত্তার বেশি হকদার, যদি তোমরা জান?' ৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং নিজ ঈমানকে যুলুমের সাথে সংমিশ্রণ করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। ৮৩. আর এ হচ্ছে আমার দলীল, আমি তা ইবরহীমকে তার কওমের উপর দান করেছি। আমি যাকে চাই, তাকে মর্যাদায় উঁচু করি। নিশ্চয়ই তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ৮৪. আর আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুবকে। প্রত্যেককে আমি হিদায়াত দিয়েছি এবং নূহকে পূর্বে হিদায়াত দিয়েছি। আর তার সন্তানদের মধ্য থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইয়ুব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে। আর আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদেরকে প্রতিদান দেই। ৮৫. আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলয়াসকে। প্রত্যেকেই নেককারদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৬. আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা', ইউনুস ও লূতকে। প্রত্যেককে আমি সৃষ্টিকুলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। ৮৭. আর (আমি হিদায়াত দান করেছি) তাদের পিতৃপুরুষ, বংশধর ও ভাইদের মধ্য থেকে, আর তাদেরকে আমি বাছাই করেছি এবং তাদেরকে সরল পথের দিকে পরিচালিত করেছি। ৮৮. এ হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত, এ দ্বারা তিনি নিজ বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। আর যদি তারা শিরক করত, তবে তারা যা আমাল করছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে

যেত। ৮৯. এরাই তারা, যাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব, হুকুম ও নবুওয়াত। অতএব যদি তারা এর সাথে কুফরী করে, তবে আমি এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক এমন কওমকে করেছি, যারা এর ব্যাপারে কাফির নয়। ৯০. এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব তাদের হিদায়াত তুমি অনুসরণ কর। বল, 'আমি তোমাদের কাছে এর উপর কোন বিনিময় চাই না। এটা তো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশমাত্র। ৯১. আর তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি, যখন তারা বলছে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি। বল, 'কে নাযিল করেছে সে কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছে মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ স্বরূপ, তোমরা তা বিভিন্ন কাগজে লিখে রাখতে, তোমরা তা প্রকাশ করতে আর অনেক অংশ গোপন রাখতে; আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যা জানতে না তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষ?' বল, 'আল্লাহ'। তারপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অযাচিত সমালোচনায় খেলতে থাকুক। ৯২. আর এটি একটি কিতাব, আমি তা নাযিল করেছি, বারকাতময়, যা তাদের সামনে আছে তার সত্যায়নকারী। আর যাতে তুমি সতর্ক কর উম্মুল কুরা (মক্কা) ও তার আশ-পাশে যারা আছে তাদেরকে। আর যারা আখিরতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনে এবং তারা তাদের সলাতের উপর যত্নবান থাকে। ৯৩. আর তার চেয়ে বড় যলিম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে, অথবা বলে, 'আমার উপর ওয়াহী প্রেরণ করা হয়েছে', অথচ তার প্রতি কোন কিছুই প্রেরণ করা হয়নি? এবং যে বলে 'আমি অচিরেই নাযিল করব, যেরূপ আল্লাহ নাযিল করেছেন'। আর যদি তুমি দেখতে, যখন যলিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় মালাইকারা তাদের হাত

প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), 'তোমাদের জান বের কর। আজ তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে লাঞ্ছনার আযাব, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তোমরা তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করতে। ৯৪. আর নিশ্চয়ই তোমরা এসেছ আমার কাছে একা একা, যে রূপ সৃষ্টি করেছে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার এবং আমি তোমাদেরকে যা দান করেছি, তা তোমরা ছেড়ে রেখেছ তোমাদের পিঠের পেছনে। আর আমি তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদের দেখছি না, যাদের তোমরা মনে করেছ যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর) অংশীদার। অবশ্যই ছিল হয়ে গেছে তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। আর তোমরা যা ধারণা করতে, তা তোমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে। ৯৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বেরকারী। তিনিই আল্লাহ, সুতরাং (সৎপথ থেকে) কোথায় তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে? ৯৬. (তিনি) প্রভাত উদ্ভাসক। তিনি বানিয়েছেন রাতকে প্রশান্তি এবং সূর্য ও চন্দ্রকে সময় নির্ধারক। এটা সর্বজ্ঞ পরাক্রমশালীর নির্ধারণ। ৯৭. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য তারকারাজি, যাতে তোমরা এ দ্বারা পথপ্রাপ্ত হও স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে। অবশ্যই আমি আয়াতসমূহকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এমন কওমের জন্য যারা জানে। ৯৮. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এক নফস থেকে। অতঃপর রয়েছে আবাসস্থল ও সমাধিস্থল(কবর)। অবশ্যই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেছি, এমন কওমের জন্য যারা ভালভাবে বুঝে। ৯৯. আর তিনিই আসমান থেকে বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর আমি এ দ্বারা উৎপন্ন করেছি সব জাতের উদ্ভিদ। অতঃপর আমি তা

থেকে বের করেছে সবুজ ডাল-পালা। আমি তা থেকে বের করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা। আর খেজুর গাছের মাথি থেকে (বের করি) ঝুলন্ত থোকা। আর (উৎপন্ন করি) আনুরের বাগান এবং সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাদৃশ্যহীন যায়তুন ও আনার। দেখ তার ফলের দিকে, যখন সে ফলবান হয় এবং তার পাকার প্রতি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য যারা ঈমান আনে। ১০০. আর তারা জ্বীনকে আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করেছে, অথচ তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর তারা অজ্ঞতাবশত মনগড়াভাবে নির্ধারণ করেছে তার জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা বিবরণ দেয় তা থেকে উর্ধ্বে। ১০১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা। কীভাবে তাঁর সন্তান হবে অথচ তাঁর কোন সঙ্গিনী নেই! আর তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বজ্ঞ। ১০২. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক। ১০৩. চক্ষুসমূহ তাকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না। আর তিনি চক্ষুসমূহকে আয়ত্ত্ব করেন। আর তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। ১০৪. নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে চাক্ষুষ নিদর্শনাবলী এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। অতএব যে চক্ষুমান হবে, তবে সে তার নিজের জন্যই হবে। আর যে অন্ধ সাজবে, তবে তা তার উপরই (বর্তাবে)। আর আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক নই। ১০৫. আর এভাবেই আমি নানাভাবে আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এবং যাতে তারা বলে, তুমি পাঠ করেছ এবং আমি যাতে বর্ণনা করি, এ কুরআন এমন কওমের জন্য যারা জানে। ১০৬. তুমি অনুসরণ কর তার, তোমার প্রতি যা ওয়াহী পাঠানো হয়েছে

তোমার রবের পক্ষ থেকে। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর মুশরিকদের থেকে তুমি বিমুখ থাক। ১০৭. আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তারা শিরক করত না এবং আমি তোমাকে তাদের উপর হিফাযতকারী বানাইনি। আর তুমি তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নও। ১০৮. আর তোমরা তাদেরকে গালমন্দ করো না, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে, ফলে তারা গালমন্দ করবে আল্লাহকে, শত্রুতা পোষণ করে অজ্ঞতাবশত। এভাবেই আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য তাদের কর্ম শোভিত করে দিয়েছি। তারপর তাদের রবের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি জানিয়ে দেবেন তাদেরকে, যা তারা করত। ১০৯. আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন কসম করেছে, যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে, তবে তারা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে। বল, 'সমস্ত নিদর্শন তো কেবল আল্লাহর কাছে। আর কিসে তোমাদের উপলব্ধি ঘটাবে যে, যখন তা এসে যাবে, তারা ঈমান আনবে না? ১১০. আর আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ পালটে দেব যেমন তারা কুরআনের প্রতি প্রথমবার ঈমান আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় আনেনি এবং আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ঘুরপাক খাওয়া অবস্থায় ছেড়ে দেব। ১১১. আর যদি আমি তাদের নিকট মালাইকা নাযিল করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত। আর সবকিছু সরাসরি করতাম এবং মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত। আর ঈমান আনত না, যদি না তাদের সামনে একত্র করতাম, তাহলেও তারা ঈমান আনত না, যদি না আল্লাহ চাইতেন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। ১১২. আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শায়তনদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর।

১১৩. আর কুমন্ত্রণা এ কারণে যে, যারা আখিরতের উপর ঈমান রাখে না তাদের অন্তর যেন এর (চাকচিক্যপূর্ণ কথার) প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং যাতে তারা তা পছন্দ করে, আর তারা যা (যে পাপ) অর্জন করেছে, তা যেন অর্জন করে। ১১৪. আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। আর যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ১১৫. আর তোমার রবের বাণী সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়েছে। তাঁর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই। আর তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। ১১৬. আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে। ১১৭. নিশ্চয়ই তোমার রব অধিক অবগত তার সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং তিনি অধিক অবগত হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে। ১১৮. সুতরাং তোমরা আহ্বার কর তা থেকে, যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, যদি তোমরা তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে বিশ্বাসী হও। ১১৯. আর তোমাদের কী হল যে তোমরা তা থেকে আহ্বার করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে! অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের উপর হারম করেছেন। তবে যার প্রতি তোমরা বাধ্য হয়েছে এবং নিশ্চয়ই অনেকে না জেনে তাদের খেয়াল-খুশি দ্বারা পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয়ই তোমার রব সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। ১২০. আর তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন পাপ ত্যাগ কর। নিশ্চয়ই যারা পাপ

অর্জন করে, তাদেরকে অচিরেই প্রতিদান দেয়া হবে, তারা যা অর্জন করে তার বিনিময়ে। ১২১. আর তোমরা তা থেকে আহাৰ করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয়ই তা সীমালঙ্ঘন এবং শায়তনরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিক। ১২২. যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না? এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করা হয়। ১২৩. আর এভাবে আমি প্রতিটি জনপদে তার অপরাধীদের সর্দারদেরকে ছেড়ে দিয়েছি, যাতে তারা সেখানে চক্রান্ত করে। আর তারা শুধু নিজেদের সাথেই চক্রান্ত করে অথচ তারা উপলব্ধি করে না। ১২৪. আর যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন আসে, তারা বলে, আমরা কখনই ঈমান আনব না, যতক্ষণ না আল্লাহর রসূলদেরকে যা দেয়া হয়েছে আমাদেরকে তার অনুরূপ দেয়া হয়। আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ করেছে, অচিরেই তাদেরকে আক্রান্ত করবে আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠোর আযাব, কারণ তারা চক্রান্ত করত। ১২৫. সুতরাং যাকে আল্লাহ হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার বুক উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে ভ্রষ্ট করতে চান, তার বুক সঙ্কীর্ণ করে দেন, যেন সে আসমাণে আরোহণ করেছে। এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না। ১২৬. আর এ হচ্ছে তোমার রবের সরল পথ। আমি তো বিস্তারিতভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি এমন কওমের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ

করে। ১২৭. তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে শান্তির আবাস এবং তারা যে আমাল করত, তার কারণে তিনি তাদের অভিভাবক। ১২৮. আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে একত্র করবেন। সেদিন বলবেন, 'হে জ্বীনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে' এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের অভিভাবকরা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা সে সময়ে উপনীত হয়েছি, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন'। তিনি বলবেন, 'আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান (তা ভিন্ন)'। নিশ্চয়ই তোমার রব প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ১২৯. আর এভাবেই আমি যলিমদের কতককে কতকের বন্ধু বানিয়ে দেই, তারা যা অর্জন করত সে কারণে। ১৩০. 'হে জ্বীন ও মানুষের দল, তোমাদের মধ্য থেকে কি তোমাদের নিকট রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করত'? তারা বলবে, 'আমরা আমাদের নিজদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলাম'। আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারণিত করেছে এবং তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, তারা ছিল কাফির। ১৩১. তা এই কারণে যে, তোমার রব যুলুমের কারণে জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না তার অধিবাসীরা গফিল থাকার অবস্থায়। ১৩২. আর তারা যা করে, সে অনুসারে প্রত্যেকের মর্যাদা রয়েছে এবং তোমার রব তারা যা করে সে সম্পর্কে গফিল নন। ১৩৩. আর তোমার রব অমুখাপেক্ষী, দয়ালু। যদি তিনি চান, তোমাদেরকে সরিয়ে নেবেন এবং তোমাদের পরে যা ইচ্ছে স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য কওমের বংশ থেকে সৃষ্টি করেছেন। ১৩৪.

নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই আসবে এবং (এ ব্যাপারে তাঁকে) তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। ১৩৫. বল, 'হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের অবস্থানে থেকে কাজ কর, নিশ্চয়ই আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার জন্য হবে আখিরতের পরিণতি। নিশ্চয়ই যলিমরা সফল হয় না'। ১৩৬. আর আল্লাহ যে শস্য ও চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেখান থেকে তারা আল্লাহর জন্য একটি অংশ নির্ধারণ করে। অতঃপর তাদের ধারণা অনুসারে তারা বলে, 'এটি আল্লাহর জন্য এবং এটি আমাদের শরীকদের জন্য'। অতঃপর যা তাদের শরীকদের জন্য, তা আল্লাহর নিকট পৌঁছে না, আর যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের নিকট পৌঁছে যায়। তারা যে ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ ! ১৩৭. আর এভাবে অনেক মুশরিকের জন্য তাদের শরীকরা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা শোভিত করেছে, যাতে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে এবং তাদের নিকট তাদের দ্বীনকে সংশয়পূর্ণ করতে পারে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন, তারা তা করত না। সুতরাং তারা যে মিথ্যা বানায়, তা নিয়ে তুমি তাদেরকে থাকতে দাও। ১৩৮. আর তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, 'এই চতুষ্পদ জন্তুগুলো ও শস্য নিষিদ্ধ। আমরা যাকে চাই, সে ছাড়া কেউ তা খাবে না' এবং কিছু চতুষ্পদ জন্তু, যার পিঠে চড়া হারম করা হয়েছে, আর কিছু চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে যার উপর তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে না, আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ স্বরূপ। তারা যে মিথ্যা বানায়, তার কারণে তাদেরকে অচিরেই তিনি প্রতিফল দেবেন। ১৩৯. আর তারা বলে, 'এই চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পেটে যা আছে, তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য হারম। আর যদি তা মৃত হয়,

তবে তারা সবাই তাতে শরীক'। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের কথার প্রতিদান দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাবান, জ্ঞানী। ১৪০. অবশ্যই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা তাদের সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশত হত্যা করেছে না জেনে এবং আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা হারম করেছে। অবশ্যই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়নি। ১৪১. আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন এমন বাগানসমূহ যার কিছু মাচায় তোলা হয় আর কিছু তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও শস্য, যার স্বাদ বিভিন্ন রকম, যায়তুন ও আনার যার কিছু দেখতে একরকম, আর কিছু ভিন্ন রকম। তোমরা তার ফল থেকে আহার কর, যখন তা ফলদান করে এবং ফল কাটার দিনেই তার হক দিয়ে দাও। আর অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে ভালবাসেন না। ১৪২. আর চতুষ্পদ জন্তু থেকে (কিছুকে সৃষ্টি করেছেন) বোঝা বহনকারী ও ক্ষুদ্রাকৃতির। তোমরা আহার কর তা থেকে, যা আল্লাহ তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন এবং শায়তনের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। ১৪৩. (তিনি সৃষ্টি করেছেন) আট প্রকারের জোড়া। মেষ থেকে দু'টি, ছাগল থেকে দু'টি। বল, 'নর দু'টিকে তিনি হারম করেছেন নাকি মাদি দু'টিকে? নাকি তা, যা মাদি দু'টির পেটে আছে? তোমরা জেন-গুনে আমাকে জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক'। ১৪৪. আর উট থেকে দু'টি ও গাভী থেকে দু'টি। বল, 'নর দু'টিকে তিনি হারম করেছেন নাকি মাদি দু'টিকে? নাকি তা, যা মাদি দু'টির পেটে আছে? অথবা তোমরা কি হাজির ছিলে, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছিলেন?' সুতরাং তার চেয়ে অধিক যলিম কে, যে না জেনে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহর উপর মিথ্যা

অপবাদ দেয়? নিশ্চয়ই আল্লাহ যলিম কওমকে হিদায়াত করেন না। ১৪৫. বল, 'আমার নিকট যে ওয়াহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহরকারীর উপর কোন হারম পাই না, যা সে আহর করে। তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের গোশত হয়- কারণ, নিশ্চয়ই তা অপবিত্র কিংবা এমন অবৈধ যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবেহ করা হয়েছে। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে তা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৪৬. আর ইয়াহুদীদের উপর আমি নখবিশিষ্ট সব জন্তু হারম করেছিলাম এবং গরু ও ছাগলের চর্বিও তাদের উপরে হারম করেছিলাম- তবে যা এগুলোর পিঠে ও ভুড়িতে থাকে, কিংবা যা কোন হাড়ের সাথে লেগে থাকে, তা ছাড়া। এটি তাদেরকে প্রতিফল দিয়েছিলাম তাদের অবাধ্যতার কারণে। আর নিশ্চয়ই আমি সত্যবাদী। ১৪৭. অতঃপর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তুমি বল, তোমাদের রব সর্বব্যাপী দয়ার অধিকারী। আর তাঁর আযাব অপরাধী কওম থেকে ফেরানো হয় না। ১৪৮. অচিরেই মুশরিকরা বলবে, 'আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছু হারম করতাম না'। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব ভোগ করেছে। বল, 'তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ'। ১৪৯. বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই। সুতরাং যদি তিনি চান, অবশ্যই তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দেবেন'। ১৫০. বল, 'তোমাদের স্বাক্ষীদেরকে নিয়ে আস, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটি

হারম করেছেন'। অতএব যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না এবং যারা তাদের রবের সমকক্ষ নির্ধারণ করে। ১৫১. বল, 'এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না এবং মা-বাবার প্রতি ইহসান করবে আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। আমিই তোমাদেরকে রিয়িক দেই এবং তাদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হবে না- তা থেকে যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে। আর বৈধ কারণ ছাড়া তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, আল্লাহ যা হারম করেছেন। এগুলো আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ১৫২. আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, আর পরিমাপ ও ওজন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধের বাহিরে দায়িত্ব দেই না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ১৫৩. আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। ১৫৪. অতঃপর আমি মুসাকে প্রদান করেছি কিতাব, যে সৎকর্ম করেছে তার জন্য পরিপূর্ণতা স্বরূপ, প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, হিদায়াত

থাকে। যাতে তুমি তার মাধ্যমে সতর্ক করতে পার এবং তা মুমিনদের জন্য উপদেশ। ৩. তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। ৪. আর এমন বহু জনবসতি রয়েছে, যা আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। বস্ত্র সেখানে আমার আযাব এসেছে রাতে, কিংবা যখন তারা দ্বিপ্রহরে বিশ্রামরত ছিল। ৫. সুতরাং যখন তাদের নিকট আমার আযাব এসেছে, তখন তাদের দাবী কেবল এই ছিল যে, তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা যলিম ছিলাম'। ৬. সুতরাং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব যাদের নিকট রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং অবশ্যই আমি প্রেরিতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। ৭. অতঃপর অবশ্যই আমি তাদের নিকট জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্ণনা করব। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। ৮. আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে তারাই হবে সফলকাম। ৯. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) যুল্ম করত। ১০. আর অবশ্যই আমি তো তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য তাতে রেখেছি জীবনোপকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞ হও। ১১. আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি। তারপর মালাইকাদেরকে বলেছি, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। অতঃপর তারা সিজদা করেছে, ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ১২. তিনি বললেন, 'কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ

দিয়েছি' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে'। ১৩. তিনি বললেন, 'সুতরাং তুমি এখান থেকে নেমে যাও। তোমার এ অধিকার নেই যে, এখানে তুমি অহঙ্কার করবে। সুতরাং বের হও। নিশ্চয়ই তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত'। ১৪. সে বলল, 'সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে'। ১৫. তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'। ১৬. সে বলল, 'আপনি আমাকে পথদ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। ১৭. 'তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না'। ১৮. তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্ছিত বিতাড়িত অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবই'। ১৯. 'আর হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জাহান্নামে বাস কর। অতঃপর তোমরা আহর কর যেখান থেকে চাও এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না। তাহলে তোমরা উভয়ে যলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ২০. অতঃপর শায়তন তাদেরকে প্ররোচনা দিল, যাতে সে তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং সে বলল, 'তোমাদের রব তোমাদেরকে কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা মালাইকা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'। ২১. আর সে তাদের নিকট কসম করল যে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের জন্য

কল্যাণকারীদের একজন'। ২২. অতঃপর সে তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্থলিত করল। তাই তারা যখন গাছটির ফল ভোগ করল, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জাহ্নামের পাতা দিয়ে নিজদেরকে ঢাকতে লাগল এবং তাদের রব তাদেরকে ডাকলেন যে, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে নিশ্চয়ই শায়তন তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু'? ২৩. তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলুম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ২৪. তিনি বললেন, 'তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু এবং যমীনে তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী আবাস ও ভোগ-উপকরণ রয়েছে'। ২৫. তিনি বললেন, 'তোমরা তাতে জীবন যাপন করবে এবং তাতে মারা যাবে। আর তা থেকে তোমাদেরকে বের করা হবে'। ২৬. হে বানী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্য স্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৭. হে বানী আদম, শায়তন যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জাহ্নাম থেকে বের করেছিল; সে তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে সে তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয়ই সে ও তার দলবল তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয়ই আমি শায়তনদেরকে তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না। ২৮. আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমরা

এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'। বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জানো না'? ২৯. বল, 'আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় তোমাদের চেহারা সোজা রাখবে এবং তাঁরই ইবাদাতের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাক'। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে তোমরা প্রথমে ফিরে আসবে। ৩০. এক দলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেক দলের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা শায়তনদেরকে আল্লাহ ছাড়া অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে। আর তারা মনে করে যে, নিশ্চয়ই তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। ৩১. হে বানী আদম, তোমরা প্রত্যেক সলাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। ৩২. বল, 'কে হারম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিযিক'? বল, 'তা দুনিয়ার জীবনে মুমিনদের জন্য, বিশেষভাবে কিয়ামাত দিবসে'। এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি এমন কণ্ঠের জন্য, যারা জানে। ৩৩. বল, 'আমার রব তো হারম করেছেন অশ্লীল কাজ- যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জানো না'। ৩৪. আর প্রত্যেক জাতির রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়। অতঃপর যখন তাদের সময় আসবে, তখন তারা এক মুহূর্ত বিলম্ব করতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে

না। ৩৫. হে বানী আদম, যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য থেকে রসূলগণ আসে যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করবে, তবে যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং (আমাল) সংশোধন করবে, তাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। ৩৬. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী। ৩৭. সুতরাং তার চেয়ে কে অধিক যলিম, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ রটায় কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তাদের ভাগ্যে লিখিত অংশ তাদের কাছে পৌঁছবে। অবশেষে যখন আমার মালাইকারা তাদের নিকট আসবে তাদের জান কবজ করতে, তখন তারা বলবে, 'কোথায় তারা, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকতে'? তারা বলবে, 'তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গিয়েছে' এবং তারা নিজদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে যে, নিশ্চয়ই তারা ছিল কাফির। ৩৮. তিনি বলবেন, 'আগুনে প্রবেশ কর জীন ও মানুষের দলগুলোর সাথে, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে'। যখনই একটি দল প্রবেশ করবে, তখন পূর্বের দলকে তারা লা'নত করবে। অবশেষে যখন তারা সবাই তাতে একত্রিত হবে তখন তাদের পরবর্তী দলটি পূর্বের দল সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের রব, এরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাই আপনি তাদেরকে আগুনের দ্বিগুণ আযাব দিন'। তিনি বলবেন, 'সবার জন্য দ্বিগুণ, কিন্তু তোমরা জানো না'। ৩৯. আর তাদের পূর্ববর্তী দল পরবর্তী দলকে বলবে, 'তাহলে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব তোমরা যা অর্জন করেছিলে, তার কারণে তোমরা আযাব ভোগ কর'। ৪০. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে,

তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জাহান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না উট সূঁচের ছিদ্রতে প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিদান দেই। ৪১. তাদের জন্য থাকবে জাহান্নামের বিছানা এবং তাদের উপরে থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন। আর এভাবেই আমি যলিমদেরকে প্রতিদান দেই। ৪২. আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে, আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করি না। তারাই জাহান্নাতের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী। ৪৩. আর তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা ছিল, আমি তা বের করে নিয়েছি। তাদের নীচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এর জন্য আমাদেরকে হিদায়াত দিয়েছেন। আর আমরা হিদায়াত পাওয়ার ছিলাম না, যদি না আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিতেন। অবশ্যই আমার রবের রসূলগণ সত্য নিয়ে এসেছেন' এবং তাদেরকে ডাকা হবে যে, 'ঐ হল জাহান্নাত, তোমরা যা আমাল করেছ, তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এর ওয়ারিস করা হয়েছে'। ৪৪. আর জাহান্নাতের অধিবাসীগণ আগুনের অধিবাসীদেরকে ডাকবে যে, 'আমাদের রব আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। সুতরাং তোমাদের রব তোমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা কি তোমরা সত্যই পেয়েছ'? তারা বলবে, 'হ্যাঁ'। অতঃপর এক ঘোষক তাদের মধ্যে ঘোষণা দেবে যে, আল্লাহর লা'নত যলিমদের উপর'। ৪৫. 'যারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করত এবং তাতে বক্রতা সন্ধান করত এবং তারা ছিল আখিরাতকে অস্বীকারকারী'। ৪৬. আর তাদের মধ্যে থাকবে পর্দা এবং আ'রাফের উপর থাকবে কিছু লোক, যারা প্রত্যেককে তাদের চিহ্ন দ্বারা চিনবে। আর তারা জাহান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডাকবে

যে, 'তোমাদের উপর সালাম'। তারা (এখনো) তাতে প্রবেশ করেনি তবে তারা আশা করবে। ৪৭. আর যখন তাদের দৃষ্টিকে আগুনের অধিবাসীদের প্রতি ফেরানো হবে, তখন তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে যলিম কওমের অন্তর্ভুক্ত করবেন না'। ৪৮. আর আ'রাফের অধিবাসীরা এমন লোকদেরকে ডাকবে, যাদেরকে তারা চিনবে তাদের চিহ্নের মাধ্যমে, তারা বলবে, 'তোমাদের দল এবং যে বড়াই তোমরা করতে তা তোমাদের উপকারে আসেনি'। ৪৯. এরাই কি তারা যাদের ব্যাপারে তোমরা কসম করতে যে, আল্লাহ তাদেরকে রহমতে শামিল করবেন না? 'তোমরা জাহান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের উপর কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না'। ৫০. আর আগুনের অধিবাসীরা জাহান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডেকে বলবে, 'আমাদের উপর কিছু পানি অথবা তোমাদেরকে আল্লাহ যে রিয়িক দিয়েছেন, তা ঢেলে দাও'। তারা বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা কাফিরদের উপর হারম করেছেন'। ৫১. 'যারা তাদের দ্বীনকে গ্রহণ করেছে খেলা ও তামাশারূপে এবং তাদেরকে দুনিয়ার জীবন প্রতারিত করেছে'। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে (জাহান্নামে) ছেড়ে রাখব, যেমন তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাতের জন্য কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিল। আর (যেভাবে) তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত। ৫২. আর আমি তো তাদের নিকট এমন কিতাব নিয়ে এসেছি, যা আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তা হিদায়াত ও রহমাত স্বরূপ এমন জাতির জন্য, যারা ঈমান রাখে। ৫৩. তারা কি শুধু তার পরিণামের অপেক্ষা করছে? যেদিন তার পরিণাম প্রকাশ হবে, তখন পূর্বে যারা তাকে ভুলে ছিল, তারা বলবে, 'আমাদের রবের রসূলগণ তো সত্য নিয়ে এসেছিলেন। সুতরাং আমাদের জন্য কি

সুপারিশকারীদের কেউ আছে, যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে, কিংবা আমাদের প্রত্যাবর্তন করানো হবে, তারপর আমরা যা করতাম তা ভিন্ন অন্য আমাল করব'। তারা তো নিজদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তারা যে মিথ্যা রটাত, তা তাদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ৫৪. নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে সমুদ্রত হয়েছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। প্রত্যেকটি একে অপরকে দ্রুত অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজী, যা তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। আল্লাহ মহান, যিনি সকল সৃষ্টির রব। ৫৫. তোমরা তোমাদের রবকে ডাক অনুনয় বিনয় করে ও চুপিসারে। নিশ্চয়ই তিনি পছন্দ করেন না সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে। ৫৬. আর তোমরা যমীনে ফাসাদ করো না তার সংশোধনের পর এবং তাঁকে ডাক ভয় ও আশা নিয়ে। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমাত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী। ৫৭. আর তিনিই তাঁর রহমাতের পূর্বে সুসংবাদরূপে বাতাস প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তা তারি মেঘ ধারণ করে, তখন আমি তাকে চালাই মৃত ভূমিতে, ফলে তার দ্বারা পানি অবতীর্ণ করি। অতঃপর তার মাধ্যমে বের করি প্রত্যেক প্রকারের ফল। এভাবেই আমি মৃতদেরকে বের করি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৫৮. আর উত্তম ভূমি- তার ফসল বের হয় তার রবের অনুমতিতে। আর যা নিকৃষ্ট, তাতে তো কমই উৎপন্ন হয়। এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য, যারা কৃতজ্ঞ হয়। ৫৯. আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের

মহাদিনের আযাবের ভয় করছি'। ৬০. তার কওম থেকে নেতৃবর্গ বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি'। ৬১. সে বলল, 'হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই; কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রসূল'। ৬২. 'আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি আমার রবের রিসালাতসমূহ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জানো না'। ৬৩. 'তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছে যা, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে, আর যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর এবং যাতে তোমরা রহমাতপ্রাপ্ত হও'। ৬৪. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে আমি তাকে ও তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম; আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে আমি ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল অন্ধ কওম। ৬৫. আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'। ৬৬. তার কওমের কাফির নেতৃবৃন্দ বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি'। ৬৭. সে বলল, 'হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই; কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রসূল'। ৬৮. 'আমি তোমাদের নিকট আমার রবের রিসালাতসমূহ পৌঁছাচ্ছি, আর আমি তোমাদের জন্য কল্যাণকামী বিশুদ্ধ'। ৬৯. 'তোমরা কি আশ্চর্য হচ্ছো যে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের মধ্য থেকে এক

ব্যক্তির নিকট উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে? আর তোমরা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে নূহের কওমের পর হুলাভিষিক্ত করেছিলেন এবং সৃষ্টিতে তোমাদেরকে দৈহিক গঠন ও শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। সুতরাং তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর নি'আমাতসমূহকে, যাতে তোমরা সফলকাম হও'। ৭০. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমরা এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং ত্যাগ করি আমাদের পিতৃপুরুষগণ যার ইবাদাত করত? সুতরাং তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও'। ৭১. সে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমাদের উপর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে আযাব ও ক্রোধ পতিত হয়েছে। তোমরা কি এমন নামসমূহের ব্যাপারে আমার সাথে বিবাদ করছ, যার নামকরণ করেছে তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা, যার ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি? সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি'। ৭২. অতঃপর আমি তাকে ও তার সাথে যারা ছিল, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমাত দ্বারা রক্ষা করেছি এবং তাদের মূল কেটে দিয়েছি, যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল। আর তারা মুমিন ছিল না। ৭৩. আর সামুদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে আহার করুক। আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে

তোমাদেরকে যজ্ঞাদায়ক আযাব পাকড়াও করবে'। ৭৪. আর স্মরণ কর, যখন আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলেন এবং তোমাদেরকে যমীনে আবাস দিলেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছ এবং পাহাড় কেটে বাড়ি বানাচ্ছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নি‘আমাতসমূহকে স্মরণ কর এবং যমীনে ফাসাদকারীরূপে ঘুরে বেড়িয়ে না। ৭৫. তার কওমের অহঙ্কারী নেতৃবৃন্দ তাদের সেই মুমিনদেরকে বলল যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত, ‘তোমরা কি জান যে, সালিহ তার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত’? তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই সে যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাসী’। ৭৬. যারা অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী’। ৭৭. অতঃপর তারা উদ্ভীকে যবেহ করল এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করল। আর তারা বলল, ‘হে সালিহ, তুমি আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক’। ৭৮. ফলে তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল। ৭৯. অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, ‘হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের নিকট আমার রবের রিসালাত পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ কামনা করেছি; কিন্তু তোমরা কল্যাণকারীদেরকে পছন্দ কর না’। ৮০. আর (প্রেরণ করেছি) লূতকে। যখন সে তার কওমকে বলল, ‘তোমরা কি এমন অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সৃষ্টিকূলের কেউ করেনি’? ৮১. ‘তোমরা তো নারীদের ছাড়া পুরুষদের সাথে কামনা পূর্ণ করছ, বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কওম’। ৮২. আর তার কওমের উত্তর কেবল এই ছিল যে, তারা বলল,

‘তাদেরকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয়ই তারা এমন লোক, যারা অতি পবিত্র হতে চায়’। ৮৩. তাই আমি তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম তার স্ত্রী ছাড়া। সে ছিল পেছনে থেকে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৪. আর আমি তাদের উপর বর্ষণ করেছিলাম বৃষ্টি। সুতরাং দেখ, অপরাধীদের পরিণতি কিরূপ ছিল। ৮৫. আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু‘আইবকে। সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও ওজনে পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না; আর তোমরা যমীনে ফাসাদ করবে না তা সংশোধনের পর। এগুলো তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মুমিন হও’। ৮৬. ‘আর যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় দেখাতে, আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিতে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে তোমরা প্রতিটি পথে বসে থেকো না’। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে কম, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অধিক করেছেন এবং দেখ, কিরূপ হয়েছে ফাসাদকারীদের পরিণতি। ৮৭. আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে আর অন্য দল ঈমান না আনে, তাহলে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফয়সালা করেন। আর তিনি উত্তম ফয়সালাকারী। ৮৮. তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বলল, ‘হে শু‘আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের দ্বীনে ফিরে আসবে’। সে বলল, ‘যদিও আমরা তা অপছন্দ করি

তবুও? ৮৯. আমরা তো আল্লাহর প্রতি মিথ্যাআরোপ করলাম যদি আমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে যাই- সেই দ্বীন থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নাজাত দেয়ার পর। আর আমাদের জন্য উচিত হবে না তাতে ফিরে যাওয়া। তবে আমাদের রব আল্লাহ চাইলে (সেটা ভিন্ন কথা)। আমাদের রব জ্ঞান দ্বারা সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে আছেন। আল্লাহরই উপর আমরা তাওয়াক্কুল করি। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফয়সালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী। ৯০. আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরী করেছিল তারা বলল, 'যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে'। ৯১. অতঃপর ভূমিকম্প তাদের পাকড়াও করল। তারপর তারা তাদের গৃহে উপড় হয়ে মরে রইল। ৯২. যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, মনে হয় যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি। যারা শু'আইবকে মিথ্যাবাদী বলেছিল তারাই ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। ৯৩. অতঃপর সে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে আমার কওম, আমি তো তোমাদের কাছে আমার রবের রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য কল্যাণ আশা করেছি। সুতরাং আমি কীভাবে কাফির জাতির ব্যাপারে দুঃখ করব! ৯৪. যে জনপদেই আমি নাবী প্রেরণ করেছি, তার অধিবাসীকে আমি অর্থ-সংকট ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি, যেন তারা অনুনয় বিনয় করে। ৯৫. তারপর আমি মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্য লাভ করেছে এবং বলেছে, 'আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দুর্দশা ও আনন্দ স্পর্শ করেছে'। অতঃপর আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করেছি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি। ৯৬. আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত

এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বারকাতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ৯৭. জনপদগুলোর অধিবাসীরা কি রাতের বেলা তাদের কাছে আমার আযাব এসে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? ৯৮. অথবা জনপদগুলোর অধিবাসীরা কি দ্বিপ্রহরে তাদের কাছে আমার আযাব এসে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে যখন তারা খেলা-ধুলা করতে থাকবে? ৯৯. তারা কি আল্লাহর কৌশল থেকে নিরাপদ হয়ে গিয়েছে? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত কওম ছাড়া আল্লাহর কৌশল থেকে আর কেউ (নিজদেরকে) নিরাপদ মনে করে না। ১০০. যমীনের অধিবাসীদের (চলে যাবার) পর যারা তার উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এ কথা পরিষ্কার হয়নি যে, আমি যদি চাই, তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? আর আমি মোহর মেরে দেই তাদের অন্তরে। অতঃপর তারা শোনে না। ১০১. এ হল সে সব জনপদ, যার কিছু সত্য ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। আর তাদের কাছে তো স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রসূলগণ এসেছিল। কিন্তু যা তারা পূর্বে অস্বীকার করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। ১০২. আর তাদের অধিকাংশ লোককে আমি অস্বীকার রক্ষাকারী পাইনি। বরং তাদের অধিকাংশকে আমি ফাসিক-ই পেয়েছি। ১০৩. অতঃপর তাদের পরে আমি মুসাকে আমার আযাতসমূহ সহকারে ফির'আউন ও তার সভাসদদের কাছে পাঠিয়েছি। অতঃপর তারা এর সাথে যুক্ত হয়েছিল। সুতরাং লক্ষ্য কর, ফাসাদকারীদের পরিণাম কীরূপ হয়েছিল। ১০৪. মুসা

বলল, 'হে ফির'আউন, আমি তো সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রসূল'। ১০৫. সমীচীন যে, আমি আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলব না। আমি তোমাদের রবের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। সুতরাং তুমি বানী ইসরঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও'। ১০৬. সে বলল, 'তুমি যদি কোন আয়াত নিয়ে আস তবে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'। ১০৭. তখন সে ছেড়ে দিল তার লাঠি। তৎক্ষণাৎ তা এক স্পষ্ট অজগর হয়ে গেল। ১০৮. আর সে বের করল তার হাত, তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের কাছে ধবধবে সাদা (দেখাচ্ছিল)। ১০৯. ফির'আউনের কওমের সভাসদরা বলল, 'নিশ্চয়ই এ হল বিজ্ঞ যাদুকর'। ১১০. 'সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করতে চায়, সুতরাং তোমরা কী নির্দেশ দেবে'? ১১১. তারা বলল, 'আপনি তাকে ও তার ভাইকে সুযোগ দিন এবং শহরগুলোতে সংগ্রহকারী পাঠিয়ে দিন'। ১১২. 'তারা আপনার কাছে সকল বিজ্ঞ যাদুকরকে নিয়ে আসবে'। ১১৩. আর যাদুকররা ফির'আউনের কাছে আসল। তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমাদের জন্য পারিশ্রমিক আছে, যদি আমরা বিজয়ী হই'? ১১৪. সে বলল, 'হ্যাঁ, আর অবশ্যই তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ১১৫. তারা বলল, 'হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ করবে, নয়তো আমরাই নিক্ষেপ করব'। ১১৬. সে বলল, 'তোমরা নিক্ষেপ কর'। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকদের চোখে যাদু করল এবং তাদেরকে ভীত করে তুলল। তারা বড় যাদু প্রদর্শন করল। ১১৭. আর আমি মুসার প্রতি ওয়াহী পাঠালাম যে, 'তুমি তোমার লাঠি ছেড়ে দাও' তৎক্ষণাৎ সে গিলতে লাগল সেগুলিকে যে অলীক বস্তু তারা বানিয়েছিল। ১১৮. ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা যা কিছু

করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। ১১৯. তাই সেখানে তারা পরাজিত হল এবং লাস্ত্রিত হয়ে গেল। ১২০. আর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। ১২১. তারা বলল, 'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম, ১২২. মুসা ও হারুনের রবের প্রতি'। ১২৩. ফির'আউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে! নিশ্চয়ই এটা এমন এক চক্রান্ত যা তোমরা শহরে করেছ সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বের করার জন্য। সুতরাং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে'। ১২৪. আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেব। তারপর অবশ্যই তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব'। ১২৫. তারা বলল, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছে প্রত্যাবর্তন করব। ১২৬. আর তুমি আমাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করছ শুধু এ কারণে যে, আমরা আমাদের রবের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। হে আমাদের রব, আমাদেরকে পরিপূর্ণ ধৈর্য্য দান করুন এবং মুসলিম হিসাবে আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন'। ১২৭. আর ফির'আউনের কওমের সভাসদগণ বলল, 'আপনি কি মুসা ও তার কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার মাবুদগুলোকে বর্জন করে'? সে বলল, 'আমরা অতিসত্বর তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করব আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয়ই আমরা তাদের উপর ক্ষমতাবান'। ১২৮. মুসা তার কওমকে বলল, 'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই যমীন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য'। ১২৯. তারা বলল, 'তুমি আমাদের কাছে আসার পূর্বে আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তুমি

আমাদের কাছে আসার পরেও'। সে বলল, 'আশা করা যায়, তোমাদের রব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং যমীনে তোমাদেরকে হুলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তিনি দেখবেন তোমরা কীভাবে আমল কর'। ১৩০. আর আমি পাকড়াও করেছি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফলাদির ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৩১. অতঃপর যখন তাদের কাছে কল্যাণ আসত, তখন তারা বলত, 'এটা আমাদের জন্য'। আর যখন তাদের কাছে অকল্যাণ পৌঁছত তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অশুভলক্ষণে মনে করত। তাদের কল্যাণ-অকল্যাণ তো আল্লাহর কাছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না। ১৩২. আর তারা বলল, 'তুমি আমাদেরকে যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শন আমাদের কাছে নিয়ে আস না কেন আমরা তো তোমার প্রতি ঈমান আনব না'। ১৩৩. সুতরাং আমি তাদের বিরুদ্ধে বিস্তারিত নিদর্শনাবলী হিসাবে পাঠালাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত। তার পরেও তারা অহঙ্কার করল। আর তারা ছিল এক অপরাধী কওম। ১৩৪. আর যখন তাদের উপর আযাব পতিত হল তখন তারা বলল, 'হে মূসা আমাদের জন্য তুমি তোমার রবের কাছে দু'আ কর তিনি যে ওয়াদা তোমার সাথে করেছেন সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে আযাব সরিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব আযাব সরিয়ে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব'। ১৩৫. এবং অবশ্যই তোমার সাথে বানী ইসরঈলকে পাঠিয়ে দেব'। ১৩৬. অতঃপর যখনই আমি তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিতাম কিছু কালের জন্য যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। ১৩৬. অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম, ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার

করেছে এবং এ সম্পর্কে তারা ছিল গফিল। ১৩৭. আর যে জাতিকে দুর্বল মনে করা হত আমি তাদেরকে যমীনের পূর্ব ও তার পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানালাম, যেখানে আমি বারকাত দিয়েছি এবং বানী ইসরঈলের উপর তোমার রবের উত্তম বাণী পরিপূর্ণ হল। কারণ তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছে। আর ধ্বংস করে দিলাম যা কিছু তৈরি করেছিল ফির'আউন ও তার কওম এবং তারা যা নির্মাণ করেছিল। ১৩৮. আর বানী ইসরঈলকে আমি সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অতঃপর তারা আসল এমন এক কওমের কাছে যারা নিজদের মূর্তিগুলোর ইবাদতে রত ছিল। তারা বলল, 'হে মূসা, তাদের যেমন মাবুদ আছে আমাদের জন্য তেমনি মাবুদ নির্ধারণ করে দাও। সে বলল, 'নিশ্চয়ই তোমরা এমন এক কওম যারা মূর্থ'। ১৩৯. নিশ্চয়ই এরা যাতে আছে, তা ধ্বংসশীল এবং তারা যা করত তা বাতিল। ১৪০. সে বলল, 'আল্লাহ ছাড়া আমি কি তোমাদের জন্য অন্য ইলাহ সন্ধান করব অথচ তিনি তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন?' ১৪১. আর স্মরণ কর, যখন আমি ফির'আউনের লোকদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলাম, যারা তোমাদের নিকৃষ্ট শাস্তি দিত। যারা তোমাদের ছেলেদের হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত রাখত। এতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা। ১৪২. আর স্মরণ কর, 'আমি মুসাকে ত্রিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করেছিলাম। সুতরাং তার রবের নির্ধারিত মেয়াদ চল্লিশ রাত পূর্ণ হল এবং মূসা তার ভাই হারুনকে বলল, 'আমার কওমের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব কর, সংশোধন কর এবং ফাসাদকারীদের পথ অনুসরণ করো না'। ১৪৩. আর যখন আমার নির্ধারিত সময়ে মূসা এসে গেল এবং তার রব তার সাথে কথা বললেন।

সে বলল, 'হে আমার রব, আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব'। তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনো দেখবে না। বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, অতঃপর তা যদি নিজ স্থানে স্থির থাকে তবে তুমি অচিরেই আমাকে দেখবে। অতঃপর যখন তার রব পাহাড়ের উপর নূর প্রকাশ করলেন তখন তা তাকে চূর্ণ করে দিল এবং মূসা বেহেঁশ হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন তার হুঁশ আসল তখন সে বলল, 'আপনি পবিত্র মহান, আমি আপনার নিকট তাওবা করলাম এবং আমি মুমিনদের মধ্যে প্রথম'। ১৪৪. তিনি বললেন, 'হে মূসা, আমি আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা তোমাকে মানুষের উপর বেছে নিয়েছি। সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে প্রদান করলাম তা গ্রহণ কর এবং শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও'। ১৪৫. আর আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। সুতরাং তা শক্ত করে ধর এবং তোমার কণ্ঠকে নির্দেশ দাও, যেন তারা গ্রহণ করে এর উত্তম বিষয়গুলো। আমি অচিরেই তোমাদেরকে দেখাব ফাসিকদের আবাস। ১৪৬. যারা অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করে আমার আয়াতসমূহ থেকে তাদেরকে আমি অবশ্যই ফিরিয়ে রাখব। আর তারা সকল আয়াত দেখলেও তাতে ঈমান আনবে না এবং তারা সঠিক পথ দেখলেও তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে না। আর তারা দ্রাস্ত পথ দেখলে তা পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গফিল। ১৪৭. আর যারা আমার আয়াতসমূহ ও আখিরতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তারা যা করে তদনুযায়ী তাদের প্রতিদান দেয়া হবে। ১৪৮. আর মূসার কণ্ঠ তার (বের হওয়ার)

পরে তাদের অলংকারাদি দিয়ে বানিয়ে নিল একটি গো বাছুর-দেহ, তার ছিল গরুর আওয়াজ। তারা কি দেখল না যে, এটা তো তাদের সাথে কথা বলে না এবং তাদের পথ দেখায় না? তারা তাকে গ্রহণ করল এবং তারা ছিল যলিম। ১৪৯. আর যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং দেখল যে, তারা তো পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন তারা বলল, 'যদি আমাদের রব আমাদের প্রতি রহম না করেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ১৫০. আর মূসা যখন নিজ কণ্ঠের কাছে ফিরে আসল রাগান্বিত বিক্ষুব্ধ অবস্থায়, তখন বলল, 'আমার পরে তোমরা আমার কত খারাপ প্রতিনিধিত্ব করেছে! তোমাদের রবের নির্দেশের পূর্বে তোমরা তাড়াহুড়া করলে?' আর সে ফলকগুলো ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের মাথা ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে লাগল। সে বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র, এ জাতি আমাকে দুর্বল মনে করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে, তাই তুমি আমার ব্যাপারে শত্রুদেরকে আনন্দিত করো না এবং আমাকে যলিম কণ্ঠের অন্তর্ভুক্ত করো না। ১৫১. সে বলল, 'আমার রব, ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার ভাইকে এবং আপনার রহমতে আমাদের প্রবেশ করান। আর আপনিই রহমকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ১৫২. নিশ্চয়ই যারা গো বাছুরকে (মাবুদ হিসাবে) গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে আক্রান্ত করবে তাদের রবের পক্ষ থেকে গযব ও লাঞ্ছনা। আর এভাবে আমি মিথ্যা রটনাকারীদের প্রতিফল দেই। ১৫৩. আর যারা খারাপ কাজ করল, তারপর তাওবা করল এবং ঈমান আনল, নিশ্চয়ই তোমার রব এরপরও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫৪. আর যখন মূসার ক্রোধ থেমে গেল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। তার লেখাতে ছিল হিদায়াত ও রহমাত,

তাদের জন্য যারা নিজদের রবকেই ভয় করে। ১৫৫. আর মুসা নিজ কণ্ঠ থেকে সত্তর জন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানের জন্য বাছাই করল। অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল তখন সে বলল, ‘হে আমার রব, আপনি চাইলে ইতঃপূর্বে এদের ধ্বংস করতে পারতেন এবং আমাকেও। আমাদের মধ্যে নির্বোধরা যা করেছে তার কারণে কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটাতো আপনার পরীক্ষা ছাড়া কিছু না। এর মাধ্যমে যাকে চান আপনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান হিদায়াত দান করেন। আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনি উত্তম ক্ষমাশীল। ১৫৬. আর আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে ও আখিরাতে কল্যাণ লিখে দিন। নিশ্চয়ই আমরা আপনার দিকে প্রত্যাভর্তন করেছি’। তিনি বললেন, ‘আমি যাকে চাই তাকে আমার আযাব দেই। আর আমার রহমাত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত দান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। ১৫৭. যারা অনুসরণ করে রসূলের, যে উম্মী নাবী; যার গুণাবলী তারা নিজদের কাছে তাওরত ও ইজিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সং কাজের আদেশ দেয় ও নিষেধ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম। ১৫৮. বল, ‘হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ

নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নাবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে। ১৫৯. মুসার কণ্ঠ থেকে এমন এক দল রয়েছে যারা সঠিকভাবে পথ প্রদর্শন করে এবং তা দ্বারা ইনসাফ করে। ১৬০. আর আমি তাদেরকে বিভক্ত করেছি বারোটি জাতি-গোত্রে। আমি মুসার কাছে ওয়াহী পাঠালাম- যখন তার কণ্ঠ তার কাছে পানি চাইল- যে, ‘তুমি তোমার লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর’। ফলে এ থেকে উৎসারিত হল বারোটি ঋণা। প্রত্যেক গোত্র চিনে নিল নিজদের পানস্থান। আর আমি তাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম এবং তাদের উপর নাযিল করেছিলাম মাল্লা ও সালওয়া। ‘তোমাদেরকে যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর’। আর তারা আমার প্রতি যুল্ম করেনি, বরং তারা নিজদের উপরই যুল্ম করত। ১৬১. আর স্মরণ কর, যখন তাদেরকে বলা হল, ‘তোমরা এ জনপদে বসবাস কর এবং যেখানে চাও সেখান থেকে আহার কর এবং বল ‘হিত্তাহ’। আর অবনত মস্তকে দরজায় প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেব। অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব’। ১৬২. অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যারা যুল্ম করেছিল, তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। ফলে আমি আসমান থেকে তাদের উপর শাস্তি পাঠালাম, কারণ তারা যুল্ম করত। ১৬৩. আর তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর সাগরের নিকটে অবস্থিত জনপদটি সম্পর্কে, যখন তারা শনিবারে সীমালঙ্ঘন করত। যখন তাদের কাছে শনিবারে তাদের মাছগুলো ভেসে আসত। আর যেদিন তারা শনিবার যাপন করত না,

সেদিন তাদের কাছে আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। কারণ তারা পাপাচার করত। ১৬৪. আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, 'তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আযাব দেবেন'? তারা বলল, 'তোমাদের রবের নিকট ওয়র পেশ করার উদ্দেশ্যে। আশা করা যায় তারা সাবধান হবে'। ১৬৫. অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করে। আর যারা যুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ, তারা পাপাচার করত। ১৬৬. অতঃপর যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা যখন সে বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করল, তখন আমি তাদেরকে বললাম, 'তোমরা নিকৃষ্ট বানর হয়ে যাও'। ১৬৭. আর যখন তোমার রব ঘোষণা দিলেন, অবশ্যই তিনি তাদের উপর কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত এমন লোকদেরকে পাঠাবেন, যারা তাদেরকে ভোগ করাবে নিকৃষ্ট আযাব। নিশ্চয়ই তোমার রব আযাব প্রদানে খুব দ্রুত এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৬৮. আর যমীনে আমি তাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিতে। তাদের কেউ নেককার আর কেউ অন্যরূপ এবং আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি ভাল ও মন্দ দ্বারা, হয়তো তারা ফিরে আসবে। ১৬৯. অতঃপর তাদের পরে স্ফুলাভিষিক্ত হয়েছে এমন বংশধর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তারা এ নগণ্য (দুনিয়ার) সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'শীঘ্রই আমাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে'। বস্তুত যদি তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তাদের ক্ষমা করে দেয়া হবে'। বস্তুত যদি তার অনুরূপ সামগ্রী (আবারও) তাদের নিকট আসে তবে তারা তা গ্রহণ করবে। তাদের কাছ থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ব্যাপারে সত্য ছাড়া বলবে না?

আর তারা এতে যা আছে, তা পাঠ করেছে এবং আখিরতের আবাস তাদের জন্য উত্তম, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তোমরা কি বুঝ না? ১৭০. আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং সলাত কায়েম করে, নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। ১৭১. আর স্মরণ কর, যখন আমি তাদের উপর পাহাড় তুলে ধরলাম, যেন তা একখণ্ড মেঘ এবং তারা মনে করল যে, নিশ্চয়ই তা তাদের উপর পড়বে। 'আমি তোমাদের যা দিয়েছি, তা শক্তভাবে ধর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ কর, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার'। ১৭২. আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব বানী-আদমের পিঠ থেকে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজদের উপর স্বাক্ষী করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম'। যাতে কিয়ামাতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। ১৭৩. অথবা তোমরা যাতে বলতে না পার, 'আমাদের পিতৃ-পুরুষরাই পূর্বে শিরক করেছে, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং বাতিলপন্থিরা যা করেছে, তার কারণে আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন'? ১৭৪. আর এভাবেই আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে তারা ফিরে আসে। ১৭৫. আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং শায়তন তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৭৬. আর আমি ইচ্ছা করলে উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। সুতরাং

তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি সত্য ঘটনা বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে। ১৭৭. উপমা হিসাবে খুবই মন্দ সে কওম যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তারা নিজদের প্রতিই যুল্ম করত। ১৭৮. যাকে আল্লাহ হিদায়াত করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত আর যাদেরকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১৭৯. আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জীন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গফিল। ১৮০. আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। ১৮১. আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একদল আছে যারা যথাযথভাবে পথ দেখায় এবং তা দিয়ে ইনসাফ করে। ১৮২. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, অচিরেই আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেও পারবে না। ১৮৩. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি। নিশ্চয়ই আমার কৌশল শক্তিশালী। ১৮৪. তারা কি চিন্তা করেনি যে, তাদের সঙ্গীর মধ্যে কোন মস্তিষ্ক বিকৃতি নেই; সে তো স্পষ্ট সতর্ককারী। ১৮৫. তারা কি দেখেনি আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্বে এবং আল্লাহ

যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি? আর (এর প্রতি যে) হয়তো তাদের নির্দিষ্ট সময় নিকটে এসে গিয়েছে? সুতরাং তারা এরপর আর কোন কথার প্রতি ঈমান আনবে? ১৮৬. আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন হিদায়াতকারী নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় ছেড়ে দেন, তারা দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ১৮৭. তারা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্ন করে, ‘তা কখন ঘটবে?’ তুমি বল, ‘এর জ্ঞান তো রয়েছে আমার রবের নিকট। তিনিই এর নির্ধারিত সময়ে তা প্রকাশ করবেন। আসমানসমূহ ও যমীনের উপর তা (কিয়ামাত) কঠিন হবে। তা তোমাদের নিকট হঠাৎ এসে পড়বে। তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে যেন তুমি এ সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। বল, ‘এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না’। ১৮৮. বল, ‘আমি আমার নিজের কোন উপকার ও ক্ষতির ক্ষমতা রাখি না, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গইব জানতাম তাহলে অধিক কল্যাণ লাভ করতাম এবং আমাকে কোন ক্ষতি স্পর্শ করত না। আমিতো একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা এমন কওমের জন্য, যারা বিশ্বাস করে’। ১৮৯. তিনিই সে সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে বানিয়েছেন তার সঙ্গিনীকে, যাতে সে তার নিকট প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তার সঙ্গিনীর সাথে মিলিত হল, তখন সে হালকা গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। অতঃপর যখন সে ভরী হল, তখন উভয়ে তাদের রব আল্লাহকে ডাকল, ‘যদি আপনি আমাদেরকে সুসন্তান দান করেন তবে অবশ্যই আমরা শুকরিয়াকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব’। ১৯০. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে এক সুসন্তান দান করলেন, তখন তাদেরকে তিনি যা প্রদান করেছেন সে বিষয়ে তারা তাঁর

বহু শরীক নির্ধারণ করল। বস্তুত তারা যাদের শরীক করে তাদের থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে। ১৯১. তারা কি এমন কিছুকে শরীক করে, যারা কোন কিছু সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়? ১৯২. আর তারা তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। ১৯৩. আর তোমরা যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক অথবা তোমরা চুপ থাক, তা তোমাদের নিকট সমান। ১৯৪. আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ডাক। অতঃপর তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ১৯৫. তাদের কি পা আছে যার সাহায্যে তারা চলে? বা তাদের কি হাত আছে যা দ্বারা তারা ধরে? বা তাদের কি চক্ষু আছে যার মাধ্যমে তারা দেখে? অথবা তাদের কি কান আছে যা দ্বারা তারা শুনে? বল, 'তোমরা তোমাদের শরীকদের ডাক। তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিয়ো না'। ১৯৬. 'নিশ্চয়ই আমার অভিভাবক আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন। আর তিনি নেককারদের দেখাশোনা করেন। ১৯৭. আর তাঁকে ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তারা নিজদেরকেও সাহায্য করতে পারে না। ১৯৮. তুমি যদি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর, তারা শুনবে না। আর তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, অথচ তারা দেখছে না। ১৯৯. তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক। ২০০. আর যদি শায়তনের পক্ষ হতে কোন

প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২০১. নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শায়তনের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়। ২০২. আর শায়তনের ভাইয়েরা ভ্রষ্টতায় তাদেরকে সহযোগিতা করে। অতঃপর তারা ত্রুটি করে না। ২০৩. আর যখন তুমি তাদের নিকট কোন আয়াত নিয়ে না আস, তখন তারা বলে, 'তুমি কেন নিজেই তা বানিয়ে নাও না'? বল, 'আমিতো তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে ওয়াহীরূপে প্রেরণ করা হয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর তা হিদায়াত ও রহমাত সে কওমের জন্য যারা ঈমান আনে'। ২০৪. আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমাত লাভ কর। ২০৫. আর তুমি নিজ মনে আপন রবকে স্মরণ কর সকাল-সন্ধ্যায় অনুনয়-বিনয় ও জীতি সহকারে এবং অনুচ্চ স্বরে। আর গফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ২০৬. নিশ্চয়ই যারা তোমার রবের নিকট আছে তারা তাঁর ইবাদাতের ব্যাপারে অহঙ্কার করে না এবং তার তাসবীহ পাঠ করে, আর তাঁর জন্যই সিজদা করে।^{সাজদা}

৮. সূরহুঃ আল-আনফাল, আয়াতঃ ৭৫, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. লোকেরা তোমাকে গনীমতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বল, গনীমতের মাল আল্লাহ ও রসূলের জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পরের মধ্যকার অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ

ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মুমিন হও। ২. মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। ৩. যারা সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। ৪. তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। ৫. (এটা এমন) যেভাবে তোমার রব তোমাকে নিজ ঘর থেকে বের করেছেন যথাযথভাবে এবং নিশ্চয়ই মুমিনদের একটি দল তা অপছন্দ করছিল। ৬. তারা তোমার সাথে সত্য সম্পর্কে বিতর্ক করছে তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর। যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হচ্ছে, আর তারা তা দেখছে। ৭. আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'দলের একটির ওয়াদা দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয়ই তা তোমাদের জন্য হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে যে, অস্ত্রহীন দলটি তোমাদের জন্য হবে এবং আল্লাহ চাচ্ছিলেন তাঁর কালেমাসমূহ দ্বারা সত্যকে সত্য প্রমাণ করবেন এবং কাফেরদের মূল কেটে দেবেন। ৮. যাতে তিনি সত্যকে সত্য প্রমাণিত করেন এবং বাতিলকে বাতিল করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে। ৯. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করছি'। ১০. আর আল্লাহ তো তা করেছেন কেবল সুসংবাদ স্বরূপ এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় এবং স্বরূপ এবং যাতে এর দ্বারা তোমাদের অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয় এবং সাহায্য তো আল্লাহর পক্ষ থেকেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী,

প্রজ্ঞাময়। ১১. স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা স্বরূপ এবং আকাশ থেকে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন, আর তোমাদের থেকে শায়তনের কুমন্ত্রণা দূর করেন, তোমাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় রাখেন এবং এর মাধ্যমে তোমাদের পা-সমূহ স্থির রাখেন। ১২. স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালাইকাদের প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেন যে, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে অনড় রাখ'। অচিরেই আমি ভীতি ঢেলে দেব তাদের অন্তরে যারা কুফরী করেছে। অতএব তোমরা আঘাত কর ঘাড়ের উপরে এবং আঘাত কর তাদের প্রত্যেক আঙুলের অগ্রভাগে। ১৩. এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করবে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। ১৪. এটি আঘাব, সুতরাং তোমরা তা ভোগ কর। আর নিশ্চয়ই কাফিরদের জন্য রয়েছে আগুনের আযাব। ১৫. হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। ১৬. আর যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাহলে সে আল্লাহর গণব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য (কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। ১৭. সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিষ্কেপ করনি যখন তুমি নিষ্কেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিষ্কেপ করেছেন এবং যাতে তিনি তাঁর পক্ষ থেকে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেন উত্তম

পরীক্ষা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১৮. এই (হল ঘটনা) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদের ষড়যন্ত্র দুর্বল করে দেন। ১৯. যদি তোমরা বিজয় কামনা করে থাক, তাহলে তো তোমাদের নিকট বিজয় এসে গিয়েছে। আর যদি তোমরা বিরত হও, তাহলে সেটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর যদি তোমরা পুনঃরায় কর, তাহলে আমিও পুনঃরায় করব এবং তোমাদের দল কখনো তোমাদের কোন উপকারে আসবে না যদিও তা অধিক হয়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের সাথে আছেন। ২০. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ। ২১. আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বলে আমরা শুনেছি অথচ তারা শুনে না। ২২. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম বিচরণশীল প্রাণী হচ্ছে বধির, বোবা, যারা বুঝে না। ২৩. আর আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ জানতেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে শুনাতেন। আর যদি শুনাতেন তাহলেও তারা মুখ ফিরিয়ে নিত, এমতাবস্থায় যে, তারা উপেক্ষাকারী। ২৪. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দাও; যখন সে তোমাদেরকে আহ্বান করে তার প্রতি, যা তোমাদেরকে জীবন দান করে। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয়ই তাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ২৫. আর তোমরা ভয় কর ফিতনাকে যা তোমাদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে শুধু যলিমদের উপরই আপতিত হবে না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব দানে কঠোর। ২৬. আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প, তোমাদেরকে দুর্বল মনে করা হত যমীনে। তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদেরকে ছেঁঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি

তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিযিক দান করেছেন। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। ২৭. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহ ও রসূলের খিয়ানত করো না। আর খিয়ানত করো না নিজদের আমানতসমূহের অথচ তোমরা জান। ২৮. আর জেনে রাখ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো ফিতনা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিকট আছে মহা পুরস্কার। ২৯. হে মুমিনগণ যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকুন প্রদান করবেন তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ৩০. আর যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল তোমাকে বন্দী করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে বের করে দিতে। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম। ৩১. আর তাদের উপর যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা বলে শুনলাম তো। যদি আমরা চাই তাহলে এর অনুরূপ আমরাও বলতে পারি। এতো পিতৃ-পুরুষদের কল্প-কাহিনী ছাড়া কিছু না। ৩২. আর স্মরণ কর যখন তারা বলেছিল হে আল্লাহ যদি এটি সত্য হয় আপনার পক্ষ থেকে তাহলে আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর অন্য কোন যজ্ঞাদায়ক আযাব নিয়ে আসুন। ৩৩. আর আল্লাহ এমন নন যে তাদেরকে আযাব দেবেন এ অবস্থায় যে তুমি তাদের মাঝে বিদ্যমান এবং আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন এমতাবস্থায় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ৩৪. আর তাদের কী আছে যে আল্লাহ তাদেরকে আযাব দেবেন না অথচ তারা মাসজিদুল হারাম থেকে বাধা প্রদান করে আর

তারা এর অভিভাবকও নয়। তার অভিভাবক তো শুধু মুত্তাকীণগণ; কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না। ৩৫. আর কা'বার নিকট তাদের সলাত শিখ ও হাত-তালি ছাড়া কিছু ছিল না। সুতরাং তোমরা ভোগ কর আযাব। কারণ তোমরা কুফরী করতে। ৩৬. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, তারা নিজদের সম্পদসমূহ ব্যয় করে, আল্লাহর রাস্তা হতে বাধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে। তারা তো তা ব্যয় করবে। অতঃপর এটি তাদের উপর আক্ষেপের কারণ হবে এরপর তারা পরাজিত হবে। আর যারা কুফরী করেছে তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। ৩৭. যাতে আল্লাহ পৃথক করেন মন্দকে ভাল হতে আর মন্দের কতককে কতকের উপর রাখবেন এবং সেগুলোকে একসাথে স্তূপ করবেন। এরপর তা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। ৩৮. যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনঃরায় করে তাহলে পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো গত হয়েছে। ৩৯. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং ধীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। তবে যদি তারা বিরত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তারা যা করে সে বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। ৪০. আর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক এবং কতইনা উত্তম সাহায্যকারী। ৪১. আর তোমরা জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু গনীমতরূপে পেয়েছ, নিশ্চয়ই আল্লাহর জন্যই তার এক পঞ্চমাংশ ও রসূলের জন্য, নিকট আত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহর প্রতি এবং হাক্ক ও বাতিলের ফয়সালার দিন আমি আমার বান্দার উপর

যা নাযিল করেছে তার প্রতি, যেদিন দু'টি দল মুখোমুখি হয়েছে, আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৪২. যখন তোমরা ছিলে নিকটবর্তী প্রান্তরে, আর তারা ছিল দূরবর্তী প্রান্তরে এবং কাফেলা ছিল তোমাদের চেয়ে নিম্নভূমিতে, আর যদি তোমরা পরস্পর ওয়াদাবদ্ধ হতে, (যুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে) তাহলে অবশ্যই সে ওয়াদার ক্ষেত্রে তোমরা মতবিরোধ করতে, কিন্তু আল্লাহ (তাদেরকে একত্র করেছেন) যাতে সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা হওয়ারই ছিল, যে ধ্বংস হওয়ার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকার সে যাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর বেঁচে থাকে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৪৩. যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে স্বপ্ন সংখ্যায় দেখিয়েছিলেন। আর তোমাকে যদি তিনি তাদেরকে বেশি সংখ্যায় দেখাতেন, তাহলে অবশ্যই তোমরা সাহসহারা হয়ে পড়তে এবং বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করতে। কিন্তু আল্লাহ নিরাপত্তা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই অন্তরে যা আছে তিনি সে সব বিষয়ে অবগত। ৪৪. আর যখন তোমরা মুখোমুখি হয়েছিলে, তিনি তোমাদের চোখে তাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং তাদের চোখেও তোমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ সম্পন্ন করেন এমন কাজ যা হওয়ারই ছিল এবং আল্লাহর দিকেই সকল বিষয় ফেরানো হবে। ৪৫. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা কোন দলের মুখোমুখি হও, তখন অবিচল থাক, আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও। ৪৬. আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। ৪৭. আর তোমরা তাদের মত হয়ো

না, যারা তাদের ঘর থেকে অহঙ্কার ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বের হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা প্রদান করে, আর তারা যা করে, আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে আছেন। ৪৮. আর যখন শায়তন তাদের জন্য তাদের আমালসমূহ সুশোভিত করল এবং বলল, ‘আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের উপর কোন বিজয়ী নেই এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী’। অতঃপর যখন দু’দল একে অপরকে দেখল, তখন সে পিছু হটল এবং বলল, ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠিন আযাবদাতা’। ৪৯. যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা বলছিল, ‘এদেরকে এদের ধর্ম ধোঁকায় ফেলেছে’ এবং যে আল্লাহর উপর তাওয়াঙ্কুল করে তবে তো আল্লাহ নিশ্চয়ই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। ৫০. আর যদি তুমি দেখতে, যখন মালাইকারা কাফিরদের রুহ কবজ করছিল, তাদের চেহারা ও পশ্চাতে আঘাত করে, আর (বলছিল) ‘তোমরা জুলন্ত আগুনের আযাব ভোগ কর’। ৫১. তোমাদের হাত আগে যা প্রেরণ করেছে সে কারণে এ পরিণাম। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুল্মকারী নন। ৫২. ফির‘আউন বংশ ও তাদের পূর্বের লোকদের আচরণের মত তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, ফলে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী, কঠিন আযাবদাতা। ৫৩. তা এ জন্য যে, আল্লাহ কোন নি‘আমতের পরিবর্তনকারী নন, যা তিনি কোন কওমকে দিয়েছেন, যতক্ষণ না তারা পরিবর্তন করে তাদের নিজদের মধ্যে যা আছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৫৪. ফির‘আউন বংশ ও তাদের পূর্বের লোকদের

আচরণের মত তারা তাদের রবের আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি তাদের পাপের কারণে এবং ফির‘আউন বংশকে ডুবিয়েছি, আর তারা সকলেই ছিল যলিম। ৫৫. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী তারা, যারা কুফরী করে, অতঃপর ঈমান আনে না। ৫৬. যাদের থেকে তুমি অস্বীকার নিয়েছ, অতঃপর তারা প্রতিবার তাদের অস্বীকার ভঙ্গ করে এবং তারা ভয় করে না। ৫৭. সুতরাং যদি তুমি যুদ্ধে তাদেরকে নাগালে পাও, তাহলে এদের মাধ্যমে এদের পেছনে যারা রয়েছে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দাও, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। ৫৮. আর যদি তুমি কোন কওম থেকে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা কর, তাহলে (তাদের চুক্তি) তাদের দিকে সোজা নিক্ষেপ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না। ৫৯. আর কাফিররা যেন কখনও মনে না করে যে, তারা (আযাবের) নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে, নিশ্চয়ই তারা (আল্লাহকে আযাব প্রদানে) অক্ষম করতে পারে না। ৬০. আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুল্ম করা হবে না। ৬১. আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর তাওয়াঙ্কুল কর, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৬২. আর যদি তারা তোমাকে ধোঁকা দিতে চায়, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর সাহায্য

ও মুমিনদের দ্বারা। ৬৩. আর তিনি তাদের অন্তরসমূহে মহাব্বত স্থাপন করেছেন। যদি তুমি যমীনে যা আছে, তার সবকিছু ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তরসমূহে মহাব্বত স্থাপন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে মহাব্বত স্থাপন করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। ৬৪. হে নাবী, তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং যেসব মুমিন তোমার অনুসরণ করেছে তাদের জন্যও। ৬৫. হে নাবী, তুমি মুমিনদেরকে লড়াইয়ে উৎসাহ দাও, যদি তোমাদের মধ্য থেকে বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে, আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকে, তারা কাফিরদের এক হাজার জনকে পরাস্ত করবে। কারণ, তারা (কাফিররা) এমন কণ্ডম যারা বুঝে না। ৬৬. এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে (দায়িত্বভার) হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। অতএব যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন ধৈর্য্যশীল থাকে, তারা দু'শ জনকে পরাস্ত করবে এবং যদি তোমাদের মধ্যে এক হাজার জন থাকে, তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার জনকে পরাস্ত করবে এবং আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন। ৬৭. কোন নাবীর জন্য উচিত নয় যে, তার নিকট যুদ্ধবন্দি থাকবে (এবং পণের বিনিময়ে তিনি তাদেরকে মুক্ত করবেন) যতক্ষণ না তিনি যমীনে (তাদের) রক্ত প্রবাহিত করেন। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করছ, অথচ আল্লাহ চাচ্ছেন আখিরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। ৬৮. আল্লাহর লিখন অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, অবশ্যই তোমরা যা গ্রহণ করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে মহাআযাব স্পর্শ করত। ৬৯. গ্রহণ করেছ, সে বিষয়ে তোমাদেরকে পেয়েছ, তা থেকে হালাল পবিত্র হিসেবে অতএব তোমরা যে গনীমত পেয়েছ, তা থেকে হালাল পবিত্র হিসেবে খাও, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম

দয়ালু। ৭০. হে নাবী, তোমাদের হাতে যে সব যুদ্ধবন্দি আছে, তাদেরকে বল, 'যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহে কোন কল্যাণ আছে বলে জানেন, তাহলে তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে, তার চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ৭১. আর যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা করে, তাহলে তারা তো পূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। অতঃপর তিনি তাদের উপর (তোমাকে) শক্তিশালী করেছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান। ৭২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জ্ঞান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদেরকে সাহায্যের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট কোন সহযোগিতা চায়, তাহলে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এমন কণ্ডমের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের একে অপরের চুক্তি রয়েছে এবং তোমরা যে আমাল কর, তার ব্যাপারে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান। ৭৩. আর যারা কুফরী করে, তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর, তাহলে যমীনে ফিতনা ও বড় ফাসাদ হবে। ৭৪. আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তাই প্রকৃত মুমিন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। ৭৫. আর যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর

আত্মীয়-স্বজনরা একে অপরের তুলনায় অগ্রগণ্য, আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

৯. সূরহঃ আত্ম-তাওবাহ, আয়াতঃ ১২৯, মাদানী

১. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা সে সব লোকের প্রতি মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলে। ২. সুতরাং তোমরা যমীনে বিচরণ কর চার মাস, আর জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থকারী। ৩. আর মহান হাজ্জের দিন মানুষের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুশরিকদের থেকে দায়মুক্ত এবং তাঁর রসূলও। অতএব, যদি তোমরা তাওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি তোমরা ফিরে যাও, তাহলে জেনে রাখ, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না। আর যারা কুফরী করেছে, তাদের ভূমি যজ্ঞপাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ৪. তবে মুশরিকদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের সাথে কোন ঝগড়া করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তোমরা তাদেরকে দেয়া চুক্তি তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুতাকীদের ভালবাসেন। ৫. অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক। তবে যদি তারা তাওবা করে এবং সলাত কায়েম করে, আর যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমশীল,

পরম দয়ালু। ৬. আর যদি মুশরিকদের কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে, অতঃপর তাকে পৌঁছিয়ে দাও তার নিরাপদ স্থানে। তা এই জন্য যে, তারা এমন এক কওম, যারা জানে না। ৭. কীভাবে মুশরিকদের জন্য অস্বীকার থাকবে আল্লাহর কাছে ও তাঁর রসূলের কাছে? অবশ্য যাদের সাথে মাসজিদে হারমে তোমরা অস্বীকারাবদ্ধ হয়েছ তাদের কথা আলাদা। অতএব যতক্ষণ তারা তোমাদের জন্য ঠিক থাকে, ততক্ষণ তোমরাও তাদের জন্য ঠিক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুতাকীদের ভালবাসেন। ৮. কীভাবে থাকবে (মুশরিকদের জন্য অস্বীকার)? অথচ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তারা তোমাদের আত্মীয়তা ও অস্বীকারের ব্যাপারে খেয়াল রাখে না। তারা তাদের মুখের (কথা) দ্বারা তোমাদেরকে সম্ভ্রষ্ট করে, কিন্তু তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। আর তাদের অধিকাংশ ফাসিক। ৯. তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে নিয়েছে। ফলত তারা তাঁর পথে বাধা দিয়েছে, নিশ্চয়ই তারা যে কাজ করত তা কতই না মন্দ! ১০. তারা কোন মুমিনের ব্যাপারে আত্মীয়তা ও অস্বীকারের খেয়াল রাখে না। আর তারাই হল সীমালঙ্ঘনকারী। ১১. অতএব যদি তারা তাওবা করে, সলাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে ধীনের মধ্যে তারা তোমাদের ভাই। আর আমি আয়াতসমূহ যথাযথভাবে বর্ণনা করি এমন কওমের জন্য যারা জানে। ১২. আর যদি তারা তাদের অস্বীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধীন সম্পর্কে কটুক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয়ই তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়। ১৩. তোমরা কেন এমন কওমের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর না, যারা তাদের কসম ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিষ্কার করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, আর তারাই প্রথমে তোমাদের সাথে আরম্ভ করেছে। তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? অথচ আল্লাহ অধিক উপযুক্ত যে, তোমরা তাঁকে ভয় করবে, যদি তোমরা মুমিন হও। ১৪. তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে আযাব দেবেন এবং তাদেরকে অপদস্থ করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন। ১৫. আর তাদের অন্তরসমূহের ক্রোধ দূর করবেন এবং আল্লাহ যাকে চান তার তাওবা কবুল করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ১৬. তোমরা কি মনে করেছে যে, তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ এখনও আল্লাহ যাচাই করেননি যে, তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুমিনগণ ছাড়া কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ১৭. মুশরিকদের অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মাসজিদসমূহ জ্ঞাত। ১৭. মুশরিকদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দেয়া অবস্থায়। এদেরই আবাদ করবে, নিজদের উপর কুফরীর সাক্ষ্য দেয়া অবস্থায়। এদেরই আমালসমূহ বরবাদ হয়েছে এবং আগুনেই তারা স্থায়ী হবে। ১৮. একমাত্র তারাই আল্লাহর মাসজিদসমূহ আবাদ করবে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সলাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, ওরা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১৯. তোমরা কি হাজীদের পানি পান করান ও মাসজিদুল হারম আবাদ করাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা কর, যে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারা আল্লাহর কাছে বরাবর নয়। আর আল্লাহ যলিম কওমকে

হিদায়াত দেন না। ২০. যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আর আল্লাহর পথে নিজদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম। ২১. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমাত ও সম্ভৃতির এবং এমন জাম্বাতসমূহের যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নি‘আমাত। ২২. তথায় তারা থাকবে চিরকাল। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার। ২৩. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যলিম। ২৪. বল, ‘তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছে, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত’। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। ২৫. অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুলাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। ২৬. তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রসূলের উপর ও মুমিনদের উপর এবং নাযিল করলেন এমন সৈন্যবাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর

কাফিরদেরকে আযাব দিলেন। আর এটা কাফিরদের কর্মফল। ২৭. এরপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা তাদের তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৮. হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন মাসজিদুল হারমের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ২৯. তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারম করেছেন তা হারম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয়্যা দেয়। ৩০. আর ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসাররা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মুখের কথা, তারা সেসব লোকের কথার অনুরূপ বলছে যারা ইতঃপূর্বে কুফরী করেছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন, কোথায় ফেরানো হচ্ছে এদেরকে? ৩১. তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হাক্ব) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র। ৩২. তারা আল্লাহর নূরকে নিভাতে করতে চায় তাদের মুখের (ফুক) দ্বারা, কিন্তু আল্লাহ তো তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া অন্য কিছু চান না, যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। ৩৩. তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে। ৩৪. হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই

মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, ভূমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ৩৫. যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) ‘এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে, সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর’। ৩৬. নিশ্চয়ই মাসসমূহের গণনা আল্লাহর কাছে বার মাস আল্লাহর কিতাবে, (সেদিন থেকে) যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে চারটি সম্মানিত, এটাই প্রতিষ্ঠিত বীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজদের উপর কোন যুল্ম করো না, আর তোমরা সকলে মুশরিকদের সাথে লড়াই কর যেমনিভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে, আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। ৩৭. নিশ্চয়ই কোন মাসকে পিছিয়ে দেয়া কুফরী বৃদ্ধি করে, এর দ্বারা কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়, তারা এটি এক বছর হালাল করে এবং আরেক বছর হারম করে, যাতে তারা আল্লাহ যা হারম করেছেন তার সংখ্যা ঠিক রাখে। ফলে আল্লাহ যা হারম করেছেন, তা তারা হালাল করে। তাদের মন্দ আমালসমূহ তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত দেন না। ৩৮. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কী হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা যমীনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সম্ভ্রষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরতের তলনায় একেবারেই নগণ্য। ৩৯. যদি তোমরা

(যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আযাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৪০. যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, সে ছিল দু'জনের দ্বিতীয়জন। যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিল, সে তার সঙ্গীকে বলল, 'তুমি পেরেশান হয়ে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। ৪১. তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। ৪২. যদি তা নিকটলভ্য হত, আর সফর হত সহজসাধ্য, তবে তারা অবশ্যই তোমার অনুসরণ করত, কিন্তু তাদের জন্য দূরত্ব দীর্ঘ হল। আর অচিরেই তারা আল্লাহর কসম করবে, 'যদি আমরা সক্ষম হতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম', তারা তাদের নিজদেরকেই ধ্বংস করে। আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। ৪৩. আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন। তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে, যতক্ষণ না তোমার কাছে স্পষ্ট হয় তারা যারা সত্য বলেছে এবং তুমি জেনে নাও মিথ্যাবাদীদেরকে। ৪৪. তারা যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায়

না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৪৫. একমাত্র সেসব লোক অনুমতি চায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে। ৪৬. আর যদি তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তবে তারা তার জন্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের বের হওয়াকে অপছন্দ করলেন, ফলে তিনি তাদেরকে পিছিয়ে দিলেন, আর বলা হল, 'তোমরা বসে পড়া লোকদের সাথে বসে থাক'। ৪৭. যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তবে তোমাদের মধ্যে ফাসাদই বৃদ্ধি করত এবং তোমাদের মাঝে ছুটোছুটি করত, তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির অনুসন্ধানে। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাদের কথা অধিক শ্রবণকারী, আর আল্লাহ যলিমদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত। ৪৮. অবশ্য তারা ইতঃপূর্বে ফিতনা অনুসন্ধান করেছিল এবং তোমার কাজগুলো পালটে দিয়েছিল, অবশেষে হকের আগমন ঘটল এবং আল্লাহর ধীন বিজয়ী হল, অথচ তারা ছিল অপছন্দকারী। ৪৯. আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'আমাকে অনুমতি দিন এবং আমাকে ফিতনায় ফেলবেন না'। শুনে রাখ, তারা ফিতনাতেই পড়ে আছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদের বেষ্টনকারী। ৫০. যদি তোমার কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছে, তবে তা তাদেরকে কষ্ট দেয়। আর যদি তোমাকে কোন বিপদ আক্রান্ত করে, তবে তারা বলে, পূর্বেই আমরা সতর্কতা অবলম্বন করেছি এবং তারা ফিরে যায় উল্লসিত অবস্থায়। ৫১. বল, 'আমাদেরকে শুধু তা-ই আক্রান্ত করবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য লিখে রেখেছেন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনরা তাওয়াক্কুল করে'। ৫২. বল, 'তোমরা কেবল আমাদের জন্য দু'টি কল্যাণের একটির অপেক্ষা করছ, আর

আমরাও তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাত দ্বারা আযাব দেন। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ। ৫৩. বল, 'তোমরা খুশি হয়ে দান কর অথবা বাধ্য হয়ে, তোমাদের থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না। নিশ্চয়ই তোমরা হচ্ছে ফাসিক কওম। ৫৪. আর তাদের দান কবুল থেকে একমাত্র বাধা এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে, আর তারা সলাতে আসে না, তবে অলস অবস্থায় এবং তারা দান করে না, তবে অপছন্দকারী অবস্থায়। ৫৫. অতএব তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের আযাব দিতে চান দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের জান বের হবে কাফির অবস্থায়। ৫৬. আর তারা আল্লাহর কসম করে যে, নিশ্চয়ই তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা এমন কওম যারা ভীত হয়। ৫৭. যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল, বা কোন গুহা অথবা লুকিয়ে থাকার কোন প্রবেশস্থল পেত, তবে তারা সেদিকেই দৌড়ে পালাত। ৫৮. আর তাদের মধ্যে কেউ আছে, যে সদাকা বিষয়ে তোমাকে দোষারোপ করে। তবে যদি তাদেরকে তা থেকে দেয়া হয়, তারা সন্তুষ্ট থাকে, আর যদি তা থেকে দেয়া না হয়, তখন তারা অসন্তুষ্ট হয়। ৫৯. আর যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের যা দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকত এবং বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, অচিরেই আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করবেন এবং তাঁর রসূলও। নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত'। ৬০. নিশ্চয়ই সদাকা হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য;

(তা বণ্টন করা যায়) দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ৬১. আর তাদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা নাবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'তিনি (সব বিষয়ে) শ্রবণকারী'। বল, তোমাদের জন্য যা কল্যাণের তা শ্রবণকারী। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং মুমিনদের বিশ্বাস করে, আর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্য সে রহমাত এবং যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। ৬২. তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর কসম করে, যাতে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক হকদার যে, তারা তাঁকে সন্তুষ্ট করবে, যদি তারা ঈমানদার হয়ে থাকে। ৬৩. তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে, তবে তার জন্য অবশ্যই জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল থাকবে। এটা মহালাঞ্ছনা। ৬৪. মুনাফিকরা ভয় করে যে, তাদের বিষয়ে এমন একটি সূরহ অবতীর্ণ হবে, যা তাদের অন্তরের বিষয়গুলি জানিয়ে দেবে। বল, 'তোমরা উপহাস করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ বের করবেন, তোমরা যা ভয় করছ'। ৬৫. আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'। ৬৬. তোমরা ওয়র পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী। ৬৭. মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা একে অপরের অংশ, তারা মন্দ কাজের আদেশ দেয়,

আর ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে, তারা নিজদের হাতগুলোকে সঙ্কুচিত করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা হচ্ছে ফাসিক। ৬৮. আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লানত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। ৬৯. তাদের মত, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, তারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিতে অধিক। ফলে তারা তাদের অংশ ভোগ করেছে, আর তোমরাও তোমাদের অংশ ভোগ করেছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা তাদের অংশ ভোগ করেছে। আর তোমরা খেল-তামাশায় মত্ত হয়েছ, যেমনিভাবে তারা মত্ত হয়েছিল। এদেরই আমালসমূহ নষ্ট হয়ে গিয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে। আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। ৭০. তাদের কাছে কি তাদের পূর্বের লোকদের সংবাদ পৌঁছেনি, নূহের কওম, আদ, সামুদ, ইবরহীমের কওম, মাদায়েনবাসী ও বিধ্বস্ত নগরীর? তাদের কাছে তাদের রসূলগণ প্রমাণসমূহ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অতএব আল্লাহ তাদের উপর যুলুম করার নন, বরং তারাই হয়েছে। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সলাত কায়ম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৭২. আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে জাহান্নামের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং

(ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জাহান্নামসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্ভূতি সবচেয়ে বড়। এটাই মহাসফলতা। ৭৩. হে নাবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম; আর তা কতইনা নিকট স্থান। ৭৪. তারা আল্লাহর কসম করে যে, তারা বলেনি, অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে। আর মনস্থ করেছে এমন কিছু যা তারা পায়নি। আর তারা একমাত্র এ কারণেই দোষারোপ করেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে অস্বাভাবিক করেছেন। এরপর যদি তারা তাওবা করে, তবে তা হবে তাদের জন্য উত্তম, আর যদি তারা বিমুখ হয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক আযাব দেবেন, আর তাদের জন্য যমীনে নেই কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী। ৭৫. আর তাদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে অস্বীকার করে যে, যদি আল্লাহ তাঁর স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের দান করেন, আমরা অবশ্যই দান-খয়রাত করব এবং অবশ্যই আমরা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হব। ৭৬. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ দান করলেন, তারা তাতে কার্পণ্য করল এবং বিমুখ হয়ে ফিরে গেল। ৭৭. সুতরাং পরিণামে তিনি তাদের অন্তরে নিফাক রেখে দিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তারা আল্লাহকে যে ওয়াদা দিয়েছে তা ভঙ্গ করার কারণে এবং তারা যে মিথ্যা বলেছিল তার কারণে। ৭৮. তারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের গোপনীয় বিষয় ও গোপন পরামর্শ জানান? আর নিশ্চয়ই আল্লাহ গইবসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত। ৭৯. যারা দোষারোপ করে সদাকার ব্যাপারে মুমিনদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাদানকারীদেরকে এবং

তাদেরকে যারা তাদের পরিশ্রম ছাড়া কিছুই পায় না। অতঃপর তারা তাদেরকে নিয়ে উপহাস করে, আল্লাহও তাদেরকে নিয়ে উপহাস করেন এবং তাদের জন্যই রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব। ৮০. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও, অথবা তাদের জন্য ক্ষমা না চাও। যদি তুমি তাদের জন্য সন্তর বার ক্ষমা চাও, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে হিদায়াত দেন না। ৮১. পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা বলল, 'তোমরা গরমের মধ্যে বের হয়ে না'। বল, 'জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত'। ৮২. অতএব তারা অল্প হাসুক, আর বেশি কাঁদুক, তারা যা অর্জন করেছে তার বিনিময়ে। ৮৩. অতএব যদি আল্লাহ তোমাকে তাদের কোন দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে বের হওয়ার অনুমতি চায়, তবে তুমি বল, 'তোমরা আমার সাথে কখনো বের হবে না এবং আমার সাথে কোন দুশমনের বিরুদ্ধে কখনও লড়াই করবে না। নিশ্চয়ই তোমরা প্রথমবার বসে থাকাই পছন্দ করেছে, সুতরাং তোমরা বসে থাকো পেছনে (বসে) থাকা লোকদের সাথে। ৮৪. আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গিয়েছে। ৮৫. আর তোমাকে যেন মুঞ্চ না করে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের দুনিয়ার জীবনে আযাব দিতে চান এবং কাফির অবস্থায় তাদের জান বের

হয়ে যাবে। ৮৬. আর যখন কোন সূরহ্ এ মর্মে নাযিল করা হয় যে, 'তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর রসূলের সাথে জিহাদ কর', তখন তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা তোমার কাছে অনুমতি চায় এবং বলে, 'আমাদেরকে ছেড়ে দাও, আমরা বসে থাকা লোকদের সাথে থাকব'। ৮৭. তারা পেছনে থাকা লোকদের সাথে থাকা বেছে নিল এবং তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর এঁটে দেয়া হল, ফলে তারা বুঝতে পারে না। ৮৮. কিন্তু রসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম। ৮৯. আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জাহান্নামসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই মহাসফলতা। ৯০. আর গ্রামবাসীদের থেকে ওয়র পেশকারীরা আসল, যেন তাদের অনুমতি দেয়া হয় এবং (জিহাদ না করে) বসে থাকল তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে অচিরেই যজ্ঞাদায়ক আযাব আক্রান্ত করবে। ৯১. কোন দোষ নেই দুর্বলদের উপর, অসুস্থদের উপর ও যারা দান করার মত কিছু পায় না তাদের উপর, যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। সৎকর্মশীলদের উপর (অভিযোগের) কোন পথ নেই, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৯২. আর তাদের উপরও কোন দোষ নেই, যারা তোমার কাছে আসে, যাতে তুমি তাদের বাহন জোগাতে পার। তুমি বললে, 'আমি তোমাদেরকে বহন করানোর জন্য কিছু পাচ্ছি না, তখন তারা ফিরে গেল, তাদের চোখ অশ্রুতে ভেসে যাওয়া অবস্থায়, এ দুঃখে যে, তারা পাচ্ছে না এমন কিছু যা তারা ব্যয় করবে'। ৯৩. কিন্তু (অভিযোগের) পথ আছে তাদের উপর, যারা তোমার

কাছে অনুমতি চায় অথচ তারা ধনী, তারা পেছনে থাকা লোকদের সাথে থাকা বেছে নিয়েছে আর আল্লাহ তাদের অন্তর-সমূহের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন, তাই তারা জানে না। ৯৪. তারা তোমাদের নিকট ওয়র পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে। বল, 'তোমরা ওয়র পেশ করো না, আমরা তোমাদেরকে কখনো বিশ্বাস করব না। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের খবর আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তোমাদের আমাল দেখবেন এবং তাঁর রসূলও। তারপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গইব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে যা তোমরা আমাল করতে সে সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন'। ৯৫. যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন অচিরেই তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করবে, যাতে তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর। নিশ্চয়ই তারা অপবিত্র এবং জাহান্নাম হল তাদের আশ্রয়স্থল। তারা যা অর্জন করত, তার প্রতিফল স্বরূপ। ৯৬. তারা শপথ করবে তোমাদের নিকট, যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। অতএব তোমরা যদিও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসিক কওমের প্রতি সন্তুষ্ট হন না। ৯৭. বেদুঈনরা কুফর ও কপটতায় কঠিনতর এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর যা নাযিল করেছেন তার সীমারেখা না জানার অধিক উপযোগী। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ৯৮. আর বেদুঈনদের কেউ কেউ যা (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, তা জরিমানা গণ্য করে এবং তোমাদের মুছিবাতে প্রতীক্ষায় থাকে। মুছিবাৎ তাদের উপরই এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ৯৯. আর বেদুঈনদের কেউ কেউ আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর নিকট নৈকট্য ও রসূলের দু'আর উপায় হিসেবে গণ্য

করে। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তা তাদের জন্য নৈকট্যের মাধ্যম। অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০০. আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাম্বাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই মহাসাকল্য। ১০১. আর তোমাদের আশপাশের মক্কাবাসীদের মধ্যে কিছু লোক মুনাফিক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু লোক অতিমাত্রায় মুনাফিকীতে লিপ্ত আছে। তুমি তাদেরকে জানো না। আমি তাদেরকে জানি। অচিরে আমি তাদেরকে দু'বার আযাব দেব তারপর তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে মহা আযাবের দিকে। ১০২. আর অন্য কিছু লোক তাদের অপরাধ স্বীকার করেছে, সৎকর্মের সঙ্গে তারা অসৎকর্মের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১০৩. তাদের সম্পদ থেকে সদাকা নাও। এর মাধ্যমে তাদেরকে তুমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে। আর তাদের জন্য দু'আ কর, নিশ্চয়ই তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তিকর। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ১০৪. তারা কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সদাকা গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। ১০৫. আর বল, 'তোমরা আমাল কর। অতএব, অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমাল দেখবেন, তাঁর রসূল ও মুমিনগণও। আর অচিরেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে গইব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে

জানাবেন যা তোমরা আমাল করতে সে সম্পর্কে'। ১০৬. আর আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় অপর কিছু লোকের সিদ্ধান্ত পিছিয়ে দেয়া হলো। তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন নয়তো তাদের তাওবা কবুল করবেন। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১০৭. আর যারা মাসজিদ বানিয়েছে ক্ষতিসাধন, কুফরী ও মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ইতঃপূর্বে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছে তার ঘাঁটি হিসেবে। আর তারা অবশ্যই শপথ করবে যে, 'আমরা কেবল ভাল চেয়েছি'। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ১০৮. তুমি সেখানে কখনো (সলাত কয়েম করতে) দাঁড়িও না। অবশ্যই যে মাসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার উপর প্রথম দিন থেকে তা বেশী হকদার যে, তুমি সেখানে সলাত কয়েম করতে দাঁড়াবে। সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে। আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। ১০৯. যে তার গৃহের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠা করল, সে কি উত্তম না ঐ ব্যক্তি যে তার গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের পতনোন্মুখ কিনারায়? অতঃপর তাকে নিয়ে তা ধসে পড়ল জাহান্নামের আগুনে। আর আল্লাহ্ যলিম কওমকে হিদায়াত দেন না। ১১০. তাদের নির্মিত গৃহ, তাদের অন্তরে সন্দেহের কারণ হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের হৃদয় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১১১. নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে

অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সঙ্গে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। ১১২. তারা তাওবাকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সংকাজের আদেশদাতা, অসংকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা হেফাযতকারী। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। ১১৩. নাবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয়ই তারা প্রজুলিত আগুনের অধিবাসী। ১১৪. নিজ পিতার জন্য ইবরহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয়ই ইবরহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল। ১১৫. আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন। যতক্ষণ না তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, যা থেকে তারা সাবধান থাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ১১৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ, তাঁর জন্যই আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য না আছে কোন অভিভাবক, না আছে কোন সাহায্যকারী। ১১৭. অবশ্যই আল্লাহ নাবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করলেন, যারা তার অনুসরণ করেছে সংকটপূর্ণ মুহূর্তে। তাদের মধ্যে এক দলের হৃদয় সত্যচ্যুত হওয়ার উপক্রম হবার পর। তারপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাদের প্রতি স্নেহশীল,

পরম দয়ালু। ১১৮. আর সে তিন জনের (তাওবা কবুল করলেন) যাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিকট তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। আর তারা নিশ্চিত বুঝেছিল যে আল্লাহর আযাব থেকে তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবা কবুল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। ১১৯. হে মুমিনগণ তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। ১২০. মদীনার অধিবাসী ও তার আশপাশের মরুবাসীদের জন্য উচিত নয় যে রসূলুল্লাহ থেকে পেছনে থেকে যাবে এবং রসূলের জীবন অপেক্ষা নিজদের জীবনকে অধিক প্রিয় মনে করবে। এটা এ কারণে যে তাদেরকে আল্লাহর পথে ভ্রম্য ক্রান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় এবং শত্রুদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে তার বিনিময়ে তাদের জন্য সৎকর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। ১২১. আর তারা স্বল্প কিংবা অধিক যা-ই ব্যয় করে এবং অতিক্রম করে যে প্রান্তরই তা তাদের জন্য লিখে দেয়া হয় যাতে তারা যা আমাল করত আল্লাহ তাদেরকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেন। ১২২. আর মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে। ১২৩. হে মুমিনগণ তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন। ১২৪. আর যখনই কোন সূরহ নাযিল করা হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, ‘এটি তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি করল’? অতএব যারা মুমিন, নিশ্চয়ই তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে এবং তারা আনন্দিত হয়। ১২৫. আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এটি তাদের অপবিত্রতার সাথে অপবিত্রতা বৃদ্ধি করে এবং তারা মারা যায় কাফির অবস্থায়। ১২৬. তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর এক বার কিংবা দু’বার বিপদগ্রস্ত হয়? এর পরও তারা তাওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। ১২৭. আর যখনই কোন সূরহ নাযিল করা হয়, তারা একে অপরের দিকে তাকায়। (এবং বলে) ‘তোমাদেরকে কি কেউ দেখছে’? অতঃপর তারা (চুপিসারে) প্রস্থান করে। আল্লাহ তাদের হৃদয়কে সত্যবিমুখ করে দেন। এ কারণে যে, তারা বোধশক্তিহীন কওম। ১২৮. নিশ্চয়ই তোমাদের নিজদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, অতি দয়ালু। ১২৯. অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে বল, ‘আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই মহাআরশের রব’।

১০. সূরহঃ ইউনুস, আয়াতঃ ১০৯, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-র। এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত। ২. এটা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির

নিকট ওয়াহী প্রেরণ করেছি যে তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে তাদের রবের নিকট তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। কাফিররা বলে এ তো স্পষ্ট যাদুকর। ৩. নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ। যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে তারপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই আল্লাহ তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ৪. তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। নিশ্চয়ই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তার পুনরাবর্তন ঘটান। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিদান দেয়ার জন্য। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম পানীয় এবং বেদনাদায়ক আযাব। এ কারণে যে তারা কুফরী করত। ৫. তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মানযিল যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ৬. নিশ্চয়ই রাত ও দিবসের আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। ৭. নিশ্চয়ই তারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না এবং দুনিয়ার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে ও তা নিয়ে পরিতৃপ্ত রয়েছে। আর যারা আমার নিদর্শনাবলী হতে গফিল। ৮. তারা যা উপার্জন করত তার কারণে আগুনই হবে তাদের ঠিকানা। ৯. নিশ্চয়ই তারা ঈমান আনে এবং নেক আমাল করে, তাদের

রব ঈমানের কারণে তাদেরকে পথ দেখাবেন, আরামদায়ক জাহাজসমূহে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। ১০. সেখানে তাদের কথা হবে, 'হে আল্লাহ, তুমি পবিত্র মহান' এবং তাদের অভিবাদন হবে, 'সালাম'। আর তাদের শেষ কথা হবে যে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। ১১. আর আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ (প্রার্থনায় সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করতেন যেভাবে তিনি তাদের কল্যাণ (প্রার্থনায় সাড়া দিতে) তাড়াতাড়ি করেন, তাহলে অবশ্যই তাদের সময় ফুরিয়ে যেত। সুতরাং যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, আমি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা হয়ে ঘুরতে ছেড়ে দেই। ১২. আর যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে শুয়ে, বসে বা দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে। অতঃপর আমি যখন তার বিপদ দূর করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলতে থাকে মনে হয় যেন তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করার কারণে সে আমাকে ডাকেনি। এভাবেই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য তারা যা আমাল করত তা শোভিত করে দেয়া হয়েছে। ১৩. আর অবশ্যই আমি তোমাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুলুম করেছে। আর তাদের নিকট তাদের রসূলগণ প্রমাণাদিসহ আগমন করেছিল, কিন্তু তারা ঈমান আনার ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী কওমকে শাস্তি প্রদান করি। ১৪. তারপর আমি তোমাদেরকে যমীনে তাদের পরে হুলাভিষিক্ত করেছি, যাতে আমি দেখি তোমরা কেমন আমাল কর। ১৫. আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন, যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তারা বলে, 'এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো। অথবা একে বদলাও'। বল, 'আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমি তো শুধু আমার প্রতি

অবতীর্ণ ওয়াহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয়ই আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিনের আযাবের'। ১৬. বল, 'যদি আল্লাহ চাইতেন, আমি তোমাদের উপর তা পাঠ করতাম না। আর তিনি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। কেননা, ইতঃপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যে দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি। তবে কি তোমরা বুঝ না'?' ১৭. অতএব যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তার চেয়ে বড় যলিম কে? নিশ্চয়ই অপরাধীরা সফল হবে না। ১৮. আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুই ইবাদত করেছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্ব। ১৯. আর মানুষ তো এক উন্মাতই ছিল। পরে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ল। আর তোমার রবের পক্ষ থেকে বাণী বিগত না হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করে। ২০. আর তারা বলে, 'তাঁর রবের পক্ষ থেকে তার উপর কোন নিদর্শন কেন নাযিল করা হয় না'? বল, 'গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহরই। অতএব তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রয়েছি'। ২১. আর যখন আমি মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করার পর রহমাতের স্বাদ ভোগ করাই, তখন তারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে কূট-কৌশলের আশ্রয় নেয়। বল, 'আল্লাহ কৌশলকারী হিসেবে অধিক দ্রুত'। নিশ্চয়ই আমার মালাইকারা তোমাদের কূট-কৌশল লিখে রাখে। ২২. তিনিই আমার মালাইকারা তোমাদের কূট-কৌশল লিখে রাখে। ২২. তিনিই তোমাদেরকে হুঁলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকায়

থাক, আর তা তাদেরকে নিয়ে চলতে থাকে অনুকূল হাওয়ায় এবং তারা তা নিয়ে আনন্দিত হয়, (এ সময়) তাকে পেয়ে বসে ঝড়ো হাওয়া, আর চারদিক থেকে ধেয়ে আসে তরঙ্গ এবং তাদের নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তাদেরকে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে তাঁর জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, 'যদি আপনি এ থেকে আমাদেরকে নাজাত দেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ২৩. অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে নাজাত দেন, তখন তারা অন্যায়াভাবে যমীনে সীমালঙ্ঘন করে। হে মানুষ, তোমাদের সীমালঙ্ঘন তোমাদের বিরুদ্ধেই, এ সব কিছু দুনিয়ার ভোগ। অতঃপর আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। সুতরাং তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানাব। ২৪. নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবনের তুলনা তো পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাযিল করি, অতঃপর তার সাথে যমীনের উদ্ভিদের মিশ্রণ ঘটে, যা মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তু ভোগ করে। অবশেষে যখন যমীন শোভিত ও সজ্জিত হয় এবং তার অধিবাসীরা মনে করে যমীনে উৎপন্ন ফসল করায়ত্ত্ব করতে তারা সক্ষম, তখন তাতে রাতে কিংবা দিনে আমার আদেশ চলে আসে। অতঃপর আমি সেগুলোকে বানিয়ে দেই কর্তিত ফসল, মনে হয় গতকালও এখানে কিছু ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। ২৫. আর আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন সরল পথের দিকে। ২৬. যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম (জান্নাত) এবং আরও বেশি। আর ধূলোমলিনতা ও লাঞ্ছনা তাদের চেহারাগুলোকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতবাসী। তারা তাতে স্থায়ী হবে। ২৭. আর যারা মন্দ উপার্জন

করবে, প্রতিটি মন্দের প্রতিদান হবে তারই অনুরূপ; আর লাঞ্ছনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। যেন অন্ধকার রাতের এক অংশ দিয়ে তাদের চেহারাগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে। তারাই আগুনের অধিবাসী, তারা তাতে স্থায়ী হবে। ২৮. আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর যারা শিরক করেছে, তাদেরকে বলব, ‘থাম, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা’। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাব। আর তাদের শরীকরা’ বলবে, ‘তোমরা তো আমাদের ইবাদাত করতে না’। ২৯. ‘সুতরাং আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ইবাদাত সম্পর্কে গফিল ছিলাম’। ৩০. এখানে প্রত্যেকে ইতিপূর্বে যা করেছে, সে সম্পর্কে জানতে পারবে। আর তাদেরকে তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তারা যা মিথ্যা রটাতো তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে। ৩১. বল, ‘আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদের রিযিক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। সুতরাং, তুমি বল, ‘তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না’? ৩২. অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ঘুরানো হচ্ছে? ৩৩. এমনভাবে তোমার রবের বাণী সত্য বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের উপর, যারা অবাধ্য হয়েছে, যে তারা ঈমান আনবে না। ৩৪. বল, ‘তোমাদের শরীকদের কেউ কি আছে, যে প্রথম সৃষ্টি করবে, অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে’?

বল, ‘আল্লাহই প্রথম সৃষ্টি করেন অতঃপর তার পুনরাবৃত্তি ঘটান’। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? ৩৫. বল, ‘তোমাদের শরীকদের কেউ কি আছে, যে সত্যের পথ দেখাবে’? বল, ‘আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। যিনি সত্যের পথ দেখান, তিনিই কি অনুসরণ করার অধিক হকদার, নাকি সে, যে পথ দেখানো ছাড়া পথ পায় না। সুতরাং তোমাদের কী হল? তোমরা কেমন বিচার করছ’। ৩৬. আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয়ই সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তারা যা করে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। ৩৭. এ কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ তা রচনা করতে পারবে; বরং এটি যা তার সামনে রয়েছে, তার সত্যায়ন এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যাতে কোন সন্দেহ নেই, যা সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে। ৩৮. নাকি তারা বলে, ‘সে তা বানিয়েছে’? বল, ‘তবে তোমরা তার মত একটি সূরহ্ (বানিয়ে) নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পারো ডাক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। ৩৯. বরং তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তা তারা অস্বীকার করেছে এবং এখনও তার পরিণতি তাদের কাছে আসেনি। এভাবেই তারা অস্বীকার করেছিল, যারা ছিল তাদের পূর্বে। সুতরাং তুমি লক্ষ্য কর, কেমন ছিল যলিমদের পরিণাম। ৪০. আর তাদের মধ্যে কেউ এর প্রতি ঈমান আনে এবং কেউ তাতে ঈমান আনে না। আর তোমার রব ফাসাদকারীদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। ৪১. আর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তুমি বল, ‘আমার কর্ম আমার, আর তোমাদের কর্ম তোমাদের। আমি যা আমাল করি তোমরা তা থেকে মুক্ত এবং তোমরা যা আমাল কর আমি তা থেকে মুক্ত’। ৪২. আর তাদের মধ্যে কিছু আছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ

দিয়ে শুনে। তবে কি তুমি বধিরকে শোনাবে, তারা না বুঝলেও? ৪৩. আর তাদের মধ্যে কেউ আছে এমন, যে তোমার দিকে তাকায়। তবে কি তুমি অন্ধকে পথ দেখাবে, তারা না দেখলেও? ৪৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করেন না; বরং মানুষই নিজদের উপর যুলুম করে। ৪৫. আর যেদিন তিনি তাদেরকে একত্র করবেন, যেন তারা দিবসের মুহূর্তকালমাত্র অবস্থান করেছে। তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ অস্বীকার করেছে, আর তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না। ৪৬. আর আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তার কিছু যদি তোমাকে দেখিয়ে দেই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দেই, তবে আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তারা যা করে আল্লাহ তার স্বাক্ষী। ৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে রসূল। তারপর যখন তাদের রসূল আসে, তাদের মধ্যে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হয় এবং তাদের যুলুম করা হয় না। ৪৮. আর তারা বলে, ‘কখন এই প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ হবে), যদি তোমরা সত্যবাদী হও’? ৪৯. বল, ‘আমি নিজের ক্ষতি বা উপকারের অধিকার রাখি না, তবে আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে নির্দিষ্ট একটি সময়। যখন এসে যায় তাদের সময়, তখন এক মুহূর্ত পিছাতে পারে না এবং এগোতেও পারে না। ৫০. বল, ‘তোমাদের কি মনে হয় যে, যদি তোমাদের নিকট তাঁর আযাব রাতে কিংবা দিনে এসে পড়ে, তবে অপরাধীরা তার কোন্ অংশটি তাড়াতাড়ি চায়’? ৫১. তবে কি যখন তা ঘটবে, তখন তোমরা তাতে ঈমান আনবে? এখন? অথচ তোমরা এর জন্যই তাড়াহুড়া করত। ৫২. তারপর যারা যুলুম করেছে তাদের বলা হবে, স্থায়ী আযাব ভোগ কর। তোমরা যা অর্জন করত তোমাদেরকে

কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হচ্ছে। ৫৩. আর তারা তোমার কাছে জানতে চায়, ‘তা কি সত্য’? বল, ‘হ্যাঁ, আমার রবের কসম! নিশ্চয়ই তা সত্য এবং তোমরা পরাস্তকারী নও’। ৫৪. আর যমীনে যা রয়েছে, তা যদি যুলুম করেছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির হয়ে যায়, তবে তা সে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে দেবে এবং তারা লজ্জা গোপন করবে, যখন তারা আযাব দেখবে। আর তাদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে এবং তাদেরকে যুলুম করা হবে না। ৫৫. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে, তা আল্লাহরই। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। ৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান এবং তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। ৫৭. হে মানুষ, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে উপদেশ এবং অন্তরসমূহে যা থাকে তার শিক্ষা, আর মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত। ৫৮. বল, ‘আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতে। সুতরাং এ নিয়েই যেন তারা খুশি হয়’। এটি যা তারা জমা করে তা থেকে উত্তম। ৫৯. বল, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক নাযিল করেছেন, পরে তোমরা তার কিছু বানিয়েছ হারম ও হালাল’। বল, ‘আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, নাকি আল্লাহর উপর তোমরা মিথ্যা রটাচ্ছ’? ৬০. আর যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটাচ্ছে, তাদের কী ধারণা, কিয়ামাতের দিন (তাদের পরিণতি) সম্পর্কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের অধিকাংশ শোকর করে না। ৬১. আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন আর যা কিছু তিলাওয়াত কর না কেন আল্লাহর পক্ষ হতে কুরআন থেকে এবং তোমরা যে আমালই কর না কেন, আমি তোমাদের উপর স্বাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে

নিমগ্ন হও। তোমার রব থেকে গোপন থাকে না যমীনের বা আসমানের অণু পরিমাণ কিছুই এবং তা থেকে ছোট বা বড়, তবে (এর সব কিছুই) রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে। ৬২. শুনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। ৬৩. যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। ৬৪. তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবী জীবনে এবং আখিরাতে। আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই। এটিই মহাসফলতা। ৬৫. আর তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই সকল মর্যাদা আল্লাহর। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ৬৬. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আসমানসমূহে যারা আছে এবং যমীনে যারা আছে সব আল্লাহরই এবং যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা মূলত শরীকদের অনুসরণ করে না, তারা তো কেবল ধারণার অনুসরণ করে। তারা তো শুধু মিথ্যাই বলে। ৬৭. তিনিই সে সন্তা, যিনি তোমাদের জন্য রাতকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নাও এবং দিনকে করেছেন আলোকময়। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শনাবলি এমন কণ্ঠের জন্য যারা শুনে। ৬৮. তারা বলে, ‘আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন’। তিনি পবিত্র মহান। তিনি অমুখাপেক্ষী। আসমানসমূহ ও যমীনে যা রয়েছে তা তাঁরই। তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জানো না? ৬৯. বল, ‘নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না’। ৭০. (তাদের জন্য) দুনিয়াতে রয়েছে ভোগসামগ্রী। অতঃপর আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তাদেরকে কঠিন আযাব ভোগ করাব, তারা যে কুফরী করত তার কারণে। ৭১. আর তাদেরকে নূহের সংবাদ পড়ে শুনাও, যখন সে তার কণ্ঠকে বলল, ‘হে আমার কণ্ঠ, আমার অবস্থান

এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে ভারী মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করলাম। সুতরাং তোমরা অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর এবং (সাথে নাও) তোমাদের শরীকদের। তারপর তোমাদের বিষয়টি যেন তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না’। ৭২. ‘অতঃপর তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার’। ৭৩. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল। তাই আমি তাকে ও নৌকাতে যারা তার সাথে ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম এবং আমি তাদেরকে করেছি হুলাভিষিক্ত। আর ডুবিয়ে দিলাম তাদেরকে, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছেন। অতএব দেখ, কেমন ছিল তাদের পরিণতি যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। ৭৪. অতঃপর আমি তাঁর পরে অনেক রসূলকে তাদের কণ্ঠের নিকট পাঠিয়েছি এবং তারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা ইতঃপূর্বে অস্বীকার করার কারণে ঈমান আনার ছিল না। এমনিভাবে আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তরে মোহর এঁটে দেই। ৭৫. অতঃপর তাদের পরে আমি মূসা ও হারুনকে ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা অহঙ্কার করেছে। আর তারা ছিল অপরাধী কণ্ঠ। ৭৬. অতঃপর যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য এলো, তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই এটি সুস্পষ্ট যাদু’। ৭৭. মূসা বলল, ‘তোমরা কি সত্যকে এ রকম (যাদু) বলছ, যখন তা তোমাদের কাছে এলো? এ কি যাদু? অথচ যাদুকররা সফল হয় না’। ৭৮. তারা

বলল, ‘তুমি কি এসেছ আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফেরাতে এবং যেন যমীনে তোমাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়? আর আমরা তো তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই’। ৭৯. এবং ফির‘আউন বলল, ‘তোমরা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরদেরকে আমার কাছে নিয়ে আস’। ৮০. অতঃপর যখন যাদুকররা এলো, মুসা তাদেরকে বলল, ‘তোমরা যা ফেলবার ফেল’। ৮১. অতঃপর যখন তারা (তাদের রশি ও লাঠি) ফেলল, তখন মুসা বলল, ‘তোমরা যা আনলে, তা যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা বাতিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের আমাল পরিশুদ্ধ করেন না’। ৮২. আর আল্লাহ তাঁর বাণীসমূহের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে। ৮৩. কিন্তু মুসার প্রতি তার কওমের ক্ষুদ্র একটি দল ছাড়া কেউ ঈমান আনল না, এ ভয়ে যে, ফির‘আউন ও তাদের পরিষদবর্গ তাদেরকে ফিতনায় ফেলবে। আর নিশ্চয়ই ফির‘আউন ছিল যমীনে প্রতাপশালী এবং নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৪. আর মুসা বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক, তবে তাঁরই উপর তাওয়াঙ্কুল কর, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাক’। ৮৫. তখন তারা বলল, ‘আমরা আল্লাহর উপরই তাওয়াঙ্কুল করলাম। হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে যলিম কওমের ফিতনার পাত্র বানাবেন না’। ৮৬. ‘আর আমাদেরকে আপনার অনুগ্রহে কাফির কওম থেকে নাজাত দিন’। ৮৭. আর আমি মুসা ও তার ভাইয়ের কাছে ওয়াহী পাঠালাম যে, ‘তোমরা তোমাদের কওমের জন্য মিসরে গৃহ তৈরী কর এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কিবলা বানাও আর সলাত কায়েম কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও’। ৮৮. আর মুসা বলল, ‘হে আমাদের রব, আপনি

ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের রব, যাতে তারা আপনার পথ থেকে গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব, তাদের ধন-সম্পদ নিশ্চিহ্ন করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যজ্ঞাদায়ক আযাব দেখে’। ৮৯. তিনি বললেন, ‘তোমাদের দু‘আ কবুল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং যারা জানে না তাদের পথ অনুসরণ করো না’। ৯০. আর আমি বানী ইসরঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফির‘আউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে তাদের পিছু নিল। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগল, তখন বলল, ‘আমি ঈমান এনেছি যে, সে সত্য ছাড়া কোন ইলাহ নেই, যার প্রতি বানী ইসরঈল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’। ৯১. ‘এখন অথচ ইতঃপূর্বে তুমি নাক্ষত্রমণী করেছ, আর তুমি ছিলে ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত’। ৯২. ‘সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। আর নিশ্চয়ই অনেক মানুষ আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে গফিল’। ৯৩. আর অবশ্যই আমি বানী ইসরঈলকে উত্তম বাসভূমিতে আবাস দিলাম এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দিলাম। অতঃপর তারা মতবিরোধ করেনি, যতক্ষণ না তাদের নিকট জ্ঞান এলো। নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামাতের দিন সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করত। ৯৪. সুতরাং আমি তোমার নিকট যা নাযিল করেছি, তা নিয়ে তুমি যদি সন্দেহে থাক, তাহলে যারা তোমার পূর্ব থেকেই কিতাব পাঠ করছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। অবশ্যই তোমার নিকট তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য এসেছে।

সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও না। ৯৫. আর তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হও না, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে। তাহলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৯৬. নিশ্চয়ই যাদের উপর তোমার রবের বাণী সত্য হয়েছে তারা ঈমান আনবে না। ৯৭. যদিও তাদের নিকট সকল নিদর্শন এসে উপস্থিত হয়, যতক্ষণ না তারা যজ্ঞাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করে। ৯৮. সুতরাং কেন হল না এমন এক জনপদ, যে ঈমান এনেছে এবং তার ঈমান তার উপকারে এসেছে, তবে ইউনুসের কণ্ঠস্বর ছাড়া যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে দুনিয়ার জীবনের লাঞ্ছনাকর আযাব সরিয়ে দিলাম এবং আমি তাদেরকে একটি সময় পর্যন্ত ভোগ করতে দিলাম। ৯৯. আর যদি তোমার রব চাইতেন, তবে যমীনের সকলেই ঈমান আনত। তবে কি তুমি মানুষকে বাধ্য করবে, যাতে তারা মুমিন হয়, ১০০. আর কারও পক্ষে সম্ভব নয় যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনবে এবং যারা বুঝে না তিনি আযাব চাপিয়ে দেবেন তাদের উপর। ১০১. বল, ‘আসমানসমূহ ও যমীনে কী আছে তা তাকিয়ে দেখ। আর নিদর্শনসমূহ ও সতর্ককারীগণ এমন কণ্ঠস্বর কাজে আসে না, যারা ঈমান আনেন না। ১০২. তবে কি তারা কেবল তাদের পূর্বে বিগত লোকদের অনুরূপ দিনগুলোরই অপেক্ষা করছে, বল, ‘তবে তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান’। ১০৩. তারপর আমি নাজাত দেই আমার রসূলদেরকে এবং তাদেরকেও যারা ঈমান এনেছে। এটা আমার দায়িত্ব যে, মুমিনদের নাজাত দেই। ১০৪. বল, ‘হে মানুষ, তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহে থাক, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না, বরং আমি ইবাদাত করি আল্লাহর যিনি তোমাদের

মৃত্যু দেন। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার’। ১০৫. আর (এ নির্দেশ) যে, ‘তুমি নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ একনিষ্ঠভাবে এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হও না’। ১০৬. ‘আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকো না, যা তোমার উপকার করতে পারে না এবং তোমার ক্ষতিও করতে পারে না। অতএব তুমি যদি কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি যলিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ১০৭. ‘আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি পৌঁছান, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোন প্রতিরোধকারী নেই। তিনি তার বান্দাদের যাকে ইচ্ছা তাকে তা দেন। আর তিনি পরম ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু’। ১০৮. বল, ‘হে মানুষ’, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সত্য এসেছে। সুতরাং যে হিদায়াত গ্রহণ করবে, সে নিজের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে পথভ্রষ্ট হবে, সে নিজের ক্ষতির জন্য পথভ্রষ্ট হবে। আর আমি তোমাদের অভিভাবক নই। ১০৯. আর তোমার নিকট যে ওয়াহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ কর এবং সবার কর, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।

১১. সূরহুঃ হুদ, আয়াতঃ ১২৩, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-র। এটি কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্তার পক্ষ থেকে। ২. (এ মর্মে) যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে

সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। ৩. আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তার কাছে ফিরে যাও, (তাহলে) তিনি তোমাদেরকে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত উত্তম ভোগ-উপকরণ দেবেন এবং প্রত্যেক আনুগত্যশীলকে তাঁর আনুগত্য মূতাবিক দান করবেন। আর যদি তারা ফিরে যায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের উপর বড় এক দিনের আযাবের ভয় করছি। ৪. আল্লাহর নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। ৫. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা তাদের বুক ফিরিয়ে নেয়, যাতে তারা তার থেকে আত্মগোপন করতে পারে। জেনে রাখ, যখন তারা কাপড় আবৃত হয়, তখন তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী। ৬. আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয়কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও কবরস্থান। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে। ৭. আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, আর তাঁর আশ ছিল পানির উপর, যাতে তিনি পরীক্ষা করেন, কে তোমাদের মধ্যে আমলে সর্বোত্তম। আর তুমি যদি বল, 'মৃত্যুর পর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে', তবে কাফিররা অবশ্যই বলবে, 'এতো শুধুই স্পষ্ট যাদু'। ৮. আর যদি আমি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদের থেকে আযাব বিলম্বিত করি, তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'কোন বস্তু তাকে ঠেকিয়ে রাখল'? সাবধান! যেদিন তাদের উপর তা নেমে আসবে, সেদিন তাদের থেকে তা ফেরানো হবে না এবং তারা যা নিয়ে উপহাস করত, তাদেরকে তা ঘিরে ফেলবে। ৯. আর যদি আমি মানুষকে আমার পক্ষ থেকে রহমাত ভোগ করাই, অতঃপর তার থেকে তা কেড়ে নেই, নিশ্চয়ই সে তখন (হয়ে পড়বে) নিরাশ, অকৃতজ্ঞ। ১০. আর দুঃখ-

দুর্দশা স্পর্শ করার পর যদি আমি তাকে নি'আমাত ভোগ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলবে, 'আমার থেকে বিপদ-আপদ দূর হয়ে গেছে, আর সে হবে অতি উৎফুল্ল, অহঙ্কারী। ১১. তবে যারা সবার করেছে এবং সংকর্ম করেছে, তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। ১২. তাহলে সম্ভবত তুমি তোমার উপর অবতীর্ণ ওয়াহীর কিছু বিষয় ছেড়ে দেবে এবং তোমার বুক সঙ্কুচিত হবে এ কারণে যে, তারা বলে, 'কেন তার উপর ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি, কিংবা তার সাথে মালাইকা আসেনি'? তুমি তো শুধু সতর্ককারী আর আল্লাহ সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। ১৩. নাকি তারা বলে, 'সে এটা রটনা করেছে'? বল, 'তাহলে তোমরা এর অনুরূপ দশটি সূরহ বানিয়ে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ১৪. অতঃপর তারা যদি তোমাদের আত্মানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, এটা আল্লাহর জ্ঞান অনুসারেই নাযিল করা হয়েছে এবং তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতঃপর তোমরা কি অনুগত হবে? ১৫. যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। ১৬. এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল। ১৭. যারা তার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অনুসরণ করে তাঁর পক্ষ থেকে একজন স্বাক্ষী এবং যার পূর্বে রয়েছে মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমাত স্বরূপ, (তারা কি ঐ লোকদের মত, যারা দুনিয়া ও তার জৌলুস কামনায় বিভোর?) এরাই তার প্রতি ঈমান পোষণ করে। আর যে সকল দল তা অস্বীকার করে, আগুনই হবে তাদের

প্রতিশ্রুত স্থান। সুতরাং তুমি এতে মোটেও সন্দেহের মধ্যে থেকে না, নিশ্চয়ই তা তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। ১৮. যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তাদের চেয়ে অধিক যলিম কে? তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং স্বাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই তাদের রবের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছিল'। সাবধান, যলিমদের উপর আল্লাহর লা'নত। ১৯. যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং তাকে বক্র করতে চায়। আর এরাই তো আখিরাতে অস্বীকারকারী। ২০. তারা যমীনে (আল্লাহকে) অক্ষম করতে পারত না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী ছিল না, তাদের জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। তারা শুনতে সক্ষম ছিল না এবং দেখতেও পেত না। ২১. এরা তো নিজদেরই ক্ষতি করেছে, আর তারা যা রটিয়ে বেড়াতে, তাদের থেকে তা হারিয়ে গেছে। ২২. নিঃসন্দেহে তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। ২৩. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং বিনীত হয়েছে তাদের রবের প্রতি, তারাই জাহ্নাতবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ২৪. দল দু'টির উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুস্থান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মত, তুলনায় উভয় দল কি সমান? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ২৫. আর অবশ্যই আমি নূহকে প্রেরণ করেছিলাম তার কওমের কাছে (এই বার্তা দিয়ে) যে, 'আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী'। ২৬. 'যেন তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর যজ্ঞপাদায়ক দিবসের আযাবের ভয় করছি'। ২৭. অতঃপর তার কওমের নেতৃস্থানীয়রা, যারা কুফরী করেছিল, তারা বলল, 'আমরা তো তোমাকে আমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু

দেখছি না এবং আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করছি'। ২৮. সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা কি মনে কর, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হই এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমাত দিয়ে থাকেন, আর তা তোমাদের কাছে গোপন রাখা হয়, তবে কি আমি তোমাদের উপর তোমাদের অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা চাপিয়ে দেব'? ২৯. 'আর হে আমার কওম, এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাই না। আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহর কাছে। যারা ঈমান এনেছে, আমি তাদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিন্তু আমি তো দেখছি তোমরা এক অজ্ঞ জাতি'। ৩০. 'হে আমার কওম, যদি আমি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহর আযাব থেকে কে আমাকে সাহায্য করবে? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'? ৩১. 'আর আমি তোমাদের বলছি না যে, 'আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আছে' এবং আমি গইব জানি না আর আমি এও বলছি না যে, 'আমি মালাইকা'। তোমাদের চোখে যারা হীন, তাদের সম্পর্কে আমি বলছি না যে, 'আল্লাহ তাদেরকে কখনো কোন কল্যাণ দান করবেন না'। তাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবগত। (যদি এরূপ উক্তি করি) তাহলে নিশ্চয়ই আমি যলিমদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৩২. তারা বলল, 'হে নূহ, তুমি আমাদের সাথে বাদানুবাদ করছ এবং আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বিবাদ করছ। অতএব যার প্রতিশ্রুতি তুমি আমাদেরকে দিচ্ছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে আস, যদি

তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'। ৩৩. সে বলল, 'আল্লাহই তো তোমাদের কাছে তা হাজির করবেন, যদি তিনি চান। আর তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না'। ৩৪. 'আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোন উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদের বিভ্রান্ত করতে চান। তিনি তোমাদের রব এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে'। ৩৫. নাকি তারা বলে, 'সে এটা রচনা করেছে'। বল, 'যদি আমি তা রচনা করে থাকি, তবে আমার অপরাধ আমার উপরই বর্তাবে এবং তোমরা যে অপরাধ করছ, আমি তা থেকে মুক্ত'। ৩৬. আর নূহের কাছে ওয়াহী পাঠানো হল যে, 'যারা ঈমান এনেছে, তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে সে জন্য তুমি দুঃখিত হয়ো না'। ৩৭. 'আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওয়াহী অনুসারে নৌকা তৈরী কর। আর যারা যুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোন আবেদন করো না। নিশ্চয়ই তাদেরকে ডুবানো হবে'। ৩৮. আর সে নৌকা তৈরী করতে লাগল এবং যখনই তার কওমের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত। সে বলল, 'যদি তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ'। ৩৯. অতএব, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কার উপর সে আযাব আসবে যা তাকে লাঞ্ছিত করবে এবং কার উপর আপত্তি হবে স্থায়ী আযাব। ৪০. অবশেষে যখন আমার আদেশ আসল এবং চুলা উথলে উঠল, আমি বললাম, 'তুমি তাতে তুলে নাও প্রত্যেক শ্রেণী থেকে জোড়া জোড়া এবং যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে তাদের ছাড়া তোমার পরিবারকে এবং যারা ঈমান এনেছে

তাদেরকে। আর তার সাথে অল্প সংখ্যকই ঈমান এনেছিল। ৪১. আর সে বলল, 'তোমরা এতে আরোহণ কর। এর চলা ও থামা হবে আল্লাহর নামে। নিশ্চয়ই আমার রব অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৪২. আর তা পাহাড়সম ঢেউয়ের মধ্যে তাদেরকে নিয়ে চলছিল এবং নূহ তার পুত্রকে ডাক দিল, আর সে ছিল আলাদা স্থানে- 'হে আমার পুত্র, আমাদের সাথে আরোহণ কর এবং কান্নারদের সাথে থেকে না'। ৪৩. সে বলল, 'অচিরেই আমি একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে'। সে (নূহ) বলল, 'যার প্রতি আল্লাহ দয়া করেছেন সে ছাড়া আজ আল্লাহর আদেশ থেকে কোন রক্ষাকারী নেই'। এরপর তাদের উভয়ের মধ্যে ঢেউ অন্তরায় হয়ে গেল। অতঃপর সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ৪৪. আর বলা হল, 'হে যমীন, তুমি তোমার পানি চুষে নাও, আর হে আসমান, বিরত হও'। অতঃপর পানি কমে গেল এবং (আল্লাহর) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হল, আর নৌকা জুদী পর্বতের উপর উঠল এবং ঘোষণা করা হল, 'ধ্বংস যলিম কওমের জন্য'। ৪৫. আর নূহ তার রবকে ডাকল এবং বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার সন্তান আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা নিশ্চয়ই সত্য। আর আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক'। ৪৬. তিনি বললেন, 'হে নূহ, সে নিশ্চয়ই তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অবশ্যই অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, আমার কাছে তা চেয়ো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও'। ৪৭. সে বলল, 'হে আমার রব, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই তা চাওয়া থেকে আমি অবশ্যই আপনার আশ্রয় চাই। আর যদি আপনি আমাকে মাফ না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে

যাব'। ৪৮. বলা হল, 'হে নূহ, তোমার ও তোমার সাথে যে উম্মাত রয়েছে তাদের উপর আমার পক্ষ থেকে শান্তি ও বারকাতসহ অবতরণ কর। আর আরো অনেক উম্মাতকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেব, তারপর আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে স্পর্শ করবে যজ্ঞাদায়ক আযাব'। ৪৯. এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি তোমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতঃপূর্বে তা না তুমি জানতে এবং না তোমার কওম। সুতরাং তুমি সবার কর। নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য। ৫০. আর আদ জাতির কাছে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই হুদকে। সে বলেছিল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রটনাকারী'। ৫১. 'হে আমার কওম, আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো কেবল তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। এরপরও কি তোমরা বুঝবে না'? ৫২. 'হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও অতঃপর তার কাছে তাওবা কর, তাহলে তিনি তোমাদের উপর মুশলধারে বৃষ্টি পাঠাবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে বিমুখ হয়ে না'। ৫৩. তারা বলল, 'হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, আর তোমার কথায় আমরা আমাদের মাবুদদের ত্যাগ করব না এবং আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসীও নই'। ৫৪. 'আমরা তো কেবল বলছি যে, 'আমাদের কোন কোন মাবুদ তোমাকে অমঙ্গল দ্বারা আক্রান্ত করেছে'। সে বলল, 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে স্বাক্ষী রাখছি আর তোমরা স্বাক্ষী থাক যে, আমি অবশ্যই তা থেকে মুক্ত যাকে তোমরা শরীক কর, ৫৫. আল্লাহ

ছাড়া। সুতরাং তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর তারপর আমাকে অবকাশ দিও না'। ৫৬. 'আমি অবশ্যই তাওয়াক্কুল করেছি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর, প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথে আছেন'। ৫৭. 'অতঃপর তোমরা যদি বিমুখ হও, তবে যা নিয়ে আমি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি তা তো তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার রব তোমাদেরকে ছাড়া অন্য এক জাতিকে হুলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আমার রব সব কিছুর হেফাজতকারী'। ৫৮. আর যখন আমার আদেশ আসল, আমি হুদকে ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমাত দ্বারা রক্ষা করলাম এবং আমি কঠোর আযাব থেকে তাদেরকে নাজাত দিলাম। ৫৯. এই আদ জাতি, তারা তাদের রবের আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তাঁর রসূলদের, আর তারা অনুসরণ করেছিল প্রত্যেক উদ্ধত, হঠকারীর নির্দেশ। ৬০. আর এই হুনিয়াতে লা'নত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামাত দিবসেও। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আদ জাতি তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, হুদের কওম আদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। ৬১. আর সামুদ জাতির প্রতি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই সালিহকে। সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আবাদের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয়ই আমার রব নিকটে, সাড়াদানকারী'। ৬২. তারা বলল, 'হে

সালিহ, তুমি তো ইতঃপূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে প্রত্যাশিত। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ তাদের ইবাদাত করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদাত করত? তুমি আমাদেরকে যার দিকে আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি। ৬৩. সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা কী মনে কর, যদি আমি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমাত দান করেন, তাহলে কে আমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে সাহায্য করবে, যদি আমি তাঁর অবাধ্য হই? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বৃদ্ধি করছ'। ৬৪. 'আর হে আমার কওম, এটি আল্লাহর উট, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। তাই তোমরা একে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর যমীনে (বিচরণ করে) থাকবে এবং কোনরূপ মন্দভাবে তাকে স্পর্শ করো না, তাহলে তোমাদেরকে আশু আযাব পাকড়াও করবে'। ৬৫. অতঃপর তারা তাকে হত্যা করল। তাই সে বলল, 'তোমরা তিন দিন নিজ নিজ গৃহে আনন্দে কাটাও। এ এমন এক ওয়াদা, যা মিথ্যা হবার নয়'। ৬৬. অতঃপর যখন আমার আদেশ এলো, তখন সালিহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমাত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং (নাজাত দিলাম) সেই দিনের লাঞ্ছনা থেকে। নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। ৬৭. আর যারা যুলুম করেছিল, বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল, ফলে তারা নিজদের গৃহে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকল। ৬৮. যেন তারা সেগুলোতে বসবাসই করেনি। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই সামুদ জাতি তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে। জেনে রাখ, সামুদ জাতির জন্য রয়েছে ধ্বংস। ৬৯. আর অবশ্যই আমার মালাইকারা সুসংবাদ নিয়ে ইবরহীমের কাছে আসল, তারা বলল,

'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম'। বিলম্ব না করে সে একটি ভূনা গো বাছুর নিয়ে আসল। ৭০. অতঃপর যখন সে দেখতে পেল, তাদের হাত এর প্রতি পৌঁছাচ্ছে না, তখন তাদেরকে অস্বাভাবিক মনে করল এবং সে তাদের থেকে ভীতি অনুভব করল। তারা বলল, 'ভয় করো না, নিশ্চয়ই আমরা লূতের কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছি'। ৭১. আর তার স্ত্রী দাঁড়ানো ছিল, সে হেসে উঠল। অতঃপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়া'কূবের। ৭২. সে বলল, 'হায়, কী আশ্চর্য! আমি সন্তান প্রসব করব, অথচ আমি বৃদ্ধা, আর এ আমার স্বামী, বৃদ্ধ? এটা তো অবশ্যই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার'। ৭৩. তারা বলল, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে তুমি আশ্চর্য হচ্ছ? হে নাবী পরিবার, তোমাদের উপর আল্লাহর রহমাত ও তাঁর বারকাত। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত সম্মানিত'। ৭৪. অতঃপর যখন ইবরহীম থেকে ভয় দূর হল এবং তার কাছে সুসংবাদ এলো, তখন সে লূতের কওম সম্পর্কে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। ৭৫. নিশ্চয়ই ইবরহীম অত্যন্ত সহনশীল, অধিক অনুনয় বিনয়কারী, আল্লাহমুখী। ৭৬. হে ইবরহীম, তুমি এ থেকে বিরত হও। নিশ্চয়ই তোমার রবের সিদ্ধান্ত এসে গেছে এবং নিশ্চয়ই তাদের উপর আসবে আযাব, যা প্রতিহত হবার নয়। ৭৭. আর যখন লূতের কাছে আমার মালাইকা আসল, তখন তাদের (আগমনের) কারণে তার অস্বস্তিবোধ হল এবং তার অন্তর খুব সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর সে বলল, 'এ তো কঠিন দিন'। ৭৮. আর তার কওম তার কাছে ছুটে আসল এবং ইতঃপূর্বে তারা মন্দ কাজ করত। সে বলল, 'হে আমার কওম, এরা আমার মেয়ে, তারা তোমাদের জন্য পবিত্র। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের ব্যাপারে তোমরা আমাকে অপমানিত

করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবোধ ব্যক্তি নেই? ৭৯. তারা বলল, ‘তুমি অবশ্যই জান, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আর আমরা কী চাই, তা তুমি নিশ্চয়ই জান’। ৮০. সে বলল, ‘তোমাদের প্রতিরোধে যদি আমার কোন শক্তি থাকত অথবা আমি কোন সুদৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতে পারতাম’! ৮১. তারা বলল, ‘হে লূত, আমরা তোমার রবের প্রেরিত মালাইকা, তারা কখনো তোমার কাছে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে রাতের কোন এক অংশে রওয়ানা হও, আর তোমাদের কেউ পিছে তাকাবে না। তবে তোমার স্ত্রী (রওয়ানা হবে না), কেননা তাকে তা-ই আক্রান্ত করবে যা তাদেরকে আক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই তাদের (আযাবের) নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। সকাল কি নিকটে নয়? ৮২. অতঃপর যখন আমার আদেশ এসে গেল, তখন আমি জনপদের উপরকে নীচে উল্টে দিলাম এবং ক্রমাগত পোড়ামাটির পাথর বর্ষণ করলাম, ৮৩. যা চিহ্নিত ছিল তোমার রবের কাছে। আর তা যলিমদের থেকে দূরে নয়। ৮৪. আর মাদইয়ানে আমি (পাঠিয়েছিলাম) তাদের ভাই শু‘আইবকে। সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং মাপ ও ওজন কম করো না; আমি তো তোমাদের প্রাচুর্যশীল দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এক সর্বগ্রাসী দিনের আযাবের ভয় করছি’। ৮৫. ‘আর হে আমার কওম, মাপ ও ওজন পূর্ণ কর ইনসাফের সাথে এবং মানুষকে তাদের পণ্য কম দিও না; আর যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না, ৮৬. ‘আল্লাহর দেয়া উদ্বৃত্ত লাভ তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা মুমিন হও। আর আমি তো তোমাদের হিফাযতকারী নই’। ৮৭. তারা বলল, ‘হে শু‘আইব, তোমার

সলাত কি তোমাকে এই নির্দেশ প্রদান করে যে, আমাদের পিতৃপুরুষগণ যাদের ইবাদাত করত, আমরা তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা করি তাও (ত্যাগ করি?) তুমি তো বেশ সহনশীল সুবোধ’! ৮৮. সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা কী মনে কর, আমি যদি আমার রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন (তাহলে কী করে আমি আমার দায়িত্ব পরিত্যাগ করব)? যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর সহায়তা ছাড়া আমার কোন তওফীক নেই। আমি তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাই’। ৮৯. ‘আর হে আমার কওম, আমার সাথে বৈরিতা তোমাদেরকে যেন এমন কাজে প্ররোচিত না করে যার ফলে তোমাদের সেরূপ আযাব আসবে যে রূপ এসেছিল নূহের কওমের উপর অথবা হুদের কওমের উপর অথবা সালিহের কওমের উপর। আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে দূরে নয়’। ৯০. ‘আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ইস্তিগফার কর অতঃপর তাঁরই কাছে তাওবা কর। নিশ্চয়ই আমার রব পরম দয়ালু, অতীব ভালবাসা পোষণকারী’। ৯১. তারা বলল, ‘হে শু‘আইব, তুমি যা বল, তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না। আর তোমাকে তো আমরা আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকত, তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও’। ৯২. সে বলল, ‘হে আমার কওম! আমার স্বজনরা কি তোমাদের কাছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত? আর তোমরা তাঁকে একেবারে পেছনে ঠেলে

দিলে? তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আমার রব তা পরিবেষ্টন করে আছেন'। ৯৩. 'আর হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের অবস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করছি। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে কার কাছে আসবে সে আযাব যা তাকে লাক্ষিত করবে এবং কে মিথ্যাবাদী। আর তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান। ৯৪. আর যখন আমার আদেশ আসল, তখন শু'আইব ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমাত দ্বারা নাজাত দিলাম এবং যারা যুল্ম করেছিল তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল। ৯৫. যেন তারা সেখানে বসবাসই করেনি। জেনে রাখ, ধ্বংস মাদইয়ানের জন্য, যে রূপ ধ্বংস হয়েছে সামুদ জাতি। ৯৬. আর আমি মুসাকে আমার আয়াতসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছি, ৯৭. ফির'আউন ও তার নেতৃবৃন্দের কাছে। অতঃপর তারা ফির'আউনের নির্দেশের অনুসরণ করল। আর ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। ৯৮. কিয়ামাত দিবসে সে তার কওমের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদেরকে আগুনে উপনীত করে দেবে। যেখানে তারা উপনীত হবে সেটা উপনীত হওয়ার কতইনা নিকট স্থান! ৯৯. আর এখানে (দুনিয়ায়) লা'নত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামাত দিবসেও। কি নিকট প্রতিদান, যা তাদের দেয়া হবে। ১০০. এ হচ্ছে জনপদসমূহের কিছু সংবাদ, যা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তা থেকে কিছু আছে বিদ্যমান এবং কিছু হয়েছে বিলুপ্ত। ১০১. আর আমি তাদের উপর যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজদের উপর যুল্ম করেছে। তারপর যখন তোমার রবের নির্দেশ আসল তখন আল্লাহ ছাড়া যে সব মাবুদকে তারা ডাকত, তারা তাদের কোন উপকার করেনি এবং

তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। ১০২. আর এরূপই হয় তোমার রবের পাকড়াও যখন তিনি পাকড়াও করেন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর। ১০৩. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন তার জন্য যে আখিরতের আযাবকে ভয় করে। সেটি এমন একটি দিন, যেদিন সকল মানুষকে একত্র করা হবে এবং সেটি এমন এক দিন, যেদিন সবাই হাযির হবে। ১০৪. আর নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্যই আমি তা বিলম্বিত করছি। ১০৫. যেদিন তা আসবে সেদিন তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলবে না। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে কেউ দুর্ভাগা, আর কেউ সৌভাগ্যবান। ১০৬. অতঃপর যারা হয়েছে দুর্ভাগা, তারা থাকবে আগুনে। সেখানে থাকবে তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ। ১০৭. সেখানে তারা স্থায়ী হবে, যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে, অবশ্য তোমার রব যা চান। নিশ্চয়ই তোমার রব তা-ই করে যা তিনি ইচ্ছা করেন। ১০৮. আর যারা ভাগ্যবান হয়েছে, তারা জাহান্নামে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে যতদিন পর্যন্ত আসমানসমূহ ও যমীন থাকবে, অবশ্য তোমার রব যা চান, অব্যাহত প্রতিদান স্বরূপ। ১০৯. সুতরাং এরা যাদের ইবাদত করে, তুমি তাদের ব্যাপারে সংশয়ে থেকে না। তারা তো ইবাদাত করে, যেমন ইতঃপূর্বে ইবাদাত করত তাদের পিতৃপুরুষগণ। নিশ্চয়ই আমি তাদের অংশ হ্রাস না করে তাদেরকে পুরোপুরি দেব। ১১০. আর অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর তাতে মতবিরোধ করা হয়েছিল। যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত। আর নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে ঘোর সন্দেহে রয়েছে। ১১১. আর নিশ্চয়ই তোমার রব সবাইকে তাদের আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান

করবেন তারা যা আমাল করে, অবশ্যই তিনি সে ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত। ১১২. সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ সেভাবে তুমি ও তোমার সাথী যারা তাওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই তিনি তার সম্যক দৃষ্ট। ১১৩. আর যারা যুল্ম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। অতঃপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। ১১৪. আর তুমি সলাত কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। ১১৫. তুমি সবার কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ইহসানকারীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। ১১৬. অতএব তোমাদের পূর্বের প্রজন্মসমূহের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান কেন হয়নি, যারা যমীনে ফাসাদ করা থেকে নিষেধ করত? অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। আর যারা যুল্ম করেছে, তারা বিলাসিতার পেছনে পড়ে ছিল এবং তারা ছিল অপরাধী। ১১৭. আর তোমার রব এমন নন যে, তিনি অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করে দেবেন, অথচ তার অধিবাসীরা সংশোধনকারী। ১১৮. যদি তোমার রব চাইতেন, তবে সকল মানুষকে এক উন্মত্তে পরিণত করতেন, কিন্তু তারা পরস্পর মতবিরোধকারী হয়ে গেছে, ১১৯. তবে যাদেরকে তোমার রব দয়া করেছেন, তারা ছাড়া। আর এজন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার রবের কথা চূড়ান্ত হয়েছে যে, 'নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম ভরে দেব জীন ও মানুষ দ্বারা একত্রে'। ১২০. আর রসূলদের এসকল সংবাদ আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি যার দ্বারা আমি তোমার মনকে

স্থির করি আর এতে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ ও স্মরণ। ১২১. আর যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বল, 'তোমরা স্ব স্ব অবস্থানে কাজ কর আমরাও কাজ করছি। ১২২. এবং তোমরা অপেক্ষা কর আমরাও অপেক্ষমান'। ১২৩. আসমানসমূহ ও যমীনের গহব আল্লাহরই এবং তাঁরই কাছে সব বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল কর। আর তোমরা যা কিছু কর সে ব্যাপারে তোমার রব গফিল নন।

১২. সূরহঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ১১১, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ২. নিশ্চয়ই আমি একে আরবী কুরআনরূপে নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৩. আমি তোমার নিকট সুন্দরতম সত্য ঘটনা বর্ণনা করছি, এ কুরআন আমার ওয়াহী হিসেবে তোমার কাছে প্রেরণ করার মাধ্যমে। যদিও তুমি এর পূর্বে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ৪. যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল, 'হে আমার পিতা, আমি দেখেছি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চাঁদকে, আমি দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়'। ৫. সে বলল, 'হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয়ই শায়তন মানুষের প্রকাশ্য দুশমন'। ৬. আর এভাবে তোমার রব তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন। আর তোমার উপর ও ইয়াকূবের পরিবারের উপর তাঁর নি'আমাত পূর্ণ করবেন যেভাবে তিনি তা পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃপুরুষ ইবরহীম ও

ইসহাকের উপর, নিশ্চয়ই তোমার রব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের সত্য ঘটনাতে জিজ্ঞাসুদের জন্য অবশ্যই অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৮. যখন তারা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একই দল। নিশ্চয়ই আমাদের পিতা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছে'। ৯. 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন যমীনে ফেলে আস, তাহলে তোমাদের পিতার আনুকূল্য কেবল তোমাদের জন্য থাকবে এবং তোমরা সৎ লোক হয়ে যাবে'। ১০. তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, 'তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না, আর যদি কিছু করই, তাহলে তাকে কোন কূপের গভীরে ফেলে দাও, যাত্রীদের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে'। ১১. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, কী হল আপনার, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ মনে করছেন না, অথচ আমরাই তার হিতাকাঙ্ক্ষী'? ১২. 'আপনি আগামী কাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে সানন্দে ঘোরাফেরা করবে ও খেলবে। আর অবশ্যই আমরা তার হেফাযতকারী'। ১৩. সে বলল, 'নিশ্চয়ই এটা আমাকে কষ্ট দেবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি, নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে, যখন তোমরা তার ব্যাপারে গফিল থাকবে'। ১৪. তারা বলল, 'আমরা একই দলভুক্ত থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলে তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত'। ১৫. অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে কূপের গভীরে ফেলে দিতে একমত হল (তখন তারা তাই করল) এবং আমি তার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করলাম এই মর্মে যে, 'অবশ্যই তুমি তাদেরকে (ভবিষ্যতে) তাদের এই কর্ম সম্পর্কে জানাবে, এমতাবস্থায় যে, তারা উপলব্ধি করতে পারবে না'।

১৬. আর তারা রাতের প্রথম ভাগে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট আসল। ১৭. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আমরা প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম আর ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম আমাদের মালপত্রের নিকট, অতঃপর নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। আর আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী হই'। ১৮. আর তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। সে বলল, 'বরং তোমাদের নফস তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে। সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য্য। আর তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে আল্লাহই সাহায্যস্থল'। ১৯. আর একটি যাত্রীদল আসল এবং তারা তাদের পানি সংগ্রহকারীকে প্রেরণ করল অতঃপর সে তার বালতি ফেলল। সে বলে উঠলো, 'কী সুখবর! এ যে একটি বালক' এবং তারা তাকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে গোপন করে ফেলল। আর তারা যা কিছু করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। ২০. আর তারা তাকে অতি নগণ্য মূল্যে কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল এবং তারা তার ব্যাপারে ছিল অনাগ্রহী। ২১. আর মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, 'এর থাকার সুন্দর সম্মানজনক ব্যবস্থা কর। আশা করা যায়, সে আমাদের উপকার করবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব' এবং এভাবেই আমি যমীনে ইউসুফকে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং যেন আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। আল্লাহ নিজ কর্ম সম্পাদনে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। ২২. আর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, আমি তাকে হিকমাত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি ইহসানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। ২৩. আর যে মহিলার ঘরে সে ছিল, সে তাকে কুপ্ররোচনা দিল এবং দরজাগুলো বন্ধ

করে দিল আর বলল, 'এসো'। সে বলল, আল্লাহর আশ্রয় (চাই)। নিশ্চয়ই তিনি আমার মনিব, তিনি আমার থাকার সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। নিশ্চয়ই যলিমগণ সফল হয় না। ২৪. আর সে মহিলা তার প্রতি আসক্ত হল, আর সেও তার প্রতি আসক্ত হত, যদি না তার রবের স্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করত। এভাবেই, যাতে আমি তার থেকে অনিষ্ট ও অশ্লীলতা দূর করে দেই। নিশ্চয়ই সে আমার খালেস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ২৫. আর তারা উভয়ে দরজার দিকে দৌড়ে গেল এবং মহিলা পেছন হতে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। আর তারা মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল, 'যে লোক তোমার পরিবারের সাথে মন্দকর্ম করতে চেয়েছে, তাকে কারাবন্দি করা বা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া তার আর কী দণ্ড হতে পারে?' ২৬. সে বলল, 'সে-ই আমাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছে'। আর মহিলার পরিবার থেকে এক সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করল, 'যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) সত্য বলেছে এবং সে (পুরুষ) মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। ২৭. 'আর তার জামা যদি পেছন থেকে ছেঁড়া হয় তাহলে সে (মহিলা) মিথ্যা বলেছে এবং সে (পুরুষ) হচ্ছে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। ২৮. অতঃপর যখন সে দেখল, তার জামা পেছন থেকে ছেঁড়া তখন বলল, 'নিশ্চয়ই এটি তোমাদের ষড়যন্ত্র। নিশ্চয়ই তোমাদের ষড়যন্ত্র ভয়ানক'। ২৯. 'ইউসুফ, তুমি এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাও, আর (হে নারী) তুমি তোমার পাপের জন্য ইন্তেগফার কর। নিশ্চয়ই তুমিই পাপীদের অন্তর্ভুক্ত'। ৩০. আর নগরীতে মহিলারা বলাবলি করল, 'আযীয পত্নী স্বীয় যুবককে কুপ্ররোচনা দিচ্ছে। (যুবকের প্রতি) গভীর প্রেম তাকে আসক্ত করে ফেলেছে, নিশ্চয়ই আমরা তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি'। ৩১.

অতঃপর যখন সে তাদের কূটকৌশলের কথা শুনতে পেল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য আসন প্রস্তুত করল, আর তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি প্রদান করল এবং ইউসুফকে বলল, 'তাদের সামনে বেরিয়ে আস'। অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল, তখন তাকে বিশাল সৌন্দর্যের অধিকারী মনে করল এবং তারা নিজদের হাত কেটে ফেলল আর বলল, 'মহিমা আল্লাহর, এতো মানুষ নয়। এ তো এক সম্মানিত মালাইকা'। ৩২. সে বলল, 'এ-ই সে, যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভ্রমসনা করেছিলে। আর আমিই তাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছি; কিন্তু সে বিরত থেকেছে এবং আমি তাকে যা আদেশ করছি সে যদি তা না করে তবে অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং নিশ্চয়ই সে অপদস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ৩৩. সে (ইউসুফ) বলল, 'হে আমার রব, তারা আমাকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছে তা থেকে কারাগারই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আর যদি আপনি আমার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং আমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হব'। ৩৪. অতঃপর তার রব তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তার থেকে তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৩৫. তারপর নিদর্শনসমূহ দেখার পরে তাদের কাছে স্পষ্ট হল, কিছু কাল পর্যন্ত অবশ্যই তারা তাকে কারারুদ্ধ করে রাখবে। ৩৬. আর কারাগারে তার সাথে প্রবেশ করল দু'জন যুবক। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে দেখতে পেলাম যে, আমি মদ নিংড়াচ্ছি'। আর অপর জন বলল, 'আমি স্বপ্নে আমাকে দেখেছি যে, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি তা থেকে পাখি খাচ্ছে। আপনি আমাদেরকে স্বপ্ন ব্যাখ্যা অবহিত করুন। নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে ইহমার্ম ওঈনাদের

অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাচ্ছি'। ৩৭. সে বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব। সেটি এমন জ্ঞান থেকেই বলব যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমি পরিত্যাগ করেছি সে কণ্ঠের ধর্ম যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং যারা আখিরাতকে অস্বীকারকারী'। ৩৮. 'আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধীন। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয়। এটি আমাদের ও সকল মানুষের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না'। ৩৯. 'হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভাল নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ'? ৪০. 'তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না'। এটিই সঠিক ধীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না'। ৪১. 'হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, তোমাদের একজন স্বীয় মনিবকে মদপান করাবে। আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে, অতঃপর পাখি তার মাথা থেকে আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চাচ্ছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে'। ৪২. আর তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে ধারণা করল তাকে বলল, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে'। কিন্তু শায়তন তাকে স্বীয় মনিবের নিকট উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে দিল। ফলে সে কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করল। ৪৩. আর বাদশাহ বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখছি, সাতটি মোটা তাজা গাভী, তাদের খেয়ে

ফেলেছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে পরিষদবর্গ, তোমরা আমাকে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দাও যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে থাক'। ৪৪. তারা বলল, 'এটি এলোমেলো অলীক স্বপ্ন। আর আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় জ্ঞানী নই'। ৪৫. আর সে দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, সে বলল এবং দীর্ঘ দিন পর তার স্মরণ হল, 'আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা জানিয়ে দিচ্ছি, অতএব তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও'। ৪৬. 'হে ইউসুফ, হে সত্যবাদী, আপনি আমাদের ব্যাখ্যা দিন, সাতটি মোটা তাজা গাভী সম্বন্ধে, যাদের কাছে সাতটি ক্ষীণকায় গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্পর্কে, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি যেন তারা জানতে পারে'। ৪৭. সে বলল, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ থাকবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে দেবে'। ৪৮. 'তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সম্বল রেখে দেবে এরা (ঐ সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলেবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে'। ৪৯. 'এরপর আসবে এমন এক বছর যাতে মানুষ বৃষ্টি সিক্ত হবে এবং যাতে তারা (ফলের ও যায়তুনের) রস নিংড়াবে'। ৫০. আর বাদশাহ বলল, 'তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আস'। অতঃপর যখন দূত তার কাছে আসল তখন, সে বলল, তুমি তোমার মনিবের নিকট ফিরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কর, যে সব মহিলা নিজ নিজ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? নিশ্চয়ই আমার রব তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত'। ৫১. বাদশাহ বলল, 'তোমরা যখন ইউসুফকে কুপ্ররোচনা দিয়েছিলে তখন তোমাদের

কী হয়েছিল? তারা বলল, ‘মহিমা আল্লাহর! আমরা তার ব্যাপারে খারাপ কিছু জানি না’। আযীয পত্নী বলল, ‘এখন সত্য প্রকাশ পেয়েছে, আমিই তাকে কুপ্ররোচনা দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’। ৫২. এটি এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে, আমি তার অনুপস্থিতিতে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে দেন না। ৫৩. ‘আর আমি আমার নাফসকে পবিত্র মনে করি না, নিশ্চয়ই নাফস মন্দ কজের নির্দেশ দিয়ে থাকে, আমার রব যাকে দয়া করেন সে ছাড়া। নিশ্চয়ই আমার রব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। ৫৪. আর বাদশাহ বলল, ‘তোমরা তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে নিজের জন্য আপন করে নেব’। অতঃপর যখন সে তার সাথে কথা বলল, তখন বলল, ‘নিশ্চয়ই আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাবান ও আস্থাভাজন’। ৫৫. সে বলল, ‘আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয়ই আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ’। ৫৬. আর এমনিভাবে আমি ইউসুফকে যমীনে কর্তৃত্ব প্রদান করেছি, সে তার যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা স্থায়ী রহমাত দান করি, আর আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। ৫৭. আর যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্য আখিরতের প্রতিদানই উত্তম। ৫৮. আর ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে প্রবেশ করল। অতঃপর সে তাদেরকে চিনল, অথচ তারা তাকে চিনতে পারল না। ৫৯. আর সে যখন তাদেরকে তাদের রসদসামগ্রী প্রস্তুত করে দিল, তখন বলল, ‘তোমরা তোমাদের পিতার পক্ষ হতে তোমাদের এক ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আস, তোমরা কি দেখ না, আমি পরিমাপে পূর্ণমাত্রায় দেই এবং আমি উত্তম

অতিথিপরায়ণ? ৬০. আর যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আস, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন পরিমাপকৃত (রসদ) নেই এবং তোমরা আমার নিকটবর্তীও হযো না’। ৬১. তারা বলল, ‘তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে রাজি করাব, আর এটি আমরা করবই’। ৬২. আর সে তার যুবক কর্মচারীদেরকে বলল, ‘তাদের পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও, যাতে পরিবারের নিকট ফিরে গিয়ে তারা তা চিনতে পারে। আশা করি তারা ফিরে আসবে’। ৬৩. অতঃপর যখন তারা তাদের বাবার কাছে ফিরে আসল, তখন বলল, ‘হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য পরিমাপকৃত রসদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠান, যেন আমরা পরিমাপ করে রসদ আনতে পারি। আর অবশ্যই আমরা তার হেফাযত করব’। ৬৪. সে বলল, ‘তোমাদেরকে কি আমি তার ব্যাপারে নিরাপদ মনে করব, যেমন নিরাপদ মনে করেছিলাম ইতঃপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে? তবে আল্লাহ উত্তম হেফাযতকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু’। ৬৫. আর যখন তারা তাদের মাল-পত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য তাদের কাছে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, ‘হে আমাদের পিতা, আমরা আর কী চাই? এই আমাদের পণ্যমূল্য, তা আমাদেরকে ফেরৎ দেয়া হয়েছে। আর আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসব, আমাদের ভাইকে হেফাযত করব এবং আরো এক উট বোঝাই রসদ বেশি আনব, (বাদশাহর জন্য) ঐ রসদ (প্রদান) খুবই সহজ’। ৬৬. সে বলল, ‘আমি তোমাদের সাথে তাকে কখনো পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার প্রদান কর যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে নিয়ে আসবে। তবে তোমরা (শত্রু বা বিপদ

দ্বারা) বেষ্টিত হলে ভিন্ন কথা। অতঃপর যখন তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিল, তখন সে বলল, ‘আমরা যা বলছি সে ব্যাপারে আল্লাহই স্বাক্ষরী’। ৬৭. সে বলল, ‘হে আমার ছেলেরা, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ কর এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিপরীতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হুকুম একমাত্র আল্লাহরই। তাঁরই উপর আমি তাওয়াঙ্কুল করছি এবং তাঁরই উপর যেন সকল তাওয়াঙ্কুলকারী তাওয়াঙ্কুল করে’। ৬৮. আর যখন তারা প্রবেশ করল, যেভাবে তাদের পিতা তাদেরকে আদেশ করেছিল, তা আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে তাদের কোন উপকারে আসেনি, তবে তা ছিল ইয়া’কূবের মনের একটি ইচ্ছা, যা সে ব্যক্ত করেছিল। আর সে ছিল জ্ঞানী, কারণ আমি তাকে শিখিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। ৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন সে তার ভাইকে নিজের কাছে স্থান দিল এবং বলল, ‘আমি তোমার ভাই, কাজেই ইতঃপূর্বে তারা যা করত, তাতে তুমি দুঃখ পেয়ো না’। ৭০. অতঃপর সে যখন তাদেরকে তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিল, তখন তার ভাইয়ের মালপত্রে পানপাত্রটি রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করল, ‘ওহে কাফেলার লোকজন, নিশ্চয়ই তোমরা চোর’। ৭১. তারা ওদের দিকে ফিরে বলল, ‘তোমরা কী হারিয়েছ’? ৭২. তারা বলল, ‘আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি, যে তা এনে দেবে, তার জন্য রয়েছে এক উট বোঝাই পুরস্কার। আর আমিই এর যামিন’। ৭৩. তারা বলল, ‘আল্লাহর কসম, তোমরা নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছ, আমরা এ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি, আর আমরা চোর নই’। ৭৪. তারা বলল, ‘তাহলে তার শাস্তি কি হবে, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও’? ৭৫. তারা বলল,

‘তার শাস্তি হবে, যার মালপত্রের ভিতর ওটি পাওয়া যাবে, সে-ই হবে তার বিনিময়। এভাবেই আমরা যালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি’। ৭৬. তারপর সে তার ভাইয়ের পাত্রের পূর্বে তাদের পাত্রগুলো দিয়ে (তল্লাশী) শুরু করল, তারপর সেটি তার ভাইয়ের পাত্র থেকে বের করল, এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া বাদশাহর আইনে সে তার ভাইকে রেখে দিতে পারত না, আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা উঁচু করে দেই এবং প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে একজন মহাজ্ঞানী। ৭৭. তারা বলল, ‘যদি সে চুরি করে থাকে, তবে ইতঃপূর্বে তার এক ভাই চুরি করেছিল’। ইউসুফ বিষয়টি নিজের কাছে গোপন রাখল, তাদের কাছে প্রকাশ করল না, সে (মনে মনে) বলল, ‘তোমাদের অবস্থান তো নিকৃষ্টতর, তোমরা যা বলছ, সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালভাবেই অবগত’। ৭৮. তারা বলল, ‘হে আযীয, তার পিতা বড় বৃদ্ধ, আপনি তার স্থলে আমাদের একজনকে নিন, আমরা তো আপনাকে দেখছি সংকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত’। ৭৯. সে বলল, ‘যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে পাকড়াও করা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি, এমন করলে আমরা হয়ে যাব নিশ্চিত যলিম’। ৮০. তারপর যখন তারা তার ব্যাপারে নিরাশ হল, তখন তারা পরামর্শ করতে একান্তে মিলিত হল। তাদের বড়জন বলল, ‘তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন, আর ইতঃপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে যে অন্যায় করেছ? সুতরাং যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেবেন অথবা আল্লাহ আমার ব্যাপারে ফয়সালা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এদেশ ছেড়ে যাব না এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী’। ৮১. ‘তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং

বল, হে আমাদের পিতা, আপনার ছেলে তো চুরি করেছে, আর আমরা যা জানি তাঁরই সাক্ষ্য দিয়েছি এবং আমরা গাইব সংরক্ষণকারী নই। ৮২. 'আর যে জনপদে আমরা ছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা করুন এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও, আর অবশ্যই আমরা সত্যবাদী।' ৮৩. সে বলল, 'বরং তোমাদের নাফস তোমাদের জন্য একটি গল্প সাজিয়েছে, সুতরাং (আমার করণীয় হচ্ছে) সুন্দর ধৈর্য্য। আশা করি, আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' ৮৪. আর তাদের থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'ইউসুফের জন্য আফসোস! আর দুঃখে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল, কিন্তু সে তো সংবরণকারী।' ৮৫. তারা বলল, 'আল্লাহর কসম, আপনি তো ইউসুফকে স্মরণ করতেই থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছবেন অথবা ধ্বংস হয়ে যাবেন।' ৮৬. সে বলল, 'আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।' ৮৭. 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ খবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ে না, কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয় না।' ৮৮. অতঃপর যখন তারা ইউসুফের কাছে প্রবেশ করল, তখন বলল, 'হে আযীয, অভাব-অনটন আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে স্পর্শ করেছে, আর আমরা তুচ্ছ পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব, আমাদেরকে মাপে পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের প্রতিদান দেন।' ৮৯. সে বলল, 'তোমাদের জানা আছে কি, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করেছিলে,

যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে? ৯০. তারা বলল, 'তুমি কি সত্যিই ইউসুফ? সে বলল, আমি ইউসুফ, আর এ আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সংকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।' ৯১. তারা বলল, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আমাদের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, আর আমরাই ছিলাম অপরাধী।' ৯২. সে বলল, 'আজ তোমাদের উপর কোন ভরসনা নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর তিনি সবচেয়ে বেশি দয়ালু।' ৯৩. 'তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, অতঃপর সেটি আমার পিতার চেহারায় ফেল। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার কাছে চলে আস।' ৯৪. আর যখন কাফেলা বের হল, তাদের পিতা বলল, 'নিশ্চয়ই আমি ইউসুফের দ্বাণ পাচ্ছি, যদি তোমরা আমাকে নির্বোধবুদ্ধ মনে না কর।' ৯৫. তারা বলল, 'আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরোন ভ্রাতৃত্বই আছেন।' ৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা এলো, তখন সে জামাটি তার চেহারায় ফেলল। এতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে যা জানি তোমরা তা জানো না।' ৯৭. তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা, আপনি আমাদের পাপ মোচনের জন্য ক্ষমা চান। নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম অপরাধী।' ৯৮. সে বলল, 'অচিরেই আমি তোমাদের জন্য আমার রবের নিকট ক্ষমা চাইব, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' ৯৯. অতঃপর যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করল, তখন সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান করে দিল এবং বলল, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।' ১০০. আর সে তার পিতামাতাকে

রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, 'হে আমার পিতা, এই হল আমার ইতিপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, শায়তন আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পর। নিশ্চয়ই আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয়ই তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়'। ১০১. 'হে আমার রব, আপনি আমাকে কিছু রাজত্ব দান করেছেন এবং স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন'। ১০২. এগুলো গায়েবের খবর, যা আমি তোমার কাছে ওয়াহী করছি। তুমি তো তাদের নিকট ছিলে না যখন তারা তাদের সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল অথচ তারা ষড়যন্ত্র করছিল। ১০৩. আর তুমি আকাজ্ঞা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন হবার নয়। ১০৪. আর তুমি এর উপর তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও না, এ তো (কুরআন) সমগ্র সৃষ্টির জন্য উপদেশমাত্র। ১০৫. আর আসমানসমূহ ও যমীনে কত নিদর্শন রয়েছে, যা তারা অতিক্রম করে চলে যায়, অথচ সেগুলো থেকে তারা বিমুখ। ১০৬. তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে (ইবাদাতে) শিরক করা অবস্থায়। ১০৭. আর তারা কি নিরাপদ বোধ করছে যে, তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন সর্বগ্রাসী আযাব আসবে না অথবা হঠাৎ তারা টের না পেতেই কিয়ামাত উপস্থিত হবে না? ১০৮. বল, 'এটা আমার পথ। আমি জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই এবং

যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'। ১০৯. আর আমি তোমার পূর্বে জনপদবাসী থেকে পুরুষদেরকেই কেবল রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের উপর আমি ওয়াহী নাযিল করতাম। তারা কি যমীনে বিচরণ করে না। তাহলে দেখত, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কিরূপ হয়েছে? আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরতের আবাসস্থানই উত্তম, তবুও কি তোমরা বুঝ না? ১১০. অবশেষে যখন রসূলগণ (কওমের ঈমান থেকে) নিরাশ হয়ে গেল এবং তারা মনে করল তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল, অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা নাজাত দেই, আর অপরাধী কওম থেকে আমার শাস্তি ফেরানো হয় না। ১১১. তাদের এ সত্য ঘটনা গুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোন বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমাত ঐ কওমের জন্য যারা ঈমান আনে।

১৩. সূরহু: আর্-র'দ, আয়াত: ৪৩, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম-র; এগুলো কিতাবের আয়াত, আর তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর যা কিছু নাযিল হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনে না। ২. আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঠু করেছেন যা তোমরা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। এর প্রত্যেকটি

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করেন, যাতে তোমাদের রবের সাক্ষাতের ব্যাপারে তোমরা দৃঢ়বিশ্বাসী হতে পার। ৩. আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৪. আর যমীনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আগুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ কওমের জন্য যারা বুঝে। ৫. আর যদি তুমি আশ্চর্য বোধ কর, তাহলে আশ্চর্যজনক হল তাদের এ বক্তব্য, ‘আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হব’? এরাই তারা, যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করেছে, আর ওদের গলায় থাকবে শিকল এবং ওরা অগ্নিবাসী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ৬. আর তারা তোমার কাছে ভালোর পূর্বে মন্দের জন্য তাড়াহুড়া করে, অথচ তাদের পূর্বে অনেক (অনুরূপ লোকদের) শাস্তি গত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই তোমার রব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল তাদের যুল্ম সত্ত্বেও এবং নিশ্চয়ই তোমার রব কঠিন শাস্তিদাতা। ৭. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, ‘তার উপর তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল হয় না কেন’? তুমি তো কেবল সতর্ককারী, আর প্রত্যেক কওমের জন্য রয়েছে হিদায়াতকারী। ৮. আল্লাহ জানেন যা প্রতিটি নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কমে ও বাড়ে। আর তাঁর

নিকট প্রতিটি বস্তু নির্দিষ্ট পরিমাণে রয়েছে। ৯. তিনি গইব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ। ১০. তোমাদের মধ্যে কেউ কথা গোপন রাখুক বা প্রকাশ করুক। আর রাতে লুকিয়ে করুক বা দিনে প্রকাশ্যে করুক, সবই তাঁর নিকট সমান। ১১. মানুষের জন্য রয়েছে, সামনে ও পেছনে, একের পর এক আগমনকারী প্রহরী, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাকে হেফাযত করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন কওমের অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর যখন আল্লাহ কোন জাতির মন্দ চান, তখন তা প্রতিহত করা যায় না এবং তাদের জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। ১২. তিনিই ভয় ও আশা সঞ্চারণ করার জন্য তোমাদেরকে বিজলী দেখান এবং তিনি ভারী মেঘমালা সৃষ্টি করেন। ১৩. আর বজ্র তার সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ করে এবং মালাইকারাও তার ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন এবং তারা আল্লাহ সঙ্কে ঝগড়া করতে থাকে। আর তিনি শক্তিতে প্রবল, শান্তিতে কঠোর। ১৪. সত্যের আহ্বান তাঁরই, আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না, বরং (তাদের দৃষ্টান্ত) ঐ ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে তার দু'হাত বাড়িয়ে দেয় যেন তা তার মুখে পৌঁছে অথচ তা তার কাছে পৌঁছাবার নয়। আর কাকেরদের ডাক তো শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়। ১৫. আর আল্লাহর জন্যই আসমানসমূহ ও যমীনের সবকিছু অনুগত ও বাধ্য হয়ে সিজদা করে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের ছায়াগুলোও।^{সাজদা} ১৬. বল, ‘আসমানসমূহ ও যমীনের রব কে’? বল, ‘আল্লাহ’। তুমি বল, ‘তোমরা কি তাঁকে ছাড়া এমন কিছুকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছ, যারা তাদের নিজদের কোন উপকার অথবা অপকারের মালিক না’? বল,

‘অন্ধ ও দৃষ্টিমান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর জন্য এমন কতগুলো শরীক নির্ধারণ করেছে, যেগুলো তাঁর সৃষ্টির তুল্য কিছু সৃষ্টি করেছে, ফলে তাদের নিকট সৃষ্টির বিষয়টি একরকম মনে হয়েছে?’ বল, ‘আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাবান’। ১৭. তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, এতে উপত্যকাগুলো তাদের পরিমাণ অনুসারে প্রাণিত হয়, ফলে প্রাণ উপরস্থিত ফেনা বহন করে নিয়ে যায়। আর অলংকার ও তৈজসপত্র তৈরীর উদ্দেশ্যে তারা আগুনে যা কিছু উত্তপ্ত করে তাতেও অনুরূপ ফেনা হয়। এমনিভাবে আল্লাহ হাক্ক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপর ফেনাগুলো নিঃশেষ হয়ে যায়, আর যা মানুষের উপকার করে, তা যমীনে থেকে যায়। এমনিভাবেই আল্লাহ দৃষ্টান্তসমূহ পেশ করে থাকেন। ১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। আর যারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, যদি তারা যমীনে যা আছে তার সবকিছু ও এর সমপরিমাণের মালিক হয়ে যায়, তাহলে তারা তা মুক্তিপণ স্বরূপ অবশ্যই দিয়ে দিত। তাদের জন্য রয়েছে মন্দ হিসাব এবং তাদের আবাস জাহান্নাম, আর তা নিকৃষ্টতম শয্যাস্থল। ১৯. যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। ২০. যারা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। ২১. আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, যারা তা অটুট রাখে এবং তাদের রবকে ভয় করে, আর মন্দ হিসাবের আশঙ্কা করে। ২২. যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর করে, সলাত কয়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক প্রদান করেছি,

তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল কাজের মাধ্যমে মন্দকে দূর করে, তাদের জন্যই রয়েছে আখিরতের শুভ পরিণাম। ২৩. স্থায়ী জাম্বাতসমূহ, যাতে তারা এবং তাদের পিতৃপুরুষগণ, তাদের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সং ছিল তারা প্রবেশ করবে। আর মালাইকারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের নিকট প্রবেশ করবে। ২৪. (আর বলবে) ‘শান্তি তোমাদের উপর, কারণ তোমরা সবর করেছ, আর আখিরতের এ পরিণাম কতই না উত্তম’। ২৫. আর যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ যে সম্পর্ক অটুট রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের জন্যই লা’নত আর তাদের জন্যই রয়েছে আখিরতের মন্দ আবাস। ২৬. আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তারা দুনিয়ার জীবন নিয়ে উৎফুল্লতায় আছে, অথচ আখিরতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খুবই নগণ্য। ২৭. আর যারা কুফরী করেছে, তারা বলে, ‘তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয় না?’ বল, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিযুক্তী হয়, তাকে তিনি তাঁর দিকে পথ দেখান’। ২৮. ‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’। ২৯. ‘যারা ঈমান আনে এবং নেক আমাল করে, তাদের জন্য রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য ও সুন্দর প্রত্যাবর্তনস্থল’। ৩০. এমনিভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির নিকট, যার পূর্বে অনেক জাতি গত হয়েছে, যেন আমি তোমার প্রতি যে ওয়াহী প্রেরণ করেছি, তা তাদের নিকট তিলাওয়াত কর। অথচ তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বল, ‘তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া আর

কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন'। ৩১. আর যদি এমন কোন কুরআন হত, যার দ্বারা পাহাড়সমূহকে চলমান করা যেত অথবা যমীনকে টুকরো-টুকরো করা যেত অথবা তার দ্বারা মৃতকে কথা বলানো যেত (তবে সেটা এই কুরআনই হত, আর তারা ঈমান আনত না)। বরং সব সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। যারা ঈমান এনেছে, তারা কি (ওদের ঈমানের ব্যাপারে) নিরাশ হয়নি এবং তারা জানে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে সমগ্র মানুষকে হিদায়াত দান করতেন? আর যারা কুফরী করে, তাদের কর্মের দরুন সর্বদা তাদের বিপদ ঘটতে থাকবে অথবা তাদের আবাসের আশপাশে বিপদ আপতিত হতে থাকবে, অবশেষে আসবে আল্লাহর ওয়াদা। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। ৩২. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে রসূলদের নিয়ে উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা কুফরী করেছে, আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব, কেমন ছিল আমার আযাব! ৩৩. তবে কি প্রতিটি নার্স যা উপার্জন করে যিনি তার দায়িত্বশীল (তিনিই ইবাদাতের অধিক উপযুক্ত, নাকি এই শরীকগুলো?) এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর সাথে অনেক শরীক সাব্যস্ত করেছে। বল, 'তোমরা এদের পরিচয় দাও'। নাকি তোমরা তাকে যমীনের এমন কিছু জানাবে যে ব্যাপারে তিনি জানেন না? নাকি তোমরা ভাসাভাসা কথা বলছ? বরং যারা কুফরী করেছে তাদের নিকট তাদের ষড়যন্ত্রকে শোভিত করা হয়েছে এবং তারা সরল পথ হতে বাধা প্রদান করেছে। আর আল্লাহ যাকে পথহারা করেন, তার কোন হিদায়াতকারী নেই। ৩৪. তাদের জন্যই রয়েছে দুনিয়ার জীবনে আযাব, আর আখিরতের আযাব তো আরো কঠিন। আল্লাহর আযাব থেকে তাদের

কোন রক্ষাকারী নেই। ৩৫. মুত্তাকীদের যে জাম্মাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সেটির দৃষ্টান্ত এরূপ, তার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তার খাদ্যসামগ্রী ও তার ছায়া সার্বক্ষণিক। যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, এটি তাদের শুভ পরিণাম আর কাফিরদের পরিণাম আগুন। ৩৬. আর আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তোমার উপর যা নাযিল হয়, তাতে তারা উৎফুল্ল হয়। আর দলগুলোর মধ্যে কেউ কেউ এর কিছু অংশকে অস্বীকার করে। বল, 'আমাকে কেবল আদেশ দেয়া হয়েছে, যেন আমি আল্লাহর ইবাদাত করি এবং তাঁর সাথে শরীক না করি। আমি তাঁরই দিকে দাওয়াত দেই এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তনস্থল'। ৩৭. আর এভাবেই আমি কুরআনকে বিধান স্বরূপ আরবীতে নাযিল করেছি। তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পরও যদি তুমি তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ ছাড়া তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষাকারী নেই। ৩৮. আর অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি রসূলদের প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে দিয়েছি স্ত্রী ও সম্ভান-সম্ভতি। আর কোন রসূলের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসবে। প্রতিটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য রয়েছে লিপিবদ্ধ বিধান। ৩৯. আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন স্থির রাখেন, আর তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব। ৪০. আর যে প্রতিশ্রুতি আমি তাদেরকে দিছি, যদি তার কিছু তোমাকে দেখাই অথবা তোমার মৃত্যু ঘটাই (তাতে কিছুই আসে যায় না)। তবে তোমার কর্তব্য কেবল পৌঁছে দেয়া, আর আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া। ৪১. তারা কি দেখে না, আমি যমীনকে চতুর্দিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি। আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই এবং তিনিই দ্রুত হিসাব

গ্রহণকারী। ৪২. আর তাদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছিল, অথচ সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। প্রতিটি ব্যক্তি যা অর্জন করে, তিনি তা জানেন। আর কাফিররা অচিরেই জানবে আখিরতের শুভ পরিণতি কাদের জন্য। ৪৩. আর যারা কুফরী করে, তারা বলে, ‘তুমি রসূল নও’। বল, ‘আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষরী হিসেবে যথেষ্ট এবং যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে সেও’।

১৪. সূরহঃ ইবরহীম, আয়াতঃ ৫২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-র; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্বপ্রশংসিতের পথের দিকে। ২. আল্লাহর (পথ), আসমানসমূহ ও যমীনের সব কিছুই যার মালিকানায় এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাবের দুর্ভোগ। ৩. যারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাত থেকে অধিক পছন্দ করে, আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতার সন্ধান করে; তারা ঘোরতর ভ্রষ্টতায় রয়েছে। ৪. আর আমি প্রত্যেক রসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়, সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৫. আর আমি মুসাকে আমার আয়াতসমূহ দিয়ে পাঠিয়েছি যে, ‘তুমি তোমার কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বের করে আন এবং আল্লাহর দিবসসমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দাও’। নিশ্চয়ই এতে প্রতিটি ধৈর্য্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন। ৬. আর যখন

মুসা তার কওমকে বলেছিল, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি‘আমাত স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফির‘আউন পরিবারের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, তারা তোমাদের জঘন্য আযাব দিত। আর তারা তোমাদের ছেলেদেরকে যবেহ করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর তাতে ছিল তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মহাপরীক্ষা। ৭. আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের বাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, নিশ্চয়ই আমার আযাব বড় কঠিন’। ৮. আর মুসা বলল, ‘যদি তোমরা ও যমীনের সকলে কুফরী কর, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত’। ৯. তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্বের লোকদের সংবাদ পৌঁছেনি? নূহ, আদ ও সামূদ জাতির এবং যারা তাদের পরের, যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের রসূলগণ তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল, ফলে তারা ফিরিয়ে দিল তাদের হাত তাদের মুখে এবং বলল, ‘নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, তা আমরা অস্বীকার করলাম। আর তোমরা আমাদের যে বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছ, সে বিষয়ে আমরা ঘোর সন্দেহে রয়েছি’। ১০. তাদের রসূলগণ বলেছিল, ‘আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন এবং তিনি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেন’। তারা বলল, ‘তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষরা যার ইবাদাত করত, তা থেকে ফিরাতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস’। ১১. তাদেরকে তাদের রসূলগণ বলল, ‘আমরা তো কেবল

তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর উপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত। ১২. ‘আর আমরা কেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না, অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তার উপর অবশ্যই সবর করব। আর আল্লাহর উপরই যেন তাওয়াক্কুলকারীরা তাওয়াক্কুল করে’। ১৩. আর যারা কুফরী করেছে, তারা তাদের রসূলদের বলল, ‘আমরা তোমাদেরকে আমাদের ভূ-খণ্ড থেকে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসবে’। অতঃপর তাদের রব তাদের নিকট ওয়াহী পাঠালেন, ‘আমি অবশ্যই যলিমদের ধ্বংস করে দেব’। ১৪. ‘আর নিশ্চয়ই আমি তাদের পর তোমাদেরকে যমীনে বাস করতে দেব। এটা তার জন্য, যে আমার অবস্থানকে ভয় করে এবং ভয় করে আমার ধমকের’। ১৫. আর তারা বিজয় কামনা করল, আর ব্যর্থ হল সকল স্বেচ্ছাচারী, হঠকারী। ১৬. এর সামনে রয়েছে জাহান্নাম, আর তাদের পান করানো হবে গলিত পুঁজ থেকে। ১৭. সে তা গিলতে চাইবে এবং প্রায় সহজে সে তা গিলতে পারবে না। আর তার কাছে সকল স্থান থেকে মৃত্যু ঘেঁষে আসবে, অথচ সে মরবে না। আর এর পরেও রয়েছে কঠিন আযাব। ১৮. যারা তাদের রবের সাথে কুফরী করে তাদের আমালসমূহের দৃষ্টান্ত হল এমন ছাইয়ের মত, প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে যা বহন করে নিয়ে যায়। তারা যা অর্জন করেছে, তার মাধ্যমে কিছুই করতে পারে না। এ তো ঘোরতর বিভ্রান্তি। ১৯. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমানসমূহ এবং যমীন সৃষ্টি করেছেন

যথাযথভাবে? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন এবং অস্তিত্বে আনতে পারেন নতুন সৃষ্টি। ২০. আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। ২১. আর তারা সবাই আল্লাহর সামনে হাজির হবে, অতঃপর যারা অহঙ্কার করেছে দুর্বলরা তাদেরকে বলবে, ‘নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। সুতরাং তোমরা কি আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় আমাদের কোন উপকারে আসবে’? তারা বলবে, ‘যদি আল্লাহ আমাদের হিদায়াত করতেন, তাহলে আমরাও তোমাদের হিদায়াত করতাম, এখন আমরা অস্থির হই কিংবা সবর করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পালানোর কোন জায়গা নেই’। ২২. আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শায়তন বলবে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমিও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন আমি তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা আমার দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভরসনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভরসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও আমার উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা আমাকে যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয়ই আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব’। ২৩. আর যারা ঈমান আনে এবং নেক আমাল করে তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে, তারা তাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে স্থায়ী হবে। তথ্য তাদের অভিবাদন হবে ‘সালাম’। ২৪. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালিমা তাইয়েবা, যা একটি ভাল গাছের ন্যায়,

যার মূল মজবুত আর শাখা-প্রশাখা আকাশে। ২৫. সেটি তার রবের অনুমতিতে সব সময় ফল দান করে; আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ দান করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ২৬. আর অপবিত্র বাক্যের উপমা নিকট গাছের মতো, যাকে মাটির উপর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হয়েছে, যার কোন স্থিতি নেই। ২৭. আল্লাহ অবিচল রাখেন ঈমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর আল্লাহ যলিমদের পথভ্রষ্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। ২৮. তুমি কি তাদেরকে দেখ না, যারা আল্লাহর নি‘আমাতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং তাদের কওমকে ধ্বংসের ঘরে নামিয়ে দিয়েছে? ২৯. জাহান্নামে, যাতে তারা দক্ষ হবে, আর তা কতইনা নিকট অবস্থান! ৩০. আর তারা আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে, যেন তারা তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বল, ‘তোমরা ভোগ করতে থাক। কেননা, তোমাদের গন্তব্য তো আগুনের দিকে’। ৩১. আমার বান্দাদের বল, ‘যারা ঈমান এনেছে, তারা যেন সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন বেচা-কেনা থাকবে না এবং থাকবে না বন্ধুত্বও। ৩২. আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ফলে তা দ্বারা ফল-ফলাদি থেকে তোমাদের জন্য রিযিক উৎপাদন করেন এবং তিনি নৌযানকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে তা চলাচল করে এবং নদীসমূহকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন। ৩৩. আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন বিরামহীনভাবে এবং তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। ৩৪. আর তোমরা যা চেয়েছ,

তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নি‘আমাত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ। ৩৫. আর স্মরণ কর ‘যখন ইবরহীম বলল, ‘হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি ইবাদত থেকে দূরে রাখুন’। ৩৬. ‘হে আমার রব, নিশ্চয়ই এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করেছে, নিশ্চয়ই সে আমার দলভুক্ত, আর যে আমার অবাধ্য হয়েছে, তবে নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। ৩৭. ‘হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করলাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সলাত কায়েম করে। সুতরাং কিছু মানুষের অন্তর আপনি তাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন এবং তাদেরকে রিযিক প্রদান করুন ফল-ফলাদি থেকে, আশা করা যায় তারা শুকরিয়া আদায় করবে’। ৩৮. হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি জানেন, যা আমরা গোপন করি এবং যা প্রকাশ করি, আর কোন কিছু আল্লাহর নিকট গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে। ৩৯. ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ঈসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দু‘আ শ্রবণকারী’। ৪০. ‘হে আমার রব, আমাকে সলাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দু‘আ কবুল করুন’। ৪১. ‘হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার পিতামাতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন’। ৪২. আর যলিমরা যা করছে, আল্লাহকে তুমি সে বিষয়ে মোটেই গফিল মনে করো

না, আল্লাহ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন, ঐ দিন পর্যন্ত যে দিন চোখ পলকহীন থাকিয়ে থাকবে। ৪৩. তারা মাথা তুলে দৌড়াতে থাকবে, তাদের দৃষ্টি নিজদের দিকে ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। ৪৪. আর তুমি মানুষদেরকে সতর্ক কর, যেদিন তাদের উপর আযাব নেমে আসবে। অতঃপর তখন যারা যুল্ম করেছে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আমরা তোমার ডাকে সাড়া দেব এবং রসূলদের অনুসরণ করব'। ইতঃপূর্বে তোমরা কি কসম করনি যে, তোমাদের কোন পতন নেই? ৪৫. আর তোমরা বাস করছিলে সেসব লোকদের বাসস্থানে, যারা নিজদের উপর যুল্ম করত এবং তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছিল আমি তাদের সাথে কিরূপ করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য উপমা বর্ণনা করেছি। ৪৬. আর তারা তাদের ষড়যন্ত্র করেছিল, আর আল্লাহর কাছেই তাদের ষড়যন্ত্র, যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল যা দ্বারা পাহাড় অপসারিত হয়ে যায়। ৪৭. সুতরাং তুমি কখনো আল্লাহকে তাঁর রসূলদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ৪৮. যেদিন এ যমীন ভিন্ন যমীনে রূপান্তরিত হবে এবং আসমানসমূহও। আর তারা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাযির হবে। ৪৯. আর সে দিন তুমি অপরাধীদের দেখবে তারা শিকলে বাঁধা। ৫০. তাদের পোশাক হবে আলকাতরার এবং আগুন তাদের চেহারা সমূহকে ঢেকে ফেলবে। ৫১. যাতে আল্লাহ প্রতিদান দেন প্রত্যেক নাফসকে যা সে অর্জন করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ৫২. এটা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়

এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

১৫. সূরহুঃ আল-হিজর, আয়াতঃ ৯৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-র; এ হল কিতাব ও সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াতসমূহ। ২. যারা কুফরী করেছে, তারা একসময় কামনা করবে যদি তারা মুসলিম হত! ৩. তাদেরকে ছেড়ে দাও, আহারে ও ভোগে তারা মত্ত থাকুক এবং আশা তাদেরকে গফিল করে রাখুক, আর অচিরেই তারা জানতে পারবে। ৪. আর আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি তার জন্য নির্ধারিত সময় ছাড়া। ৫. কোন জাতিই তাদের সুনির্ধারিত সময় থেকে আগে বাড়তে পারে না আর পিছাতেও পারে না। ৬. আর তারা বলল, 'হে ঐ ব্যক্তি, যার উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে, তুমি তো নিশ্চিত পাগল'। ৭. 'কেন আমাদের কাছে মালাইকা নিয়ে আসছ না, যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক'। ৮. আমি যথাযথ কারণ ছাড়া মালাইকাদের নাযিল করি না, আর (নাযিল করলে) তখন তারা অবকাশও পেত না। ৯. নিশ্চয়ই আমি কুরআন (যিকর) নাযিল করেছি, আর আমিই তার হেফাযতকারী। ১০. আর আমি তোমার পূর্বে অতীত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি। ১১. আর যখনই তাদের নিকট কোন রসূল আসত তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত। ১২. এমনভাবে আমি তা অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চার করি। ১৩. তারা এতে ঈমান আনবে না, আর পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আল্লাহর) রীতি তো বিগত হয়েছে। ১৪. আর যদি আমি তাদের জন্য আসমানের কোন দরজা খুলে দিতাম, অতঃপর তারা

তাতে আরোহণ করতে থাকত, ১৫. তবুও তারা বলত, নিশ্চয়ই আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়া হয়েছে, বরং আমরা তো যাদুগ্রন্থ সম্প্রদায়। ১৬. আর আমি আসমানে স্থাপন করেছি কক্ষপথসমূহ এবং তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি দর্শকদের জন্য। ১৭. আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত শায়তন থেকে। ১৮. তবে যে গোপনে শোনে, তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট জ্বলন্ত অগ্নিশিখা তার পিছু নেয়। ১৯. আর যমীনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। ২০. আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিযিক দাতা নও তাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ। ২১. আর প্রতিটি বস্তুরই ভাগ্যরসমূহ রয়েছে আমার কাছে এবং আমি তা অবতীর্ণ করি কেবল নির্দিষ্ট পরিমাণে। ২২. আর আমি বায়ুকে উর্বরকারীরূপে প্রেরণ করি অতঃপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান করাই। তবে তোমরা তার সংরক্ষণকারী নও। ২৩. আর নিশ্চয়ই আমি জীবিত করি ও মৃত্যু দেই এবং আমিই ওয়ারিস। ২৪. আর অবশ্যই আমি জানি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই জানি পরবর্তীদেরকে। ২৫. আর নিশ্চয়ই তোমার রব তাদেরকে একত্র করবেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞানী। ২৬. আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুকনো ঠনঠনে, কালচে কাদামাটি থেকে। ২৭. আর ইতঃপূর্বে জীনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে। ২৮. আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালাইকাদের বললেন, ‘আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’। ২৯. ‘অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও’।

৩০. অতঃপর, মালাইকারা সকলেই সিজদা করল। ৩১. ইবলীস ছাড়া। সে সিজদাকারীদের সঙ্গী হতে অস্বীকার করল। ৩২. তিনি বললেন, ‘হে ইবলীস, তোমার কী হল যে, তুমি সিজদাকারীদের সঙ্গী হলে না’? ৩৩. সে বলল, ‘আমি তো এমন নই যে, একজন মানুষকে আমি সিজদা করব, যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে’। ৩৪. তিনি বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও, তুমি বিতাড়িত’। ৩৫. ‘আর নিশ্চয়ই কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত তোমার উপর লা’নত’। ৩৬. সে বলল, ‘হে আমার রব, তাহলে আমাকে অবকাশ দিন সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে’। ৩৭. তিনি বললেন, ‘তুমি নিশ্চয়ই অবকাশপ্রাপ্তদের একজন’। ৩৮. ‘নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত’। ৩৯. সে বলল, ‘হে আমার রব, যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই যমীনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয়ই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব’। ৪০. তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দাগণ ছাড়া। ৪১. তিনি বললেন, ‘এটা আমার দিকে আনয়নকারী সরল পথ’। ৪২. ‘নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই, তবে পথভ্রষ্টরা ছাড়া যারা তোমাকে অনুসরণ করেছে’। ৪৩. ‘আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম তাদের সকলের প্রতিশ্রুত স্থান’। ৪৪. ‘তার সাতটি দরজা রয়েছে। প্রতিটি দরজার জন্য রয়েছে তাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটি শ্রেণী’। ৪৫. নিশ্চয়ই মুত্তাকীণ থাকবে জাহান্নাম ও ঋণাধারাসমূহে। ৪৬. ‘তোমরা তাতে প্রবেশ কর শাস্তিতে, নিরাপদ হয়ে’। ৪৭. আর আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে ফেলব, তারা সেখানে ভাই ভাই হয়ে আসনে মুখোমুখি বসবে। ৪৮. সেখানে তাদেরকে ক্রান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান

থেকে বহিষ্কৃতও হবে না। ৪৯. আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫০. আর আমার আযাবই যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৫১. আর তুমি তাদেরকে ইবরহীমের মেহমানদের সংবাদ দাও। ৫২. যখন তারা তার নিকট প্রবেশ করল, অতঃপর বলল, ‘সালাম’। সে বলল, ‘আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের ব্যাপারে শঙ্কিত’। ৫৩. তারা বলল, ‘তুমি ভীত হযো না, নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী শিশুর সুসংবাদ দিচ্ছি’। ৫৪. সে বলল, ‘তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন বার্বক্য আমাকে স্পর্শ করেছে? সুতরাং তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?’ ৫৫. তারা বলল, ‘আমরা তোমাকে যথার্থ সুসংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং তুমি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হযো না’। ৫৬. সে বলল, ‘পথভ্রষ্টরা ছাড়া, কে তার রবের রহমাত থেকে নিরাশ হয়?’ ৫৭. সে বলল, ‘তবে তোমাদের কী কাজ হে প্রেরিতগণ?’ ৫৮. তারা বলল, ‘নিশ্চয়ই আমরা প্রেরিত হয়েছি অপরাধী কওমের নিকট’। ৫৯. ‘লূতের পরিবার ছাড়া, আমরা নিশ্চয়ই তাদের সবাইকে রক্ষা করব’। ৬০. ‘তবে তার স্ত্রী ছাড়া, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, নিশ্চয়ই সে শাস্তিপ্ৰাপ্তদের দলভুক্ত’। ৬১. এরপর যখন মালাইকাগণ লূতের পরিবারের কাছে আসল, ৬২. সে বলল, ‘তোমরা তো অপরিচিত লোক’। ৬৩. তারা বলল, ‘বরং আমরা তোমার কাছে এমন বিষয় নিয়ে এসেছি, যাতে তারা সন্দেহ করত’। ৬৪. ‘আর আমরা তোমার নিকট সত্য নিয়ে এসেছি এবং আমরা অবশ্যই সত্যবাদী’। ৬৫. ‘সুতরাং তুমি তোমার পরিবার নিয়ে বেরিয়ে পড় রাতের একাংশে, আর তুমি তাদের পেছনে চল, আর তোমাদের কেউ পেছনে ফিরে তাকাবে না এবং যেভাবে তোমাদের নির্দেশ করা হয়েছে সেভাবেই চলতে থাকবে’। ৬৬. আর আমি তাকে এ সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, নিশ্চয়ই

সকালে এদের শিকড় কেটে ফেলা হবে। ৬৭. আর শহরের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়ে হাযির হল। ৬৮. সে বলল, ‘নিশ্চয়ই এরা আমার মেহমান, সুতরাং আমাকে অপমানিত করো না’। ৬৯. ‘তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে লাঞ্ছিত করো না’। ৭০. তারা বলল, ‘আমরা কি জগদ্বাসীর কারো মেহমানদারী করতে তোমাকে নিষেধ করিনি?’ ৭১. সে বলল, ‘ওরা আমার মেয়ে, যদি তোমরা করতেই চাও (তবে বিবাহের মাধ্যমে বৈধ উপায়ে কর)। ৭২. তোমার জীবনের কসম, নিশ্চয়ই তারা তাদেরকে নেশায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। ৭৩. অতএব সূর্যোদয়কালে বিকট আওয়াজ তাদের পেয়ে বসল। ৭৪. অতঃপর আমি তার (নগরীর) উপরকে নিচে উলটে দিলাম এবং তাদের উপর বর্ষণ করলাম পোড়া মাটির পাথর। ৭৫. নিশ্চয়ই এতে পর্যবেক্ষণকারীদের জন্য রয়েছে নিদর্শনমালা। ৭৬. আর নিশ্চয়ই তা পথের পাশেই বিদ্যমান। ৭৭. নিশ্চয়ই এতে মুমিনদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। ৭৮. আর নিশ্চয়ই আইকার অধিবাসীরা ছিল যলিম। ৭৯. অতঃপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। আর এ (জনপদ) দু’টি উন্মুক্ত রাস্তার পাশেই বিদ্যমান। ৮০. আর অবশ্যই হিজরের অধিবাসীরা (সালেহের (আঃ) কওম) রসূলদেরকে অস্বীকার করেছে। ৮১. আর আমি তাদেরকে আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম, তবে তারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে। ৮২. আর তারা পাহাড় কেটে বাড়ি বানাত নিরাপদে। ৮৩. কিন্তু ভোরে বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল। ৮৪. আর তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের কাজে আসল না। ৮৫. আর আমি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দুয়ের মধ্যে যা আছে, তা যথার্থতা ছাড়া সৃষ্টি করিনি এবং নিশ্চয়ই কিয়ামাত আসবে। সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাও।

৮৬. নিশ্চয়ই তোমার রবই সৃষ্টিকর্তা, মহাজ্ঞানী। ৮৭. আর আমি তো তোমাকে দিয়েছি পুনঃপুনঃ পঠিত সাতটি আয়াত ও মহান কুরআন। ৮৮. আমি তাদের কিছু শ্রেণীকে যে ভোগ-উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি দু'চোখ প্রসারিত করো না। আর তাদের জন্য দুঃখিত হয়ো না এবং মুমিনদের জন্য তোমার বাহু অবনত কর। ৮৯. আর বল, 'নিশ্চয়ই আমিই সুস্পষ্ট সতর্ককারী'। ৯০. যেভাবে আমি নাযিল করেছিলাম বিভক্তকারীদের (ইয়াহুদী ও নাসারহ) উপর, ৯১. যারা কুরআনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছিল। ৯২. অতএব তোমার রবের কসম, আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জেরা করব, ৯৩. তারা যা করত, সে সম্পর্কে। ৯৪. সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। ৯৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট। ৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব তারা অচিরেই জানতে পারবে। ৯৭. আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। ৯৮. সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ৯৯. আর ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর।

১৬. সূরহঃ আন-নাহাল, আয়াতঃ ১২৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আল্লাহর আদেশ এসে গেছে, সুতরাং তার জন্য তাড়াহুড়া করো না। তিনি পবিত্র এবং তারা যা শিরক করে, তা থেকে উদ্ধে। ২. তিনি মালাইকাদের আপন নির্দেশে ওয়াহী দিয়ে নাযিল করেন তাঁর বান্দাদের

মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি; যেন তোমরা সতর্ক কর যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আমাকে ভয় কর। ৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথই, তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি উদ্ধে। ৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'নুতফা' থেকে, অথচ সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। ৫. আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ কর। ৬. আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও। ৭. আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে সক্ষম হতে না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু। ৮. আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহণ ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জানো না। ৯. আর সঠিক পথ বাতলে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব, এবং পথের মধ্যে কিছু আছে বক্র। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদের সকলকে হিদায়াত করতেন। ১০. তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও। ১১. তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। ১২. আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে এবং সূর্য ও চাঁদকে এবং তারকাসমূহও তাঁর নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য যারা বুঝে। ১৩. আর তিনি

তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয়ই তাতেও নিদর্শন রয়েছে এমন কণ্ডের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। ১৪. আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলংকারাদি, যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অব্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। ১৫. আর যমীনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে যমীন হেলে না যায় এবং নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও। ১৬. আর (দিনের) পথ-নির্দেশক চিহ্নসমূহ, আর (রাতে) তারকার মাধ্যমে তারা পথ পায়। ১৭. সুতরাং যে সৃষ্টি করে, সে কি তার মত, যে সৃষ্টি করে না? অতএব তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না? ১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহর নি‘আমাত গণনা কর, তবে তার ইয়ত্তা পাবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৯. আর আল্লাহ জানেন তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর। ২০. আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। ২১. (তারা) মৃত, জীবিত নয় এবং তারা জানে না কখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। ২২. তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। অতঃপর যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর অস্বীকারকারী এবং তারা অহঙ্কারী। ২৩. নিঃসন্দেহে তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ জানেন। নিশ্চয়ই তিনি অহঙ্কারীদের পছন্দ করেন না। ২৪. আর যখন তাদের বলা হয়, ‘তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন?’ তারা বলে, ‘পূর্ববর্তীদের

কল্পকাহিনী’। ২৫. এতে করে তারা কিয়ামাতের দিনে নিজদের পাপের বোঝা পুরোটাই বহন করবে এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু পথভ্রষ্ট করে। তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট! ২৬. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ষড়যন্ত্র করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাদের দালানের ভীতে আঘাত করেছিলেন, ফলে তাদের উপর থেকে তাদের ছাদ ধ্বসে পড়েছিল। আর তাদের উপর আযাব এসেছিল এমনভাবে যে, তারা তা উপলব্ধি করতে পারেনি। ২৭. অতঃপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন, ‘কোথায় আমার শরীকরা, যাদের ব্যাপারে তোমরা (মুমনিদের) বিরোধীতা করত?’ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে, ‘নিশ্চয়ই লাঞ্ছনা ও দুর্গতি আজ কাফিরদের উপর’। ২৮. নিজদের উপর যুল্মকারী থাকা অবস্থায় মালাইকারা যাদের মৃত্যু ঘটাবে। অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে, ‘আমরা কোন পাপ করতাম না’। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। ২৯. সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে স্থায়ী হয়ে। অতএব অবশ্যই অহঙ্কারীদের আবাস অতিনিকৃষ্ট। ৩০. আর যারা তাকওয়ার অবলম্বন করেছে, তাদের বলা হল, ‘তোমাদের রব কী নাযিল করেছেন?’ তারা বলল, ‘কল্যাণ’। যারা এই দুনিয়ায় উত্তম কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য। আর নিশ্চয়ই আখিরতের আবাস উত্তম এবং মুত্তাকীদের আবাস কতইনা উত্তম! ৩১. স্থায়ী জাহান্নামসমূহ যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। তারা চাইবে, তাদের জন্য তার মধ্যে তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের প্রতিদান দেন। ৩২. মালাইকারা যাদের মৃত্যু ঘটায় উত্তম অবস্থায়, তারা বলে, ‘তোমাদের

উপর সালাম। জাম্মাতে প্রবেশ কর, যে আমাল তোমরা করতে তার কারণে। ৩৩. তারা শুধু মালাইকা আসার অপেক্ষা করেছে অথবা তোমার রবের সিদ্ধান্ত আসার। এমনি করেছিল তারা, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আর আল্লাহ তাদের উপর যুল্ম করেননি, বরং তারা নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল। ৩৪. সুতরাং তারা যা করেছে, তার খারাপ পরিণতি তাদেরকে আক্রান্ত করেছে এবং তারা যা নিয়ে উপহাস করত, তা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। ৩৫. আর যারা শিরক করেছে, তারা বলল, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কোন কিছু ইবাদাত করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না। আর তার বিপরীতে আমরা কোন কিছু হারম করতাম না। এমনিই করেছে, যারা তাদের পূর্বে ছিল। সুতরাং স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া রসূলদের কি কোন কর্তব্য আছে? ৩৬. আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তুগুতকে। অতঃপর তাদের মধ্য থেকে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে। ৩৭. যদিও তুমি তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষা কর, তবু নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে হিদায়াত দেন না এবং তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ৩৮. আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মারা যায়, আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। হ্যাঁ, তার নিজের উপরে করা ওয়াদা তিনি সত্যে রূপ দেবেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না। ৩৯. যাতে তিনি তাদের জন্য স্পষ্ট করেন, যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করে। আর যারা কুফরী করেছে, যেন তারা

জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই তারা ছিল মিথ্যাবাদী। ৪০. যখন আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি, তখন আমার কথা হয় কেবল এই বলা যে, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। ৪১. আর যারা হিজরত করেছে আল্লাহর রাস্তায় অত্যাচারিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দান করব। আর আখিরতের প্রতিদান তো বিশাল, যদি তারা জানত। ৪২. যারা সবার করেছে এবং তাদের রবের উপরই তাওয়াঙ্কুল করেছে। ৪৩. আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওয়াহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জানো। ৪৪. (তাদের প্রেরণ করেছি) স্পষ্ট প্রমাণাদি ও কিতাবসমূহ এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আর যাতে তারা চিন্তা করে। ৪৫. যারা মন্দের ষড়যন্ত্র করে তারা কি নিরাপদ হয়ে গেছে যে, আল্লাহ তাদেরসহ মাটিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না। অথবা তাদের উপর আসবে না, আযাব এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধি করবে না? ৪৬. অথবা তিনি তাদের চলাফেরার ভেতর তাদেরকে পাকড়াও করবেন না? বস্তুত তারা (আল্লাহকে) পরাস্তকারী নয়। ৪৭. কিংবা তিনি তাদেরকে ভীত অবস্থায় পাকড়াও করবেন না? নিশ্চয়ই তোমাদের রব অতিশয় দয়ালু, পরম দয়ালু। ৪৮. আল্লাহ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা কি সে দিকে তাকায়নি, যার ছায়াসমূহ ডানে ও বামে হেলে পড়ে আল্লাহর জন্য সিজদারত অবস্থায়, আর তারা একান্ত বিনীত? ৪৯. আর আল্লাহকেই সিজদা করে আসমানসমূহে যা আছে এবং যমীনে যে প্রাণী আছে, আর মালাইকারা এবং তারা অহঙ্কার করে না। ৫০. তারা তাদের উপরস্থ রবকে ভয় করে এবং তাদেরকে যা

নির্দেশ দেয়া হয়, তারা তা করে।^{সাজদা} ৫১. আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর'। ৫২. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে, তা তাঁরই এবং সার্বক্ষণিক আনুগত্য তাঁরই। অতএব তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে? ৫৩. আর তোমাদের কাছে যে সব নি'আমাত আছে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদের স্পর্শ করে তখন তোমরা শুধু তাঁর কাছেই ফরিয়াদ কর। ৫৪. তারপর যখন তিনি তোমাদের থেকে দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দেন, তখন তোমাদের মধ্য থেকে একটি দল তাদের রবের সাথে শিরক করে। ৫৫. যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা তারা অস্বীকার করতে পারে। অতএব তোমরা ভোগ কর, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। ৫৬. আর আমি তাদেরকে যে রিয়িক দিয়েছি, তার একটি অংশ তারা নির্ধারণ করে এমন সন্তার জন্য, যার ব্যাপারে তারা জানে না। আল্লাহর কসম! তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা যে মিথ্যা রটচ্ছ সে ব্যাপারে। ৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্দিষ্ট করে। তিনি পবিত্র এবং নিজেদের জন্য তা (নির্দিষ্ট করে) যা তারা পছন্দ করে। ৫৮. আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভরাক্রান্ত। ৫৯. তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্ত্বেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, তারা যা ফয়সালা করে, তা কতই না মন্দ! ৬০. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য মন্দ উদাহরণ এবং আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। ৬১. আর আল্লাহ

যদি মানবজাতিকে তাদের যুলুমের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে তাতে (যমীনে) কোনো বিচরণকারী প্রাণীকেই ছাড়তেন না। তবে আল্লাহ তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসে, তখন এক মুহূর্তও পেছাতে পারে না, এবং আগাতেও পারে না। ৬২. আর তারা যা অপছন্দ করে, তাই তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বিবরণ দেয় যে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য শুভ পরিণাম। সন্দেহ নেই যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং নিশ্চয়ই তারা সর্বাগ্রে নিক্ষিপ্ত হবে। ৬৩. আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শায়তন তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। ৬৪. আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি, শুধু এ জন্য যে, যে বিষয়ে তারা বিতর্ক করছে, তা তাদের জন্য তুমি স্পষ্ট করে দেবে এবং (এটি) হিদায়াত ও রহমাত সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে। ৬৫. আর আল্লাহ আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর সজীব করেছেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা শুনে। ৬৬. আর নিশ্চয়ই চতুষ্পদ জন্তুতে রয়েছে তোমাদের জন্য শিক্ষা। তার পেটের ভেতরের গোবর ও রক্তের মধ্যখান থেকে তোমাদেরকে আমি দুধ পান করাই, যা খাঁটি এবং পানকারীদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যকর। ৬৭. আর তোমরা খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর থেকে মাদক ও উত্তম রিয়িক গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই এতে এমন কওমের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা বুঝে। ৬৮. আর তোমার রব মৌমাছিকে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন যে, 'তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস

বানাও'। ৬৯. অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চল। তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। ৭০. আর আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের অনেকে এমনও আছে, যাকে একেবারে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত করা হয়, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরেও সবকিছু অজানা হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৭১. আর আল্লাহ রিয়কে তোমাদের কতককে কতকের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন; কিন্তু যাদেরকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তারা তাদের রিয়িক দাসদাসীদের ফিরিয়ে দেয় না। (এই ভয়ে যে,) তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে তারা কি আল্লাহর নি'আমাতকে অস্বীকার করছে? ৭২. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও নাতিদের সৃষ্টি করেছেন আর তিনি তোমাদেরকে পবিত্র রিয়িক দান করেছেন। তারা কি বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর নি'আমাতকে অস্বীকার করে? ৭৩. আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুই ইবাদত করে, যারা আসমানসমূহ ও যমীনে তাদের কোন রিয়কের মালিক নয় এবং হতেও পারবে না। ৭৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্য অন্য কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন আর তোমরা জানো না। ৭৫. আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন; একজন অধীনস্থ দাস যে কোন কিছু উপর ক্ষমতা রাখে না। আর একজন যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিয়িক দিয়েছি, অতঃপর সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। বরং তাদের

অধিকাংশই জানে না। ৭৬. আর আল্লাহ উপমা পেশ করেছেন, দু'জন ব্যক্তি, তাদের একজন বোবা, যে কোন কিছু উপর ক্ষমতা রাখে না এবং সে তার অভিভাবকের উপর বোবা। তাকে যেখানেই পাঠানো হয়, কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। সে আর ঐ ব্যক্তি কি সমান, যে ন্যায়ের আদেশ করে এবং রয়েছে সরল পথের উপর? ৭৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনে গায়িবী বিষয় আল্লাহরই। আর কিয়ামাতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায়। কিংবা তা আরো নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৭৮. আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন, তোমাদের মাতৃগর্ভ থেকে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, চক্ষু ও অন্তর। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। ৭৯. তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তাতে নিদর্শনবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা বিশ্বাস করে। ৮০. আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন এবং তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই তোমরা সফরকালে ও অবস্থানকালে বহন করতে পার। আর তাদের পশম, তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ-উপকরণ (তৈরি করেছেন)। ৮১. আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের, যা তোমাদেরকে গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদেরকে রক্ষা করে তোমাদের যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের

উপর তাঁর নি‘আমাতকে পূর্ণ করবেন, যাতে তোমরা অনুগত হও। ৮২. সুতরাং যদি তারা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, তবে তোমার দায়িত্ব তো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। ৮৩. তারা আল্লাহর নি‘আমাত চিনে, তারপরও তারা তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই কাফির। ৮৪. আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাত থেকে স্বাক্ষী হাজির করব। তারপর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (ওযর পেশের) অনুমতি দেয়া হবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদেরকে বলা হবে না। ৮৫. আর যা যুল্ম করেছে, তারা যখন আযাব দেখবে, তখন তাদের উপর থেকে তা শিথিল করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ৮৬. আর যারা শিরক করেছে, তারা যখন তাদের শরীকদের দেখবে, তখন বলবে, ‘হে আমাদের রব, এরা হল আমাদের শরীক, যাদেরকে আমরা আপনার পরিবর্তে আহ্বান করতাম’। অতঃপর তারা তাদের প্রতি উত্তরে বলবে, ‘নিশ্চয়ই তোমরা মিথ্যাবাদী’। ৮৭. সেদিন তারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য পেশ করবে এবং তারা যে মিথ্যা রটাত, তা উধাও হয়ে যাবে। ৮৮. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়েছে, আমি তাদেরকে আযাবের উপর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা ফাসাদ সৃষ্টি করত। ৮৯. আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মাতের কাছে, তাদের থেকেই তাদের বিরুদ্ধে একজন স্বাক্ষী উত্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর স্বাক্ষীরূপে হাযির করব। আর আমি তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছি প্রতিটি বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত, রহমাত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ। ৯০. নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি

তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৯১. আর তোমরা যখন অস্বীকার কর তখন আল্লাহর অস্বীকার পূর্ণ কর। তোমরা পাকাপোক্ত অস্বীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং প্রকৃত পক্ষে তোমরা নিজদের জন্য আল্লাহকে জিহাদার বানিয়েছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন, যা তোমরা কর। ৯২. আর তোমরা সে নারীর মত হয়ো না, যে তার পাকানো সূতো শক্ত করে পাকানোর পর টুকরো টুকরো করে ফেলে। তোমরা তোমাদের উপর অস্বীকারকে নিজদের মধ্যে প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করছ (এই উদ্দেশ্যে) যে, একদল অপর দলের চেয়ে বড় হবে। আল্লাহ তো এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন এবং নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য কিয়ামাতের দিনে স্পষ্ট করে দেবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। ৯৩. আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তোমাদের সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতেন, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। তোমরা যা করতে সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। ৯৪. আর তোমরা তোমাদের অস্বীকারগুলোকে তোমাদের প্রতারণা হিসেবে গ্রহণ করো না। তাহলে পা দৃঢ় হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং তোমরা আযাব ভোগ করবে। কারণ তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বাধা দিয়েছ। আর তোমাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ৯৫. আর তোমরা স্বল্প মূল্যে আল্লাহর অস্বীকার বিক্রি করো না। আল্লাহর কাছে যা আছে, তোমাদের জন্যই তাই উত্তম, যদি তোমরা জানতে। ৯৬. তোমাদের নিকট যা আছে তা ফুরিয়ে যায়। আর আল্লাহর নিকট যা আছে তা স্থায়ী। আর যারা সবর করেছে, তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। ৯৭. যে মুমিন অবস্থায় নেক আমাল করবে, পুরুষ হোক

বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। ৯৮. সুতরাং যখন তুমি কুরআন পড়বে তখন আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শায়তন হতে পান্নাহ চাও। ৯৯. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করেছে, তাদের উপর শায়তনের কোন ক্ষমতা নেই। ১০০. তার ক্ষমতা তো কেবল তাদের উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে। ১০১. আর যখন আমি একটি আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে আরেকটি আয়াত দেই- আল্লাহ ভাল জানেন সে সম্পর্কে, যা তিনি নাযিল করেন- তখন তারা বলে, তুমি তো কেবল মিথ্যা রটনাকারী; বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। ১০২. বল, রুহুল কুহুস (জীবরীল) একে তোমার রবের পক্ষ হতে যথাযথভাবে নাযিল করেছেন। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুদৃঢ় করার জন্য এবং হিদায়াত ও মুসলিমদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ। ১০৩. আর আমি অবশ্যই জানি যে, তারা বলে, তাকে তো শিক্ষা দেয় একজন মানুষ, যার দিকে তারা ঈঙ্গিত করছে, তার ভাষা হচ্ছে অনারবী। অথচ এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষা। ১০৪. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। ১০৫. একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী। ১০৬. যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। ১০৭. এটা এ জন্য যে, তারা

আখিরতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির কওমকে হিদায়াত করেন না। ১০৮. এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহ, শবণসমূহ ও দৃষ্টিসমূহের উপর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই হচ্ছে গফিল। ১০৯. সন্দেহ নেই, তারাই আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। ১১০. তারপর তোমার রব তাদের জন্য, যারা বিপর্যস্ত হওয়ার পর হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং সবার করেছে, এ সবার পর তোমার রব অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু। ১১১. (স্মরণ কর সে দিনের কথা) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে যুক্তি-তর্ক নিয়ে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেককে সে যা আমাল করেছে তা পরিপূর্ণরূপে দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না। ১১২. আর আল্লাহ উপমা পেশ করছেন, একটি জনপদ, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। সবদিক থেকে তার রিয়িক তাতে বিপুলভাবে আসত। অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহর নি‘আমাত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন। ১১৩. আর অবশ্যই তাদের কাছে, তাদের মধ্য থেকে একজন রসূল এসেছিল। তারপর তারা তাকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আযাব তাদের পাকড়াও করেছিল এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যুল্মকারী। ১১৪. অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল উত্তম রিয়িক দিয়েছেন, তোমরা তা থেকে আহর কর এবং আল্লাহর নি‘আমতের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করে থাক। ১১৫. তিনি তো তোমাদের উপর হারম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং যে জন্তুর যবেহকালে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নাম নেয়া হয়েছে। তবে যে নিরুপায় হয়ে, ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত, (প্রয়োজন মূতাবেক গ্রহণ

করবে) তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। ১১৬. আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলা না যে, এটা হালাল এবং এটা হারম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না। ১১৭. সামান্য ভোগ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১১৮. আর যারা ইয়াহুদী হয়েছে, তাদের উপরও আমি তাই হারম করেছি, যা আমি তোমার কাছে ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি এবং আমি তাদের উপর যুলুম করিনি; বরং তারাই তাদের নিজদের উপর যুলুম করত। ১১৯. তারপর নিশ্চয়ই তোমার রব তাদের জন্য, যারা অজ্ঞাতসারে মন্দ কাজ করেছে, এরপর তারা তাওবা করেছে এবং পরিত্রা পেয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার রব এসবের পর পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১২০. নিশ্চয়ই ইব্রাহীম ছিলেন এক উম্মাত, আল্লাহর একান্ত অনুগত ও একনিষ্ঠ। তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ১২১. সে ছিল তার নিঃআমতের গুরুকারী। তিনি তাকে বাছাই করেছেন এবং তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। ১২২. আর আমি তাকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করেছি এবং নিঃসন্দেহে সে আখিরাতে নেককারদের দলভুক্ত। ১২৩. তারপর আমি তোমার প্রতি ওয়াহী পাঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসরণ কর, যে ছিল একনিষ্ঠ এবং ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। ১২৪. শনিবার তো তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে যারা তাতে মতবিরোধ করেছে। আর নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামাতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যাতে তারা মতভেদ করত। ১২৫. তুমি তোমার রবের পথে হিকমাত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয়ই একমাত্র তোমার রবই জানেন কে তার পথ থেকে

দ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদের তিনি খুব ভাল করেই জানেন। ১২৬. আর যদি তোমরা শাস্তি দাও, তবে ঠিক ততটুকু শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের দেয়া হয়েছে। আর যদি তোমরা সবার কর, তবে তাই সবারকারীদের জন্য উত্তম। ১২৭. আর তুমি সবার কর। তোমার সবার তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করেছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। ১২৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সংকর্মশীল।

১৭. সূরহুঃ বানী-ইসরঈল, আয়াতঃ ১১১, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন আল মাসজিদুল হারম থেকে আল মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বারকাত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ২. আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তা বানী ইসরঈলের জন্য পথনির্দেশ বানিয়েছি। যেন তোমরা আমাকে ছাড়া কোন কর্মবিধায়ক না বানাও। ৩. সে তাদের বংশধর, যাদেরকে আমি নূহের সাথে আরোহণ করিয়েছিলাম, নিশ্চয়ই সে ছিল কৃতজ্ঞ বান্দা। ৪. আর আমি বানী ইসরঈলকে কিতাবে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলাম যে, তোমরা যমীনে দু'বার অবশ্যই ফাসাদ করবে এবং ঔদ্ধত্য দেখাবে মারাত্মকভাবে। ৫. অতঃপর যখন এ দু'য়ের প্রথম ওয়াদা আসল, তখন আমি তোমাদের উপর আমার কিছু বান্দা পাঠালাম, যারা কঠোর যুদ্ধবাজ। অতঃপর তারা ঘরে ঘরে ঢুকে ধ্বংসযজ্ঞ চালাল। আর এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। ৬. তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে

তোমাদের জন্য পালা ঘুরিয়ে দিলাম, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে তোমাদেরকে সাহায্য করলাম এবং জনবলে তোমাদেরকে সংখ্যাধিক্যে পরিণত করলাম। ৭. তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজদের জন্যই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তা নিজদের জন্যই। এরপর যখন পরবর্তী ওয়াদা এলো, (তখন অন্য বান্দাদের প্রেরণ করলাম) যাতে তারা তোমাদের চেহারাসমূহ মলিন করে দেয়, আর যেন মাসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন ঢুকে পড়েছিল প্রথমবার এবং যাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয় যা ওদের কর্তৃত্ব ছিল। ৮. আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের উপর রহম করবেন। কিন্তু তোমরা যদি পুনঃরায় কর, তাহলে আমিও পুনঃরায় করব। আর আমি জাহান্নামকে করেছি কাফিরদের জন্য কয়েদখানা। ৯. নিশ্চয়ই এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল এবং যে মুমিনগণ নেক আমাল করে তাদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। ১০. আর যারা আখিরাতে ঈমান রাখে না আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১১. আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। ১২. আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টো নিদর্শন। অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। ১৩. আর আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার ঘাড়ের সংযুক্ত করে দিয়েছি এবং কিয়ামাতের দিন তার জন্য আমি বের করব একটি কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। ১৪. পাঠ কর তোমার কিতাব, আজ তুমি নিজেই তোমার

হিসাব-নিকাশকারী হিসেবে যথেষ্ট। ১৫. যে হিদায়াত গ্রহণ করে, সে তো নিজের জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করে এবং যে পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের (স্বার্থের) বিরুদ্ধেই পথভ্রষ্ট হয়। আর কোন বহনকারী অপরের (পাপের) বোঝা বহন করবে না। আর রসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি আযাবদাতা নই। ১৬. আর যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদেরকে (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালঙ্ঘন করে। তখন তাদের উপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি। ১৭. আর নূহের পর আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করেছি! তোমার রব তাঁর বান্দাদের পাপের ব্যাপারে পূর্ণ অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা হিসেবে যথেষ্ট। ১৮. যে দুনিয়া চায় আমি সেখানে তাকে দ্রুত দিয়ে দেই, যা আমি চাই, যার জন্য চাই। তারপর তার জন্য নির্ধারণ করি জাহান্নাম, সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত, বিতাড়িত অবস্থায়। ১৯. আর যে আখিরাত চায় এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে মুমিন অবস্থায়, তাদের চেষ্টা হবে পুরস্কারযোগ্য। ২০. এদের ও ওদের প্রত্যেককে আমি তোমার রবের দান থেকে সাহায্য করি, আর তোমার রবের দান বন্ধ হওয়ার নয়। ২১. ভেবে দেখ, আমি তাদের কতককে কতকের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আখিরাত নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহান এবং শ্রেষ্ঠত্বে বৃহত্তর। ২২. আল্লাহর সাথে অপর কোন ইলাহ নির্ধারণ করো না। তাহলে তুমি নিন্দিত ও লাঞ্চিত হয়ে বসে পড়বে। ২৩. আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ষিক্য উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক

কথা বল। ২৪. আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন'। ২৫. তোমাদের অন্তরে যা আছে, সে সম্পর্কে তোমাদের রবই অধিক জ্ঞাত। যদি তোমরা নেককার হও তবে তিনি তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের প্রতি অধিক ক্ষমাশীল। ২৬. আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। ২৭. নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শায়তনের ভাই। আর শায়তন তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। ২৮. আর যদি তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাকতেই চাও তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমাতের প্রত্যাশায় যা তুমি চাচ্ছ, তাহলে তাদের সাথে নম্র কথা বলবে। ২৯. আর তুমি তোমার হাত তোমার ঘাড়ে আবদ্ধ রেখো না এবং তা পুরোপুরি প্রসারিত করো না, তাহলে তুমি নিন্দিত ও নিঃস্ব হয়ে বসে পড়বে। ৩০. নিশ্চয়ই তোমার রব যাকে ইচ্ছা তার জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং সীমিত করে দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা। ৩১. অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। ৩২. আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেও না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ। ৩৩. আর তোমরা সেই নাফসকে হত্যা করো না, যা আল্লাহ হারম করেছেন, সঙ্গত কারণ ছাড়া। যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় আমি অবশ্যই তার অভিভাবককে ক্ষমতা দিয়েছি। সুতরাং হত্যার ব্যাপারে সে সীমালঙ্ঘন করবে না; নিশ্চয়ই সে হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। ৩৪. আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের কাছে যেও না সুন্দরতম পছন্দ ছাড়া, যতক্ষণ না সে

বয়সের পূর্ণতায় উপনীত হয়। আর অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৩৫. আর মাপে পরিপূর্ণ দাও যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম। ৩৬. আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ৩৭. আর যমীনে বড়াই করে চলো না; তুমি তো কখনো যমীনকে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতে পারবে না। ৩৮. এ সবেঁক যা মন্দ তা তোমার রবের নিকট অপছন্দনীয়। ৩৯. এগুলো সেই হিকমাতভূক্ত, যা তোমার রব তোমার নিকট ওয়াহীরাপে পাঠিয়েছেন। আর তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন মাবুদ নির্ধারণ করো না, তাহলে তুমি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে। ৪০. তোমাদের রব কি পুত্র সন্তানের জন্য তোমাদেরকে বাছাই করেছেন এবং তিনি মালাইকাদের থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয়ই তোমরা সাংঘাতিক কথা বলে থাক। ৪১. আর অবশ্যই আমি এ কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করে। ৪২. বল, 'তাঁর সাথে যদি আরো মাবুদ থাকত, যেমন তারা বলে, তবে তারা আরশের অধিপতি পর্যন্ত পৌঁছার পথ তালশ করত'। ৪৩. তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা বলে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। ৪৪. সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। ৪৫. আর তুমি যখন কুরআন পড় তখন তোমার ও যারা আখিরাতে

ঈমান আনে না তাদের মধ্যে আমি এক অদৃশ্য পর্দা দিয়ে দেই। ৪৬. আর আমি তাদের অন্তরের উপর ঢাকনা রেখে দিয়েছি, যাতে তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। আর যখন তুমি কুরআনে তোমার রব এক হওয়ার কথা উল্লেখ কর, তখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালায়। ৪৭. যখন তারা তোমার প্রতি কান পেতে শুনে, তখন আমি জানি কেন তারা কান পাতে এবং যখন গোপন আলোচনায় মিলিত হয়ে যলিমরা বলে, 'তোমরা তো কেবল এক যাদুগ্রন্থ লোকের অনুসরণ করছ'। ৪৮. দেখ, তারা তোমার জন্য কেমন সব উপমা দিচ্ছে! ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সুতরাং তারা পথ পাবে না। ৪৯. আর তারা বলে, 'যখন আমরা হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন কি আমরা নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব'। ৫০. বল, 'তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা', ৫১. 'অথবা এমন কোন সৃষ্টি, যা তোমাদের অন্তরে বড় মনে হয়'। তবুও তারা বলবে, 'কে আমাদের পুনঃরায় (সৃষ্টি) করবে?' বল, 'যিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন'। অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, 'কবে এটা?' বল, 'আশা করা যায় যে, তা নিকটেই হবে'। ৫২. 'যেদিন তিনি তোমাদেরকে ডাকবেন, তখন তাঁর প্রশংসার সাথে তোমরা সাড়া দেবে। আর তোমরা ধারণা করবে, অল্প সময়ই তোমরা অবস্থান করেছিলে'। ৫৩. আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয়ই শায়তন তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয়ই শায়তন মানুষের স্পষ্ট শত্রু'। ৫৪. তোমাদের রব তোমাদের সম্পর্কে অধিক অবগত। তিনি যদি চান তোমাদের প্রতি রহম করবেন অথবা যদি চান তবে তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন; আমি তোমাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে প্রেরণ করিনি। ৫৫. আর তোমার রব

অধিক অবগত তাদের সম্পর্কে যারা আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে। আর আমি তো কতক নাবীকে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি এবং দাউদকে দিয়েছি যাবুর। ৫৬. বল, 'তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (মাবুদ) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না'। ৫৭. তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যমে অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমাতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের আযাব ভীতিকর। ৫৮. আর এমন কোন জনপদ নেই, যা আমি কিয়ামাতের দিনের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কঠোর আযাব দেব না; এটা তো কিতাবে লিখিত আছে। ৫৯. আর পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করাই আমাকে তা (নিদর্শনাবলী) প্রেরণ করা হতে বিরত রেখেছে। আর আমি শিক্ষামূলক নিদর্শন স্বরূপ সামুদ্র জাতিকে উদ্ভী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা তার উপর যুল্ম করেছিল। আমি কেবল ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নিদর্শনসমূহ পাঠাই। ৬০. আর স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে বললাম, 'নিশ্চয়ই তোমার রব মানুষকে ঘিরে রেখেছেন। আর যে 'দৃশ্য' আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ কেবল মানুষের পরীক্ষা স্বরূপ নির্ধারণ করেছি'। আমি তাদের ভয় দেখাই; কিন্তু তা কেবল তাদের চরম অবাধ্যতা বাড়িয়ে দেয়। ৬১. আর স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাদের বললাম, 'আদমকে সিজদা কর', তখন ইবলীস ছাড়া সকলে সিজদা করল। সে বলল, 'আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?' ৬২. সে বলল, 'দেখুন, এ ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার উপর সম্মান দিয়েছেন, যদি

আপনি আমাকে কিয়ামাত পর্যন্ত সময় দেন, তবে অতি সামান্য সংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব'। ৬৩. তিনি বললেন, 'যাও, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই হবে তোমাদের প্রতিদান, পূর্ণ প্রতিদান হিসেবে'। ৬৪. 'তোমার কষ্ট দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড় তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও'। আর শায়তন প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোন ওয়াদাই দেয় না। ৬৫. নিশ্চয়ই আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট। ৬৬. তোমাদের রব তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে চালিত করেন নৌযান, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। ৬৭. আর যখন তোমাদেরকে সমুদ্রে বিপদ স্পর্শ করে, তখন তিনি ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা (তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে হলে আনেন, তখন তোমরা বিমুখ হয়ে যাও। আর মানুষ তো খুব অকৃতজ্ঞ। ৬৮. তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে, তিনি তোমাদেরসহ স্থলের কোন দিক ধ্বসিয়ে দেবেন না অথবা তোমাদের উপর শিলা বর্ষণকারী বাতাস প্রেরণ করবেন না? তারপর তোমরা তোমাদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। ৬৯. অথবা তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গিয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে ফিরিয়ে নেবেন না, অতঃপর তোমাদের উপর প্রচণ্ড বাতাস পাঠাবেন না এবং তোমাদেরকে ডুবিয়ে দেবেন না, তোমরা কুফরী করার কারণে? তারপর তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে কোন সাহায্যকারী

পাবে না। ৭০. আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিযিক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি। ৭১. স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক মানুষকে তাদের ইমামসহ ডাকব। অতঃপর যাকে তার আমালনামা ডান হাতে দেয়া হবে তারা নিজদের আমালনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণ অবিচার করা হবে না। ৭২. আর যে ব্যক্তি এখানে অন্ধ সে আখিরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। ৭৩. আর তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি তোমাকে যে ওয়াহী দিয়েছি, তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় ফিতনায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে তুমি আমার নামে এর বিপরীত মিথ্যা রটাতে পার এবং তখন তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। ৭৪. আর আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তে, ৭৫. তখন আমি অবশ্যই তোমাকে ভোগ করাতাম জীবনের দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব। তারপর তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাবে না। ৭৬. আর তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা তোমাকে যমীন থেকে উৎখাত করে দেবে, যাতে তোমাকে সেখান থেকে বের করে দিতে পারে এবং তখন তারা তোমার পরে স্বল্প সময়ই টিকে থাকতে পারত। ৭৭. তাদের নিয়ম অনুসারে যাদেরকে আমি আমার রসূলদের মধ্যে তোমার পূর্বে পাঠিয়েছিলাম এবং তুমি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না। ৭৮. সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সলাত কয়েম কর এবং ফজরের কুরআন। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন (মালাইকাদের) উপস্থিতির সময়। ৭৯. আর রাতের

কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে। আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ৮০. আর বল, 'হে আমার রব, আমাকে প্রবেশ করাও উত্তমভাবে এবং বের কর উত্তমভাবে। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর'। ৮১. আর বল, 'হাকু এসেছে এবং বাতিল বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই বাতিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল'। ৮২. আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমাত, কিন্তু তা যলিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়। ৮৩. আর আমি যখন মানুষের উপর নি'আমাত দান করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় এবং যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে খুব হতাশ হয়ে পড়ে। ৮৪. বল, 'প্রত্যেকেই আমাল করে থাকে নিজ পদ্ধতি অনুযায়ী এবং তোমার রব অধিক অবগত আছেন কে সর্বাধিক নির্ভুল পথে'। ৮৫. আর তারা তোমাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রুহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেয়া হয়েছে'। ৮৬. আর আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে ওয়াহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি তা অবশ্যই নিয়ে নিতে পারতাম; অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। ৮৭. তবে তোমার রবের পক্ষ থেকে (এটা) রহমাত স্বরূপ; নিশ্চয়ই তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বিরাট। ৮৮. বল, 'যদি মানুষ ও জীন এ কুরআনের অনুরূপ হাযির করার জন্য একত্রিত হয়, তবুও তারা এর অনুরূপ হাযির করতে পারবে না যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়'। ৮৯. আর অবশ্যই মানুষের জন্য এ কুরআনে আমি নানাভাবে বিভিন্ন উপমা বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কুফরী না করে থাকেনি। ৯০. আর তারা বলে, 'আমরা তোমার

প্রতি কখনো ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য যমীন থেকে একটি ঋণাধারা উৎসারিত করবে'। ৯১. 'অথবা তোমার জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর তুমি তার মধ্যে প্রবাহিত করবে নদী-নালা'। ৯২. 'অথবা তুমি যেমনটি ধারণা কর, সে অনুযায়ী আসমানকে খণ্ড খণ্ড করে আমাদের উপরে ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও মালাইকাদেরকে আমাদের মুখোমুখি নিয়ে আসবে'। ৯৩. 'অথবা তোমার জন্য স্বর্ণের একটি ঘর হবে অথবা তুমি আসমানে উঠবে, কিন্তু তোমার উঠাতেও আমরা ঈমান আনব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পাঠ করব'। বল, 'পবিত্র মহান আমার রব! আমি তো একজন মানব-রসূল ছাড়া কিছু নই'। ৯৪. আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত আসে তখন তাদের ঈমান আনতে বাধা দেয় তাদের এ কথা যে, 'আল্লাহ কি মানুষকে রসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন'? ৯৫. বল, 'মালাইকারা যদি যমীনে চলাচল করত নিশ্চিতভাবে তাহলে আমি অবশ্যই আসমান হতে তাদের কাছে মালাইকা পাঠাতাম রসূল হিসেবে'। ৯৬. বল, 'আল্লাহই যথেষ্ট আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষরী হিসেবে; নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা'। ৯৭. আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং যাকে তিনি পথহারা করেন তুমি কখনো তাদের জন্য তাঁকে ছাড়া অভিভাবক পাবে না। আর আমি কিয়ামাতের দিনে তাদেরকে একত্র করব উপড় করে, অন্ধ, মূক ও বধির অবস্থায়। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; যখনই তা নিস্তেজ হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। ৯৮. এটাই তাদের প্রতিদান, কারণ তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে, 'আমরা যখন হাড্ডি ও ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাব, তখন

আমরা কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুজ্জীবিত হব? ৯৯. তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম? আর তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করেছেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যলিমরা কুফরী না করে থাকেনি। ১০০. বল, 'যদি তোমরা আমার রবের রহমাতের ভাগ্যসমূহের মালিক হতে, তবুও খরচ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তা আটকে রাখতে; আর মানুষ তো অতি কৃপণ'। ১০১. আর আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম, সুতরাং তুমি বানী ইসরঈলকে জিজ্ঞাসা কর, যখন সে তাদের কাছে আসল তখন ফির'আউন তাকে বলল, 'হে মুসা, আমিতো ধারণা করি তুমি যাদুগ্রন্থ'। ১০২. সে বলল, 'তুমি জান যে, এ সকল বিষয় কেবল আসমানসমূহ ও যমীনের রবই নাযিল করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসেবে। আর হে ফির'আউন, আমি তো ধারণা করি তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত'। ১০৩. অতঃপর সে তাদেরকে দেশ থেকে উৎখাত করার ইচ্ছা করল; তখন আমি তাকে ও তার সাথে যারা ছিল সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। ১০৪. আর আমি এরপর বানী ইসরঈলকে বললাম, 'তোমরা যমীনে বাস কর, অতঃপর যখন আখিরতের ওয়াদা আসবে তখন আমি তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে আসব'। ১০৫. আর আমি তা যথাযথভাবে নাযিল করেছি এবং যথাযথভাবে তা নাযিল হয়েছে। আমি তো তোমাকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। ১০৬. আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে। ১০৭. বল, 'তোমরা এতে ঈমান আন বা ঈমান না আন, নিশ্চয়ই এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা

পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদাবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। ১০৮. আর তারা বলে, 'পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে'। ১০৯. 'আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে'।^{সাজ্জাদ} ১১০. বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ। তুমি তোমার সলাতে স্বর উঁচু করো না এবং তাতে মৃদুও করো না; বরং এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন কর। ১১১. আর বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই এবং অপমান থেকে বাঁচতে তাঁর কোন অভিভাবকের দরকার নেই'। সুতরাং তুমি পূর্ণরূপে তাঁর বড়ত্ব ঘোষণা কর।

১৮. সূরহঃ আল-কাহাফ, আয়াতঃ ১১০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাতে রাখেননি কোন বক্রতা। ২. সরলরূপে, যাতে সে তাঁর পক্ষ থেকে কঠিন আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সুসংবাদ দেয়, সেসব মুমিনকে, যারা আমালে সলেহ করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান। ৩. তারা তাতে অনন্তকাল অবস্থান করবে। ৪. আর যেন সতর্ক করে তাদেরকে, যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন'। ৫. এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও না। বড় মারাত্মক কথা, যা তাদের মুখ থেকে বের হয়। মিথ্যা ছাড়া তারা কিছুই বলে না! ৬. হয়তো তুমি তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে দুঃখে নিজকে শেষ

করে দেবে, যদি তারা এই কথার প্রতি ঈমান না আনে। ৭. নিশ্চয়ই যমীনের উপর যা রয়েছে, তা আমি শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, আমলে তাদের মধ্যে কে উত্তম। ৮. আর নিশ্চয়ই তার উপর যা রয়েছে তাকে আমি উদ্ভিদহীন শুষ্ক মাটিতে পরিণত করব। ৯. তুমি কি মনে করেছ যে, গুহা ও রাকীমের অধিবাসীরা ছিল আমার আয়াতসমূহের এক বিস্ময়? ১০. যখন যুবকরা গুহায় আশ্রয় নিল অতঃপর বলল, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার পক্ষ থেকে রহমাত দিন এবং আমাদের জন্য আমাদের কর্মকাণ্ড সঠিক করে দিন'। ১১. ফলে আমি গুহায় তাদের কান বন্ধ করে দিলাম অনেক বছরের জন্য। ১২. তারপর আমি তাদেরকে জাগলাম, যাতে আমি জানতে পারি, যতটুকু সময় তারা অবস্থান করেছিল, দু'দলের মধ্যে কে তা অধিক নির্ণয়কারী। ১৩. আমিই তোমাকে তাদের সংবাদ সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয়ই তারা কয়েকজন যুবক, যারা তাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের হিদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ১৪. যখন তারা উঠেছিল, আমি তাদের অন্তরকে মজবুত করেছিলাম। তখন তারা বলল, 'আমাদের রব আসমানসমূহ ও যমীনের রব। তিনি ছাড়া কোন ইলাহকে আমরা কখনো ডাকব না। (যদি ডাকি) তাহলে নিশ্চয়ই আমরা গর্হিত কথা বলব'। ১৫. এরা আমাদের কণ্ঠ, তারা তাঁকে ছাড়া অন্যান্য মাবুদ গ্রহণ করেছে। কেন তারা তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব যে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় যলিম আর কে? ১৬. আর যখন তোমরা তাদের থেকে আলাদা হয়েছ এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদত করে তাদের থেকেও, তখন গুহায় আশ্রয় নাও। তাহলে তোমাদের রব তোমাদের জন্য তার রহমাত

উন্মুক্ত করে দেবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনোপকরণের বিষয়টি সহজ করে দেবেন। ১৭. আর তুমি দেখতে পেতে, সূর্য উদিত হলে তাদের গুহার ডানে তা হেলে পড়ছে, আর অন্ত গলে তাদেরকে বামে রেখে কেটে যাচ্ছে, তখন তারা ছিল তার আভিনায়। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের কিছু। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দেন, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত। আর যাকে ভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য পথনির্দেশকারী কোন অভিভাবক পাবে না। ১৮. তুমি তাদেরকে মনে করতে জাগ্রত, অথচ তারা ছিল ঘুমন্ত, আমি তাদেরকে পাশ পরিবর্তন করাছি ডানে ও বামে এবং তাদের কুকুরটি আভিনায় তার সামনের দু'পা বাড়িয়ে আছে। যদি তুমি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে, তবে নিশ্চয়ই তাদের থেকে পেছনে ফিরে পালিয়ে যেতে এবং অবশ্যই তাদের কারণে ভীষণ ভীত হতে। ১৯. আর এমনিভাবে আমি তাদেরকে জাগিয়ে তুলেছিলাম, যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসা করে। তাদের একজন বলল, 'তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করলে?' তারা বলল, 'আমরা একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। তারা বলল, 'তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ, সে ব্যাপারে তোমাদের রবই অধিক জানেন। তাই তোমরা তোমাদের কাউকে তোমাদের এই রৌপ্যমুদ্রাগুলো দিয়ে শহরে পাঠাও। অতঃপর সে যেন দেখে শহরের কোন্ খাবার একেবারে ভেজালমুক্ত, তখন সে যেন তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। আর সে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং কাউকে যেন তোমাদের ব্যাপারে না জানায়'। ২০. 'নিশ্চয়ই তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে জেনে যায়, তাহলে তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর তখন তোমরা কোনভাবেই সফল

হবে না'। ২১. আর এমনিভাবে আমি তাদের ব্যাপারে (লোকদেরকে) জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামাতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজদের মধ্যে তাদের বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল, 'তাদের উপর তোমরা একটি ভবন নির্মাণ কর'। তাদের রবই তাদের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। যারা গুহাবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা বলল, 'আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মাসজিদ নির্মাণ করব'। ২২. বিতর্ককারীরা বলবে, 'তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ হল তাদের কুকুর'। আর কতক বলবে, 'তারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠ হল তাদের কুকুর'। এসবই অজানা বিষয়ে অনুমান করে। আর কেউ কেউ বলবে, 'তারা ছিল সাত জন; অষ্টম হল তাদের কুকুর'। বল, 'আমার রবই তাদের সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত'। কম সংখ্যক লোকই তাদেরকে জানে। সুতরাং স্পষ্ট আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করো না। আর তাদের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে কারো কাছে জানতে চেয়ো না। ২৩. আর কোন কিছু ব্যাপারে তুমি মোটেই বলবে না যে, 'নিশ্চয়ই আমি তা আগামী কাল করব', ২৪. তবে 'আল্লাহ যদি চান'। আর যখন ভুলে যাও, তখন তুমি তোমার রবের যিকির কর এবং বল, আশা করি, আল্লাহ আমাকে এর চেয়েও নিকটবর্তী সত্য পথের হিদায়াত দেবেন। ২৫. আর তারা তাদের গুহায় অবস্থান করেছে তিনশ' বছর এবং এর সাথে অতিরিক্ত হয়েছিল 'নয়'। ২৬. বল, 'তারা যে সময়টুকু অবস্থান করেছিল, সে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক জানেন'। আসমানসমূহ ও যমীনের গায়িবী বিষয় তাঁরই। এ ব্যাপারে তিনিই উত্তম দ্রষ্টা ও উত্তম শ্রোতা। তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি কাউকে শরীক করেন

না। ২৭. আর তোমার রবের কিতাব থেকে তোমার নিকট যে ওয়াহী পাঠানো হয়, তুমি তা তিলাওয়াত কর। তাঁর কালিমা-সমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং তিনি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল তুমি পাবে না। ২৮. আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গফিল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। ২৯. আর বল, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরী করে। নিশ্চয়ই আমি যলিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদেরকে বেঁটন করে রেখেছে। যদি তারা পানি চায়, তবে তাদেরকে দেয়া হবে এমন পানি যা গলিত ধাতুর মত, যা চেহারাগুলো ঝলসে দেবে। কী নিকৃষ্ট পানীয়! আর কী মন্দ বিশ্রামস্থল! ৩০. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, নিশ্চয়ই আমি এমন কারো প্রতিদান নষ্ট করব না, যে সুকর্ম করেছে। ৩১. এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জাম্বাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল! ৩২. আর তুমি তাদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত পেশ কর: দুই ব্যক্তি, তাদের একজনকে আমি দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং উভয় বাগানকে ঘিরে দিয়েছি খেজুর গাছ দ্বারা এবং উভয়ের মাঝখানে রেখেছি

শস্যক্ষেত। ৩৩. উভয় বাগান ফল দিয়েছে, তাতে কিছুই ত্রুটি করেনি এবং আমি উভয়ের মাঝ দিয়ে নদী প্রবাহিত করেছি। ৩৪. আর (এতে) তার ছিল বিপুল ফল-ফলাদি। তাই সে তার সঙ্গীকে কথায় কথায় বলল, ‘সম্পদে আমি তোমার চেয়ে অধিক এবং জনবলেও অনেক শক্তিশালী’। ৩৫. আর সে তার বাগানে প্রবেশ করল, নিজের প্রতি যুল্মরত অবস্থায়। সে বলল, ‘আমি মনে করি না যে, এটি কখনো ধ্বংস হবে’। ৩৬. ‘আর আমি মনে করি না যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর আমাকে যদি ফিরিয়ে নেয়া হয় আমার রবের কাছে, তবে নিশ্চয়ই আমি এর চেয়ে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল পাব’। ৩৭. কথায় কথায় তার সঙ্গী বলল, ‘তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর ‘বীর্ষ’ থেকে, তারপর তোমাকে অবয়ব দিয়েছেন পুরুষের’? ৩৮. ‘কিন্তু তিনিই আল্লাহ, আমার রব। আর আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক করি না’। ৩৯. ‘আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তখন কেন তুমি বললে না, ‘মাশাআল্লাহ! আল্লাহর তৌফিক ছাড়া কোন শক্তি নেই। তুমি যদি দেখ যে, আমি সম্পদে ও সন্তানে তোমার চেয়ে কম, ৪০. তবে আশা করা যায় যে, ‘আমার রব আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (কিছু) দান করবেন এবং তার উপর আসমান থেকে বজ্র পাঠাবেন। ফলে তা অনুর্বর উদ্ভিদশূন্য যমীনে পরিণত হবে’। ৪১. ‘কিংবা তার পানি মাটির গভীরে চলে যাবে, ফলে তা তুমি কোনভাবেই খুঁজে পাবে না’। ৪২. আর (বিপর্যয়ে) তার ফল-ফলাদি ঘিরে ফেলা হল। ফলে তাতে সে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য (আক্ষেপে) হাত কচলাতে লাগল এবং সেটি ধ্বংস হয়েছিল তার মাচার উপর। আর সে বলছিল, ‘হায় আক্ষেপ! আমি যদি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক

না করতাম’! ৪৩. আর আল্লাহ ছাড়া তার এমন কোন লোকবলও ছিল না যারা তাকে সাহায্য করবে এবং সে সাহায্যপ্রাপ্তও ছিল না। ৪৪. এখানে অভিভাবকত্ব আল্লাহর, যিনি সত্য। তিনিই প্রতিদানে উত্তম এবং পরিণামে শ্রেষ্ঠ। ৪৫. আর আপনি তাদের জন্য পেশ করুন দুনিয়ার জীবনের উপমা তা পানির মত, যা আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি। অতঃপর তার সাথে মিশ্রিত হয় যমীনের উদ্ভিদ। ফলে তা পরিণত হয় এমন শুকনো গুঁড়ায়, বাতাস যাকে উড়িয়ে নেয়। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৪৬. সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সংকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম। ৪৭. আর যেদিন আমি পাহাড়কে চলমান করব এবং তুমি যমীনকে দেখতে পাবে দৃশ্যমান, আর আমি তাদেরকে একত্র করব। অতঃপর তাদের কাউকেই ছাড়ব না। ৪৮. আর তাদেরকে তোমার রবের সামনে উপস্থিত করা হবে কাতারবদ্ধ করে। (আল্লাহ বলবেন) ‘তোমরা আমার কাছে এসেছ তেমনিভাবে, যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা তো ভেবেছিলে আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত মুহূর্ত রাখিনি’। ৪৯. আর আমালনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, ‘হায় ধ্বংস আমাদের! কী হল এ কিতাবের! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে’ এবং তারা যা করেছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুল্ম করেন না। ৫০. আর যখন আমি মালাইকাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে ছিল জীনদের একজন। সে তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি তাকে ও তার বংশকে আমার

পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ তারা তোমাদের শত্রু ? যলিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়! ৫১. আমি তাদেরকে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির স্বাক্ষী করিনি এবং না তাদের নিজদের সৃষ্টির। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদেরকে সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ করিনি। ৫২. আর যেদিন তিনি বলবেন, 'তোমরা ডাক আমার শরীকদের, যাদেরকে তোমরা (শরীক) মনে করত'। অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর আমি তাদের মধ্যে রেখে দেব ধ্বংসস্থল। ৫৩. আর অপরাধীরা আগুন দেখবে, অতঃপর তারা নিশ্চিতরূপে জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই তারা তাতে নিপতিত হবে এবং তারা তা থেকে বাঁচার কোন পথ খুঁজে পাবে না। ৫৪. আর আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সকল প্রকার উপমা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আর মানুষ সবচেয়ে বেশি তর্ককারী। ৫৫. আর যখন মানুষের নিকট হিদায়াত এসেছে, তখন তাদেরকে ঈমান আনতে কিংবা তাদের রবের কাছে ইস্তিগফার করতে বাধা প্রদান করেছে কেবল এ বিষয়টিই যে, পূর্ববর্তীদের (ব্যাপারে আমার নির্ধারিত) রীতি তাদের উপর পুনঃরায় নেমে আসবে কিংবা তাদের উপর আযাব সরাসরি এসে উপস্থিত হবে। ৫৬. আর আমি তো রসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি এবং যারা কুফরী করেছে তারা বাতিল দ্বারা তর্ক করে, যাতে তার মাধ্যমে সত্যকে মিটিয়ে দিতে পারে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, তাকে উপহাস হিসেবে গ্রহণ করে। ৫৭. আর তার চেয়ে অধিক যলিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত

পেশ করেছে? নিশ্চয়ই আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না। ৫৮. আর তোমার রব ক্ষমাশীল, দয়াময়। তারা যা উপার্জন করেছে, তার কারণে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন তবে অবশ্যই তাদের জন্য আযাব ত্বরান্বিত করতেন। বরং তাদের জন্য রয়েছে প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা কোন আশ্রয়স্থল পাবে না। ৫৯. আর এগুলো সেই জনপদ যেগুলো আমি ধ্বংস করেছি যখন তারা যুলুম করেছে এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছি। ৬০. আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সহচর যুবকটিকে বলল, আমি চলতে থাকব যতক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হব কিংবা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেব। ৬১. এরপর যখন তারা তাদের দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হল, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল। ফলে মাছটি নালার মত করে সমুদ্রে তার পথ করে নিল। ৬২. অতঃপর যখন তারা অগ্রসর হল তখন সে তার যুবককে বলল, 'আমাদের সকালের খাবার নিয়ে আস। আমাদের এই সফরে আমরা অনেক ক্লান্তির মুখোমুখি হয়েছি'। ৬৩. সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যখন আমরা পাথরটিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটি হারিয়ে ফেলি। আর আমাকে তা স্মরণ করতে ভুলিয়েছে কেবল শায়তন এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে'। ৬৪. সে বলল, 'ঐ স্থানটিই আমরা খুঁজছি। তাই তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পেছনে ফিরে গেল'। ৬৫. অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে

রহমাত দান করেছি এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। ৬৬. মুসা তাঁকে বলল, ‘আমি কি আপনাকে এই শর্তে অনুসরণ করব যে, আপনাকে যে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা আমাকে শিক্ষা দেবেন?’ ৬৭. সে বলল, ‘আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না’। ৬৮. ‘আপনি তাতে কীভাবে ধৈর্য্য ধরবেন, যে সম্পর্কে আপনি জানেন না?’ ৬৯. সে বলল, ‘ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন এবং কোন বিষয়ে আমি আপনার অবাধ্য হব না’। ৭০. সে বলল, ‘তবে আপনি যদি আমাকে অনুসরণ করেন, তাহলে কোন বিষয় সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্পর্কে আপনাকে জানাই’। ৭১. অতঃপর তারা চলতে থাকে। অবশেষে যখন তারা জাহাজে চড়ল, সে তা ফুটো করে দিল। সে বলল, ‘আপনি কি তার আরোহীদের ডুবানোর জন্য তা ফুটো করে দিলেন? আপনি অবশ্যই মন্দ কাজ করলেন’। ৭২. সে বলল, ‘আমি কি বলিনি, আপনি আমার সাথে ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না? ৭৩. সে বলল, ‘আমি যা ভুলে গিয়েছি, সে ব্যাপারে আমাকে ধরবেন না এবং আমাকে আমার বিষয়ে কঠোর আচরণ করবেন না’। ৭৪. অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন তারা এক বালকের সাক্ষাৎ পেল, তখন সে তাকে হত্যা করল। সে বলল, ‘আপনি নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হত্যা করলেন, যে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো খুবই মন্দ কাজ করলেন’। ৭৫. সে বলল, ‘আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কখনই ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবেন না?’ ৭৬. মুসা বলল, ‘এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তাহলে আপনি আমাকে আর আপনার সাথে রাখবেন না। আমার পক্ষ থেকে আপনি ওয়র পেয়ে গেছেন’। ৭৭. অতঃপর তারা

দু’জন চলতে শুরু করল। অবশেষে যখন তারা একটি জনপদের অধিবাসীদের নিকট পৌঁছল তখন তাদের কাছে কিছু খাবার চাইল; কিন্তু তারা তাদেরকে মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেল, যা পড়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। সে তখন প্রাচীরটি সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে দিল। মুসা বলল, ‘আপনি ইচ্ছা করলে এর জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন’। ৭৮. সে বলল, ‘এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদ। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেননি আমি এখন আপনাকে তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি’। ৭৯. ‘নৌকাটির বিষয় হল, তা ছিল কিছু দরিদ্র লোকের যারা সমুদ্রে কাজ করত। আমি নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে চেয়েছি কারণ তাদের পেছনে ছিল এক রাজা, যে নৌকাগুলো জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিচ্ছিল’। ৮০. ‘আর বালকটির বিষয় হল, তার পিতা-মাতা ছিল মুমিন। অতঃপর আমি আশংকা করলাম যে, সে সীমালঙ্ঘন ও কুফরী দ্বারা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তুলবে’। ৮১. ‘তাই আমি চাইলাম, তাদের রব তাদেরকে তার পরিবর্তে এমন সন্তান দান করবেন, যে হবে তার চেয়ে পবিত্রতায় উত্তম এবং দয়ামায়্য অধিক ঘনিষ্ঠ’। ৮২. ‘আর প্রাচীরটির বিষয় হল, তা ছিল শহরের দু’জন ইয়াতীম বালকের এবং তার নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিল সৎকর্ম পরায়ণ। তাই আপনার রব চাইলেন যে, তারা দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে তাদের গুপ্তধন বের করে নেবে। এ সবই আপনার রবের রহমাত স্বরূপ। আমি নিজ থেকে তা করিনি। এ হলো সে বিষয়ের ব্যাখ্যা, যে সম্পর্কে আপনি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারেননি’। ৮৩. আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে। বল, ‘আমি এখন তার সম্পর্কে তোমাদের নিকট বর্ণনা দিচ্ছি’। ৮৪. আমি তাকে

যমীনে কর্তৃত্ব দান করেছিলাম এবং সব বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করেছিলাম। ৮৫. অতঃপর সে একটি পথ অবলম্বন করল। ৮৬. অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের স্থানে পৌঁছল, তখন সে সূর্যকে একটি কদমাক্ত পানির ঝর্ণায় ডুবতে দেখতে পেল এবং সে এর কাছে একটি জাতির দেখা পেল। আমি বললাম, 'হে যুলকারনাইন, তুমি তাদেরকে আযাবও দিতে পার অথবা তাদের ব্যাপারে সদাচরণও করতে পার'। ৮৭. সে বলল, 'যে ব্যক্তি যুলম করবে, আমি অচিরেই তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে তার রবের নিকট ফিরিয়ে নেয়া হবে। তখন তিনি তাকে কঠিন আযাব দেবেন'। ৮৮. 'আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমি আমার ব্যবহারে তার সাথে নরম কথা বলব'। ৮৯. তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। ৯০. অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়ের স্থানে এসে পৌঁছল তখন সে দেখতে পেল, তা এমন এক জাতির উপর উদ্ভিত হচ্ছে যাদের জন্য আমি সূর্যের বিপরীতে কোন আড়ালের ব্যবস্থা করিনি। ৯১. প্রকৃত ঘটনা এটাই। আর তার নিকট যা ছিল, আমি সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। ৯২. তারপর সে আরেক পথ অবলম্বন করল। ৯৩. অবশেষে যখন সে দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছল, তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে পেল, যারা তার কথা তেমন একটা বুঝতে পারছিল না। ৯৪. তারা বলল, 'হে যুলকারনাইন! নিশ্চয়ই ইয়া'জুজ ও মা'জুজ যমীনে অশান্তি সৃষ্টি করছে, তাই আমরা কি আপনাকে এ জন্য কিছু খরচ দেব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন'? ৯৫. সে বলল, 'আমার রব আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, সেটাই উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝখানে

একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব'। ৯৬. 'তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও'। অবশেষে যখন সে দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী জায়গা সমান করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা ফুঁক দিতে থাক'। অতঃপর যখন সে তা আগুনে পরিণত করল, তখন বলল, 'তোমরা আমাকে কিছু তামা দাও, আমি তা এর উপর ঢেলে দেই'। ৯৭. এরপর তারা (ইয়া'জুজ ও মা'জুজ) প্রাচীরের উপর দিয়ে অতিক্রম করতে পারল না এবং নিচ দিয়েও তা ভেদ করতে পারল না। ৯৮. সে বলল, 'এটা আমার রবের অনুগ্রহ। অতঃপর যখন আমার রবের ওয়াদাকৃত সময় আসবে তখন তিনি তা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবেন। আর আমার রবের ওয়াদা সত্য'। ৯৯. আর সেদিন আমি তাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, তারা একদল আরেক দলের উপর তরঙ্গমালার মত আছড়ে পড়বে এবং শিকায় ফুঁক দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকে একত্র করব। ১০০. এবং আমি সেদিন কাফিরদের জন্য জাহান্নামকে সরাসরি হাজির করব; ১০১. আমার স্মরণ থেকে যাদের চোখ ছিল আবরণে ঢাকা এবং যারা শুনতেও ছিল অক্ষম। ১০২. যারা কুফরী করছে, তারা কি মনে করেছে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই আমি জাহান্নামকে কাফিরদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত করেছি। ১০৩. বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা জানাব, যারা আমলের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত'? ১০৪. দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে, অথচ তারা মনে করছে যে, তারা ভাল কাজই করছে'। ১০৫. 'তরাই সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের সকল আমাল নিষ্ফল হয়ে গেছে। সুতরাং আমি তাদের জন্য

কিয়ামাতের দিন কোন ওজনের ব্যবস্থা রাখব না'। ১০৬. 'এ জন্যই তাদের প্রতিফল জাহান্নাম। কারণ তারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও আমার রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয় বানিয়েছে'। ১০৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জাম্বাতুল ফিরদাউস। ১০৮. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না। ১০৯. বল, 'আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি'। ১১০. বল, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার নিকট ওয়াহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহই এক ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদাতে কাউকে শরীক না করে'।

১৯. সূরহঃ মারইয়াম, আয়াতঃ ৯৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কাফ-হা-ইয়া-‘আঈন-সদ। ২. এটা তোমার রবের রহমাতের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। ৩. যখন সে তার রবকে গোপনে ডেকেছিল। ৪. সে বলেছিল, 'হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে এবং বার্বাক্যবশতঃ আমার মাথার চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। হে আমার রব, আপনার নিকট দু'আ করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি'। ৫. 'আর আমার পরে স্বগোষ্ঠীয়দের সম্পর্কে আমি আশংক্যবোধ করছি। আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে

একজন উত্তরাধিকারী দান করুন'। ৬. 'যে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। হে আমার রব, আপনি তাকে পছন্দনীয় বানিয়ে দিন'। ৭. (আল্লাহ বললেন) 'হে যাকারিয়্যার, আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে কাউকে আমি এ নাম দেইনি'। ৮. সে বলল, 'হে আমার রব, কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা, আর আমিও তো বার্বাক্যের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছি'। ৯. সে (মালাইকা) বলল, 'এভাবেই'। তোমার রব বলেছেন, 'এটা আমার জন্য সহজ। আমি তো ইতিপূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করেছি, তখন তুমি কিছুই ছিলে না'। ১০. সে বলল, 'হে আমার রব, আমার জন্য একটি নিদর্শন ঠিক করে দিন'। তিনি বললেন, 'তোমার জন্য এটাই নিদর্শন যে, তুমি সুস্থ থেকেও তিন রাত কারো সাথে কথা বলবে না'। ১১. অতঃপর সে মিহরাব হতে বেরিয়ে তার লোকদের সামনে আসল এবং ইশারায় তাদেরকে বলল যে, 'তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ কর'। ১২. 'হে ইয়াহইয়া, তুমি কিতাবটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর'। আমি তাকে শৈশবেই প্রজ্ঞা দান করেছি। ১৩. আর আমার পক্ষ থেকে তাকে স্নেহ-মমতা ও পবিত্রতা দান করেছি এবং সে মুত্তাকী ছিল। ১৪. আর সে ছিল তার পিতা-মাতার সাথে সদাচারী, আর ছিল না অহংকারী, অবাধ্য। ১৫. আর তার উপর শান্তি, যেদিন সে জন্মেছে এবং যেদিন সে মারা যাবে আর যেদিন তাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে। ১৬. আর স্মরণ কর এই কিতাবে মারইয়ামকে যখন সে তার পরিবারবর্গ থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের কোন এক স্থানে চলে গেল। ১৭. আর সে তাদের নিকট থেকে (নিজকে) আড়াল করল। তখন আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরীল) কে প্রেরণ করলাম।

অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল। ১৮. মারইয়াম বলল, ‘আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি মুত্তাকী হও’। ১৯. সে বলল, ‘আমি তো কেবল তোমার রবের বার্তাবাহক, তোমাকে একজন পবিত্র পুত্রসন্তান দান করার জন্য এসেছি’। ২০. মারইয়াম বলল, ‘কিভাবে আমার পুত্র সন্তান হবে? অথচ কোন মানুষ আমাকে স্পর্শ করেনি। আর আমি তো ব্যভিচারিণীও নই’। ২১. সে বলল, ‘এভাবেই। তোমার রব বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজ। আর যেন আমি তাকে করে দেই মানুষের জন্য নিদর্শন এবং আমার পক্ষ থেকে রহমাত। আর এটি একটি সিদ্ধান্তকৃত বিষয়’। ২২. তারপর সে তাকে গর্ভে ধারণ করল এবং তা নিয়ে দূরবর্তী একটি স্থানে চলে গেল। ২৩. অতঃপর প্রসব-বেদনা তাকে খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে এলো। সে বলল, ‘হায়! এর আগেই যদি আমি মরে যেতাম এবং সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হতাম’! ২৪. তখন তার নিচ থেকে সে তাকে ডেকে বলল যে, ‘তুমি চিন্তা করো না। তোমার রব তোমার নিচে একটি ঝর্ণা সৃষ্টি করেছেন’। ২৫. ‘আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে তোমার দিকে নাড়া দাও, তাহলে তা তোমার উপর তাজা-পাকা খেজুর ফেলবে’। ২৬. ‘অতঃপর তুমি খাও, পান কর এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোন লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময়ের জন্য চূপ থাকার মানত করেছি। অতএব আজ আমি কোন মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না’। ২৭. তারপর সে তাকে কোলে নিয়ে নিজ কওমের নিকট আসল। তারা বলল, ‘হে মারইয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত বিষয় নিয়ে এসেছ’! ২৮. ‘হে হারুনের বোন! তোমার পিতা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী’। ২৯. তখন সে

শিশুটির দিকে ইশারা করল। তারা বলল, ‘যে কোলের শিশু আমরা কিভাবে তার সাথে কথা বলব’? ৩০. শিশুটি বলল, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নাবী বানিয়েছেন’। ৩১. ‘আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বারকাতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সলাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন’। ৩২. ‘আর আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, অবাদ্য করেননি’। ৩৩. ‘আর আমার উপর শান্তি, যেদিন আমি জন্মেছি এবং যেদিন আমি মারা যাব আর যেদিন আমাকে জীবিত অবস্থায় উঠানো হবে’। ৩৪. এই হচ্ছে মারইয়াম পুত্র ঈসা। এটাই সঠিক বক্তব্য, যে বিষয়ে লোকেরা সন্দেহ পোষণ করছে। ৩৫. সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়। তিনি পবিত্র-মহান। তিনি যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তদুদ্দেশ্যে শুধু বলেন, ‘হও’, অমনি তা হয়ে যায়। ৩৬. আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদাত কর। এটাই সরল পথ। ৩৭. এরপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ করল। কাজেই মহাদিবস প্রত্যক্ষকালে কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য। ৩৮. যেদিন তারা আমার কাছে আসবে সেদিন তারা কতই না স্পষ্টভাবে শুনতে পাবে এবং দেখতে পাবে! কিন্তু যলিমরা আজ স্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে। ৩৯. আর তাদেরকে সতর্ক করে দাও পরিতাপ দিবস সম্পর্কে যখন সব বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, অথচ তারা রয়েছে উদাসীনতায় বিভোর এবং তারা ঈমান আনছে না। ৪০. নিশ্চয়ই আমি যমীন ও এর উপরে যা রয়েছে তার চূড়ান্ত মালিক হব এবং আমারই নিকট তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। ৪১. আর স্মরণ কর এই

কিতাবে ইবরহীমকে। নিশ্চয়ই সে ছিল পরম সত্যবাদী, নাবী। ৪২. যখন সে তার পিতাকে বলল, ‘হে আমার পিতা, তুমি কেন তার ইবাদাত কর যে না শুনতে পায়, না দেখতে পায় এবং না তোমার কোন উপকারে আসতে পারে?’ ৪৩. ‘হে আমার পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি, সুতরাং আমার অনুসরণ কর, তাহলে আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব’। ৪৪. ‘হে আমার পিতা, তুমি শায়তনের ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই শায়তন হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য’। ৪৫. ‘হে আমার পিতা, আমি আশংকা করছি যে, পরম করুণাময়ের (পক্ষ থেকে) তোমাকে আযাব স্পর্শ করবে, ফলে তুমি শায়তনের সঙ্গী হয়ে যাবে’। ৪৬. সে বলল, ‘হে ইবরহীম, তুমি কি আমার মাবুদদের থেকে বিমুখ? যদি তুমি বিরত না হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি চিরতরে আমাকে ছেড়ে যাও’। ৪৭. ইবরহীম বলল, ‘তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার রবের কাছে তোমার জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল’। ৪৮. ‘আর আমি তোমাদের ও আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদাত তোমরা কর তাদের পরিত্যাগ করছি এবং আমি আমার রবের ইবাদাত করছি। আশা করি আমার রবের ইবাদাত করে আমি ব্যর্থ হব না’। ৪৯. অতঃপর যখন সে তাদেরকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদাত করত তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাদের প্রত্যেককে নাবী করলাম। ৫০. আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহ দান করলাম আর তাদের সুনাম সুখ্যাতিতে সমৃদ্ধ করলাম। ৫১. আর স্মরণ কর এই কিতাবে মুসাকে। অবশ্যই সে ছিল মনোনীত এবং সে ছিল রসূল, নাবী। ৫২. আমি তাকে তুর পর্বতের

ডান দিক থেকে ডেকেছিলাম এবং অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্দেশ্যে তাকে আমার নিকটবর্তী করেছিলাম। ৫৩. আর আমি স্বীয় অনুগ্রহে তার জন্য তার ভাই হারুনকে নাবীরূপে দান করলাম। ৫৪. আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইসমাইলকে। সে ছিল সত্যিকারের ওয়াদা পালনকারী এবং সে ছিল রসূল, নাবী। ৫৫. আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সলাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত। ৫৬. আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইদরীসকে। সে ছিল পরম সত্যনিষ্ঠ নাবী। ৫৭. আর আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমুন্নত করেছিলাম। ৫৮. এরাই সে সব নাবী, আদম সন্তানের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং যাদের আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। আর ইবরহীম ও ইসরঈলের বংশোদ্ভূত এবং যাদেরকে আমি পথ প্রদর্শন করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম। যখন তাদের কাছে পরম করুণাময়ের আয়াতসমূহ পাঠ করা হত, তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।^{সাজদা} ৫৯. তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সলাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। ৬০. তবে তারা নয় যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে; তারাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। ৬১. তা চিরস্থায়ী জাহান্নাম, যার ওয়াদা পরম করুণাময় তাঁর বান্দাদের দিয়েছেন গায়েবের সাথে। নিশ্চয়ই তাঁর ওয়াদাকৃত বিষয় অবশ্যসত্য। ৬২. তারা সেখানে ‘শাস্তি’ ছাড়া কোন অর্থহীন কথা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের রিযিক। ৬৩. সেই জাহান্নাম, আমি যার উত্তরাধিকারী বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যারা মুত্তাকী।

৬৪. (জিবরীল বলল) ‘আর আমরা আপনার রবের নির্দেশ ছাড়া অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে আছে, আর যা আছে আমাদের পিছনে এবং যা রয়েছে এতদোভয়ের মধ্যে, সব তাঁরই মালিকানাধীন। আর আপনার রব ভুলে যান না। ৬৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যে যা আছে তার রব। সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁরই ইবাদাতে ধৈর্য্যশীল থাক। তুমি কি তাঁর সমতুল্য কাউকে জান? ৬৬. আর মানুষ বলে, ‘আমার মৃত্যু হলে আমাকে কি জীবিত অবস্থায় উত্থিত করা হবে?’ ৬৭. মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি অথচ সে কিছুই ছিল না? ৬৮. অতএব তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে ও শায়তনদেরকে একত্র করব, অতঃপর জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় তাদেরকে হাযির করব। ৬৯. তারপর প্রত্যেক দল থেকে পরম করুণাময়ের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অবাদ্যকে আমি টেনে বের করবই। ৭০. উপরন্তু আমি সর্বাধিক ভাল জানি তাদের সম্পর্কে, যারা জাহান্নামে দক্ষীভূত হবার অধিকতর যোগ্য। ৭১. আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ৭২. তারপর আমি এদেরকে মুক্তি দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর যলিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়। ৭৩. আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা ঈমানদারদেরকে বলে, ‘দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস হিসেবে উত্তম?’ ৭৪. আর তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি যারা সাজ-সরঞ্জাম ও বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল! ৭৫. বল, ‘যে বিভ্রান্তিতে রয়েছে তাকে পরম করুণাময় প্রচুর অবকাশ দেবেন, যতক্ষণ না তারা যে বিষয়ে

তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা প্রত্যক্ষ করবে, চাই তা আযাব হোক অথবা কিয়ামাত। তখন তারা জানতে পারবে কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও দলবলে দুর্বল। ৭৬. আর যারা সঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার রবের কাছে পুরস্কার প্রাপ্তির দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতি হিসেবেও শ্রেষ্ঠ। ৭৭. তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে, ‘আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবে’। ৭৮. সে কি গইব সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, না পরম করুণাময়ের কাছ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে? ৭৯. কখনো নয়, সে যা বলে আমি তা লিখে রাখব এবং তার আযাব বাড়াতেই থাকব। ৮০. আর সে যা বলে আমি তার অধিকারী হব এবং আমার কাছে সে একাকী আসবে। ৮১. আর তারা আল্লাহ ছাড়া বহু ‘ইলাহ’ গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের সাহায্যকারী হতে পারে। ৮২. কখনো নয়, এরা তাদের ইবাদাতের কথা অস্বীকার করবে এবং তাদের বিপক্ষ হয়ে যাবে। ৮৩. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আমি কাফিরদের জন্য শায়তনদেরকে ছেড়ে দিয়েছি; ওরা তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে? ৮৪. সুতরাং তাদের ব্যাপারে তুমি তাড়াহুড়া করো না; আমি তো কেবল তাদের জন্য নির্ধারিত কাল গণনা করছি, ৮৫. যেদিন পরম করুণাময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে একত্র করব, ৮৬. আর অপরাধীদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। ৮৭. যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না। ৮৮. আর তারা বলে, ‘পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন’। ৮৯. অবশ্যই তোমরা এক জঘন্য

বিষয়ের অবতারণা করেছে। ৯০. এতে আসমানসমূহ ফেটে পড়ার, যমীন বিদীর্ণ হওয়ার এবং পাহাড়সমূহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। ৯১. কারণ তারা পরম করুণাময়ের সন্তান আছে বলে দাবী করে। ৯২. অথচ সন্তান গ্রহণ করা পরম করুণাময়ের জন্য শোভনীয় নয়। ৯৩. আসমান ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে বান্দা হিসেবে পরম করুণাময়ের কাছে হাযির হবে না। ৯৪. তিনি তাদের সংখ্যা জানেন এবং তাদেরকে যথাযথভাবে গণনা করে রেখেছেন। ৯৫. আর কিয়ামাতের দিন তাদের সকলেই তাঁর কাছে আসবে একাকী। ৯৬. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে পরম করুণাময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালবাসা সৃষ্টি করবেন। ৯৭. আর আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তুমি এর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং কলহপ্রিয় কওমকে তদ্বারা সতর্ক করতে পার। ৯৮. আর তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে আমি ধ্বংস করেছি! তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও, কিংবা শুনে পাও তাদের কোন ক্ষীণ আওয়াজ?

২০. সূরহঃ ত-হা, আয়াতঃ ১৩৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. ত-হা ২. আমি তোমার প্রতি আল-কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি দুর্ভোগ পোহাবে ৩. বরং যে ভয় করে তার জন্য উপদেশ স্বরূপ। ৪. যিনি যমীন ও সুউচ্চ আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট থেকে অবতীর্ণ। ৫. পরম করুণাময় আরশে সমুন্নত হয়েছেন। ৬. যা আছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যা আছে মাটির

নিচে সব তাঁরই। ৭. আর যদি তুমি উচ্চস্বরে কথা বল তবে তিনি গোপন ও অতি গোপন বিষয় জানেন। ৮. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই। ৯. আর তোমার কাছে কি মুসার কথা পৌঁছেছে? ১০. যখন সে আগুন দেখল, তখন নিজ পরিবারকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, আশা করি আমি তোমাদের জন্য তা থেকে কিছু জ্বলন্ত আগ্নার নিয়ে আসতে পারব অথবা আগুনের নিকট পথনির্দেশ পাব'। ১১. যখন সে আগুনের কাছে আসল তখন তাকে আহ্বান করা হল, 'হে মুসা' ১২. নিশ্চয়ই আমি তোমার রব; সুতরাং তোমার জুতা জোড়া খুলে ফেল, নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র 'তুওয়া' উপত্যকায় রয়েছ'। ১৩. 'আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, সুতরাং যা ওয়াহীকপে পাঠানো হচ্ছে তা মনোযোগ দিয়ে শুন'। ১৪. 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সলাত কায়েম কর'। ১৫. 'নিশ্চয়ই কিয়ামাত আসবে; আমি তা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেককে স্বীয় চেষ্টা-সাধনা অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া যায়'। ১৬. অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে তোমাকে বাধা দিতে না পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। ১৭. আর 'হে মুসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি?' ১৮. সে বলল, 'এটি আমার লাঠি; আমি এর ওপর ভর করি, এটি দিয়ে আমি আমার মেঘপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং এটি আমার আরো অনেক কাজে লাগে'। ১৯. তিনি বললেন, 'হে মুসা! ওটা ফেলে দাও'। ২০. অতঃপর সে তা ফেলে দিল; অমনি তা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। ২১. তিনি বললেন, 'ওটা ধর এবং ভয় করো না, আমি ওকে ওর পূর্বের

অবস্থায় ফিরিয়ে দেব'। ২২. 'আর তোমার হাত তোমার বগলের সাথে মিলাও, তাহলে তা উজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে কোনরূপ ক্রটি ছাড়া; আরেকটি নিদর্শনরূপে'। ২৩. এটা এজন্য যে, আমি তোমাকে আমার বড় বড় নিদর্শনসমূহের কিছু দেখাব। ২৪. 'ফির'আউনের কাছে যাও; নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে'। ২৫. সে বলল, 'হে আমার রব, আমার বুক প্রশস্ত করে দিন' ২৬. 'এবং আমার কাজ সহজ করে দিন, ২৭. 'আর আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দিন' ২৮. যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে'। ২৯. 'আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দিন। ৩০. আমার ভাই হারুনকে' ৩১. 'তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় করুন ৩২. এবং তাকে আমার কাজে শরীক করুন'। ৩৩. 'যাতে আমরা বেশী করে আপনার তাসবীহ পাঠ করতে পারি', ৩৪. এবং অধিক পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। ৩৫. 'আপনিই তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা'। ৩৬. তিনি বললেন, 'হে মুসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল'। ৩৭. 'আর আমি আরো একবার তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম'। ৩৮. 'যখন আমি তোমার মাতাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যা জানাবার ছিল, ৩৯. 'যে, তুমি তাঁকে সিঁদুকের মধ্যে রেখে দাও। তারপর তা নদীতে ভাসিয়ে দাও। যেন নদী তাকে তীরে ঠেলে দেয়। ফলে তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে নেবে। আর আমি আমার পক্ষ থেকে তোমার প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার চোখের সামনে প্রতিপালিত হও'। ৪০. যখন তোমার বোন (সিন্দুকের সাথে সাথে) চলছিল। অতঃপর সে গিয়ে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একজনের সন্ধান দেব, যে এর দায়িত্বভার নিতে পারবে'? অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম;

যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে। তখন আমি তোমাকে মনোবেদনা থেকে মুক্তি দিলাম এবং তোমাকে আমি বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছ। হে মুসা, তারপর নির্ধারিত সময়ে তুমি এসে উপস্থিত হলে'। ৪১. এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য মনোনীত করেছি। ৪২. তুমি ও তোমার ভাই আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যাও এবং আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা করো না। ৪৩. তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। ৪৪. তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। ৪৫. তারা বলল, 'হে আমাদের রব, আমরা তো আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে'। ৪৬. তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি'। ৪৭. সুতরাং তোমরা দু'জন তার কাছে যাও অতঃপর বল, 'আমরা তোমার রবের দু'জন রসূল। সুতরাং তুমি বানী ইসরঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না। আমরা তোমার কাছে এসেছি তোমার রবের আয়াত নিয়ে। আর যারা সৎ পথ অনুসরণ করে, তাদের প্রতি শান্তি'। ৪৮. নিশ্চয়ই আমাদের নিকট ওয়াহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, আযাবতো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. ফির'আউন বলল, 'হে মুসা, তাহলে কে তোমাদের রব'? ৫০. মুসা বলল, 'আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন'। ৫১. ফির'আউন বলল, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের

অবস্থা কী? ৫২. মুসা বলল, 'এর জ্ঞান আমার রবের নিকট কিতাবে আছে। আমার রব বিদ্রাস্ত হন না এবং ভুলেও যান না'। ৫৩. 'যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। ৫৪. তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। ৫৫. মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনঃরায় বের করে আনব। ৫৬. আমি তাকে আমার সকল নিদর্শন দেখিয়েছিলাম, কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে এবং অমান্য করেছে। ৫৭. সে বলল, 'হে মুসা, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, তোমার যাদুর দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে'? ৫৮. 'তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার নিকট অনুরূপ যাদু নিয়ে আসব। সুতরাং একটা মধ্যবর্তী স্থানে আমাদের ও তোমার মিলিত হওয়ার জন্য একটি সময় নির্ধারণ কর, যা আমরাও লঙ্ঘন করব না, তুমিও করবে না'। ৫৯. মুসা বলল, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হল উৎসবের দিন। আর সেদিন পূর্বাফেই যেন লোকজনকে একত্র করা হয়'। ৬০. অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল। তারপর সে তার কৌশল একত্র করল, তারপর সে আসল। ৬১. মুসা তাদেরকে বলল, 'তোমাদের দুর্ভাগ্য! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে তিনি আযাব দ্বারা তোমাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করে, সে-ই ব্যর্থ হয়। ৬২. তখন তারা নিজদের মধ্যে তাদের কর্ম সম্বন্ধে বাক-বিতণ্ডা করল এবং

তারা গোপনে পরামর্শ করল। ৬৩. তারা বলল, 'এ দু'জন অবশ্যই যাদুকর। তারা চায় তাদের যাদুর মাধ্যমে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতি ধ্বংস করে দিতে'। ৬৪. 'কাজেই তোমরা তোমাদের কলা-কৌশল জমা কর। তারপর তোমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে আস। আর আজ যে বিজয়ী হবে, সে-ই সফল হবে'। ৬৫. তারা বলল, হে মুসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। ৬৬. মুসা বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। অতঃপর তাদের যাদুর প্রভাবে মুসার কাছে মনে হল যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। ৬৭. তখন মুসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। ৬৮. আমি বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে'। ৬৯. 'আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তাতো কেবল যাদুকরের কৌশল। আর যাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না'। ৭০. অতঃপর যাদুকরেরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা হারান ও মুসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম'। ৭১. ফির'আউন বলল, 'কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে-ই তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই। আর তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে, আমাদের মধ্যে কার আযাব বেশী কঠোর এবং বেশী স্থায়ী। ৭২. তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই

প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা ফয়সালা করতে চাও, তাই করো। তুমিতো কেবল এ দুনিয়ার জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার'। ৭৩. 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে যাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'। ৭৪. যে তার রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। ৭৫. আর যারা তাঁর নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। ৭৬. স্থায়ী জাহ্নাম, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা হল যারা পরিশুদ্ধ হয় তাদের পুরস্কার। ৭৭. আর আমি অবশ্যই মূসার কাছে ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম যে, 'আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলায় রওয়ানা হও। অতঃপর সজোরে আঘাত করে তাদের জন্য শুকনো রাস্তা বানাও। পেছন থেকে ধরে ফেলার আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না'। ৭৮. তারপর ফির'আউন তার সেনাবাহিনী সহ তাদের পিছু নিল। অতঃপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল। ৭৯. আর ফির'আউন তার কওমকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সে সঠিক পথ দেখায়নি। ৮০. হে বানী ইসরঈল, আমিই তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে নাজাত দিয়েছি। আর তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম তুর পাহাড়ের দান পাশের এবং আমি তোমাদের জন্য অবতরণ করেছিলাম 'মাদ্গা' ও 'সালওয়া'। ৮১. আমি তোমাদেরকে যে রিয়িক দান করেছি তা থেকে ভালগুলো খাও এবং এতে সীমালঙ্ঘন করো না। করলে তোমাদের উপর আমার গযব পতিত হবে। আর যার উপর আমার গযব পতিত হয় সে অবশ্যই ধ্বংস হয়। ৮২. আর অবশ্যই আমি তার প্রতি ক্ষমাশীল, যে

তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎ পথে চলতে থাকে। ৮৩. হে মূসা, কিসে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসেছে তোমাকে, তোমার কওমকে পেছনে ফেলে? ৮৪. মূসা বলল, 'এই তো তারা আমার পিছনে। হে আমার রব, আমি তাড়াতাড়ি করে আপনার নিকট এসেছি, যাতে আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট হন'। ৮৫. আল্লাহ বললেন, 'তোমার চলে আসার পর আমি তো তোমার কওমকে পরীক্ষায় ফেলে দিয়েছি। আর সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে'। ৮৬. তারপর মূসা ক্রোধ ও দুঃখভরে তার কওমের কাছে ফিরে গেল। সে বলল, 'হে কওম, তোমাদের রব কি তোমাদের সাথে এক উত্তম ওয়াদা করেননি? তোমাদের কাছে কি সেই ওয়াদার সময় দীর্ঘ হয়ে গেছে? নাকি তোমরা চেয়েছ যে, তোমাদের উপর তোমাদের রবের গযব পতিত হোক? তাই তোমরা আমার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করলে'? ৮৭. তারা বলল, 'আমরা তো স্বেচ্ছায় আপনার সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করিনি, বরং কওমের অলংকারের বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাই আমরা তা (আগুনে) নিক্ষেপ করেছি, অনুরূপভাবে সামেরীও ফেলে দিয়েছে'। ৮৮. তারপর সে তাদের জন্য একটা গো বাছুরের প্রতিকৃতি বের করে আনল, যার ছিল আওয়াজ। তখন তারা বলল, 'এটাই তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ; কিন্তু সে এ কথা ভুলে গেছে'। ৮৯. তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের কোন কথার জবাব দিতে পারে না, আর তাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতাও রাখে না? ৯০. আর হারুন পূর্বেই তাদেরকে বলেছিল, 'হে আমার কওম, এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। আর তোমাদের রব তো পরম করুণাময়। তাই তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল'। ৯১. তারা বলল, 'আমরা

এর উপরই অবিচল থাকব যতক্ষণ না মুসা আমাদের কাছে ফিরে আসে'। ৯২. মুসা বলল, 'হে হারুন! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন তোমাকে কিসে বিরত রাখল' ৯৩. যে তুমি আমার অনুসরণ করলে না? তাহলে তুমিও কি আমার আদেশ অমান্য করেছ? ৯৪. সে বলল, 'হে আমার সহোদর! আমার দাড়িও ধরো না, মাথার চুলও ধরো না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বানী ইসরঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথা রক্ষা করনি'। ৯৫. মুসা বলল, 'হে সামেরী! তোমার কী অবস্থা? ৯৬. সে বলল, 'আমি এমন কিছু দেখেছি যা ওরা দেখেনি। তারপর আমি দূতের (জিবরীলের) পায়ের চিহ্ন থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছিলাম। অতঃপর তা নিক্ষেপ করেছিলাম। আর আমার মন আমার জন্য এরূপ করাটা শোভন করেছিল'। ৯৭. মুসা বলল, 'যাও, তোমার শাস্তি হল, জীবদ্দশায় তুমি বলতে থাকবে, 'আমি অস্পৃশ্য'। আর তোমার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় রইল যার কখনো ব্যতিক্রম হবে না। আর তুমি তোমার ইলাহের প্রতি চেয়ে দেখ, যার ইবাদতে তুমি রত ছিলে, আমরা তা অবশ্যই জ্বালিয়ে দেব। তারপর বিক্ষিপ্ত করে তা সাগরে নিক্ষেপ করবই'। ৯৮. 'তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। সকল বিষয়েই তার জ্ঞান পরিব্যাপ্ত'। ৯৯. পূর্বে যা ঘটে গেছে তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি। ১০০. তা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামাতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে। ১০১. সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামাতের দিন এটা তাদের জন্য বোঝা হিসেবে কতই না মন্দ হবে! ১০২. যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, আর সেদিন

আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় একত্র করব। ১০৩. সেদিন তারা চুপে চুপে নিজদের মধ্যে বলাবলি করবে, 'তোমরা মাত্র দশদিন অবস্থান করেছিলে'। ১০৪. আমি ভালভাবেই জানি তারা কী বলবে, তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎপথে ছিল যে লোকটি সে বলবে, 'তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে'। ১০৫. আর তারা তোমাকে পাহাড় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'আমার রব এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দিবেন'। ১০৬. 'তারপর তিনি তাকে মসৃণ সমতলভূমি করে দিবেন'। ১০৭. 'তাতে তুমি কোন বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না'। ১০৮. সেদিন তারা আহ্বানকারীর (মালাইকার) অনুসরণ করবে। এর কোন এদিক সেদিক হবে না এবং পরম করুণাময়ের সামনে সকল আওয়াজ নিচু হয়ে যাবে। তাই মৃদু আওয়াজ ছাড়া তুমি কিছুই শুনতে পাবে না। ১০৯. সেদিন পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন আর যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন তার সুপারিশ ছাড়া কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। ১১০. তিনি তাদের আগের ও পরের সব কিছুই জানেন, কিন্তু তারা জ্ঞান দিয়ে তাকে বেষ্টন করতে পারবে না। ১১১. আর চিরঞ্জীব, চিরপ্রতিষ্ঠিত সত্তার সামনে সকলেই অবনত হবে। আর সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে যে যুলুম বহন করবে। ১১২. এবং যে মুমিন অবস্থায় ভাল কাজ করবে সে কোন যুলুম বা ক্ষতির আশংকা করবে না। ১১৩. আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ। ১১৪. সুতরাং আল্লাহ মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি; তোমার প্রতি ওয়াহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াছড়া করো না এবং তুমি বল, 'হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন'। ১১৫. আর

আমি ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছিল এবং আমি তার মধ্যে সংকল্পে দৃঢ়তা পাইনি। ১১৬. আর স্মরণ কর, যখন আমি মালাইকাদেরকে বললাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর,’ তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল। ১১৭. অতঃপর আমি বললাম, ‘হে আদম, নিশ্চয়ই এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন তোমাদের উভয়কে জাম্বাত থেকে কিছুতেই বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা দুর্ভোগ পোহাবে’। ১১৮. ‘নিশ্চয়ই তোমার জন্য এ ব্যবস্থা যে, তুমি সেখানে ক্ষুধার্তও হবে না এবং বস্ত্রহীনও হবে না’। ১১৯. ‘আর সেখানে তুমি পিপাসার্তও হবে না এবং রৌদ্রদগ্ধও হবে না’। ১২০. অতঃপর শায়তন তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, ‘হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?’ ১২১. অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেল। তখন তাদের উভয়ের সত্তর তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জাম্বাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজদেরকে আবৃত করতে লাগল এবং আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল। ১২২. এরপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন, অতঃপর তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন। ১২৩. তিনি বললেন, ‘তোমরা উভয়েই জাম্বাত হতে এক সাথে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগ্যও হবে না’। ১২৪. ‘আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামাত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। ১২৫. সে বলবে, ‘হে আমার রব,

কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন’? ১২৬. তিনি বলবেন, ‘এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল’। ১২৭. আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না। আর আখিরতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর হায়া। ১২৮. এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন। ১২৯. আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত। ১৩০. সুতরাং এরা যা বলে তার উপর ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাসবীহ পাঠ কর তোমার রবের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে, সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং তাসবীহ পাঠ কর রাতের কিছু অংশে ও দিনের প্রান্তসমূহে, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। ১৩১. আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু’চোখ সে সবে র প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমক স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযিক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর হায়া। ১৩২. আর তোমার পরিবার-পরিজনকে সলাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দেই আর শুভ পরিণাম তো

মুস্তাকীদের জন্য। ১৩৩. আর তারা বলে, ‘সে তার রবের কাছে থেকে আমাদের নিকট কোন নিদর্শন নিয়ে আসে না কেন?’ পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তা কি তাদের কাছে আসেনি? ১৩৪. আর যদি আমি তাদেরকে ইতঃপূর্বে কোন আযাব দ্বারা ধ্বংস করতাম তবে অবশ্যই, তারা বলত, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠালেন না কেন? তাহলে তো আমরা লাক্ষিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে আপনার নিদর্শনাবলী অনুসরণ করতাম’। ১৩৫. বল, ‘প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে, অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে কারা সঠিক পথের উপর রয়েছে এবং কারা হিদায়াতপ্রাপ্ত’।

২১. সূরহঃ আল-আখিয়া, আয়াতঃ ১১২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। ২. যখনই তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে তখন তারা তা কৌতুকভরে শ্রবণ করে। ৩. তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী এবং যলিমরা গোপনে পরামর্শ করে, ‘এ তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। এরপরও কি তোমরা দেখে শুনে যাদুর কবলে পড়বে?’ ৪. সে (রসূল) বলল, ‘আমার রব আসমান ও যমীনের সমস্ত কথাই জানেন এবং তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’। ৫. বরং তারা বলে, ‘এগুলো অলীক কল্পনা, হয় সে এটি মন থেকে বানিয়েছে নয়তো সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে এমন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ’। ৬. তাদের পূর্বে যে

জনপদ ঈমান আনেনি তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। তবে কি এরা ঈমান আনবে? ৭. আর তোমার পূর্বে আমি পুরুষই পাঠিয়ে ছিলাম, যাদের প্রতি আমি ওয়াহী পাঠাতাম। সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর যদি তোমরা না জান। ৮. আর আমি তাদেরকে এমন দেহবিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করত না, আর তারা স্থায়ীও ছিল না। ৯. অতঃপর আমি তাদের প্রতি কৃত ওয়াদা পূর্ণ করলাম। আর আমি তাদেরকে ও যাদেরকে ইচ্ছা করি রক্ষা করলাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। ১০. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ১১. আমি কত জনবসতিকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল যলিম এবং তাদের পর অন্য জাতি সৃষ্টি করেছি। ১২. অতঃপর তারা যখন আমার আযাব দেখল তখনই তারা জনপদ ছেড়ে পালাতে লাগল। ১৩. (তাদেরকে বলা হল) ‘পলায়ন করো না, বরং তোমাদের ভোগ-বিলাসিতায় এবং ঘরবাড়িতে ফিরে যাও, যেন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়’। ১৪. তারা বলল, ‘হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো অবশ্যই যলিম ছিলাম’। ১৫. অতঃপর তাদের এই বিলাপ চলতে থাকে আমি তাদেরকে কেটে ফেলা শস্য ও নিভে যাওয়া আগুন সদৃশ না করা পর্যন্ত। ১৬. আসমান-যমীন ও তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোন কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। ১৭. আমি যদি খেলার উপকরণ গ্রহণ করতে চাইতাম, তবে আমার কাছে যা আছে তা দিয়েই করতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। ১৮. বরং আমি মিথ্যার উপর সত্য নিক্ষেপ করি; ফলে তা মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং নিমিষেই তা বিলুপ্ত হয়। আর তোমাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ তোমরা যা বলছ

তার জন্য। ১৯. আর আসমান-যমীনে যারা আছে তারা সবাই তাঁর; আর তাঁর কাছে যারা আছে তারা অহঙ্কারবশতঃ তাঁর ইবাদাত হতে বিমুখ হয় না এবং ক্রান্তিও বোধ করে না। ২০. তারা দিন-রাত তাঁর তাসবীহ পাঠ করে, তারা শিখিলতা দেখায় না। ২১. তারা যেসব মাটির দেবতা (ইলাহ) গ্রহণ করেছে, সেগুলি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম? ২২. যদি আসমান ও যমীনে আল্লাহ ছাড়া বহু ইলাহ থাকত তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত, সুতরাং তারা যা বলে, আরশের রব আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। ২৩. তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। ২৪. তারা কি তাঁকে ছাড়া অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস। আমার সাথে যারা আছে এটি তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিল তাদের জন্যও এটাই ছিল উপদেশ'। কিন্তু তাদের বেশীরভাগই প্রকৃত সত্যকে জানে না; তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। ২৫. আর তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওয়াহী নাযিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত কর'। ২৬. আর তারা বলে, 'পরম করুণাময় সন্তান গ্রহণ করেছেন'। তিনি পবিত্র। বরং তারা সম্মানিত বান্দা। ২৭. তারা তাঁর আগ বাড়িয়ে কোন কথা বলে না, তাঁর নির্দেশেই তো তারা কাজ করে। ২৮. তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর ভয়ে ভীত। ২৯. আর তাদের মধ্যে যে-ই বলবে, 'তিনি ছাড়া আমি ইলাহ', তাকেই আমি প্রতিদান হিসেবে জাহান্নাম দেব; এভাবেই আমি যলিমদের আযাব দিয়ে থাকি। ৩০. যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও

যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? ৩১. আর আমি যমীনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা পর্বতসমূহ নিয়ে একদিকে হেলে না পড়ে, আর আমি তাতে তৈরী করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যেন তারা চলতে পারে। ৩২. আর আমি আসমানকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা তার নিদর্শনাবলী হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৩৩. আর তিনিই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন; সবাই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে। ৩৪. আর তোমার পূর্বে কোন মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি; সুতরাং তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে? ৩৫. প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আর ভাল ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। ৩৬. আর যারা কুফরী করে তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বলে, 'এ কি সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের দেবতাদের সমালোচনা করে?' অথচ তারাই 'রহমান'-এর আলোচনার বিরোধিতা করে। ৩৭. মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। ৩৮. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে?' ৩৯. হায়, কাফিররা যদি সে সময়ের কথা জানত, যখন তারা তাদের সামনে ও পেছন থেকে আগুন ফিরাতে পারবে না। আর তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না; ৪০. বরং হটাৎ তাদের উপর তা এসে পড়বে। অতঃপর তাদেরকে হতবাক করে দেবে। ফলে তারা তা ফিরাতে সক্ষম

হবে না এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না। ৪১. আর তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা করত তাই বিদ্রূপকারীদেরকে ঘিরে ফেলেছিল। ৪২. বল, ‘রাতে এবং দিনে পরম করুণাময় থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে?’ তবুও তারা তাদের রবের স্মরণ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৩. আমি ছাড়া তাদের কি এমন কোন দেব-দেবী আছে যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তারা তো নিজদেরকেই সাহায্য করতে সক্ষম নয় এবং আমার বিরুদ্ধে তারা কোন সঙ্গীও পাবে না। ৪৪. বরং আমিই তাদেরকে ও তাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপভোগ করতে দিয়েছিলাম; উপরন্তু তাদের হায়াতও দীর্ঘ হয়েছিল। তারা কি দেখে না যে, আমি চতুর্দিক থেকে তাঁদের দেশকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি? তবুও কি তারা জয়ী হবে? ৪৫. বল, ‘আমি তো কেবল ওয়াহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি’। কিন্তু যারা বখির তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শোনে না। ৪৬. আর তোমার রবের আযাবের সামান্য কিছুও যদি তাদেরকে স্পর্শ করে, তবে তারা অবশ্যই বলে উঠবে-‘হায়, দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো অবশ্যই যলিম ছিলাম’। ৪৭. আর কিয়ামাতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কারো কর্ম যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা হাযির করব। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট। ৪৮. আর আমি তো মূসা ও হারুনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী দিয়েছিলাম এবং মুত্তাকীদের জন্য দিয়েছিলাম জ্যোতি ও উপদেশ। ৪৯. যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে এবং কিয়ামাত সম্পর্কে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত। ৫০. আর এটা বারকাতময় উপদেশ, যা আমি নাযিল করেছি। তবুও কি

তোমরা তা অস্বীকার করবে? ৫১. আর আমি তো ইতঃপূর্বে ইবরহীমকে সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্পর্কে ছিলাম সম্যক অবগত। ৫২. যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলল, ‘এ মূর্তিগুলো কী, যেগুলোর ইবাদতে তোমরা রত রয়েছ?’ ৫৩. তারা বলল, ‘আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজা (ইবাদত) করতে দেখেছি’। ৫৪. সে বলল, ‘তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা সবাই রয়েছ স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে’। ৫৫. তারা বলল, ‘তুমি কি আমাদের নিকট সত্য নিয়ে এসেছ, নাকি তুমি খেল-তামাশা করছ?’ ৫৬. সে বলল, ‘না, বরং তোমাদের রব তো আসমানসমূহ ও যমীনের রব; যিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়ে আমি অন্যতম স্বাক্ষী’। ৫৭. ‘আর আল্লাহর কসম, তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করব’। ৫৮. অতঃপর সে মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল তাদের বড়টি ছাড়া, যাতে তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে। ৫৯. তারা বলল, ‘আমাদের মাবুদদের সাথে কে এমনটি করল? নিশ্চয়ই সে যলিম’। ৬০. তাদের কেউ কেউ বলল, ‘আমরা শুনেছি এক যুবক এই মূর্তিগুলোর সমালোচনা করে। তাকে বলা হয় ইবরহীম’। ৬১. তারা বলল, ‘তাহলে তাকে লোকজনের সামনে নিয়ে এসো, যাতে তারা দেখতে পারে’। ৬২. তারা বলল, ‘হে ইবরহীম, তুমিই কি আমাদের দেবদেবীগুলোর সাথে এরূপ করেছ?’ ৬৩. সে বলল, ‘বরং তাদের এ বড়টিই একাজ করেছে। তাই এদেরকেই জিজ্ঞাসা কর, যদি এরা কথা বলতে পারে’। ৬৪. তখন তারা নিজদের দিকে ফিরে গেল এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, ‘তোমরাই তো যলিম’। ৬৫. অতঃপর তাদের মাথা অবনত হয়ে গেল এবং বলল, ‘তুমি তো জানই যে, এরা কথা

বলতে পারে না'। ৬৬. সে (ইবরহীম) বলল, 'তাহলে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু ইবাদাত কর, যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করতে পারে না'? ৬৭. 'খিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর তাদেরকে! 'তবুও কি তোমরা বুঝবে না'? ৬৮. তারা বলল, 'তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদেরকে সাহায্য কর, যদি তোমরা কিছু করতে চাও'। ৬৯. আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরহীমের জন্য'। ৭০. আর তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম। ৭১. আর আমি তাকে ও লুতকে উদ্ধার করে সে দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি বিশ্বাসীর জন্য বারকাত রেখেছি। ৭২. আর আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকুবকে অতিরিক্ত হিসেবে; আর তাদের প্রত্যেককেই আমি সৎকর্মশীল করেছিলাম। ৭৩. আর তাদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে সঠিক পথ দেখাত। আমি তাদের প্রতি সৎকাজ করার, সলাত কায়েম করার এবং যাকাত প্রদান করার জন্য ওয়াহী প্রেরণ করেছিলাম। আর তারা আমারই ইবাদাত করত। ৭৪. আর লুতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। আমি তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তারা ছিল এক মন্দ ও পাপাচারী কওম। ৭৫. আর আমি তাকে আমার রহমাতের মধ্যে शामिल করে নিয়েছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। ৭৬. আর স্মরণ কর নূহের কথা, ইতঃপূর্বে যখন সে আমাকে ডেকেছিল, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে আমি

মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। ৭৭. আর আমি তাকে সেই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। তারা ছিল এক মন্দ কওম। তাই আমি তাদের সকলকেই পানিতে ডুবিয়ে মেরেছিলাম। ৭৮. আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেতে সম্পর্কে বিচার করছিল। যাতে রাতের বেলায় কোন কওমের মেষ ঢুকে পড়েছিল। আর আমি তাদের বিচার কাজ দেখছিলাম। ৭৯. অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। আর আমি তাদের প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর আমি পর্বতমালা ও পাখীদেরকে দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, তারা দাউদের সাথে আমার তাসবীহ পাঠ করত। আর এসবকিছু আমিই করছিলাম। ৮০. আর আমিই তাকে তোমাদের জন্য বর্ম বানানো শিক্ষা দিয়েছিলাম। যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে? ৮১. আর আমি সুলায়মানের জন্য অনুগত করে দিয়েছিলাম প্রবল হাওয়াকে, যা তার নির্দেশে প্রবাহিত হত সেই দেশের দিকে, যেখানে আমি বারকাত রেখেছি। আর আমি প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কেই অবগত ছিলাম। ৮২. আর শায়তনদের মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়া অন্যান্য কাজও করত। আর আমিই তাদের জন্য হিফাযতকারী ছিলাম। ৮৩. আর স্মরণ কর আইয়ুবের কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, 'আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'। ৮৪. তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল তা দূর করে দিলাম এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো দিলাম আমার পক্ষ থেকে রহমাত এবং

ইবাদাতকারীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। ৮৫. আর স্মরণ কর ইসমাইল, ইদরীস ও যুল-কিফল এর কথা, তাদের প্রত্যেকেই ধৈর্যশীল ছিল। ৮৬. আর তাদেরকে আমি আমার রহমতে শামিল করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। ৮৭. আর স্মরণ কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, ‘আপনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই’। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম যলিম’। ৮৮. অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। ৮৯. আর স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তার রবকে আহ্বান করে বলেছিল, ‘হে আমার রব! আমাকে একা রেখো না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী’। ৯০. অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী। ৯১. আর স্মরণ কর সে নারীর কথা, যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার ‘রুহ’ ফুঁকে দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পুত্রকে বিশ্বাসীর জন্য করেছিলাম এক নিদর্শন। ৯২. নিশ্চয়ই তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব তোমরা আমার ইবাদাত কর। ৯৩. কিন্তু তারা নিজদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। সকলেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। ৯৪. সুতরাং যে মুমিন অবস্থায় সৎকাজ করে তার প্রচেষ্টাকে অস্বীকার

করা হবে না। আর আমি তো তা লিখে রাখি। ৯৫. আর আমি যে জনপদকে ধ্বংস করেছি তার সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যে, তার অধিবাসীবৃন্দ আর ফিরে আসবে না। ৯৬. অবশেষে যখন ইয়া’জুজ ও মা’জুজকে মুক্তি দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উঁচু ভূমি হতে ছুটে আসবে। ৯৭. আর সত্য ওয়াদার সময় নিকটে আসলে হঠাৎ কাফিরদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা বলবে, ‘হায়, আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো এ বিষয়ে উদাসীন ছিলাম বরং আমরা ছিলাম যলিম’। ৯৮. নিশ্চয়ই তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত কর, সেগুলো তো জাহান্নামের জ্বালানী। তোমরা সেখানে প্রবেশ করবে। ৯৯. যদি তারা ইলাহ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। আর তারা সবাই তাতে স্থায়ী হয়ে থাকবে। ১০০. সেখানে থাকবে তাদের আর্তনাদ, আর সেখানে তারা শুনতে পাবে না। ১০১. আমার পক্ষ থেকে যাদের জন্য পূর্বেই কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা থেকে দূরে রাখা হবে। ১০২. তারা জাহান্নামের ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাবে না। সেখানে তারা তাদের মনঃপুত বস্তুর মধ্যে চিরকাল থাকবে। ১০৩. মহাভীতি তাদেরকে পেরেশান করবে না। আর মালাইকারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, ‘এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল’। ১০৪. সে দিন আমি আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেব, যেভাবে গুটিয়ে রাখা হয় লিখিত দলীল-পত্রাদি। যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই পুনঃরায় সৃষ্টি করব। ওয়াদা পালন করা আমার কর্তব্য। আমি তা পালন করবই। ১০৫. আর উপদেশ দেয়ার পর আমি কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, ‘আমার যোগ্যতর বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে’। ১০৬. নিশ্চয়ই এতে ইবাদাতকারী সম্প্রদায়ের জন্য

উপদেশ বাণী রয়েছে। ১০৭. আর আমি তো তোমাকে বিশ্বাসীর জন্য রহমাত হিসেবেই প্রেরণ করেছি। ১০৮. বল, ‘আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে?’ ১০৯. তবে তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বলে দিও, ‘আমি যথাযথভাবে তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি। আর আমি জানি না তোমাদেরকে যে বিষয়ের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা কি নিকটবর্তী না দূরবর্তী’। ১১০. তিনি প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জানেন এবং তোমরা যা গোপন কর তাও জানেন। ১১১. আর আমি জানি না হয়তো তা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা কিছু কালের জন্য উপভোগের সুযোগ। ১১২. রসূল বলেছিল, ‘হে আমার রব, আপনি ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করে দিন’। আর আমাদের রব তো পরম করুণাময়। তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে তিনিই একমাত্র সহায়হুল।

২২. সূরহঃ আল-হাজ্জ, আয়াতঃ ৭৮, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। নিশ্চয়ই কিয়ামাতের প্রকম্পন এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ২. যেদিন তোমরা তা দেখবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্য দানকারিনী আপন দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভধারিণী তার গর্ভপাত করে ফেলবে, তুমি দেখবে মানুষকে মাতাল সদৃশ, অথচ তারা মাতাল নয়। তবে আল্লাহর আযাবই কঠিন। ৩. মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শায়তনের। ৪. তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে অবশ্যই তাকে পথদ্রষ্ট

করবে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শান্তির দিকে পরিচালিত করবে। ৫. হে মানুষ! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহে থাক তবে নিশ্চয়ই জেনে রেখো, আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর জুফ থেকে, তারপর আলাকা থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট অথবা অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট গোশত থেকে। তোমাদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার নিমিত্তে। আর আমি যা ইচ্ছা করি তা একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মাতৃগর্ভে অবস্থিত রাখি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা যৌবনে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু দেয়া হয় এ বয়সেই, আবার কাউকে কাউকে ফিরিয়ে নেয়া হয় হীনতম বয়সে, যাতে সে জ্ঞান লাভের পরও কিছু না জানে। তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্কবস্থায়, অতঃপর যখনই আমি তাতে পানি বর্ষণ করি, তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সকল প্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ। ৬. এটি এজন্য যে, আল্লাহই সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনিই সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৭. আর কিয়ামাত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন। ৮. আর মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে কোন জ্ঞান ছাড়া, কোন হিদায়াত ছাড়া এবং দীপ্তিমান কিতাব ছাড়া। ৯. সে বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামাতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা ভোগ করাব। ১০. (সেদিন তাকে বলা হবে), ‘এটি তোমার দু’হাত যা পূর্বে প্রেরণ করেছে তার কারণে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি যুল্মকারী নন’। ১১. মানুষের মধ্যে কতক এমন রয়েছে, যারা দ্বিধার

সাথে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি তার কোন কল্যাণ হয় তবে সে তাতে প্রশান্ত হয়। আর যদি তার কোন বিপর্যয় ঘটে, তাহলে সে তার আসল চেহারায় ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি হল সুস্পষ্ট ক্ষতি। ১২. সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। এটিই চরম পথভ্রষ্টতা। ১৩. সে এমন কিছুকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকার অপেক্ষা নিকটতর। কতইনা নিকট এই অভিভাবক এবং কতই না নিকট এই সঙ্গী! ১৪. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জাহা্নতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। ১৫. যে ধারণা করে যে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো তাকে (রসূলকে) সাহায্য করবেন না, সে আসমানের দিকে একটি রশি প্রসারিত করুক, এরপর তা কেটে দিক, অতঃপর দেখুক তার কৌশল তার আক্রোশ দূর করে কিনা। ১৬. এভাবেই আমি সুস্পষ্ট আয়াতরূপে তা (কুরআন) নাযিল করেছি। আর আল্লাহ নিঃসন্দেহে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। ১৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিঈ, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক হয়েছে- কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছুই সম্যক প্রত্যক্ষকারী। ১৮. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, সূর্য, চাঁদ, তারকারাজী, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর শান্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা

তাই করেন।^{সাজদা} ১৯. এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, যারা তাদের রব সম্পর্কে বিতর্ক করে। তবে যারা কুফরী করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর থেকে ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি। ২০. যার দ্বারা তাদের পেটের অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তা ও তাদের চামড়াসমূহ বিগলিত করা হবে। ২১. আর তাদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ী। ২২. যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে তা থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং বলা হবে, দহন-যন্ত্রণা ভোগ করা। ২৩. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন এমন জাহা্নতে, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। যেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। ২৪. তাদেরকে পবিত্র বাণীর দিকে পরিচালনা করা হয়েছিল এবং তাদেরকে মহা প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছিল। ২৫. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে এবং আল্লাহর পথ থেকে ও মাসজিদে হারম থেকে বাধা দেয়, যাকে আমি স্থানীয় ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান করেছি। আর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে সেখানে পাপকাজ করতে চায়, তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক আযাব ভোগ করাব। ২৬. আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহর) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কারীর জন্য'। ২৭. 'আর মানুষের নিকট হাজ্জের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে'। ২৮. 'যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাযির হতে

পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুস্পদ জন্তু থেকে যে রিয়িক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুহু-দরিদ্রকে খেতে দাও। ২৯. ‘তারপর তারা যেন পরিকার-পরিচ্ছন্ন হয়, তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং প্রাচীন ঘরের তাওয়াফ করে’। ৩০. এটিই বিধান আর কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র বিষয়সমূহকে সম্মান করলে তার রবের নিকট তা-ই তার জন্য উত্তম। আর তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুস্পদ জন্তু; তবে যা তোমাদের কাছে পাঠ করা হয় সেগুলি ছাড়া। সুতরাং মূর্তি ইবাদতের অপবিত্রতা থেকে বিরত থাক এবং মিথ্যা কথা পরিহার কর- ৩১. আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিম্বা বাতাস তাকে দূরের কোন জায়গায় নিক্ষেপ করল। ৩২. এটাই হল আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই। ৩৩. এসব চতুস্পদ জন্তুতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে, তারপর এগুলোর কুরবানীর স্থান হবে প্রাচীন ঘরের নিকট। ৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য আমি কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; যাতে তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে, যে সমস্ত জন্তু তিনি রিয়িক হিসেবে দিয়েছেন তার উপর। তোমাদের ইলাহ তো এক ইলাহ; অতএব তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর; আর অনুগতদেরকে সুসংবাদ দাও, ৩৫. যাদের কাছে আল্লাহর কথা উল্লেখ করা হলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, যারা সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়িক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। ৩৬. আর

কুরবানীর উটকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন বানিয়েছি; তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে কল্যাণ। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর যখন সেগুলি কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তা থেকে খাও। যে অভাবী, মানুষের কাছে হাত পাতে না এবং যে অভাবী চেয়ে বেড়ায়-তাদেরকে খেতে দাও। এভাবেই আমি ওগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছি; যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৩৭. আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত ও রক্ত; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া। এভাবেই তিনি সে সবকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর তাকবীর পাঠ করতে পার, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদেরকে সুসংবাদ দাও। ৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করেন এবং কোন বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। ৩৯. যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে। কারণ তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দানে সক্ষম। ৪০. যাদেরকে তাদের নিজ বাড়ী-ঘর থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে, তারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’। আর আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা দমন না করতেন, তবে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃষ্টান সম্ম্যাসীদের আশ্রম, গির্জা, ইয়াহুদীদের ইবাদতলয় ও মাসজিদসমূহ- যেখানে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ৪১. তারা এমন যাদেরকে আমি যমীনে ক্ষমতা দান করলে তারা সলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ

দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে। ৪২. আর তারা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তবে তাদের পূর্বে অস্বীকার করেছিল নূহ, 'আদ ও সামূদের কওম। ৪৩. আর ইবরহীমের কওম ও লূতের কওম। ৪৪. আর মাদইয়ানবাসীরা। আর অস্বীকার করা হয়েছিল মূসাকে। তাই কাফিরদেরকে আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, তারপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! ৪৫. অতঃপর কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি যেগুলির বাসিন্দারা ছিল যলিম, তাই এইসব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্বূপে পরিণত হয়েছিল, কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কত সুদৃঢ় প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে! ৪৬. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি? তাহলে তাদের হত এমন হৃদয় যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করতে পারত এবং এমন কান যা দ্বারা তারা শুনতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ হয় না, বরং অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়। ৪৭. আর তারা তোমাকে আযাব তরাবিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ কখনো তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয়ই এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। ৪৮. আর আমি কত জনপদকে অবকাশ দিয়েছি, অথচ তারা ছিল যলিম; অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। আর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল। ৪৯. বল, 'হে মানুষ, আমি তো কেবল তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী'। ৫০. সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। ৫১. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা করে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। ৫২. আর আমি তোমার পূর্বে যে রসূল কিংবা নাবী পাঠিয়েছি, সে যখনই (ওয়াহীকৃত বাণী) পাঠ করেছে, শায়তন তার

পাঠে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু শায়তন যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্জানী, অতি প্রজ্ঞাময়। ৫৩. এটা এজন্য যে, শায়তন যা নিক্ষেপ করে, তা যাতে তিনি তাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু বানিয়ে দেন, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয়সমূহ পাষণ। আর নিশ্চয়ই যলিমরা দুস্তর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। ৫৪. এটা এজন্যও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা অবশ্যই তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য। অতঃপর তারা যেন এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন এর প্রতি অনুগত হয়। আর যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শনকারী। ৫৫. আর যারা কুফরী করে, তারা এতে সন্দেহ পোষণ করতে থাকবে যতক্ষণ না তাদের নিকট আকস্মিকভাবে কিয়ামাত এসে পড়বে অথবা তাদের নিকট এসে পড়বে এক বক্ষ্যা দিনের আযাব। ৫৬. সে দিনের বাদশাহী আল্লাহরই। তিনিই তাদের মধ্যে বিচার করবেন। সুতরাং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা নিঃআমাতপূর্ণ জাহান্নামসমূহে অবস্থান করবে। ৫৭. আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে, তাদের জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব। ৫৮. আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, অতঃপর নিহত হয় কিংবা মারা যায়, তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ উত্তম রিযিক দান করবেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহই সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। ৫৯. তিনি অবশ্যই তাদেরকে এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে আর আল্লাহ তো নিশ্চয়ই মহাজ্জানী, পরম সহনশীল। ৬০. এটাই প্রকৃত অবস্থা। আর যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে; অতঃপর তার উপর আবার

নিপীড়ন করা হয় তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, অতীব ক্ষমাশীল। ৬১. এটা এজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। ৬২. আর এটা এজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহই সত্য এবং তারা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, অবশ্যই তা বাতিল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তো সমুচ্চ, সুমহান। ৬৩. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার ফলে যমীন সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্নেহপরায়ণ, সর্ববিষয়ে সম্যকজ্ঞাত। ৬৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। আর নিশ্চয়ই আল্লাহই তো অভাবমুক্ত, সকল প্রশংসার অধিকারী। ৬৫. তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, যমীনে যা কিছু আছে এবং নৌযানগুলো যা তাঁরই নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণ করে সবই আল্লাহ তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। আর তিনিই আসমানকে আটকিয়ে রেখেছেন, যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তা যমীনের উপর পড়ে না যায়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই করুণাময়, পরম দয়ালু। ৬৬. আর তিনিই তোমাদের জীবন দিয়েছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তিনিই তোমাদেরকে আবার জীবন দেবেন। নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। ৬৭. আমি প্রত্যেক জাতির জন্য ইবাদাতের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছি, তারা যার অনুসরণকারী। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক করতে না পারে। আর তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথেই রয়েছ। ৬৮. আর তারা যদি তোমার সাথে বাকবিতণ্ডা করে, তাহলে বল, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত'। ৬৯. তোমরা যে

বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ সে বিষয়ে কিয়ামাতের দিন ফয়সালা করে দেবেন। ৭০. তুমি কি জানো না যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তা জানেন? নিশ্চয়ই তা একটি কিতাবে রয়েছে। অবশ্যই এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। ৭১. আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু ইবাদাত করে, যে সম্পর্কে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং যে ব্যাপারে তাদেরও কোন জ্ঞান নেই। আর যলিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৭২. আর তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হলে যারা কুফরী করে তাদের মুখমণ্ডলে তুমি অসন্তোষ লক্ষ্য করবে; তাদের কাছে যারা আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে, তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। বল, তাহলে কি আমি তোমাদেরকে এর চেয়েও খারাপ কিছুর সংবাদ দেব? সেটা আগুন। যারা কুফরী করে, আল্লাহ তাদেরকে এর ওয়াদা দিয়েছেন। আর এটা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা! ৭৩. হে মানুষ, একটি উপমা পেশ করা হল, মনোযোগ দিয়ে তা শোন, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার কাছ থেকে তাও উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষণকারী ও যার কাছে অন্বেষণ করা হয় উভয়েই দুর্বল। ৭৪. তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমত্তাবান, মহাপরাক্রমশালী। ৭৫. আল্লাহ মালাইকা ও মানুষের মধ্য থেকে রসূল মনোনীত করেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। ৭৬. তাদের সামনে এবং পেছনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন। আর সবকিছু আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৭. হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর

এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। সাজদা ৭৮. আর তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। দ্বীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এটা তোমাদের পিতা ইবরহীমের দ্বীন। তিনিই তোমাদের নাম রেখেছেন ‘মুসলিম’ পূর্বে এবং এ কিতাবেও। যাতে রসূল তোমাদের জন্য স্বাক্ষী হয় আর তোমরা মানুষের জন্য স্বাক্ষী হও। অতএব তোমরা সলাত কয়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

২৩. সূরহঃ আল-মুমিনুন, আয়াতঃ ১১৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে, ২. যারা নিজদের সলাতে বিনয়াবনত। ৩. আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। ৪. আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। ৫. আর যারা তাদের নিজদের লজ্জাহানের হিফায়তকারী। ৬. তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয়ই এতে তারা নিন্দিত হবে না। ৭. অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। ৮. আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্নবান। ৯. আর যারা নিজদের সলাতসমূহ হিফায়ত করে। ১০. তারাই হবে ওয়ারিস। ১১. যারা ফিরদাউসের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ১২. আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্ধাস থেকে সৃষ্টি করেছি। ১৩. তারপর আমি তাকে গুত্রুপে সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। ১৪. তারপর

গুত্রুকে আমি ‘আলাকায় পরিণত করি। তারপর ‘আলাকাকে গোশ্তপিতে পরিণত করি। তারপর গোশ্তপিতে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়ে গোশ্ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বারকাতময়! ১৫. এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। ১৬. তারপর কিয়ামাতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে। ১৭. আর অবশ্যই আমি তোমাদের উপর সাতটি স্তর সৃষ্টি করেছি। আর আমি সৃষ্টি সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম না। ১৮. আর আমি আকাশ থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেছি। অতঃপর আমি তা যমীনে সংরক্ষণ করেছি। আর অবশ্যই আমি সেটাকে অপসারণ করতেও সক্ষম। ১৯. তারপর আমি তা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগানসমূহ সৃষ্টি করেছি। তাতে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল থাকে। আর তা থেকেই তোমরা খাও। ২০. আর এক বৃক্ষ যা সিনাই পাহাড় হতে উদ্গত হয়, যা আহারকারীদের জন্য তেল ও তরকারী উৎপন্ন করে। ২১. আর নিশ্চয়ই গবাদিপশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তাদের পেটে যা আছে তা থেকে আমি তোমাদেরকে পান করাই। আর এতে তোমাদের জন্য প্রচুর উপকারিতা রয়েছে এবং তা থেকে তোমরা খাও। ২২. আর এসব পশু ও নৌকায় তোমাদেরকে আরোহণ করানো হয়। ২৩. আর অবশ্যই আমি নূহকে তার কণ্ডের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর সে বলল, ‘হে আমার কণ্ড, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?’ ২৪. তারপর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয়গণ, যারা কুফরী করেছিল- তারা বলল, ‘এতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ

করতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই মালাইকা নাযিল করেতেন। এ কথাতো আমরা আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের সময়েও শুনি নি। ২৫. 'সে কেবল এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর'। ২৬. নূহ বলল, 'হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন। কেননা তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে'। ২৭. তারপর আমি তার কাছে ওয়াহী প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওয়াহী অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। তারপর যখন আমার আদেশ আসবে এবং চূলা (পানিতে) উঠলে উঠবে তখন প্রত্যেক জীবের এক জোড়া ও তোমার পরিবারবর্গকে নৌযানে তুলে নিও; তবে তাদের মধ্যে যাদের ব্যাপারে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তারা ছাড়া। আর যারা যুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে সহোদন করো না। নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে। ২৮. অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে তখন বলবে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে যলিম কওম থেকে মুক্তি দিয়েছেন'। ২৯. তুমি আরও বলবে, 'হে আমার রব, আমাকে বারকাতময় অবতরণস্থলে অবতরণ করান। আর আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ অবতরণকারী'। ৩০. নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর নিশ্চয়ই আমি পরীক্ষাকারী ছিলাম। ৩১. তারপর তাদের পরে আমি অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি। ৩২. অতঃপর তাদের মধ্যে তাদেরই একজনকে আমি রসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না। ৩৩. আর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যারা কুফরী করেছে, আখিরতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে

এবং আমি দুনিয়ার জীবনে যাদের ভোগ বিলাসিতা দিয়েছিলাম, তারা বলল, সে কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ, সে তাই খায় যা থেকে তোমরা খাও এবং সে তাই পান করে যা থেকে তোমরা পান কর। ৩৪. আর যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর, তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৩৫. সে কি তোমাদের ওয়াদা দেয় যে, তোমরা যখন মারা যাবে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে। তোমাদেরকে অবশ্যই বের করা হবে, ৩৬. অনেক দূর, তোমাদের যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অনেক দূর। ৩৭. এ শুধু আমাদের দুনিয়ার জীবন। আমরা মরে যাই এবং বেঁচে থাকি। আর আমরা পুনরুত্থিত হবার নই। ৩৮. সে শুধু এক ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে; আর আমরা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নকারী নই। ৩৯. সে বলল, হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ৪০. আল্লাহ বললেন, কিছু সময়ের মধ্যেই তারা নিশ্চিতরূপে অনুতপ্ত হবে। ৪১. অতঃপর যথার্থই তাদেরকে এক বিকট আওয়াজ পেয়ে বসল, তারপর আমি তাদেরকে ঝড়কুটায় পরিণত করলাম। সুতরাং যলিম কওমের জন্য ধ্বংস। ৪২. তারপর তাদের পরে আমি অন্য প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি। ৪৩. কোন জাতি থেকে তার নির্দিষ্ট মেয়াদ এগিয়ে আসে না এবং বিলম্বিতও হয় না। ৪৪. এরপর আমি আমাদের রসূলদেরকে ধারাবাহিকভাবে প্রেরণ করেছি, যখনই কোন জাতির কাছে তাদের রসূল আসত, তখনই তারা তাকে অস্বীকার করত। অতঃপর আমি এদের এককে অপরের অনুসরণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদেরকে সত্য ঘটনাতে পরিণত করেছি। সুতরাং ধ্বংস হোক সে কওম যারা ঈমান আনে না। ৪৫. তারপর আমি মুসা ও তার ভাই হারুনকে আমার নিদর্শনাবলী ও

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছি। ৪৬. ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে; কিন্তু তারা অহঙ্কার করল এবং তারা ছিল উদ্ধত কওম। ৪৭. অতঃপর তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতই দু'জন মানুষের প্রতি ঈমান আনব অথচ তাদের কওম আমাদের সেবাদাস। ৪৮. অতএব তারা তাদের উভয়কে মিথ্যাবাদী বলল। ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ৪৯. আর অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম যাতে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। ৫০. আর আমি মারইয়াম-পুত্র ও তার মাকে নিদর্শন বানালাম এবং তাদেরকে আবাসযোগ্য ও বর্নাবিশিষ্ট এক উঁচু ভূমিতে আশ্রয় দিলাম। ৫১. 'হে রসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভাল বস্ত্র থেকে খাও এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞাত। ৫২. তোমাদের এই ধীন তো একই ধীন। আর আমি তোমাদের রব, অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। ৫৩. তারপর লোকেরা তাদের মাঝে তাদের ধীনকে বহুভাগে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল। ৫৪. সুতরাং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে দাও। ৫৫. তারা কি মনে করছে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থেকে যা আমি তাদেরকে দেই। ৫৬. (তা দ্বারা) আমি তাদের কল্যাণে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি; বরং তারা উপলব্ধি করতে পারছে না। ৫৭. নিশ্চয়ই যারা তাদের রবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, ৫৮. আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহে ঈমান আনে। ৫৯. আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না, ৬০. আর যারা যা দান করে তা ভীত-কম্পিত হৃদয়ে করে থাকে এজন্য যে, তারা তাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। ৬১. তারাই কল্যাণসমূহের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং তাতে তারা অগ্রগামী। ৬২. আর আমি কাউকে তার সাধের

বাইরে কোন দায়িত্ব দেই না। আমার নিকট আছে এমন কিতাব যা সত্য কথা বলে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না। ৬৩. বরং তাদের অন্তরসমূহ এ বিষয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। এছাড়া তাদের আরও অনেক আমাল রয়েছে, যা তারা করছে। ৬৪. অবশেষে যখন আমি তাদের ভোগবিলাসপূর্ণ জীবনধারীদের আযাব দ্বারা পাকড়াও করব, তখন তারা সজোরে আর্তনাদ করে উঠবে। ৬৫. আজ তোমরা সজোরে আর্তনাদ করো না। নিশ্চয়ই তোমরা আমার পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। ৬৬. আমার আয়াতসমূহ তোমাদের সামনে অবশ্যই তিলাওয়াত করা হত, তারপর তোমরা তোমাদের পেছন ফিরে চলে যেতে, ৬৭. এর উপর অহঙ্কারবশে, রাত জেগে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে। ৬৮. তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের কাছে আসেনি? ৬৯. নাকি তারা তাদের রসূলকে চিনতে পারেনি, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করছে? ৭০. নাকি তারা বলছে যে, তার মধ্যে কোন পাগলামী রয়েছে? না, বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়েই এসেছিল। আর তাদের অধিকাংশ লোকই সত্যকে অপছন্দকারী। ৭১. আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদেরকে দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। ৭২. নাকি তুমি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? তবে তোমার রবের প্রতিদান সর্বোত্তম। আর তিনিই সর্বোত্তম রিযিকদাতা। ৭৩. আর নিশ্চয়ই তুমি তাদের সরল-সঠিক পথের দাওয়াত দিচ্ছ। ৭৪. আর নিশ্চয়ই যারা আখিরতের প্রতি ঈমান আনে না, তারাই এই পথ

থেকে বিচ্যুত। ৭৫. আর যদি আমি তাদের দয়া করতাম এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত করতাম, তবুও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াত। ৭৬. আর অবশ্যই আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা পাকড়াও করলাম, তবুও তারা তাদের রবের কাছে নত হয়নি এবং বিনীত প্রার্থনাও করে না। ৭৭. অবশেষে আমি যখন তাদের জন্য কঠিন আযাবের দুয়ার খুলে দেই তখনই তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। ৭৮. আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখসমূহ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন; তোমরা কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ৭৯. আর তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাঁরই কাছে একত্র করা হবে। ৮০. আর তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু দেন এবং রাত ও দিনের পরিবর্তন তাঁরই অধিকারে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ৮১. বরং তারা তাই বলে যেমনটি পূর্ববর্তীরা বলত। ৮২. তারা বলে, যখন আমরা মরে যাব এবং আমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? ৮৩. অবশ্যই আমাদেরকে ও ইতিপূর্বে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এই ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। এসব কেবল পুরান কালের উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু না। ৮৪. বল, 'তোমরা যদি জান তবে বল, 'এ যমীন ও এতে যারা আছে তারা কার'? ৮৫. অচিরেই তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বল, 'তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না'? ৮৬. বল, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'? ৮৭. তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? ৮৮. বল, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যার ওপর কোন আশ্রয়দাতা নেই'? যদি তোমরা জান। ৮৯. তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ'? ৯০. বরং আমি তাদের

কাছে সত্য পৌঁছিয়েছি, আর নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। ৯১. আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহও নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজের সৃষ্টিকে নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অন্যের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত; তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে আল্লাহ কত পবিত্র! ৯২. তিনি গইব ও উপস্থিতির জ্ঞানী, তারা যা শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। ৯৩. বল, 'হে আমার রব, যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা যদি আমাকে দেখাতে চান, ৯৪. 'হে আমার রব, তাহলে আমাকে যলিম সম্প্রদায়ভুক্ত করবেন না'। ৯৫. আর যে বিষয়ে আমি তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছি, অবশ্যই আমি তা তোমাকে দেখাতে সক্ষম। ৯৬. যা উত্তম তা দিয়ে মন্দ প্রতিহত কর; তারা যা বলে আমি তা সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী। ৯৭. আর বল, 'হে আমার রব, আমি শায়তনের প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই'। ৯৮. আর হে আমার রব, আমার কাছে তাদের উপস্থিতি হতে আপনার কাছে পানাহ চাই'। ৯৯. অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, ১০০. যেন আমি সংকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম'। কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বারযাখ। ১০১. অতঃপর যেদিন শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে সেদিন তাদের মাঝে কোন আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না, কেউ কারো বিষয়ে জানতে চাইবে না। ১০২. অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। ১০৩. আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজদের ক্ষতি করল; জাহান্নামে তারা হবে স্থায়ী। ১০৪. আগুন তাদের চেহারা দন্ধ করবে, সেখানে তারা হবে বীভৎস চেহারাবিশিষ্ট। ১০৫. 'আমার

আয়াতসমূহ কি তোমাদের কাছে পাঠ করা হত না? তারপর তোমরা তা অস্বীকার করত। ১০৬. তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল, আর আমরা ছিলাম পথভ্রষ্ট'। ১০৭. 'হে আমাদের রব, এ থেকে আমাদেরকে বের করে দিন, তারপর যদি আমরা আবার তা করি তবে অবশ্যই আমরা হব যলিম'। ১০৮. আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই থাক, আর আমার সাথে কথা বলা না'। ১০৯. আমার বান্দাদের একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের রব, আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে ক্ষমা ও দয়া করুন, আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'। ১১০. 'তারপর তাদেরকে নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করত। অবশেষে তা তোমাদেরকে আমার স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর তোমরা তাদের নিয়ে হাসি-তামাশা করত'। ১১১. নিশ্চয়ই আমি তাদের ধৈর্য্যার কারণে আজ তাদেরকে পুরস্কৃত করলাম; নিশ্চয়ই তাই হ'ল সফলকাম। ১১২. আল্লাহ বলবেন, 'বহুরের হিসাবে তোমরা যমীনে কত সময় অবস্থান করেছিলে? ১১৩. তারা বলবে, 'আমরা একদিন বা দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি; সুতরাং আপনি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন'। ১১৪. তিনি বলবেন, 'তোমরা কেবল অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, তোমরা যদি নিশ্চিত জানতে!' ১১৫. 'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না? ১১৬. সুতরাং সত্যিকারের মালিক আল্লাহ মহিমাবিত, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনি সম্মানিত 'আরশের রব'। ১১৭. আর যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে, যে বিষয়ে তার কাছে প্রমাণ নেই; তার হিসাব কেবল তার রবের কাছে। নিশ্চয়ই কাফিররা সফলকাম হবে না। ১১৮. আর বল, 'হে

আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু'।

২৪. সূরহুঃ আন-নূর, আয়াতঃ ৬৪, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এটি একটি সূরহ, যা আমি নাযিল করেছি এবং এটাকে অবশ্য পালনীয় করেছি। আর আমি এতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ২. ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত কর। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। ৩. ব্যভিচারী কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকে ছাড়া বিয়ে করবে না এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারম করা হয়েছে। ৪. আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন স্বাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক। ৫. তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. আর যারা নিজদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোন স্বাক্ষী নেই, তাহলে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে নিশ্চয়ই সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। ৭. আর পঞ্চমবারে সাক্ষ্য

দেবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে নিশ্চয়ই তার উপর আল্লাহর লা'নত। ৮. আর তারা ত্রীলোকটি থেকে শাস্তি রহিত করবে, যদি সে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। ৯. আর পঞ্চমবারে সাক্ষ্য দেবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে নিশ্চয়ই তার উপর আল্লাহর গযব। ১০. যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা গ্রহণকারী, প্রজ্ঞাময়। ১১. নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহাআযাব। ১২. যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করল না এবং বলল না যে, 'এটা তো সুস্পষ্ট অপবাদ'? ১৩. তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন স্বাক্ষী নিয়ে আসল না? সুতরাং যখন তারা স্বাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। ১৪. আর যদি দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও তাঁর অনুগ্রহ না থাকত, তবে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে, তার জন্য তোমাদেরকে অবশ্যই কঠিন আযাব স্পর্শ করত। ১৫. যখন এটা তোমরা তোমাদের মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং তোমরা তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে, যাতে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না; আর তোমরা এটাকে খুবই তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর। ১৬. আর তোমরা যখন এটা শুনলে, তখন

তোমরা কেন বললে না যে, 'এ নিয়ে কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি অতি পবিত্র মহান, এটা এক গুরুতর অপবাদ'। ১৭. আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা মুমিন হও, তাহলে আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করবে না। ১৮. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করছেন এবং আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ১৯. নিশ্চয়ই যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। ২০. আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, (তাহলে তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ বড় মেহেরবান, পরম দয়ালু। ২১. হে মুমিনগণ, তোমরা শায়তনের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে শায়তনের পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। ২২. আর তোমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এমন কসম না করে যে, তারা নিকটাত্মীয়দের, মিসকীনদের ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। আর তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দেন? আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৩. যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।

২৪.যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ২৫. সেদিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের ন্যায় প্রতিদান পুরোপুরি দিয়ে দেবেন, আর তারা জানবে যে, আল্লাহই সুস্পষ্ট সত্য। ২৬. দু'চরিত্রা নারীরা দু'চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং দু'চরিত্র পুরুষরা দু'চরিত্রা নারীদের জন্য। আর সচ্চরিত্রা নারীরা সচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষরা সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য; লোকেরা যা বলে, তারা তা থেকে মুক্ত। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। ২৭. হে মুমিনগণ, তোমরা নিজদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ২৮. অতঃপর যদি তোমরা সেখানে কাউকে না পাও তাহলে তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তাহলে ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত। ২৯. যে ঘরে কেউ বাস করে না, তাতে তোমাদের কোন ভোগসামগ্রী থাকলে, সেখানে তোমাদের প্রবেশে কোন পাপ হবে না। আর আল্লাহ জানেন যা তোমরা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর। ৩০. মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ৩১. আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফায়ত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা

প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। ৩২. আর তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী-পুরুষ ও সংকর্মশীল দাস দাসীদের বিবাহ দাও। তারা অভাবী হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী। ৩৩. আর যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে। আর তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর, যদি তোমরা তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে বলে জানতে পার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা তাদেরকে দাও। তোমাদের দাসীরা সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা দুনিয়ার জীবনের সম্পদের কামনায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করো না। আর যারা তাদেরকে বাধ্য করবে, নিশ্চয়ই তাদেরকে বাধ্য করার পর আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ৩৪. আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং তোমাদের পূর্বে যারা চলে গেছে তাদের দৃষ্টান্ত ও মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ। ৩৫. আল্লাহ আসমানসমূহ ও

যমীনের নূর। তাঁর নূরের উপমা একটি তাকের মতই। তাতে রয়েছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি রয়েছে একটি চিমনির মধ্যে। চিমনিটি উজ্জ্বল তারকার মতই। প্রদীপটি বারকাতময় যাইতুন গাছের তেল দ্বারা জ্বালানো হয়, যা পূর্ব দিকেরও নয় এবং পশ্চিম দিকেরও নয়। এর তেল যেন আলো বিকিরণ করে, যদিও তাতে আগুন স্পর্শ না করে। নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন তাঁর নূরের দিকে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমাসমূহ উপস্থাপন করেন। আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। ৩৬. সেসব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম যিক্র করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- ৩৭. সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্র, সলাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। ৩৮. যাতে তাদের কৃত উত্তম আমলের জন্য আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দেন এবং তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত রিযিক দান করেন। ৩৯. আর যারা কুফরী করে, তাদের আমালসমূহ মরুভূমির মরীচিকার মত, পিপাসিত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার কাছে আসবে, তখন সে দেখবে সেটা কিছুই নয়। আর সে সেখানে আল্লাহকে দেখতে পাবে। অতঃপর তিনি তাকে তার হিসাব পরিপূর্ণ করে দেবেন। আর আল্লাহ অতি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। ৪০. অথবা (তাদের আমালসমূহ) গভীর সমুদ্রে ঘনিভূত অন্ধকারের মত, যাকে আচ্ছন্ন করে ঢেউয়ের উপরে ঢেউ, তার উপরে মেঘমালা। অনেক অন্ধকার; এক স্তরের উপর অপর স্তর। কেউ হাত বের করলে আদৌ তা

দেখতে পায় না। আর আল্লাহ যাকে নূর দেন না তার জন্য কোন নূর নেই। ৪১. তুমি কি দেখনি যে, আসমান ও যমীনে যারা আছে তারা এবং সারিবদ্ধ হয়ে উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে? প্রত্যেকেই তাঁর সলাত ও তাসবীহ জানে। তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত। ৪২. আর আসমান ও যমীনের মালিকানা আল্লাহর জন্যই। আর আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন। ৪৩. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘমালাকে পরিচালিত করেন, তারপর তিনি সেগুলোকে একত্রে জুড়ে দেন, তারপর সেগুলো স্থপীকৃত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার মধ্য থেকে বৃষ্টি বের হয়। আর তিনি আকাশে স্থিত মেঘমালার পাহাড় থেকে শিলা বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা সরিয়ে দেন। এর বিদ্যুতের ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়। ৪৪. আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয়ই এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। ৪৫. আর আল্লাহ প্রত্যেক জীবকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের কোনটি পেটে ভর দিয়ে চলে, কোনটি চলে দু'পায়ের উপর, আবার কোনটি চার পায়ের উপর চলে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ৪৬. অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ দেখান। ৪৭. তারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য করেছি', তারপর তাদের একটি দল এর পরে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তারা মুমিন নয়। ৪৮. আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন, তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৯. কিন্তু

যদি সত্য তাদের পক্ষে থাকে, তাহলে তারা তার কাছে একান্ত বিনীতভাবে ছুটে আসে। ৫০. তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে? নাকি তারা সন্দেহ পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের উপর যুলুম করবেন? বরং তারাই তো যলিম। ৫১. মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: ‘আমরা গুনলাম ও আনুগত্য করলাম’। আর তারাই সফলকাম। ৫২. আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য। ৫৩. আর তারা তাদের সুদৃঢ় শপথের মাধ্যমে আল্লাহর নামে কসম করে বলে যে, ‘তুমি যদি তাদের আদেশ কর তবে তারা বের হবেই। তুমি বল, ‘তোমরা কসম করো না। (তোমাদের) আনুগত্য তো জানাই আছে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত’। ৫৪. বল, ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর’। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে সে শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী। আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রসূলের দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। ৫৫. তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য

পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক। ৫৬. আর তোমরা সলাত কয়েম কর, যাকাত দাও এবং রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমাতপ্রাপ্ত হতে পার। ৫৭. তুমি কাফিরদেরকে যমীনে অপারগকারী মনে করো না; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন। আর কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাভর্তনস্থল! ৫৮. হে মুমিনগণ, তোমাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন অবশ্যই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সলাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ, এবং ‘ইশার সলাতের পর; এই তিনটি তোমাদের (গোপনীয়তার) সময়। এই তিন সময়ের পর তোমাদের এবং তাদের কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ৫৯. আর তোমাদের সন্তান-সন্ততি যখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়, তখন তারাও যেন অনুমতি চায় যেমনিভাবে তাদের অগ্রজরা অনুমতি চাইত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ৬০. আর বৃদ্ধা নারীরা, যারা বিয়ের প্রত্যাশা করে না, তাদের জন্য কোন দোষ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের জন্য কিছু পোশাক খুলে রাখে এবং এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। ৬১. অন্ধের জন্য কোন দোষ নেই, পঙ্গুর জন্য কোন দোষ নেই, রোগাক্রান্তের জন্য কোন দোষ নেই এবং তোমাদের নিজদের জন্যও কোন দোষ নেই যে তোমরা খাবে তোমাদের

নিজদের ঘরে, অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, অথবা তোমাদের মায়াদের ঘরে, অথবা তোমাদের ভাইদের ঘরে, অথবা তোমাদের বোনদের ঘরে, অথবা তোমাদের চাচাদের ঘরে, অথবা তোমাদের ফুফুদের ঘরে, অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে, অথবা তোমাদের খালাদের ঘরে, অথবা সেসব ঘরে যার চাবি তোমাদের অধিকারে রয়েছে, অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে। তোমরা একত্রে খাও অথবা আলাদা আলাদা খাও তাতে কোনও দোষ নেই। তবে তোমরা যখন কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমরা নিজদের উপর সালাম করবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বারকাতপূর্ণ ও পবিত্র অভিষাদন স্বরূপ। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৬২. মুমিন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনে এবং তাঁর সাথে কোন সমষ্টিগত কাজে থাকলে অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। নিশ্চয়ই তোমার কাছে যারা অনুমতি চায় তারাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে; সুতরাং কোন প্রয়োজনে তারা তোমার কাছে বাইরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে তোমার যাকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দেবে এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। ৬৩. তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ডাকো রসূলকে সেভাবে ডেকো না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে সরে পড়ে আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন। অতএব যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে। ৬৪. সাবধান, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; তোমরা যে অবস্থায় আছ তা তিনি অবশ্যই জানেন এবং যেদিন

তাদেরকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে সেদিন তারা যা করত তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

২৫. সূরহঃ আল-ফুরকান, আয়াতঃ ৭৭, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তিনি বারকাতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান নাযিল করেছেন যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। ২. যার অধিকারে রয়েছে আসমান ও যমীনের মালিকানা; আর তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি এবং সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপুণভাবে নিরূপণ করেছেন। ৩. আর তারা আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়েছে; তারা নিজদের কোন কল্যাণ ও অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখে না এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থান করতেও সক্ষম হয় না। ৪. কাফিররা বলে ‘এটি তো জঘন্য মিথ্যা যা সে রটনা করেছে আর অন্য এক দল তাকে সাহায্য করেছে’। এভাবে তারা যুলুম ও মিথ্যা নিয়ে এসেছে। ৫. তারা বলে, ‘এটি প্রাচীনকালের উপকথা যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার কাছে পাঠ করা হয়। ৬. বল, ‘যিনি আসমান ও যমীনের রহস্য জানেন তিনি এটি নাযিল করেছেন; নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। ৭. আর তারা বলে, ‘এ রসূলের কী হল, সে আহ্বান করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে; তার কাছে একজন মালাইকা পাঠানো হল না কেন, যে তাঁর সাথে সতর্ককারী হত’? ৮. অথবা তাকে ধনভাণ্ডার ঢেলে দেয়া হয় না কেন অথবা তার জন্য একটি বাগান হয় না কেন যা থেকে সে খেতে পারে’?

যলিমরা বলে, 'তোমরা শুধু এক যাদুগ্রন্থ লোকের অনুসরণ করছ'। ৯. দেখ, তোমার জন্য তারা কেমন উপমা পেশ করে; ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, সুতরাং তারা কোন পথ পেতে সক্ষম হয় না। ১০. তিনি বারকাতময়, যিনি ইচ্ছা করলে তোমার জন্য করে দিতে পারেন তার চেয়ে উত্তম বস্তু অনেক বাগান, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং তিনি তোমাকে প্রাসাদসমূহ দিতে পারেন। ১১. বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে আর কিয়ামাতকে যে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুন। ১২. দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও প্রচণ্ড চিৎকার শুনতে পাবে। ১৩. আর যখন তাদেরকে গলায় হাত পেঁচিয়ে জাহান্নামের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তারা নিজদের ধ্বংস আহ্বান করবে। ১৪. 'একবার ধ্বংসকে ডেকো না; বরং অনেকবার ধ্বংসকে ডাকো'। ১৫. বল, 'সেটা উত্তম না স্থায়ী জাহ্নাত, মুত্তাকীদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা হবে তাদের পুরস্কার ও প্রত্যাবর্তনস্থল'। ১৬. সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য থাকবে স্থায়ীভাবে; এটি তোমার রবের ওয়াদা, ১৭. আর সেদিন তাদেরকে এবং আল্লাহ ছাড়া যা কিছুই ইবাদত তারা করত সবাইকে তিনি একত্র করবেন, তারপর বলবেন, 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছ' না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে'? ১৮. তারা বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান! আপনি ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা আমাদের উচিত নয়, বরং আপনি তাদেরকে ও তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছেন, অবশেষে আপনার স্মরণকে তারা ভুলে গিয়েছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমে পরিণত হয়েছিল'। ১৯. অতঃপর তোমরা যা বল তারা তা মিথ্যা বলেছে। অতএব

তোমরা আযাব ফেরাতে পারবে না এবং কোন সাহায্যও করতে পারবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে যুল্ম করবে তাকে আমি মহাআযাব ভোগ করাব'। ২০. আর তোমার পূর্বে যত নাবী আমি পাঠিয়েছি, তারা সবাই আহ্বার করত এবং হাট-বাজারে চলাফেরা করত। আমি তোমাদের একজনকে অপরজনের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করেছি। তোমরা কি ধৈর্য্যধারণ করবে? আর তোমার রব সর্বদ্রষ্টা। ২১. আর যারা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট মালাইকা নাযিল হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাই না কেন'? অবশ্যই তারা তো তাদের অন্তরে অহঙ্কার পোষণ করেছে এবং তারা গুরুতর সীমালঙ্ঘন করেছে। ২২. যেদিন তারা মালাইকাদের দেখবে, সেদিন অপরাদীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না। আর তারা বলবে, 'হায় কোন বাধা যদি তা আটকে রাখত'। ২৩. আর তারা যে কাজ করেছে আমি সেদিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দেব। ২৪. সেদিন জাহ্নাতবাসীরা বাসস্থান হিসেবে উত্তম এবং বিশ্রামস্থল হিসেবে উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে। ২৫. আর সেদিন মেঘমালা দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং মালাইকাদেরকে দলে দলে অবতরণ করানো হবে। ২৬. সেদিন প্রকৃত সার্বভৌমত্ব হবে পরম করুণাময়ের। আর সে দিনটি কাফিরদের জন্য বড়ই কঠিন। ২৭. আর সেদিন যলিম নিজের হাত দু'টো কামড়িয়ে বলবে, 'হায়, আমি যদি রসূলের সাথে কোন পথ অবলম্বন করতাম'! ২৮. 'হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম'। ২৯. 'অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শায়তন তো মানুষের জন্য চরম প্রতারণক'। ৩০. আর রসূল

বলবে, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে। ৩১. আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু বানিয়েছি। আর পথপ্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে তোমার রবই যথেষ্ট। ৩২. আর কাফিররা বলে, 'তার উপর পুরো কুরআন একসাথে কেন নাযিল করা হল না? এটা এজন্য যে, আমি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে ধীরে। ৩৩. আর তারা তোমার কাছে যে কোন বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। ৩৪. যাদেরকে মুখের উপর ভর দেয়া অবস্থায় জাহান্নামের দিকে একত্র করা হবে। এরা মর্যাদায় অধিক নিকৃষ্ট এবং পথের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট। ৩৫. আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সাহায্যকারী বানিয়েছিলাম। ৩৬. অতঃপর আমি বলেছিলাম, তোমরা দু'জন সেই কওমের নিকট যাও, যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতঃপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলাম। ৩৭. আর নূহের কওমকে, যখন তারা রসূলদেরকে অস্বীকার করল, আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। আর আমি যলিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যজ্ঞাদায়ক আযাব। ৩৮. আর ধ্বংস 'আদ, সামূদ, 'রাস' এর অধিবাসী এবং তাদের মধ্যবর্তী কালের বহু প্রজন্মের উপরও। ৩৯. আর আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছি এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি। ৪০. আর অবশ্যই তারা সে জনপদ দিয়ে অতিক্রম করেছে, যাতে অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। তবে কি তারা তা

দেখেনি? বরং তারা পুনরুত্থানের প্রত্যাশা করত না। ৪১. আর তারা যখন তোমাকে দেখে, তখন তারা তোমাকে ঠাট্টা-বিদ্রোপের পাত্র হিসেবেই গ্রহণ করে, 'এ-ই কি সেই লোক, যাকে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন?' ৪২. 'সে তো আমাদেরকে আমাদের ইলাহদের থেকে দূরে সরিয়ে দিত, যদি আমরা তাদের প্রতি অবিচল না থাকতাম'। আর যখন তারা আযাব দেখবে, তখন অবশ্যই জানতে পারবে কে অধিক পথভ্রষ্ট। ৪৩. তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে? ৪৪. তুমি কি মনে কর যে, তাদের অধিকাংশ লোক শোনে অথবা বুঝে? তারা কেবল পশুদের মতো; বরং তারা আরো অধিক পথভ্রষ্ট। ৪৫. তুমি কি তোমার রবকে দেখনি, কীভাবে তিনি ছায়ায় দীর্ঘ করেছেন, আর তিনি যদি চাইতেন, তাহলে তাকে অবশ্যই স্থির করে দিতে পারতেন। অতঃপর আমি সূর্যকে তার উপর নির্দেশক বানিয়ে দিয়েছি। ৪৬. তারপর আমি এটাকে ধীরে ধীরে আমার দিকে গুটিয়ে আনি। ৪৭. আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে আবরণ ও নিদ্রাকে আরামপ্রদ করেছেন এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার সময়। ৪৮. আর তিনিই তাঁর রহমাতের প্রাক্কালে সুসংবাদ স্বরূপ বায়ু পাঠিয়েছেন এবং আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষণ করেছি, ৪৯. যাতে তা দ্বারা মৃত ভূ-খণ্ডকে জীবিত করি এবং আমি যে সকল জীবজন্তু ও মানুষ সৃষ্টি করেছি, তার মধ্য থেকে অনেককে তা পান করাই। ৫০. আর আমি তা তাদের মধ্যে বন্টন করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; তারপর অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। ৫১. আর আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী পাঠাতাম। ৫২. সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের

সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর। ৫৩. আর তিনিই দু'টো সাগরকে একসাথে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুবাস, অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এতদোভয়ের মাঝখানে একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য সীমানা স্থাপন করেছেন। ৫৪. আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব হল প্রভূত ক্ষমতাবান। ৫৫. আর তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছু ইবাদাত করে, যা তাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারে না। আর কাফির তো তার রবের বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। ৫৬. আর আমি তো তোমাকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি। ৫৭. বল, 'আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। তবে যার ইচ্ছা তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। ৫৮. আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার উপর যিনি মরবেন না। তাঁর প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর। তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে খবর রাখার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট। ৫৯. যিনি আসমান, যমীন ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। পরম করুণাময়। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে যিনি সম্যক অবহিত, তুমি তাকেই জিজ্ঞাসা কর। ৬০. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা 'রহমান' কে সিজদা কর, তখন তারা বলে, রহমান কী আবার? তুমি আমাদেরকে আদেশ করলেই কি আমরা সিজদা করব? আর এটা তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করে।^{সাজদা} ৬১. বারকাতময় সে সত্তা যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিশালকায় গ্রহসমূহ। আর তাতে প্রদীপ ও আলো বিকিরণকারী চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। ৬২. আর তিনি দিবা-রাত্রিকে পরস্পরের অনুগামী করেছেন।

যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞ হতে চায় তার জন্য। ৬৩. আর রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদেরকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম'। ৬৪. আর যারা তাদের রবের জন্য সিজদারত ও দণ্ডায়মান হয়ে রাত্রি যাপন করে। ৬৫. আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয়ই এর আযাব হল অবিচ্ছিন্ন'। ৬৬. 'নিশ্চয়ই তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট'। ৬৭. আর তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে। ৬৮. আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফসকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আযাবপ্রাপ্ত হবে। ৬৯. কিয়ামাতের দিন তার আযাব বর্ধিত করা হবে এবং সেখানে সে অপমানিত অবস্থায় স্থায়ী হবে। ৭০. তবে যে তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে। পরিণামে আল্লাহ তাদের পাপগুলোকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৭১. আর যে তাওবা করে এবং সৎকাজ করে তবে নিশ্চয়ই সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ৭২. আর যারা মিথ্যার সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তারা অনর্থক কথা-কর্মের পাশ দিয়ে চলে তখন সসম্মানে চলে যায়। ৭৩. আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না। ৭৪. আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের

নেতা বানিয়ে দিন'। ৭৫. তারাই, যাদেরকে (জাম্মাতে) সুউচ্চ কক্ষ প্রতিদান হিসাবে দেয়া হবে যেহেতু তারা সবার করেছিল সেজন্য। আর তাদের সেখানে অভ্যর্থনা করা হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা। ৭৬. সেখানে তারা স্থায়ী হবে। অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে তা কতইনা উৎকৃষ্ট! ৭৭. বল, 'যদি তোমরা না-ই ডাক তাহলে আমার রব তোমাদের কোন পরওয়া করেন না। তারপর তোমরা অস্বীকার করেছ। তাই অচিরেই অপরিহার্য হবে আযাব।

২৬. সূরহঃ আশ-ও'আরস, আয়াতঃ ২২৭, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তু-সীন-মীম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. তারা মুমিন হবে না বলে হয়ত তুমি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়বে। ৪. আমি ইচ্ছা করলে আসমান থেকে তাদের উপর এমন নিদর্শন অবতীর্ণ করতাম ফলে তার প্রতি তাদের ঘাড়গুলো নত হয়ে যেত। ৫. আর যখনই তাদের কাছে পরম করুণাময়ের পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা থেকে বিমুখ হয়। ৬. অতএব অবশ্যই তারা অস্বীকার করেছে। কাজেই তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তার সংবাদ অচিরেই তাদের কাছে এসে পড়বে। ৭. তারা কি যমীনের প্রতি লক্ষ করেনি? আমি তাতে প্রত্যেক প্রকারের বহু উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ উদগত করেছি। ৮. নিশ্চয়ই এতে আছে নিদর্শন, আর তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। ৯. আর নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনি তো মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১০. আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি যলিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও'। ১১. 'ফির'আউনের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা কি ভয় করবে

না' ১২. মূসা বলল, 'হে আমার রব, আমি অবশ্যই আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে'। ১৩. 'আর আমার বক্ষ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। আমার জিহ্বা চলছে না। সুতরাং আপনি হারুনের প্রতি ওয়াহী পাঠান'। ১৪. 'আর আমার বিরুদ্ধে তাদের কাছে একটি অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। ফলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে'। ১৫. আল্লাহ বললেন, 'কখনো নয়। তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনাদিসহ যাও। অবশ্যই আমি আছি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী'। ১৬. 'সুতরাং তোমরা উভয়ে ফির'আউনের কাছে গিয়ে বল, নিশ্চয়ই আমরা বিশ্বজগতের রবের রসূল'। ১৭. 'যাতে তুমি বানী ইসরঈলকে আমাদের সাথে পাঠাও'। ১৮. ফির'আউন বলল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনি? আর তুমি তোমার জীবনের অনেক বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ'। ১৯. 'আর তুমি তোমার কর্ম যা করার তা করেছ এবং তুমি অকৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত'। ২০. মূসা বলল, 'আমি এটি তখন করেছিলাম, যখন আমি ছিলাম বিভ্রান্ত'। ২১. 'অতঃপর যখন আমি তোমাদেরকে ভয় করলাম, তখন আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম। তারপর আমার রব আমাকে প্রজ্ঞা দান করলেন এবং আমাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন'। ২২. 'আর এই তো সে অনুগ্রহ যার খোঁটা তুমি আমাকে দিচ্ছ যে, তুমি বানী ইসরঈলকে দাস বানিয়ে রেখেছ'। ২৩. ফির'আউন বলল, 'সৃষ্টিকুলের রব কে' ২৪. মূসা বলল, 'আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হয়ে থাক'। ২৫. ফির'আউন তার আশেপাশে যারা ছিল তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি মনোযোগসহ শুনছ না' ২৬. মূসা বলল, 'তিনি তোমাদের

রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও রব'। ২৭. ফির'আউন বলল, 'তোমাদের কাছে প্রেরিত তোমাদের এই রসূল নিশ্চয়ই পাগল'। ২৮. মুসা বলল, 'তিনি পূর্ব ও পশ্চিম এবং এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, যদি তোমরা বুঝে থাক'। ২৯. ফির'আউন বলল, 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব'। ৩০. মুসা বলল, 'যদি আমি তোমার কাছে স্পষ্ট কোন বিষয় নিয়ে আসি, তবুও'? ৩১. ফির'আউন বলল, 'তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে তা নিয়ে এসো'। ৩২. অতঃপর সে তার লাঠি ফেলে দিল, ফলে তৎক্ষণাৎ তা একটি স্পষ্ট অজগর - য় গেল। ৩৩. আর সে তার হাত বের করল, ফলে তা তৎক্ষণাৎ দর্শকদের সামনে উজ্জ্বল-সাদা হয়ে দেখা দিল। ৩৪. ফির'আউন তার আশপাশের পরিষদদের উদ্দেশ্যে বলল, 'এ তো এক বিজ্ঞ যাদুকর'। ৩৫. 'সে তোমাদেরকে তার যাদুর মাধ্যমে তোমাদের দেশ থেকে বের করতে চায়। অতএব, তোমরা আমাকে কী পরামর্শ দাও'? ৩৬. তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দাও, আর সংগ্রহকারীদেরকে নগরে-নগরে পাঠিয়ে দাও'। ৩৭. 'তারা তোমার নিকট প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে নিয়ে আসুক'। ৩৮. অতঃপর এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদের একত্র করা হল। ৩৯. আর লোকদের বলা হল, 'তোমরা কি একত্র হবে'? ৪০. 'যাতে আমরা যাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি তারা বিজয়ী হয়'। ৪১. অতঃপর যখন যাদুকররা আসল, তারা ফির'আউনকে বলল, 'যদি আমরাই বিজয়ী হই, তবে আমাদের জন্য কি সত্যিই পুরস্কার আছে'? ৪২. সে বলল, 'হ্যাঁ এবং নিশ্চয়ই তোমরা তখন আমার ঘনিষ্ঠজনদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ৪৩. মুসা তাদের বলল, 'তোমরা যা

নিষ্ক্ষেপ করার তা নিষ্ক্ষেপ কর'। ৪৪. অতঃপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিষ্ক্ষেপ করল এবং বলল, 'ফির'আউনের মর্যাদার কসম! অবশ্যই আমরা বিজয়ী হব'। ৪৫. তারপর মুসা তার লাঠি ফেলল, ফলে তৎক্ষণাৎ তা তাদের মিথ্যা প্রদর্শনীগুলো গ্রাস করে ফেলল। ৪৬. ফলে যাদুকররা সিজদাবনত হয়ে পড়ল। ৪৭. তারা বলল, 'আমরা ঈমান আনলাম সকল সৃষ্টির রবের প্রতি'। ৪৮. 'মুসা ও হারুনের রব'। ৪৯. ফির'আউন বলল, 'আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু যে তোমাদের যাদু শিক্ষা দিয়েছে। অতএব অচিরেই তোমরা জানতে পারবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাতসমূহ ও তোমাদের পাসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং অবশ্যই তোমাদের সকলকে শূলিবিদ্ধ করব'। ৫০. তারা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই তাতে। অবশ্যই আমরা তো আমাদের রবের দিকেই ফিরে যাব'। ৫১. 'আমরা আশা করি যে, আমাদের রব আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমরা মুমিনদের মধ্যে প্রথম'। ৫২. আর আমি মুসার প্রতি এ মর্মে ওয়াহী পাঠিয়েছিলাম যে, 'আমার বান্দাদের নিয়ে রাত্রিকালে যাত্রা শুরু কর, নিশ্চয়ই তোমাদের পিছু নেয়া হবে' ৫৩. অতঃপর ফির'আউন নগরে-নগরে একত্রকারীদেরকে পাঠাল। ৫৪. 'নিশ্চয়ই এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল'। ৫৫. 'আর এরা অবশ্যই আমাদের ফ্রোন্ডের উদ্দেশ্যে ঘটিয়েছে'। ৫৬. 'আর আমরা সবাই তো যথেষ্ট সতর্ক'। ৫৭. তারপর আমি তাদেরকে উদ্যানমালা ও ঋণাধারাসমূহ থেকে বের করে আনলাম। ৫৮. আর ধনভাণ্ডার ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান থেকে। ৫৯. এরূপই এবং আমি বানী ইসরঈলকে এসবের ওয়ারিস বানিয়েছিলাম। ৬০. তারপর তারা সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে তাদের পিছু নিল। ৬১. অতঃপর

যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, অবশ্যই 'আমরা ধরা পড়ে গেলাম'! ৬২. মূসা বলল, 'কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছে। নিশ্চয়ই অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন'। ৬৩. অতঃপর আমি মূসার প্রতি ওয়াহী পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর'। ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়সদৃশ হয়ে গেল। ৬৪. আর আমি অপর দলটিকে সেই জায়গায় নিকটবর্তী করলাম, ৬৫. আর আমি মূসা ও তার সাথে যারা ছিল সকলকে উদ্ধার করলাম, ৬৬. তারপর অপর দলটিকে ডুবিয়ে দিলাম। ৬৭. নিশ্চয়ই এর মধ্যে রয়েছে নিদর্শন। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন নয়। ৬৮. আর নিশ্চয়ই তোমার রব তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৬৯. আর তুমি তাদের নিকট ইবরহীমের ঘটনা বর্ণনা কর, ৭০. যখন সে তার পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদাত কর?' ৭১. তারা বলল, 'আমরা মূর্তির ইবাদত করি। অতঃপর এগুলোর ইবাদতে আমরা নিষ্ঠার সাথে রত থাকি'। ৭২. সে বলল, 'যখন তোমরা ডাক তখন তারা কি তোমাদের সে ডাক শুনতে পায়?' ৭৩. 'অথবা তারা কি তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি করতে পারে?' ৭৪. তারা বলল, 'বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের পেয়েছি, তারা এরূপই করত'। ৭৫. ইবরহীম বলল, 'তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ, তোমরা যাদের ইবাদত কর'। ৭৬. 'তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃপুরুষেরা'। ৭৭. 'সকল সৃষ্টির রব ছাড়া অবশ্যই তারা আমার শত্রু'। ৭৮. 'যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনিই আমাকে হিদায়াত দিয়েছেন'। ৭৯. 'আর যিনি আমাকে খাওয়ান এবং পান করান'। ৮০. 'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন'।

৮১. 'আর যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন তারপর আমাকে জীবিত করবেন'। ৮২. 'আর যিনি আশা করি, বিচার দিবসে আমার ত্রুটি-বিচ্ছাতি ক্ষমা করে দেবেন'। ৮৩. 'হে আমার রব, আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে শামিল করে দিন'। ৮৪. 'এবং পরবর্তীদের মধ্যে আমার সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখুন', ৮৫. 'আর আপনি আমাকে সুখময় জাহ্নামের ওয়ারিসদের অন্তর্ভুক্ত করুন'। ৮৬. 'আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিল'। ৮৭. 'আর যেদিন পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন আমাকে লাক্ষিত করবেন না'। ৮৮. 'যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না'। ৮৯. 'তবে যে আল্লাহর কাছে আসবে সুস্থ অন্তরে'। ৯০. আর মুত্তাকীদের জন্য জাহ্নাম নিকটবর্তী করা হবে, ৯১. এবং পথভ্রষ্টকারীদের জন্য জাহ্নাম উন্মোচিত করা হবে। ৯২. আর তাদেরকে বলা হবে, 'তারা কোথায় যাদের তোমরা ইবাদাত করত?' ৯৩. আল্লাহ ছাড়া? তারা কি তোমাদেরকে সাহায্য করেছে, না নিজেদের সাহায্য করতে পারছে? ৯৪. অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টকারীদেরকে উপুড় করে জাহ্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ৯৫. আর ইবলীসের সকল সৈন্যবাহিনীকে। ৯৬. সেখানে পরস্পর ঝগড়া করতে গিয়ে তারা বলবে, ৯৭. 'আল্লাহর কসম! আমরা তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিলাম', ৯৮. 'যখন আমরা তোমাদেরকে সকল সৃষ্টির রবের সমকক্ষ বানাতাম'। ৯৯. 'আর অপরাধীরাই শুধু আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'; ১০০. 'অতএব, আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই'। ১০১. 'এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই'। ১০২. 'হায়, আমাদের যদি আরেকটি সুযোগ হত, তবে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম'। ১০৩. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন,

আর তাদের অধিকাংশ মুমিন নয়। ১০৪. আর নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১০৫. নূহ-এর কণ্ঠস্বর রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। ১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? ১০৭. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশুদ্ধ রসূল'। ১০৮. 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ১০৯. 'আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান শুধু সৃষ্টিকুলের রবের নিকট'। ১১০. 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ১১১. 'তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করেছে'? ১১২. নূহ বলল, 'তারা কি করে তা জানা আমার কী প্রয়োজন'? ১১৩. 'তাদের হিসাব গ্রহণ তো কেবল আমার রবের দায়িত্বে, যদি তোমরা জানতে'। ১১৪. 'আর আমি তো মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার নই'। ১১৫. 'আমি তো কেবল সুস্পষ্ট সতর্ককারী'। ১১৬. তারা বলল, 'হে নূহ, তুমি যদি বিরত না হও তবে অবশ্যই তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ১১৭. নূহ বলল, 'হে আমার রব, আমার কণ্ঠস্বর আমাকে অস্বীকার করেছে'; ১১৮. 'সুতরাং আপনি আমার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন আর আমাকে ও আমার সাথে যেসব মুমিন, আছে তাদেরকে রক্ষা করুন'। ১১৯. অতঃপর আমি তাকে এবং তার সাথে যারা বোঝাই নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম। ১২০. তারপর বাকীদের ডুবিয়ে দিলাম। ১২১. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিদর্শন, আর তাদের বেশীর ভাগ মুমিন ছিল না। ১২২. আর নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১২৩. 'আদ জাতি রসূলগণকে

অস্বীকার করেছিল, ১২৪. যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? ১২৫. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশুদ্ধ রসূল'। ১২৬. 'সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ১২৭. 'আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান কেবল সৃষ্টিকুলের রবের নিকট'। ১২৮. 'তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে বেহুদা স্তম্ভ নির্মাণ করছ'? ১২৯. 'আর তোমরা সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করছ, যেন তোমরা স্থায়ী হবে'। ১৩০. 'আর তোমরা যখন কাউকে পাকড়াও কর, পাকড়াও কর স্বেচ্ছাচারী হয়ে'। ১৩১. 'সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর'। ১৩২. 'আর তাঁকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন এমন কিছু দিয়ে, যা তোমরা জান'। ১৩৩. 'তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা', ১৩৪. 'আর উদ্যান ও ঋণা দ্বারা'। ১৩৫. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর এক মহাদিবসের আযাবের ভয় করছি'। ১৩৬. তারা বলল, 'তুমি আমাদের উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান'। ১৩৭. 'এটি তো পূর্ববর্তীদেরই চরিত্র'। ১৩৮. 'আর আমরা আযাবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না'। ১৩৯. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করল, ফলে তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম; নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশ মুমিন ছিল না। ১৪০. আর নিশ্চয়ই তোমার রব তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১৪১. সামূদ জাতি রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল, ১৪২. যখন তাদের ভাই সালিহ তাদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? ১৪৩. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশুদ্ধ রসূল'; ১৪৪. 'সুতরাং

তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ১৪৫. 'আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান কেবল সৃষ্টিকুলের রবের নিকট'। ১৪৬. 'তোমাদেরকে কি এখানে যা আছে তাতে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে'? ১৪৭. 'উদ্যান ও ঝর্ণায়', ১৪৮. 'আর ক্ষেত-খামার ও কোমল শীষবিশিষ্ট খেজুর বাগানে'? ১৪৯. 'আর তোমরা নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে বাড়ী নির্মাণ করছ'। ১৫০. 'সুতরাং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ১৫১. 'এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের নির্দেশের আনুগত্য করো না'- ১৫২. 'যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং শাস্তি হ্রাপন করে না'। ১৫৩. তারা বলল, 'তুমিতো যাদুগ্রন্থদের একজন'। ১৫৪. 'তুমি তো কেবল আমাদের মত মানুষ, সুতরাং তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো'। ১৫৫. সালিহ বলল, 'এটি একটি উষ্ট্রী; তার জন্য পানি পানের পালা একদিন আর তোমাদের পানি পানের পালা আরেক নির্দিষ্ট দিনে'। ১৫৬. 'আর তোমরা তাকে কোন অনিষ্ট কিছু করো না; যদি কর তবে এক মহাদিবসের আযাব তোমাদেরকে পেয়ে বসবে'। ১৫৭. অতঃপর তারা সেটি জবেহ করল; ফলে তারা অনুতপ্ত হল। ১৫৮. অতএব আযাব তাদেরকে পাকড়াও করল, নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, আর তাদের অধিকাংশ মুমিন ছিল না। ১৫৯. আর নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১৬০. লূতের সম্প্রদায় রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। ১৬১. যখন তাদেরকে তাদের ভাই লূত বলেছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? ১৬২. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'। ১৬৩. 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'।

১৬৪. 'আর আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান কেবল সৃষ্টিকুলের রবের নিকট'। ১৬৫. 'সৃষ্টিকুলের মধ্যে তোমরা কি কেবল পুরুষদের সাথে উপগত হও'? ১৬৬. 'আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা ত্যাগ কর, বরং তোমরা এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়'। ১৬৭. তারা বলল, 'হে লূত, তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বহিস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। ১৬৮. লূত বলল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাজকে ঘৃণা করি'। ১৬৯. 'হে আমার রব, তারা যা করেছে, তা থেকে আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে তুমি রক্ষা কর'। ১৭০. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজন সবাইকে রক্ষা করলাম। ১৭১. পেছনে অবস্থানকারিণী এক বৃদ্ধা ছাড়া। ১৭২. তারপর অন্যদেরকে আমি ধ্বংস করে দিলাম। ১৭৩. আর আমি তাদের উপর শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করলাম। সুতরাং সেই বৃষ্টি ভয় প্রদর্শিতদের জন্য কতইনা মন্দ ছিল! ১৭৪. নিশ্চয়ই এতে এক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না। ১৭৫. আর নিশ্চয়ই তোমার রব, তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১৭৬. আইকার অধিবাসীরা রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। ১৭৭. যখন শু'আইব তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'? ১৭৮. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রসূল'। ১৭৯. 'সুতরাং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ১৮০. 'আর আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান কেবল সৃষ্টিকুলের রবের নিকট'। ১৮১. 'মাপ পূর্ণ করে দাও এবং যারা মাপে ঘাটতি করে, তোমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না'। ১৮২. 'আর সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর'।

১৮৩. 'আর লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'। ১৮৪. 'যিনি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তী প্রজন্ম সমূহকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর'। ১৮৫. তারা বলল, 'তুমি তো কেবল যাদুগ্রন্থদের অন্তর্ভুক্ত'। ১৮৬. 'তুমি কেবল আমাদের মত একজন মানুষ। আর আমরা তোমাকে অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি'। ১৮৭. 'অতএব, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আসমান থেকে এক টুকরো আমাদের উপর ফেলে দাও'। ১৮৮. সে বলল, 'তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আমার রব অধিক জ্ঞাত'। ১৮৯. অতঃপর তারা তাকে অস্বীকার করল। ফলে তাদেরকে এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। অবশ্যই তা ছিল এক মহা দিবসের আযাব। ১৯০. নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের অধিকাংশই মুমিন ছিল না। ১৯১. আর নিশ্চয়ই তোমার রব তিনি তো মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ১৯২. আর নিশ্চয়ই এ কুরআন সৃষ্টিকুলের রবেরই নায়িলকৃত। ১৯৩. বিশ্বস্ত আত্মা এটা নিয়ে অবতরণ করেছে। ১৯৪. তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। ১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। ১৯৬. আর অবশ্যই তা রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। ১৯৭. এটা কি তাদের জন্য একটি নিদর্শন নয় যে, বানী ইসরঈলের পণ্ডিতগণ তা জানে? ১৯৮. আর আমি যদি এটাকে কোন অনারবের প্রতি নায়িল করতাম। ১৯৯. অতঃপর সে তা তাদের নিকট পাঠ করত। তবুও তারা এতে মুমিন হত না। ২০০. এভাবেই আমি বিষয়টি অপরাধীদের অন্তরে সঞ্চার করেছি। ২০১. যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রত্যক্ষ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা এতে ঈমান আনবে না। ২০২. সুতরাং তা আকস্মিকভাবে তাদের নিকট এসে পড়বে,

অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারবে না। ২০৩. তখন তারা বলবে, 'আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে'? ২০৪. তাহলে কি তারা আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? ২০৫. তুমি কি লক্ষ্য করেছ, আমি যদি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাসের সুযোগ দিতাম। ২০৬. অতঃপর তাদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা করা হয়েছে, তা তাদের নিকট এসে পড়ত, ২০৭. তখন যা তাদের ভোগ-বিলাসের জন্য দেয়া হয়েছিল, তা তাদের কোনই কাজে আসত না। ২০৮. আর আমি এমন কোন জনপদকে ধ্বংস করিনি, যাতে কোন সতর্ককারী আসেনি। ২০৯. এটা উপদেশ স্বরূপ; আর আমি যলিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। ২১০. আর শায়তনরা তা নিয়ে অবতরণ করেনি। ২১১. আর এটা তাদের জন্য উচ্চ নয় এবং তারা এর ক্ষমতাও রাখে না। ২১২. নিশ্চয়ই তাদেরকে এর শ্রবণ থেকে আড়ালে রাখা হয়েছে। ২১৩. অতএব, তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডেকো না, তাহলে তুমি আযাবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ২১৪. আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। ২১৫. আর মুমিনদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি তুমি তোমার বাহুকে অবনত কর। ২১৬. তারপর যদি তারা তোমার অবাধ্য হয়, তাহলে বল, 'তোমরা যা কর, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত'। ২১৭. 'আর তুমি মহাপরাক্রমশালী পরম দয়ালুর উপর তাওয়াক্কুল কর, ২১৮. 'যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দণ্ডায়মান হও' ২১৯. 'এবং সিজদাকারীদের মধ্যে তোমার উঠাবসা'। ২২০. 'নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী'। ২২১. 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট শায়তনরা অবতীর্ণ হয়'? ২২২. তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক চরম

মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। ২২৩. তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। ২২৪. আর বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। ২২৫. তুমি কি লক্ষ্য করো নি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্ভাস্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? ২২৬. আর নিশ্চয়ই তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না। ২২৭. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আর আল্লাহকে অনেক স্মরণ করেছে। আর তারা নির্খ্যাতি হওয়ার পর প্রতিশোধ নেয়। আর যলিমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কোন্ প্রত্যাবর্তন স্থলে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।

২৭. সূরহঃ আন-নামাল, আয়াতঃ ৯৩, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তু-সীন; এগুলো আল-কুরআন ও সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ২. মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ। ৩. যারা সলাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর তারাই আখিরতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। ৪. নিশ্চয়ই যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না আমি তাদের জন্য তাদের আমালসমূহকে সুশোভিত করে দিয়েছি। ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ৫. এদের জন্যই রয়েছে নিকট আযাব। আর এরাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। ৬. আর নিশ্চয়ই তুমি প্রজ্ঞাময় মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে আল-কুরআন প্রাপ্ত। ৭. স্মরণ কর, যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলল, নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখেছি। শীঘ্রই আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর নিয়ে আসব অথবা তোমাদের জন্য জুলন্ত আগ্নেয় নিয়ে আসব। যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৮. তারপর সে যখন সেখানে এসে পৌঁছল, তখন ডেকে বলা হল, 'বারকাতময় যা এ আলোর

মধ্যে ও এর চারপাশে আছে। আর সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ মহাপবিত্র, মহিমাম্বিত'। ৯. হে মূসা, নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ১০. আর তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর। তারপর যখন সে ওটাকে সাপের মত ছোট্টাছুটি করতে দেখল, তখন সে পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকাল না। 'হে মূসা! তুমি ভয় করো না, নিশ্চয়ই আমার কাছে রসূলগণ ভয় পায় না'। ১১. 'তবে যে যুল্ম করে। তারপর অসৎকাজের পরিবর্তে সৎকাজ করে, তবে অবশ্যই আমি অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। ১২. 'আর তুমি তোমার হাত বগলে প্রবেশ করাও, তা দোষমুক্ত শুভ্র অবস্থায় বের হয়ে আসবে। ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কাছে আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই তারা ছিল ফাসিক সম্প্রদায়'। ১৩. তারপর যখন আমার নিদর্শনগুলো দৃশ্যমান হয়ে তাদের কাছে আসল, তখন তারা বলল, এটা তো সুস্পষ্ট যাদু। ১৪. আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। ১৫. আর অবশ্যই আমি দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছি এবং তারা উভয়ে বলল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি তাঁর অনেক মুমিন বান্দাদের উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন'। ১৬. আর সুলাইমান দাউদের ওয়ারিস হল এবং সে বলল, 'হে মানুষ, আমাদেরকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাদেরকে সকল কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ'। ১৭. আর সুলাইমানের জন্য তার সেনাবাহিনী থেকে জীন, মানুষ ও পাখিদের একত্র করা হল। তারপর এদেরকে বিন্যস্ত করা হল। ১৮. অবশেষে যখন তারা পিপড়ার উপত্যকায় পৌঁছল তখন এক পিপড়া

বলল, ‘ওহে পিপড়ার দল, তোমরা তোমাদের বাসস্থানে প্রবেশ কর। সুলাইমান ও তার বাহিনী তোমাদেরকে যেন অজ্ঞাতসারে পিষ্ট করে মারতে না পারে’। ১৯. তারপর সুলাইমান তার কথায় মুচকি হাসল এবং বলল, ‘হে আমার রব, তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য আমাকে তোমার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর আমি যাতে এমন সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’। ২০. আর সুলাইমান পাখিদের খোঁজ খবর নিল। তারপর সে বলল, ‘কী ব্যাপার, আমি হৃদহৃদকে দেখছি না; নাকি সে অনুপস্থিতদের অন্তর্ভুক্ত’? ২১. ‘অবশ্যই আমি তাকে কঠিন আযাব দেব অথবা তাকে যবেহ করব। অথবা সে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসবে’। ২২. তারপর অনতিবিলম্বে হৃদহৃদ এসে বলল, ‘আমি যা অবগত হয়েছি আপনি তা অবগত নন, আমি সাবা থেকে আপনার জন্য নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি’। ২৩. ‘আমি এক নারীকে দেখতে পেলাম, সে তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে দেয়া হয়েছে সব কিছু। আর তার আছে এক বিশাল সিংহাসন’। ২৪. ‘আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর শায়তন তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না’। ২৫. যাতে তারা আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি আসমান ও যমীনের লুকায়িত বস্তুকে বের করেন। আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তিনি সবই জানেন। ২৬. আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। তিনি মহা আরশের রব। ^{সাজদা} ২৭. সুলাইমান বলল, আমরা

দেখব, ‘তুমি কি সত্য বলেছ, নাকি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত’। ২৮. ‘তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও। অতঃপর এটা তাদের কাছে নিক্ষেপ কর, তারপর তাদের কাছ থেকে সরে থাক এবং দেখ, তারা কী জবাব দেয়’? ২৯. সে (রাণী) বলল, ‘হে পরিষদবর্গ! নিশ্চয়ই আমাকে এক সম্মানজনক পত্র দেয়া হয়েছে’। ৩০. ‘নিশ্চয়ই এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে। আর নিশ্চয়ই এটা পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে’। ৩১. ‘যাতে তোমরা আমার প্রতি উদ্ধত না হও এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে আস’। ৩২. সে (রাণী) বলল, ‘হে পরিষদবর্গ, তোমরা আমার ব্যাপারে আমাকে অভিমত দাও। তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। ৩৩. তারা বলল, ‘আমরা শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা, আর সিদ্ধান্ত আপনার কাছেই। অতএব চিন্তা করে দেখুন, আপনি কী নির্দেশ দেবেন’। ৩৪. সে বলল, ‘নিশ্চয়ই রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে এবং সেখানকার সম্মানিত অধিবাসীদেরকে অপদস্থ করে। আর তা-ই তারা করবে’। ৩৫. ‘আর নিশ্চয়ই আমি তাদের কাছে উপটৌকন পাঠাচ্ছি, তারপর দেখি দূতেরা কী নিয়ে ফিরে আসে’। ৩৬. অতঃপর দূত যখন সুলাইমানের কাছে আসল, তখন সে বলল, ‘তোমরা কি আমাকে সম্পদ দ্বারা সাহায্য করতে চাচ্ছে? সুতরাং আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে উত্তম। বরং তোমরা তোমাদের উপটৌকন নিয়ে খুশি হও’। ৩৭. ‘তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাও। তারপর আমি অবশ্যই তাদের কাছে এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব যার মুকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই। আর আমি অবশ্যই তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিত অবস্থায় বের করে দেব আর তারা অপমানিত’।

৩৮. সুলাইমান বলল, 'হে পরিষদবর্গ, তারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তার (রাণীর) সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে?' ৩৯. এক শক্তিশালী জীন বলল, 'আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। আমি নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে শক্তিমান, বিশ্বস্ত। ৪০. যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, 'আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব।' অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল, 'এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয়ই আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা'। ৪১. সুলাইমান বলল, 'তোমরা তার জন্য তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি পরিবর্তন করে দাও। দেখব সে সঠিক দিশা পায় নাকি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে, যারা সঠিক দিশা পায় না'। ৪২. অতঃপর যখন সে আসল, তখন তাকে বলা হল; 'এরূপই কি তোমার সিংহাসন?' সে বলল, 'এটি যেন সেটিই'। আর বলল, 'আমাদেরকে তার পূর্বেই জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং আমরা আত্মসমর্পণ করেছিলাম'। ৪৩. আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত সে করত তা তাকে ঈমান থেকে নিবৃত্ত করেছিল। নিশ্চয়ই সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ৪৪. তাকে বলা হল, 'প্রাসাদটিতে প্রবেশ কর'। অতঃপর যখন সে তা দেখল, সে তাকে এক গভীর জলাশয় ধারণা করল, এবং তার পায়ের গোছাধ্বয় অনাবৃত করল। সুলাইমান বলল, 'এটি আসলে স্বচ্ছ কাঁচ-নির্মিত প্রাসাদ'। সে বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের

প্রতি যুল্ম করেছি। আমি সুলাইমানের সাথে সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করলাম'। ৪৫. আর অবশ্যই আমি সামুদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই সালিহকে পাঠিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর। অতঃপর তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করছিল। ৪৬. সে বলল, 'হে আমার কওম, তোমরা কল্যাণের পূর্বে কেন অকল্যাণকে তরাবিত করতে চাইছ? কেন তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছ না যেন তোমাদেরকে রহমাত করা হয়?' ৪৭. তারা বলল, 'আমরা তুমি ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে অন্তত মনে করছি'। সে বলল, 'তোমাদের অন্তত আল্লাহর নিকট। বরং তোমরা এমন এক কওম যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে'। ৪৮. আর সেই শহরে ছিল নয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। যারা যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করত এবং সংস্কার-সংশোধনমূলক কিছু করত না। ৪৯. তারা বলল, 'তোমরা পরস্পর আল্লাহর কসম কর যে, আমরা রাত্রিকালে তার ও তার পরিবারের উপর অবশ্যই আক্রমণ করব, অতঃপর আমরা তার নিকটাত্মীয়দের বলব, আমরা তার পরিবারবর্গের হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করিনি। আর নিশ্চয়ই আমরা সত্যবাদী'। ৫০. আর তারা এক চক্রান্ত করল এবং আমিও কৌশল অবলম্বন করলাম। অথচ তারা উপলব্ধিও করতে পারল না। ৫১. অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কিরূপ হয়েছে। আমি তাদের ও তাদের কওমকে একত্রে ধ্বংস করে দিয়েছি। ৫২. সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়ীঘর, যা তাদের যুল্মের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। ৫৩. আর আমি মুমিনদের মুক্তি দিলাম এবং তারা ছিল তাকওয়া অবলম্বনকারী। ৫৪. আর স্মরণ কর লূতের কথা, যখন সে তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা কেন অশ্লীল কাজ করছ, অথচ

তা তোমরা ভালভাবে প্রত্যক্ষ করছ' ৫৫. 'তোমরা কি নারীদের বাদ দিয়ে পুরুষদের উপর কামতৃষ্ণির জন্য উপগত হবে? বরং তোমরা এমন এক কণ্ডম যারা জানে না'। ৫৬. ফলে তার কণ্ডমের জবাব একমাত্র এই ছিল যে, 'লুতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। নিশ্চয়ই এরা এমন লোক যারা পবিত্র থাকতে চায়'। ৫৭. অতএব আমি মুক্তি দিলাম তাকে ও তার পরিবারকে, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া। আমি তাকে ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে সাব্যস্ত করে রেখেছিলাম। ৫৮. আমি তাদের উপর মুম্বলধারে (পাথরের) বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। ভীতি প্রদর্শিতদের জন্য কতইনা নিকৃষ্ট ছিল এই বৃষ্টি! ৫৯. বল, 'সকল প্রশংসাই আল্লাহর নিমিত্তে। আর শাস্তি তাঁর বান্দাদের প্রতি যাদের তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, না কি যাদের এরা শরীক করে তারা'? ৬০. বরং তিনি (শ্রেষ্ঠ), যিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য তিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা আমি মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। তার বৃক্ষাদি উৎপন্ন করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বরং তারা এমন এক কণ্ডম যারা শিরক করে। ৬১. বরং তিনি, যিনি যমীনকে আবাসযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। ৬২. বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। ৬৩. বরং তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলে

ও সমুদ্রের অক্ষকারে পথ দেখান এবং যিনি স্বীয় রহমাতের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? তারা যা কিছু শরীক করে আল্লাহ তা থেকে উর্ধ্বে। ৬৪. বরং তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করেন, আল্লাহর সাথে কি কোন ইলাহ আছে? বল, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এসো যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ৬৫. বল, 'আল্লাহ ছাড়া আসমানসমূহে ও যমীনে যারা আছে তারা গইব জানে না। আর কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে তা তারা অনুভব করতে পারে না'। ৬৬. বরং অথিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান নিঃশেষ হয়েছে। বরং সে বিষয়ে তারা সন্দেহে আছে; বরং এ ব্যাপারে তারা অন্ধ। ৬৭. আর কাফিররা বলে, 'আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষরা মাটি হয়ে যাব তখনো কি আমাদেরকে উত্থিত করা হবে'? ৬৮. ইতোপূর্বে আমাদেরকে ও আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এ বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হয়েছিল, 'এটি প্রাচীন লোকদের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়'। ৬৯. বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, তারপর দেখ, কিরূপ হয়েছিল অপরাধীদের পরিণতি'। ৭০. আর তাদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তাতে মনক্ষুণ্ণ হয়ে না। ৭১. আর তারা বলে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে (বল) এই ওয়াদা কখন আসবে'? ৭২. বল, 'আশা করা যায়, তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়া করছ তার কিছু অচিরেই হবে'। ৭৩. আর নিশ্চয়ই তোমার রব মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল; কিন্তু তাদের বেশীর ভাগই শুকরিয়া আদায় করে না। ৭৪. আর নিশ্চয়ই তোমার রব, অবশ্যই জানেন তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। ৭৫. আর আসমান ও যমীনে এমন কোন গোপন বিষয় নেই যা সুস্পষ্ট

কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। ৭৬. নিশ্চয়ই এ কুরআন তাদের কাছে বর্ণনা করছে, বানী ইসরঈল যেসব বিষয়ে বিতর্ক করে তার অধিকাংশই। ৭৭. আর নিশ্চয়ই এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত। ৭৮. নিশ্চয়ই তোমার রব নিজের বিচার-প্রজ্ঞা দ্বারা তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন; আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। ৭৯. অতএব আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর; কারণ তুমি সুস্পষ্ট সত্যের ওপর অধিষ্ঠিত আছ। ৮০. নিশ্চয়ই তুমি মৃতকে শোনাতে পারবে না, আর তুমি বধিরকে আহ্বান শোনাতে পারবে না, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়। ৮১. আর তুমি অন্ধদেরকে তাদের দ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতকারী নও; তুমি কেবল তাদেরকে শোনাতে পারবে যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান আনে, অতঃপর তারা ই আত্মসমর্পণকারী। ৮২. আর যখন তাদের উপর ‘বাণী’ (আযাব) বাস্তবায়িত হবে তখন আমি যমীনের জন্ত (দাব্বাতুল আরদ) বের করব, যে তাদের সাথে কথা বলবে। কারণ মানুষ আমার আয়াতসমূহে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখত না। ৮৩. আর স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন প্রত্যেক জাতির মধ্য থেকে যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত তাদেরকে আমি দলে দলে একত্র করব। অতঃপর তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ৮৪. অবশেষে যখন তারা আসবে, তখন আল্লাহ বলবেন, ‘তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিলে, অথচ সে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞানই ছিল না? নাকি তোমরা আরো কী করেছিলে?’ ৮৫. আর তাদের উপর বাণী (আযাব) বাস্তবায়িত হবে। কারণ তারা যুল্ম করেছিল। ফলে তারা কথা বলতে পারবে না। ৮৬. তারা কি দেখে না যে, আমি রাতকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা তাতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং দিনকে করেছি আলোকিত? নিশ্চয়ই

এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা ঈমান এনেছে। ৮৭. আর যেদিন শিক্কাই ফুক দেয়া হবে, সেদিন আসমানসমূহ ও যমীনে যারা আছে সবাই ভীত হবে; তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন তারা ছাড়া। আর সবাই তাঁর কাছে হীন অবস্থায় উপস্থিত হবে। ৮৮. আর তুমি পাহাড়সমূহকে দেখছ, সেগুলোকে তুমি স্থির মনে করছ। অথচ তা মেঘমালার ন্যায় চলতে থাকবে। (এটা) আল্লাহর কাজ, যিনি সব কিছু দৃঢ়ভাবে করেছেন। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, তিনি সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। ৮৯. যে ব্যক্তি সংকাজ নিয়ে আসবে তার জন্য থাকবে তা থেকে উত্তম প্রতিদান এবং সেদিনের ভীতিকর অবস্থা থেকে তারা নিরাপদ থাকবে। ৯০. আর যারা মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাদেরকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে; (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা যে আমাল করেছ তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হল’। ৯১. ‘আমাকে তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই শহরের রব-এর ইবাদাত করতে যিনি এটিকে সম্মানিত করেছেন এর সব কিছু তাঁরই অধিকারে। আর আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই’। ৯২. ‘আর আমি যেন আল-কুরআন অধ্যয়ন করি, অতঃপর যে হিদায়াত লাভ করল সে নিজের জন্য হিদায়াত লাভ করল; আর যে পথদ্রষ্ট হল তাকে বল, ‘আমি তো সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত’। ৯৩. আর বল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর; অচিরেই তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখাবেন, তখন তোমরা তা চিনতে পারবে আর তোমরা যা আমাল কর সে ব্যাপারে তোমাদের রব বেখবর নন’।

২৮. সূরহঃ আল-কুসস, আয়াতঃ ৮৮, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তু-সীন-মীম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. আমি তোমার কাছে পাঠ করছি মূসা ও ফির'আউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে, এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে। ৪. নিশ্চয়ই ফির'আউন (মিশর) দেশে উদ্ধৃত হয়েছিল এবং তার অধিবাসীকে নানা দলে বিভক্ত করেছিল। তাদের একদলকে সে দুর্বল করে রেখেছিল, যাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত আর কন্যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্যতম। ৫. আর আমি চাইলাম সেই দেশে যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে এবং তাদেরকে নেতা বানাতে, আর তাদেরকে উত্তরাধিকারী বানাতে। ৬. আর যমীনে তাদেরকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের সৈন্যদেরকে দেখিয়ে দিতে, যা তারা তাদের কাছ থেকে আশঙ্কা করছিল। ৭. আর আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম, 'তুমি তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তুমি তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে। আর তুমি ভয় করবে না এবং চিন্তা করবে না। নিশ্চয়ই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব'। ৮. অতঃপর ফির'আউন পরিবার তাকে উঠিয়ে নিল, পরিণামে সে তাদের শত্রু ও দুঃশ্চিন্তার কারণ হবে। নিশ্চয়ই ফির'আউন, হামান ও তাদের সৈন্যরা ছিল অপরাধী। ৯. আর ফির'আউনের স্ত্রী বলল, 'এ শিশুটি আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী, তাকে হত্যা করো না। আশা করা যায়, সে আমাদের কোন উপকারে আসবে। অথবা আমরা তাকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি'। অথচ তারা উপলব্ধি করতে

পারেনি। ১০. আর মূসার মায়ের অন্তর বিচলিত হয়ে উঠেছিল। সে তো তার পরিচয় প্রকাশ করেই দিত, যদি আমি তার অন্তরকে দৃঢ় করে না দিতাম, যাতে সে আত্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১১. আর সে মূসার বোনকে বলল, 'এর পিছনে পিছনে যাও'। সে দূর থেকে তাকে দেখছিল, কিন্তু তারা টের পায়নি। ১২. আর আমি তার জন্য পূর্ব থেকেই ধাত্রী (স্তন্য পান) নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলাম। তারপর মূসার বোন এসে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি পরিবারের সন্ধান দেব, যারা এ শিশুটিকে তোমাদের পক্ষে লালন পালন করবে এবং তারা তার শুভাকাঙ্ক্ষী হবে'। ১৩. অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে যেন কোন দুঃশ্চিন্তা না করে। আর সে যেন জানতে পারে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ১৪. আর মূসা যখন যৌবনে পদার্পণ করল এবং পরিণত বয়স্ক হলো, তখন আমি তাকে বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান দান করলাম। আর এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ১৫. আর সে শহরে প্রবেশ করল, যখন তার অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। তখন সেখানে সে দু'জন লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত অবস্থায় পেল। একজন তার নিজের দলের এবং অপরজন তার শত্রুদলের। তখন তার নিজের দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্য চাইল। অতঃপর মূসা তাকে ঘুষি মারল ফলে সে তাকে মেরে ফেলল। মূসা বলল, 'এটা শায়তনের কাজ। নিশ্চয়ই সে পথভ্রষ্টকারী প্রকাশ্য শত্রু'। ১৬. সে বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের প্রতি যুল্ম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন'। অতঃপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১৭. মূসা বলল, 'হে আমার রব, আপনি যেহেতু আমার প্রতি নি'আমাত দান করেন, তাই আমি কখনো আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। ১৮. অতঃপর ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় সেই শহরে তার সকাল হল। হঠাৎ সে শুনে পেল, যে লোকটি গতকাল তার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সে আবার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, 'নিশ্চয়ই তুমি তো একজন স্পষ্ট বিভ্রান্ত ব্যক্তি'। ১৯. অতঃপর মূসা যখন উভয়েরই শত্রুকে ধরতে চাইল, তখন লোকটি বলে উঠল, 'হে মূসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও? যেমন গতকাল একটি লোককে তুমি হত্যা করেছ? তুমি তো যমীনে কেবল স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ। আর তুমি তো সংশোধনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চাচ্ছ না'। ২০. আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে আসল। সে বলল, 'হে মূসা, নিশ্চয়ই পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে, তাই তুমি বেরিয়ে যাও, নিশ্চয়ই আমি তোমার জন্য কল্যাণকারীদের একজন'। ২১. তখন সে ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'হে আমার রব, আপনি যলিম কওম থেকে আমাকে রক্ষা করুন'। ২২. আর যখন মূসা মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা করল, তখন বলল, 'আশা করি আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন'। ২৩. আর যখন সে মাদইয়ানের পানির নিকট উপনীত হল, তখন সেখানে একদল লোককে পেল, যারা (পশুদের) পানি পান করছে এবং তাদের ছাড়া দু'জন নারীকে পেল, যারা তাদের পশুগুলোকে আগলে রাখছে। সে বলল, 'তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, 'আমরা (আমাদের পশুগুলোর) পানি পান করতে পারি না। যতক্ষণ না রাখালরা তাদের (পশুগুলো) নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা অতিবৃদ্ধ'। ২৪. তখন মূসা তাদের

পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দিল। তারপর ছায়ায় ফিরে গেল এবং বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী'। ২৫. অতঃপর নারীদ্বয়ের একজন লাজুকভাবে হেঁটে তার কাছে এসে বলল যে, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যেন তিনি আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারেন, আমাদের পশুগুলোকে আপনি যে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে'। অতঃপর যখন মূসা তার নিকট আসল এবং সকল ঘটনা তার কাছে খুলে বলল, তখন সে বলল, 'তুমি ভয় করো না। তুমি যলিম কওম থেকে রেহাই পেয়ে গেছ'। ২৬. নারীদ্বয়ের একজন বলল, 'হে আমার পিতা, আপনি তাকে মজুর নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আপনি যাদেরকে মজুর নিযুক্ত করবেন তাদের মধ্যে সে উত্তম, যে শক্তিশালী বিশ্বস্ত'। ২৭. সে বলল, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরী করবে। আর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সেটা তোমার পক্ষ থেকে (অতিরিক্ত)। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি ইনশাআল্লাহ আমাকে সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত পাবে'। ২৮. মূসা বলল, 'এ চুক্তি আমার ও আপনার মধ্যে রইল। দু'টি মেয়েদের যেটিই আমি পূরণ করি না কেন, তাতে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে না। আর আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ তার স্বাক্ষরী'। ২৯. অতঃপর মূসা যখন মেয়াদ পূর্ণ করল এবং সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তুর পর্বতের পাশে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবার পরিজনকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে আনতে পারব কোন খবর, অথবা একটি জ্বলন্ত আগ্নার; যাতে তোমরা আগুন

পোহাতে পার'। ৩০. অতঃপর যখন মূসা আগুনের নিকট আসল, তখন উপত্যকার ডান পার্শ্বে পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত বৃক্ষ থেকে তাকে আহ্বান করে বলা হলো, 'হে মূসা, নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, সৃষ্টিকুলের রব'। ৩১. 'আর তুমি তোমার লাঠি ফেলে দাও'। অতঃপর যখন সে ওটাকে দেখল, সাপের মত ছুটাছুটি করছে, তখন সে পিছনের দিকে ছুটল এবং ফিরেও তাকাল না। (বলা হল) 'হে মূসা, সামনে যাও এবং ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই তুমি নিরাপদ'। ৩২. 'তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা ক্রটিমুক্ত অবস্থায় শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। আর ভয় থেকে রক্ষার জন্য তোমার হাত তোমার নিজের দিকে মিলাও। অতঃপর এ দু'টো তোমার রবের পক্ষ থেকে দু'টি প্রমাণ, ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের জন্য। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক কওম'। ৩৩. মূসা বলল, 'হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, তাই আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে'। ৩৪. 'আর আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে স্পষ্টভাষী, তাই তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে'। ৩৫. আল্লাহ বললেন, 'আমি তোমার ভাইয়ের মাধ্যমে তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের দু'জনকে ক্ষমতা দান করব, ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। আমার নিদর্শনাবলী দ্বারা তোমরা ও তোমাদের অনুসারীরা বিজয়ী হবে'। ৩৬. অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল, তখন তারা বলল, 'এ তো মিথ্যা যাদু ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এরূপ কথা আমাদের পিতৃপুরুষদের মধ্যেও শুনিনি'। ৩৭. আর মূসা বলল, 'আমার রব সম্যক অবগত আছেন, কে তাঁর কাছ থেকে

হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। নিশ্চয়ই যলিমরা সফল হবে না'। ৩৮. আর ফির'আউন বলল, 'হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয়ই আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত'। ৩৯. আর ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করেছিল এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদেরকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনা হবে না। ৪০. অতঃপর আমি তাকে ও তার সেনাবাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তারপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব, দেখ যলিমদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল? ৪১. আর আমি তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম, তারা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত এবং কিয়ামাতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ৪২. এ যমীনে আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দিয়েছি আর কিয়ামাতের দিন তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৩. আর অবশ্যই আমি পূর্ববর্তী বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করার পর মানুষের জন্য আলোকবর্তিকা, হিদায়াত ও রহমাত স্বরূপ মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৪. আর (হে নাবী) আমি যখন মূসাকে বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি (তুর পাহাড়ের) পশ্চিম পার্শ্বে উপস্থিত ছিলে না। আর তুমি প্রত্যক্ষদর্শীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলে না। ৪৫. কিন্তু আমি অনেক প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের উপর বহু যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। তুমি তো মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থানকারী ছিলে না যে, তাদের নিকট আমার আয়াতগুলো তুমি তিলাওয়াত করবে। কিন্তু আমিই রসূল প্রেরণকারী। ৪৬. আর যখন আমি

(মুসাকে) ডেকেছিলাম তখন তুমি তুর পর্বতের পাশে উপস্থিত ছিলে না। কিন্তু তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমাত স্বরূপ জানানো হয়েছে, যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। সম্ভবত তারা উপদেশ গ্রহণ করবে। ৪৭. তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপদ আসলে তারা যাতে বলতে না পারে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠালেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার আয়াতসমূহ অনুসরণ করতাম আর আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’। ৪৮. অতঃপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের কাছে সত্য আসল তখন তারা বলল, ‘মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল তাকে (মুহাম্মাদকে) কেন সরূপ দেয়া হল না?’ ইতঃপূর্বে মুসাকে যা দেয়া হয়েছিল তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল, ‘দু’টিই যাদু, একটি অপরটিকে সাহায্য করে’। আর তারা বলেছিল, ‘আমরা সবই অস্বীকারকারী’। ৪৯. বল, ‘তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে এমন একটি কিতাব নিয়ে আস যা এ দু’টো কিতাব থেকে উৎকৃষ্ট; আমি তারই অনুসরণ করব, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক’। ৫০. অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ যলিম কওমকে হিদায়াত করেন না। ৫১. আর আমি তো তাদের কাছে একের পর এক বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৫২. এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ঈমান আনে। ৫৩. আর যখন তাদের নিকট তা তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি ঈমান

এনেছি, নিশ্চয়ই তা সত্য আমাদের রবের পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আমরা এর পূর্বেও আত্মসমর্পণকারী ছিলাম’। ৫৪. তাদেরকে দু’বার প্রতিদান দেয়া হবে। এ কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করে এবং ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। ৫৫. আর তারা যখন অনর্থক কথাবার্তা শুনে তখন তা থেকে বিমুখ হয় এবং বলে, ‘আমাদের আমাল আমাদের জন্য, আর তোমাদের আমাল তোমাদের জন্য। তোমাদের প্রতি ‘সালাম’। আমরা অজ্ঞদের সাহচর্য চাই না’। ৫৬. নিশ্চয়ই তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি হিদায়াত দিতে পারবে না; বরং আল্লাহই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন। আর হিদায়াতপ্রাপ্তদের ব্যাপারে তিনি ভাল জানেন। ৫৭. আর তারা বলে, ‘আমরা যদি তোমার সাথে হিদায়াতের অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে উৎখাত করা হবে’। আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ ‘হারম’ এর সুব্যবস্থা করিনি? সেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী করা হয়, আমার পক্ষ থেকে রিযিক স্বরূপ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ৫৮. আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা তাদের জীবন উপকরণ নিয়ে দম্ত করত! এগুলো তো তাদের বাসস্থান। তাদের পরে (এখানে) সামান্যই বসবাস করা হয়েছে। আর আমিই চূড়ান্ত মালিকানার ওয়ারিস। ৫৯. আর তোমার রব কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না, যতক্ষণ না তিনি তার মূল ভূখণ্ডে রসূল প্রেরণ করেন, যে তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে। আর কোন জনপদের অধিবাসীরা যলিম না হলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করি না। ৬০. আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তাই উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না?

৬১. আমি যাকে উত্তম ওয়াদা দিয়েছি সে তা পাবেই; সে কি তার মতই যাকে আমি দুনিয়ার জীবনের ভোগসামগ্রী দিয়েছি? তারপর কিয়ামাতের দিনে সে উপস্থিত কৃতদের মধ্যে থাকবে। ৬২. আর সে দিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়'? ৬৩. যাদের জন্য (শাস্তির) বাণী অবধারিত হবে তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, ওরা তো তারা যাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম। তাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম যেমন আমরা বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমরা আপনার কাছে দায় মুক্তি চাচ্ছি। তারা তো আমাদের ইবাদাত করত না'। ৬৪. আর বলা হবে, 'তোমাদের ইলাহদেরকে ডাক, অতঃপর তারা তাদেরকে ডাকবে, তখন তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। আর তারা আযাব দেখতে পাবে। হায়, এরা যদি সৎপথ প্রাপ্ত হত! ৬৫. আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, 'তোমরা রসূলদেরকে কী জবাব দিয়েছিলে'? ৬৬. অতঃপর সেদিন সকল সংবাদ তাদের কাছ থেকে গোপন হয়ে যাবে, তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। ৬৭. তবে যে তাওবা করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬৮. আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং মনোনীত করেন, তাদের কোন অখতিয়ার নাই। আল্লাহ পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে তিনি তা থেকে উদ্ধে। ৬৯. আর তোমার রব জানেন, তাদের অন্তর যা গোপন করে আর তারা যা প্রকাশ করে। ৭০. আর তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা তাঁরই; বিধান তাঁরই। আর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭১. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ

রাতকে তোমাদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন ইলাহ আছে কি যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তবুও কি তোমরা শুনবে না'? ৭২. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে তাঁর পরিবর্তে কোন ইলাহ আছে কি, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম করবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না'? ৭৩. আর তাঁর অনুগ্রহে তিনি তোমাদের জন্য রাত ও দিন করেছেন যাতে তোমরা বিশ্রাম নিতে পার এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যেন তোমরা শোকর আদায় করতে পার। ৭৪. আর সেদিন তিনি তাদের ডাকবেন। অতঃপর বলবেন, 'তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়'? ৭৫. আর আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন স্বাক্ষী বের করে নেব। অতঃপর আমি বলব, 'তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস'। তখন তারা জানতে পারবে যে, নিশ্চয়ই সত্য আল্লাহর কাছেই এবং তারা যে সব মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে হারিয়ে যাবে। ৭৬. নিশ্চয়ই কারুন ছিল মুসার কওমভুক্ত। অতঃপর সে তাদের উপর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। অথচ আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দান করেছিলাম যে, নিশ্চয়ই তার চাবিগুলো একদল শক্তিশালী লোকের উপর ভারী হয়ে যেত। স্মরণ কর, যখন তার কওম তাকে বলল, 'দম্ত করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাস্তিকদের ভালবাসেন না'। ৭৭. আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না'। ৭৮. সে বলল,

‘আমি তো এই ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞান দ্বারা’। সে কি জানত না যে, আল্লাহ তার পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছেন, যারা ছিল তার থেকে শক্তিমত্তায় প্রবলতর এবং জনসংখ্যায় অধিক। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। ৭৯. অতঃপর সে তার কওমের সামনে জৌকজমকের সাথে বের হল। যারা দুনিয়ার জীবন চাইত তারা বলল, ‘আহা! কারুনকে যেমন দেয়া হয়েছে আমাদেরও যদি তেমন থাকত! নিশ্চয়ই সে বিরাট সম্পদশালী’। ৮০. আর যারা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা বলল, ‘ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহর প্রতিদানই উত্তম যে ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তার জন্য। আর তা শুধু সবারকারীরাই পেতে পারে’। ৮১. অতঃপর আমি কারুন ও তার প্রাসাদকে মাটিতে দাবিয়ে দিলাম। তখন তার জন্য এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও নিজেকে সাহায্য করতে সক্ষম ছিল না। ৮২. আর গতকাল যারা তার মত হতে প্রত্যাশা করেছিল তারা বলতে লাগল, ‘আশ্চর্য! দেখলে তো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার জন্য ইচ্ছা রিয়িক প্রসারিত অথবা সংকুচিত করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তবে আমাদেরকেও তিনি দাবিয়ে দিতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফল হয় না’। ৮৩. এই হচ্ছে আখিরতের নিবাস, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা যমীনে ঔদ্ধত্য দেখাতে চায় না এবং ফাসাদও চায় না। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। ৮৪. কেউ পুণ্য নিয়ে আসলে তার জন্য থাকবে তা থেকে উত্তম প্রতিদান। আর কেউ পাপ নিয়ে আসলে তবে যারা মন্দকর্ম করেছে তাদের শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে যা তারা করেছে। ৮৫. নিশ্চয়ই যিনি তোমার প্রতি কুরআনকে বিধান

স্বরূপ দিয়েছেন, অবশ্যই তিনি তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে ফিরিয়ে নেবেন। বল, ‘আমার রব বেশী জানেন, কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে, আর কে রয়েছে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায়’। ৮৬. আর তুমি আশা করছিলে না যে, তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) নাযিল করা হবে, বরং তা তোমার রবের পক্ষ থেকে রহমাত স্বরূপ। অতএব, তুমি কখনো কাফিরদের জন্য সাহায্যকারী হয়ো না। ৮৭. আর আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমার প্রতি নাযিল হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে, তোমার রবের প্রতি তুমি আহ্বান কর এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৮৮. আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহকে ডেকো না, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর চেহারা (সত্তা) ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল, সিদ্ধান্ত তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

২৯. সূরহঃ আল-আনকাবুত, আয়াতঃ ৬৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. মানুষ কি মনে করে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? ৩. আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী। ৪. নাকি যারা পাপ কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাকে রেখে সামনে চলে যাবে? কতইনা নিকৃষ্ট, যা তারা ফয়সালা করে! ৫. যে আল্লাহর সাক্ষাৎ আশা করে (সে জেনে রাখুক) অতঃপর নিশ্চয়ই আল্লাহর নির্ধারিত কাল আসবে। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। ৬. আর যে চেষ্টা করে সে তো তার নাফসের জন্য চেষ্টা করে।

নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিকুল থেকে প্রয়োজনমুক্ত। ৭. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম আমলের প্রতিদান দেব, যা তারা করত। ৮. আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে। তবে যদি তারা তোমার উপর প্রচেষ্টা চালায় আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। আমার দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যা করতে আমি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। ৯. আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করব। ১০. আর কিছু লোক আছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি', অতঃপর যখন আল্লাহর ব্যাপারে তাদের কষ্ট দেয়া হয়, তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর আযাবের মত গণ্য করে। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে কোন বিজয় আসে, তখন অবশ্যই তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম'। সৃষ্টিকুলের অন্তরসমূহে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্পর্কে সম্যক অবগত নন? ১১. আর আল্লাহ অবশ্যই জানেন, কারা ঈমান এনেছে এবং তিনি মুনাফিকদেরকেও জানেন। ১২. আর কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর এবং যেন আমরা তোমাদের পাপ বহন করি'। অথচ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবে না। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। ১৩. আর অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের বোঝা এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা। আর তারা কিয়ামাতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানাত। ১৪. আর আমি অবশ্যই নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ

করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর মহা-প্লাবন তাদের গ্রাস করল, এমতাবস্থায় যে তারা ছিল যলিম। ১৫. অতঃপর তাকে ও নৌকা আরোহীদেরকে আমি রক্ষা করলাম, আর এটাকে করলাম সৃষ্টিকুলের জন্য একটি নিদর্শন। ১৬. আর (স্মরণ কর) ইব্রাহীমকে, যখন সে তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান'। ১৭. 'তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর ইবাদত করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর তারা তোমাদের জন্য রিয়িক-এর মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে রিয়িক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ১৮. আর তোমরা যদি মিথ্যারোপ কর, তবে তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি মিথ্যারোপ করেছিল। আর রসূলের উপর দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো। ১৯. তারা কি দেখে না, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন? তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য সহজ। ২০. বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ' কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২১. তিনি যাকে ইচ্ছা আযাব দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দয়া করবেন, আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ২২. আর তোমরা (তাক্কে) অক্ষমকারী নও যমীনে এবং না আসমানে। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী নেই। ২৩. আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাত অস্বীকার করে তারা আমার রহমাত থেকে

হতাশ হবে এবং তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ২৪. অতঃপর ইবরহীমের কওমের জবাব ছিল কেবল এই যে, তারা বলল, ‘ওকে হত্যা কর অথবা জ্বালিয়ে দাও’। অতঃপর আল্লাহ আশুন থেকে তাকে রক্ষা করলেন; নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে, যারা ঈমান আনে, সেই কওমের জন্য। ২৫. আর ইবরহীম বলল, ‘দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যে মিল-মহস্বতের জন্যই তো তোমরা আল্লাহ ছাড়া মূর্তিদেরকে গ্রহণ করেছ। তারপর কিয়ামাতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে লা’নত করবে, আর তোমাদের নিবাস জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্য থাকবে না কোন সাহায্যকারী’। ২৬. অতঃপর লূত তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। আর ইবরহীম বলল, ‘আমি আমার রবের দিকে হিজরত করছি। নিশ্চয়ই তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়’। ২৭. আর আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ‘ইয়া’কুবকে এবং তার বংশে নবুওয়াত ও কিতাব দিলাম। আর দুনিয়াতে তাকে তার প্রতিদান দিলাম এবং নিশ্চয়ই সে আখিরাতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ২৮. আর (স্মরণ কর) লূত এর কথা, যখন সে তার কওমের লোকদেরকে বলেছিল, ‘নিশ্চয়ই তোমরা এমন অশ্লীল কাজ কর, যা সৃষ্টিকুলের কেউ তোমাদের আগে করেনি’। ২৯. ‘তোমরা তো পুরুষের উপর উপগত হও এবং রাস্তায় ডাকাতি কর; আর নিজদের বৈঠকে গর্হিত কাজ কর!’ তার কওমের জবাব ছিল কেবল এই যে, তারা বলল, ‘তুমি আল্লাহর আযাব নিয়ে আস যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও’। ৩০. সে বলল, ‘হে আমার রব, আমাকে সাহায্য করুন ফাসাদ সৃষ্টিকারী কওমের বিরুদ্ধে’। ৩১. আর আমার মালাইকারা যখন ইবরহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল তখন তারা

বলেছিল, ‘নিশ্চয়ই আমরা এ জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব, নিশ্চয়ই এর অধিবাসীরা যলিম’। ৩২. ইবরহীম বলল, ‘নিশ্চয়ই সেখানে লুত আছে’। তারা বলল, ‘আমরা ভালই জানি সেখানে কারা আছে, আমরা অবশ্যই তাকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করব; তবে তার স্ত্রীকে নয়, সে হবে পিছনে পড়ে থাকা লোকদের একজন’। ৩৩. আর যখন আমার মালাইকারা লূতের কাছে আসল তখন তাদের জন্য সে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং তাদের রক্ষায় নিজেকে অক্ষম মনে করল; আর তারা বলল, ‘ভয় পাবেন না এবং চিন্তিত হবেন না; আপনাকে ও আপনার পরিবারকে আমরা রক্ষা করব; তবে আপনার স্ত্রীকে নয়, সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের একজন হবে’। ৩৪. নিশ্চয়ই আমরা এ জনপদবাসীর উপর আসমান থেকে শাস্তি নাযিল করব। কারণ তারা পাপাচার করত। ৩৫. আর অবশ্যই আমি ঐ জনপদে সুস্পষ্ট নিদর্শন রেখে দিয়েছি সে কওমের জন্য যারা বুঝে। ৩৬. আর মাদইয়ানবাসীর কাছে পাঠিয়েছিলাম তাদের ভাই শু’আইবকে; অতঃপর সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, শেষ দিবসের আশা কর এবং যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িও না। ৩৭. অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; ফলে ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করল। অতঃপর নিজদের বাড়ী-ঘরেই তারা উপুড় হয়ে মরে রইল। ৩৮. আর ‘আদ ও সামুদকে (আমি ধ্বংস করেছিলাম), তাদের আবাসভূমির কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। আর শায়তন তাদের কাজ তাদের চোখে শোভিত করে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, যদিও তারা ছিল বিদগ্ধ। ৩৯. আর কারুন, ফির‘আউন ও হামানকে (আমি ধ্বংস করেছি) এবং অবশ্যই তাদের কাছে মূসা গিয়েছিল প্রমানাদিসহ। অতঃপর তারা যমীনে

অহংকার করেছিল; এতদসত্ত্বেও তারা (আমার আযাব) এড়াতে পারেনি। ৪০. অতঃপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারো উপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর যুল্ম করবেন বরং তারা নিজেরা নিজদের উপর যুল্ম করত। ৪১. যারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার ন্যায়, যে ঘর বানায় এবং নিশ্চয়ই সবচাইতে দুর্বল ঘর হল মাকড়সার ঘর, যদি তারা জানত। ৪২. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে জানেন তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ওরা আহ্বান করে; আর তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪৩. আর এসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য পেশ করি; আর জ্ঞানী লোকেরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না। ৪৪. আল্লাহ যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন; নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। ৪৫. তোমার প্রতি যে কিতাব ওয়াহী করা হয়েছে, তা থেকে তিলাওয়াত কর এবং সলাত কয়েম কর। নিশ্চয়ই সলাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। ৪৬. আর তোমরা উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না। তবে তাদের মধ্যে ওরা ছাড়া, যারা যুল্ম করেছে। আর তোমরা বল, ‘আমরা ঈমান এনেছি আমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই। আর আমরা তাঁরই সমীপে আত্মসমর্পণকারী’। ৪৭. আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। অতএব, আমি যাদেরকে

কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদের) কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান রাখে। আর কাফিররা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না। ৪৮. আর তুমি তো এর পূর্বে কোন কিতাব তিলাওয়াত করনি এবং তোমার নিজের হাতে তা লিখনি যে, বাতিলপন্থীরা এতে সন্দেহ পোষণ করবে। ৪৯. বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর যলিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না। ৫০. আর তারা বলে, ‘তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না কেন?’ বল, ‘নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর কাছে, আর আমি তো কেবল একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী’। ৫১. এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়? নিশ্চয়ই এর মধ্যে রহমাত ও উপদেশ রয়েছে সেই কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে। ৫২. বল, ‘আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যারা বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত’। ৫৩. আর তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। যদি নির্ধারিত সময় না থাকত, তবে তাদের উপর অবশ্যই আযাব আসত এবং তা আকস্মিকভাবে তাদের উপর আসবেই। অথচ তারা টেরও পাবে না। ৫৪. তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে, আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবে। ৫৫. যেদিন আযাব তাদেরকে তাদের উপর থেকে ও তাদের পায়ের নীচে থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তিনি বলবেন, ‘তোমরা যা করতে, তার স্বাদ ভোগ কর’। ৫৬. হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছে, নিশ্চয়ই

আমার যমীন প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। ৫৭. প্রতিটি প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে, তারপর আমার কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ৫৮. আর যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, তাদেরকে অবশ্যই আমি জান্নাতে কক্ষ বানিয়ে দেব, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কতইনা উত্তম আমালকারীদের প্রতিদান! ৫৯. যারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং তাদের রবের উপরই তাওয়াক্কুল করে। ৬০. আর এমন কত জীব-জন্তু রয়েছে, যারা নিজদের রিয়িক নিজেরা সঞ্চয় করে না, আল্লাহই তাদের রিয়িক দেন এবং তোমাদেরও। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, মহাজ্ঞানী। ৬১. আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে কোথায় তাদের ফিরানো হচ্ছে? ৬২. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা করেন রিয়িক প্রশস্ত করে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। ৬৩. আর তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন কর, 'কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর'। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। ৬৪. আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয়ই আখিরতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। ৬৫. তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে হুঁলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শিরকে লিপ্ত হয়। ৬৬. যাতে আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা তারা অস্বীকার করতে পারে এবং তারা যেন ভোগ-

বিলাসে মত্ত থাকতে পারে। অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। ৬৭. তারা কি দেখে না যে, আমি 'হারম' কে নিরাপদ বানিয়েছি, অথচ তাদের আশ পাশ থেকে মানুষদেরকে ছিনিয়ে নেয়া হয়? তাহলে কি তারা অসতোই বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর নি'আমাতকে অস্বীকার করবে? ৬৮. আর সে ব্যক্তির চেয়ে যলিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তার নিকট সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামের মধ্যেই কি কাফিরদের আবাস নয়? ৬৯. আর যারা আমার পথে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।

৩০. সূরহঃ আব-রুহ, আয়াতঃ ৬০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. রোমানরা পরাজিত হয়েছে। ৩. নিকটবর্তী অঞ্চলে, আর তারা তাদের এ পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে, ৪. কয়েক বছরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সব ফয়সালা আল্লাহরই। আর সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে, ৫. আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৬. আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। ৭. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিক সম্পর্কে জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা গফিল। ৮. তারা কি নিজদের অন্তরে ভেবে দেখে না, আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন? আর নিশ্চয়ই বহু লোক তাদের রবের সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। ৯. তারা কি যমীনে

ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। তারা শক্তিতে তাদের চেয়েও প্রবল ছিল। আর তারা জমি চাষ করত এবং তারা এদের আবাদ করার চেয়েও বেশী আবাদ করত। আর তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুল্ম করবেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজদের প্রতি যুল্ম করত। ১০. তারপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণাম মন্দ হয়েছিল। কারণ তারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে অস্বীকার করেছিল এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। ১১. আল্লাহ সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। তারপর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ১২. আর যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে পড়বে। ১৩. আর তাদের শরীকরা তাদের জন্য সুপারিশকারী হবে না এবং তারা তাদের শরীকদেরকে অস্বীকার করবে। ১৪. আর যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। ১৫. অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে জাহান্নামে পরিতুষ্ট করা হবে। ১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াত ও আখিরতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। ১৭. অতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে। ১৮. আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। ১৯. তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি যমীনকে জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। আর এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। ২০. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে

সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছ। ২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে। ২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের ভিন্নতা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। ২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের (জীবিকা) অব্যয়। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা শোনে। ২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদেরকে ভয় ও ভরসা স্বরূপ বিদ্যুৎ দেখান, আর আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা অনুধাবন করে। ২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে, তাঁরই নির্দেশে আসমান ও যমীন স্থিতিশীল থাকে। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে যমীন থেকে বের হয়ে আসার জন্য একবার আহ্বান করবেন তখনই তোমরা বের হয়ে আসবে। ২৬. আর আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সব কিছুই তাঁর অনুগত। ২৭. আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তো তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। আসমান ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২৮. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে একটি উপমা বর্ণনা করেছেন; আমি তোমাদেরকে

যে রিয়িক দিয়েছি তাতে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীরা কি অংশীদার? ফলে তোমরা কি এ বিষয়ে সমান? তোমরা কি তাদেরকে তেমনভাবে ভয় কর যেমনভাবে ভয় কর তোমাদের পরস্পরকে? এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিস্তারিত বর্ণনা করেছি সে কওমের জন্য যারা উপলব্ধি করে। ২৯. বরং যলিমরা জ্ঞান ছাড়াই তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। সুতরাং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন কে তাকে হিদায়াত করবে? আর তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। ৩০. অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে ধ্বিনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত ধ্বিন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। ৩১. তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সলাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। ৩২. যারা নিজদের ধ্বিনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত। ৩৩. আর মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন তারা তাদের রবের প্রতি বিনীতভাবে ফিরে এসে তাকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদের স্বীয় রহমাত ভোগ করান, তখন তাদের মধ্যকার একটি দল তাদের রবের সাথে শরীক করে; ৩৪. ফলে আমি তাদের যা দিয়েছি তার প্রতি তারা অকৃতজ্ঞ হয়। সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। ৩৫. আমি কি তাদের প্রতি এমন কোন প্রমাণ নাযিল করেছি, যা তাদের শরীক করতে বলে? ৩৬. আর আমি যখন মানুষকে রহমাতের স্বাদ ভোগ করাই তখন তারা তাতে আনন্দিত হয়। আর যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর অকল্যাণ পৌঁছে তখন তারা হতাশ হয়ে

পড়ে। ৩৭. তারা কি দেখেনি, নিশ্চয়ই আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিয়িক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কচিত করেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে। ৩৮. অতএব আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। এটি উত্তম তাদের জন্য, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এবং তারাই সফলকাম। ৩৯. আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলতঃ আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত। ৪০. আল্লাহ সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তোমাদেরকে রিয়িক দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, পরে আবার তোমাদের জীবন দেবেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে এ থেকে কোন কিছু করতে পারবে? তিনি পবিত্র এবং তারা যাদের শরীক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। ৪১. মানুষের কৃতকর্মের দরুন হলে ও সমুদ্রে ফাসাদ প্রকাশ পায়। যার ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে ভোগ করান, যাতে তারা ফিরে আসে। ৪২. বল, 'তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর। অতঃপর দেখ পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল'। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক। ৪৩. তাই তুমি তোমার নিজকে সরল-সঠিক ধ্বিনের উপর কায়েম রাখ, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেদিন আসার পূর্বে, যা ফেরানো যাবে না। সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। ৪৪. যে কুফরী করে তার কুফরীর পরিণাম তার উপরই। আর যারা সংকর্ম করে তারা তাদের নিজদের জন্য শয্যা রচনা করে। ৪৫. যেন তিনি স্বীয় অনুগ্রহে প্রতিদান দেন, যারা ঈমান আনে এবং সংকাজ করে তাদেরকে। নিশ্চয়ই তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না।

৪৬. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে, তিনি বাতাস প্রেরণ করেন (বৃষ্টির) সুসংবাদ বহনকারী হিসেবে এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর রহমাত ভোগ করতে পারেন এবং যাতে তাঁর নির্দেশে নৌযানগুলো চলাচল করে, আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ থেকে কিছু সন্ধান করতে পার। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। ৪৭. আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে রসূলগণকে তাদের কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অপরাধ করেছিল আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম। আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো আমার কর্তব্য। ৪৮. আল্লাহ, যিনি বাতাস প্রেরণ করেন ফলে তা মেঘমালাকে ধাওয়া করে; অতঃপর তিনি মেঘমালাকে যেমন ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন, ফলে তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বারিধারা। অতঃপর যখন তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের উপর ইচ্ছা বারি বর্ষণ করেন, তখন তারা হয় আনন্দিত। ৪৯. যদিও এর আগে তাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে তারা ছিল নিরাশ। ৫০. অতএব তুমি আল্লাহর রহমাতের চিহ্নসমূহের প্রতি দৃষ্টি দাও। কিভাবে তিনি যমীনের মৃত্যুর পর তা জীবিত করেন। নিশ্চয়ই এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ৫১. আর যদি আমি এমন বাতাস প্রেরণ করি যার ফলে তারা শস্যকে হলুদ রঙের দেখতে পায়। তখন তো তারা অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। ৫২. নিশ্চয়ই তুমি মৃতকে শুনাতে পারবে না, না পারবে বধিরকে আহ্বান শুনাতে, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যায়। ৫৩. আর তুমি অন্ধদেরকেও তাদের ভ্রষ্টতা থেকে হিদায়াতে আনতে পারবে না, তুমি শুধু তাদেরই শুনাতে পারবে যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে,

কারণ তারা আত্মসমর্পণকারী। ৫৪. আল্লাহ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল বস্তু থেকে এবং দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন। আর শক্তির পর তিনি আবার দেন দুর্বলতা ও বার্বক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৫৫. আর যেদিন কিয়ামাত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন অপরাধীরা কসম করে বলবে যে, তারা মুহূর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা সত্যবিমুখ থেকেছে। ৫৬. আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে, 'তোমরা আল্লাহর বিধান মত পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। আর এটি পুনরুত্থান দিবস। কিন্তু তোমরা জানতে না'। ৫৭. অতঃপর যারা যুলুম করেছে, সেদিন তাদের কোন ওয়র-আপত্তি উপকারে আসবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদেরকে বলা হবে না। ৫৮. আর আমি তো মানুষের জন্য এই কুরআনে সব ধরনের দৃষ্টান্ত পেশ করেছি। আর যদি তুমি তাদের কাছে কোন আয়াত নিয়ে আস, তবে অবশ্যই কাফিররা বলবে, 'তোমরা তো বাতিলপন্থী'। ৫৯. এমনিভাবে আল্লাহ মোহর মেরে দেন তাদের হৃদয়সমূহে যারা জানে না। ৬০. অতএব, তুমি সবর কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা হাক। আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে।

৩১. সূরহঃ লুকমান, আয়াতঃ ৩৪, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত, ৩. সৎকর্মশীলদের জন্য হিদায়াত ও রহমাত স্বরূপ, ৪. যারা সলাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে;

৫. তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপর এবং তারাই সফলকাম। ৬. আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। ৭. আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি, তার দু'কানে যেন বধিরতা; সুতরাং তাকে যত্নাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নি'আমাতপূর্ণ জন্মাত; ৯. সেখানে তারা স্থায়ী হবে, আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ১০. তিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছ, আর যমীনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী; আর আসমান থেকে আমি পানি পাঠাই। অতঃপর তাতে আমি জোড়ায় জোড়ায় কল্যাণকর উদ্ভিদ জন্মাই। ১১. এ আল্লাহর সৃষ্টি; অতএব আমাকে দেখাও, তিনি ছাড়া আর যারা আছে তারা কী সৃষ্টি করেছে! বরং যলিমরা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। ১২. আর আমি তো লুক্‌মানকে হিকমাত দিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) যে, 'আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর। আর যে শুকরিয়া আদায় করে সে তো নিজের জন্যই শুকরিয়া আদায় করে এবং যে অকৃতজ্ঞ হয় (তার জেনে রাখা উচিত) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত'। ১৩. আর স্মরণ কর, যখন লুক্‌মান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল, 'প্রিয় বৎস, আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয়ই শিরক হল বড় যুল্ম'। ১৪. আর আমি মানুষকে তার

মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। ১৫. আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সজাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিযুক্তী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে। ১৬. 'হে আমার প্রিয় বৎস, নিশ্চয়ই তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পরিমাণ হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ'। ১৭. 'হে আমার প্রিয় বৎস, সলাত কয়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য্য ধর। নিশ্চয়ই এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ'। ১৮. 'আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দান্তিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না'। ১৯. 'আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয়ই সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ'। ২০. তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমাত ব্যাপক করে দিয়েছেন; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে জ্ঞান, হিদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়া।

২১. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর' তখন তারা বলে, 'বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি'। শায়তন তাদেরকে প্রজুলিত আযাবের দিকে আহ্বান করলেও কি (তারা পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণ করবে)? ২২. আর যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্তচিত্তে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, সে তো শক্ত রশি আঁকড়ে ধরে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই কাছে। ২৩. আর যে কুফরী করে, তার কুফরী যেন তোমাকে ব্যথিত না করে; আমার কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তারা যে আমাল করত আমি তা তাদেরকে জানিয়ে দেব। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরসমূহে যা আছে তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ২৪. আমি তাদেরকে অল্প ভোগ করতে দেই, তারপর তাদেরকে কঠোর আযাব ভোগ করতে বাধ্য করব। ২৫. আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন?' তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না'। ২৬. আসমানসমূহ ও যমীনে যা আছে তা আল্লাহর; নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। ২৭. আর যমীনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২৮. তোমাদের সৃষ্টি ও তোমাদের পুনরুত্থান কেবল একটি প্রাণের (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতই। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, দ্রষ্টা। ২৯. তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান? আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই চলছে একটি নির্দিষ্ট সময়

পর্যন্ত। আর নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। ৩০. এগুলো প্রমাণ করে যে, নিশ্চয়ই আল্লাহই সত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা মিথ্যা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহই হলেন সর্বোচ্চ, সুমহান। ৩১. তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৩২. আর যখন ডেউ তাদেরকে ছায়ার মত আচ্ছন্ন করে নেয়, তখন তারা একনিষ্ঠ অবস্থায় আনুগত্যভরে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন তাদের কেউ কেউ (ঈমান ও কুফরীর) মধ্যপথে থাকে। আর বিশ্বাসঘাতক ও কাফির ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না। ৩৩. হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর এবং সেই দিনকে ভয় কর যেদিন পিতা তার সন্তানের কোন উপকার করতে পারবে না এবং সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন কিছুতেই তোমাদেরকে ধোকা দিতে না পারে এবং মহাপ্রতারক (শায়তন) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ধোকায় ফেলতে না পারে। ৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট কিয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং জরায়ুতে যা আছে, তা তিনি জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্ স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।

৩২. সূরহঃ আস-সাজ্জাদ, আয়াতঃ ৩০, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আলিফ-লাম-মীম। ২. এ কিভাবে সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। ৩. নাকি তারা বলে, ‘সে তা রচনা করেছে’? বরং তা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য, যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করবে। ৪. আল্লাহ, যিনি আসমান ও যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং নেই কোন সুপারিশকারী। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ৫. তিনি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে। যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর। ৬. তিনিই গইব ও হাযির সম্পর্কে জ্ঞাত, মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৭. যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন এবং কাদা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। ৮. তারপর তিনি তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে। ৯. তারপর তিনি তাকে সুঠাম করেছেন এবং তাতে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তরসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১০. আর তারা বলে, ‘আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব তখন কি আবার নতুন সৃষ্টি হবে’? বরং তারাতো তাদের রবের সাক্ষাতকে অস্বীকারকারী। ১১. বল, ‘তোমাদেরকে মৃত্যু দেবে মৃত্যুর মালিক যাঁকে তোমাদের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। তারপর তোমাদের রবের নিকট তোমাদেরকে

ফিরিয়ে আনা হবে’। ১২. আর যদি তুমি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথানত হয়ে থাকবে! (তারা বলবে) ‘হে আমাদের রব, আমরা দেখেছি ও শুনেছি, কাজেই আমাদেরকে পুনঃরায় পাঠিয়ে দিন, আমরা সৎকর্ম করব। নিশ্চয়ই আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী’। ১৩. আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দান করতাম। কিন্তু আমার কথাই সত্যে পরিণত হবে যে, ‘নিশ্চয়ই আমি জ্বীন ও মানুষ উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব’। ১৪. কাজেই তোমরা তোমাদের এই দিনের সাক্ষাতকে যে ভুলে গিয়েছিলে, তার স্বাদ তোমরা ভোগ কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভুলে গিয়েছি, আর তোমরা যা করতে, তার জন্য তোমরা স্থায়ী আযাব ভোগ কর। ১৫. আমার আয়াতসমূহ কেবল তারাই বিশ্বাস করে, যারা এর দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেয়া হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ করে। আর তারা অহঙ্কার করে না।^{সাজ্জাদ} ১৬. তাদের পার্শ্বদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়। তারা ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে। আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে। ১৭. অতঃপর কোন ব্যক্তি জানে না তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তারা যা করত, তার বিনিময় স্বরূপ। ১৮. যে ব্যক্তি মুমিন সে কি ফাসিক ব্যক্তির মত? তারা সমান নয়। ১৯. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের বাসস্থান হবে জান্নাত, তারা যা করত তার আপ্যায়ন হিসেবে। ২০. আর যারা পাপকাজ করে, তাদের বাসস্থান হবে আগুন; যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, ‘তোমরা আগুনের আযাব ভোগ কর, যাঁকে তোমরা অস্বীকার করত। ২১. আর অবশ্যই

আমি তাদেরকে গুরুতর আযাবের পূর্বে লঘু আযাব ভোগ করাব, যাতে তারা ফিরে আসে। ২২. আর তার চেয়ে বড় যলিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ২৩. আর আমি তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অতএব তুমি তার সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহে থেকে না। আর আমি ওটাকে বানী ইসরঈলের জন্য হিদায়াত স্বরূপ করেছিলাম। ২৪. আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা করেছিলাম, তারা আমার আদেশানুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করত, যখন তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখত। ২৫. নিশ্চয়ই তোমার রব কিয়ামাতের দিন তাদের মাঝে সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। ২৬. এটা কি তাদেরকে হিদায়াত করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি যাদের বাসভূমিতে তারা চলাফেরা করে? নিশ্চয়ই এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। তবুও কি তারা শুনবে না? ২৭. তারা কি লক্ষ করে না যে, আমি শুকনো ভূমিতে পানি প্রবাহিত করি। অতঃপর তা দিয়ে শস্য উদগত করি, যা থেকে তাদের গবাদি পশু ও তারা নিজেরা খাদ্য গ্রহণ করে? তবুও কি তারা লক্ষ্য করবে না। ২৮. আর তারা বলে, কখন হবে এ ফয়সালা? তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল। ২৯. বল, ফয়সালার দিনে কাফিরদের ঈমান গ্রহণ তাদের কোন উপকার করবে না। আর তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না। ৩০. অতএব তুমি তাদের থেকে বিমুখ থাক, আর অপেক্ষা কর, নিশ্চয়ই তারা অপেক্ষমাণ।

৩৩. সূরহুঃ আল-আহযাব, আয়াতঃ ৭৩, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে নাবী, আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সম্যক জ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ২. আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয় তুমি তার অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ৩. আর তুমি আল্লাহর উপর তাওয়াঙ্কুল কর এবং কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৪. আল্লাহ কোন মানুষের অভ্যন্তরে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি। তোমাদের স্বীকৃতির মধ্যে যাদের সাথে তোমরা যিহার কর, তিনি তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি। আর তিনি তোমাদের পোষ্যদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা। আর আল্লাহই সত্য কথা বলেন। আর তিনিই সঠিক পথ দেখান। ৫. তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক; আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ। অতঃপর যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদের স্বীকৃতি ভাই এবং তোমাদের বন্ধু। আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই; কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। আর আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. নাবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজদের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর। আর তার স্বীকৃতি তাদের মাতা স্বরূপ। আর আল্লাহর বিধান অনুসারে মুমিন ও মুহাজিরদের তুলনায় আত্মীয় স্বজনরা একে অপরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল কিছু করতে চাও (তা করতে পার)। এটা কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। ৭. আর স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নাবীদের থেকে এবং তোমার থেকে, নূহ,

ইবরহীম, মুসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। ৮. সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। আর তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৯. হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি‘আমাতকে স্মরণ কর, যখন সেনাবাহিনী তোমাদের কাছে এসে গিয়েছিল, তখন আমি তাদের উপর প্রবল বায়ু ও সেনাদল প্রেরণ করলাম যা তোমরা দেখনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ১০. যখন তারা তোমাদের কাছে এসেছিল তোমাদের উপরের দিক থেকে এবং তোমাদের নিচের দিক থেকে আর যখন চোখগুলো বাঁকা হয়ে পড়েছিল এবং প্রাণ কষ্ট পর্যন্ত পৌঁছেছিল। আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা রকম ধারণা পোষণ করছিলে। ১১. তখন মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিল। আর তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। ১২. আর স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন তা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়’। ১৩. আর যখন তাদের একদল বলেছিল, ‘হে ইয়াসরিববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তাই তোমরা ফিরে যাও’। আর তাদের একদল নাবীর কাছে অনুমতি চেয়ে বলছিল, আমাদের বাড়ি-ঘর অরক্ষিত, অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিল না। আসলে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ১৪. আর যদি তার বিভিন্ন দিক থেকে তাদের উপর শত্রুর প্রবেশ ঘটত, তারপর তাদেরকে ফিতনা সৃষ্টির আহ্বান জানানো হত, তবে তারা তাই করত। এতে তারা কাল বিলম্ব করত না। ১৫. আর এরা পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আর আল্লাহর সাথে

কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ১৬. বল, ‘যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালাতে চাও তবে পালাও তোমাদের কোন উপকারে আসবে না। আর সে ক্ষেত্রে তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে’। ১৭. বল, ‘আল্লাহ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান? অথবা তিনি তোমাদের রহমাত দান করতে ইচ্ছা করেন (কে তোমাদের ক্ষতি করবে)’। আর তারা আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ১৮. আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা বাধাদানকারী এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে, ‘আমাদের কাছে আস’ তারা খুব কমই যুদ্ধে আসে- ১৯. তোমাদের ব্যাপারে (সাহায্য প্রদান ও বিজয় কামনায়) কৃপণতার কারণে। অতঃপর যখন ভীতি আসে তখন তুমি তাদের দেখবে মৃত্যুভয়ে তারা মূর্ছিত ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উলটিয়ে তোমার দিকে তাকায়। অতঃপর যখন ভীতি চলে যায় তখন তারা সম্পদের লোভে কৃপণ হয়ে শানিত ভাষায় তোমাদের বিদ্ধ করে। এরা ঈমান আনেনি। ফলে আল্লাহ তাদের আমালসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। ২০. তারা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। তবে সম্মিলিত বাহিনী যদি এসে পড়ে তখন তারা কামনা করবে যে, নিশ্চয়ই যদি তারা মরুবাসী বেদুঈনদের মধ্যে অবস্থান করে তোমাদের খবর জিজ্ঞাসা করতে পারত (তবে ভালই হত)! আর যদি এরা তোমাদের মধ্যে থাকত তাহলে তারা অল্পই যুদ্ধ করত। ২১. অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। ২২. আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল তখন তারা বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূল

আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছেন এটি তো তাই। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। ২৩. মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যে বাস্তবায়ন করেছে। তাদের কেউ কেউ (যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে) তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছে, আবার কেউ কেউ (শাহাদাত বরণের) প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা (প্রতিশ্রুতিতে) কোন পরিবর্তনই করেনি। ২৪. যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার জন্য পুরস্কৃত করতে পারেন এবং তিনি চাইলে মুনাফিকদের আযাব দিতে পারেন অথবা তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৫. আল্লাহ কাফিরদেরকে তাদের আক্রোশসহ ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ প্রবল শক্তিমান, পরাক্রমশালী। ২৬. আর আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের সহযোগিতা করেছিল, আল্লাহ তাদেরকে অবতরণ করালেন তাদের দুর্গসমূহ থেকে এবং তাদের অন্তরসমূহে ভীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা হত্যা করছ একদলকে, আর বন্দী করছ অন্য দলকে। ২৭. আর তিনি তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী করলেন তাদের ভূমি, তাদের ঘর-বাড়ী ও তাদের ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা পদার্পণও করনি। আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ২৮. হে নাবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বল, 'যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা কর তবে আস, আমি তোমাদের ভোগ-বিলাসের ব্যবস্থা করে দেই এবং উত্তম পছন্দ তোমাদের বিদায় করে দেই'। ২৯. 'আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালীন নিবাস কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্য থেকে

সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ অবশ্যই মহান প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন। ৩০. হে নাবী-পত্নীগণ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ করবে, তার জন্য আযাব দ্বিগুণ করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। ৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক আমাল করবে আমি তাকে দু'বার তার প্রতিদান দেব এবং আমি তার জন্য প্রস্তুত রেখেছি সম্মানজনক রিযিক। ৩২. হে নাবী-পত্নীগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুদ্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। ৩৩. আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। হে নাবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। ৩৪. আর তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে, আয়াতসমূহ ও হিকমাত পঠিত হয়- তা তোমরা স্মরণ রেখো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবহিত। ৩৫. নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাহানের হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। ৩৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ ও

নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। ৩৭. আর স্মরণ কর, আল্লাহ যার উপর নি‘আমাত দিয়েছিলেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি যখন তাকে বলেছিলে ‘তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর’। আর তুমি অন্তরে যা গোপন রাখছ আল্লাহ তা প্রকাশকারী এবং তুমি মানুষকে ভয় করছ অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে; অতঃপর যার যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে। ৩৮. নাবীর কোন পাপ হবে না আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তা করলে; পূর্বে যে সব নাবী অতিবাহিত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর নিয়ম। আর আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী। ৩৯. যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় ও তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট। ৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নাবী। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৪১. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। ৪২. আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর। ৪৩. তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মালিকারা তোমাদের জন্য দু‘আ করে, তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য; আর তিনি মুমিনদের প্রতি অতীব দয়ালু। ৪৪. যেদিন তারা তাঁর সাথে

সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের অভিবাদন হবে: ‘সালাম’। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন সম্মানজনক প্রতিদান। ৪৫. হে নাবী, আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। ৪৬. আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসেবে। ৪৭. আর তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। ৪৮. আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না এবং তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর; তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ৪৯. হে মুমিনগণ, যখন তোমরা মুমিন নারীদেরকে বিবাহ করবে অতঃপর তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দিয়ে দেবে তবে তোমাদের জন্য তাদের কোন ইচ্ছা নেই যা তোমরা গণনা করবে। সুতরাং তাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে বিদায় দাও। ৫০. হে নাবী, আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি যাদেরকে তুমি মোহরানা দিয়েছ, আর আল্লাহ তোমাকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যারা তোমার মালিকানাধীন তাদেরকেও তোমার জন্য হালাল করেছি এবং (বিয়ের জন্য বৈধ করেছি) তোমার চাচার কন্যা, ফুফুর কন্যা, মামার কন্যা, খালার কন্যাকে, যারা তোমার সাথে হিজরত করেছে, আর কোন মুমিন নারী যদি নাবীর জন্য নিজকে হেবা করে, নাবী তাকে বিয়ে করতে চাইলে সেও তার জন্য বৈধ। এটা বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মুমিনদের জন্য নয়; আমি তাদের ওপর তাদের স্ত্রীদের ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তাদের ব্যাপারে যা ধার্য করেছি তা আমি নিশ্চয়ই জানি; যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৫১. স্ত্রীদের মধ্য থেকে

যাকে ইচ্ছা তার পালা তুমি পিছিয়ে দিতে পার, যাকে ইচ্ছা কাছে রাখতে পার; যাকে তুমি সরিয়ে রেখেছ তাকে যদি কামনা কর তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই; এটা নিকটতর যে, তাদের চক্ষু শীতল হবে, তারা কষ্ট পাবে না এবং তুমি তাদের যা দিয়েছ তাতে তারা সবাই সমুপ্ত হবে। আর তোমাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা জানেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, পরম সহনশীল। ৫২. এরপর তোমার জন্য (এদের অতিরিক্ত) অন্য স্ত্রী গ্রহণ হালাল নয় এবং তোমার স্ত্রীদের (তালাক দিয়ে) পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, যদিও অন্যদের সৌন্দর্য তোমাকে বিমোহিত করে; তবে তোমার মালিকানাধীন দাসী ছাড়া। আর আল্লাহ সকল কিছুর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন। ৫৩. হে মুমিনগণ, তোমরা নাবীর ঘরসমূহে প্রবেশ করো না; অবশ্য যদি তোমাদেরকে খাবারের অনুমতি দেয়া হয় তাহলে (প্রবেশ কর) খাবারের প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে। আর যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে তখন তোমরা প্রবেশ কর এবং খাবার শেষ হলে চলে যাও আর কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ো না; কারণ তা নাবীকে কষ্ট দেয়, সে তোমাদের বিষয়ে সঙ্কোচ বোধ করে; কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করেন না। আর যখন নাবী-পত্নীদের কাছে তোমরা কোন সামগ্রী চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে; এটি তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র। আর আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার (মৃত্যুর) পর তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা কখনো তোমাদের জন্য সঙ্গত নয়। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর কাছে গুরুতর পাপ। ৫৪. যদি তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৫৫. নাবীর স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতাদের, তাদের পুত্রদের, তাদের ভাইদের, তাদের ভাইয়ের ছেলেদের, তাদের বোনের ছেলেদের,

তাদের নারীদের ও তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের বেলায় (হিজাব না করায়) কোন অপরাধ নেই। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর প্রত্যক্ষদর্শী। ৫৬. নিশ্চয়ই আল্লাহ (উর্ধ্ব জগতে মালাইকাদের মধ্যে) নাবীর প্রশংসা করেন এবং তাঁর মালাইকাগণ নাবীর জন্য দু'আ করে। হে মুমিনগণ, তোমরাও নাবীর উপর দুরূদ পাঠ কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও। ৫৭. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লানত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন অপমানজনক আযাব। ৫৮. আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে তাদের কৃত কোন অন্যায় ছাড়াই কষ্ট দেয়, নিশ্চয়ই তারা বহন করবে অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপ। ৫৯. হে নাবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিনদের নারীদেরকে বল, 'তারা যেন তাদের জিলবাবের কিছু অংশ নিজেদের উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পছন্দ হবে। ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬০. যদি মুনাফিকগণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ও শহরে মিথ্যা সংবাদ প্রচারকারীরা বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে ক্ষমতাবান করে দেব। অতঃপর তারা সেখানে তোমার প্রতিবেশী হয়ে অল্প সময়ই থাকবে, ৬১. অভিশপ্ত অবস্থায়। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে। ৬২. ইতঃপূর্বে যারা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি, আর তুমি আল্লাহর রীতিতে কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না। ৬৩. লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান কেবল আল্লাহর

নিকটই আছে, আর তোমার কি জানা আছে, কিয়ামাত হয়ত খুব নিকটে! ৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য জুলন্ত আগুন প্রস্তুত রেখেছেন। ৬৫. সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। তারা না পাবে কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী। ৬৬. যেদিন তাদের চেহারাগুলো আগুনে উপুড় করে দেয়া হবে, তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রসূলের আনুগত্য করতাম!' ৬৭. তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল'। ৬৮. 'হে আমাদের রব, আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং তাদেরকে বেশী করে লা'নত করুন'। ৬৯. হে ঈমানদারগণ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। অতঃপর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ তাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন। আর সে ছিল আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান। ৭০. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। ৭১. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল। ৭২. নিশ্চয়ই আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয়ই সে ছিল অতিশয় যলিম, একান্তই অজ্ঞ। ৭৩. যাতে আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদের আযাব দেন। আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৩৪. সূরহুঃ সাবা, আয়াতঃ ৫৪, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক। আর আখিরাতেও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবগত। ২. তিনি জানেন যমীনে যা প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা বের হয়; আর আসমান থেকে যা নাযিল হয় এবং তাতে যা উঠে। আর তিনি পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল। ৩. আর কাফিররা বলে, 'কিয়ামাত আমাদের কাছে আসবে না'। বল, 'অবশ্যই, আমার রবের কসম! যিনি গইব সম্পর্কে অবগত, তা তোমাদের কাছে আসবেই। আসমানসমূহ ও যমীনে অণু পরিমাণ কিংবা তদপেক্ষা ছোট অথবা বড় কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, বরং সবই সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে, ৪. যাতে তিনি প্রতিদান দেন তাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। তাদেরই জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয়িক। ৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দেয়ার চেষ্টা চালায়, তাদেরই জন্য রয়েছে কঠোর পীড়াদায়ক আযাব। ৬. আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা সত্য এবং তা মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথের দিকে হিদায়াত করে। ৭. আর কাফিররা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, তোমরা যখন পুরোপুরি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে তখন নিশ্চয়ই তোমরা নতুনভাবে সৃজিত হবে'। ৮. সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, না কি তার পাগলামী রয়েছে? বরং যারা আখিরতের প্রতি ঈমান রাখে না তারা আযাব ও সুদূর বিব্রান্তির মধ্যে রয়েছে। ৯. তারা কি তাদের সামনে

ও তাদের পেছনে আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তাদেরকে সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আসমান থেকে এক খণ্ড (আযাব) তাদের উপর নিপতিত করব, অবশ্যই তাতে রয়েছে আল্লাহমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য নিদর্শন। ১০. আর অবশ্যই আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম। (আমি আদেশ করলাম) ‘হে পর্বতমালা, তোমরা তার সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর’ এবং পাখিদেরকেও (এ আদেশ দিয়েছিলাম)। আর আমি তার জন্য লোহাকেও নরম করে দিয়েছিলাম, ১১. (এ নির্দেশ দিয়ে যে,) ‘তুমি পরিপূর্ণ বর্ম তৈরী কর এবং যথার্থ পরিমাণে প্রস্তুত কর’। আর তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয়ই আমি তার সম্যক দ্রষ্টা। ১২. আর সুলাইমানের জন্য আমি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছিলাম, যা সকালে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করত। আর আমি তার জন্য গলিত তামার প্রস্রবণ প্রবাহিত করেছিলাম। আর কতিপয় জ্বীন তার রবের অনুমতিক্রমে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ থেকে বিচ্যুত হয় তাকে আমি জুলন্ত আগুনের আযাব ভোগ করাব। ১৩. তারা তৈরী করত সুলাইমানের ইচ্ছানুযায়ী তার জন্য প্রাসাদ, ভাস্কর্য, সুবিশাল হাউয়ের মত বড় পাত্র ও স্থির হাড়ি। ‘হে দাউদ পরিবার, তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমাল করে যাও এবং আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ’। ১৪. তারপর যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যুর ফয়সালা করলাম তখন মাটির পোকা জ্বীনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল, যা তার লাঠি খাচ্ছিল। অতঃপর যখন সে পড়ে গেল তখন জ্বীনরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি গইব জানত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক আযাবে থাকত না।

১৫. নিশ্চয়ই সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে ছিল একটি নিদর্শনঃ দু’টি উদ্যান, একটি ডানে ও অপরটি বামে, (তাদেরকে বলা হয়েছিল) ‘তোমরা তোমাদের রবের রিযিক থেকে খাও আর তাঁর শোকর কর। এটি উত্তম শহর এবং (তোমাদের রব) ক্ষমাশীল রব’। ১৬. তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। ফলে আমি তাদের উপর বাঁধভাঙ্গা বন্যা প্রবাহিত করলাম। আর আমি তাদের উদ্যান দু’টিকে পরিবর্তন করে দিলাম এমন দু’টি উদ্যানে যাতে উৎপন্ন হয় তিক্ত ফলের গাছ, ঝাউগাছ এবং সামান্য কিছু কুল গাছ। ১৭. সে আযাব আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম তাদের কুফরীর কারণে। আর আমি অকৃতজ্ঞ ছাড়া অন্য কাউকে এমন আযাব দেই না। ১৮. আর তাদের ও যে সব জনপদের মধ্যে আমি বারকাত দিয়েছিলাম সেগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে আমি অনেক দৃশ্যমান জনপদ স্থাপন করেছিলাম এবং তাতে ভ্রমণ করার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম। (তাদেরকে বলা হয়েছিল) ‘তোমরা এসব জনপদে রাত-দিন (যখন ইচ্ছা) নিরাপদে ভ্রমণ কর’। ১৯. কিন্তু তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমাদের সফরের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে দিন’। আর তারা নিজদের প্রতি যুল্ম করল। ফলে আমি তাদেরকে সত্য ঘটনা বানালাম এবং তাদেরকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম। নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে। ২০. আর নিশ্চয়ই তাদের ব্যাপারে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে মুমিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল। ২১. আর তাদের উপর শায়তনের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তবে কে আখিরতের প্রতি ঈমান রাখে আর কে তাতে সন্দেহ পোষণ করে তা প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর তোমার রব সকল কিছুর হিফায়তকারী। ২২. বল, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া

যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহ্বান কর। তারা আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়। আর এ দু'য়ের মধ্যে তাদের কোন অংশীদারিত্ব নেই এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাহায্যকারীও নয়। ২৩. আর আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া তাঁর কাছে কোন সুপারিশ কারো উপকার করবে না। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা বলবে, 'তোমাদের রব কী বলেছেন?' তারা বলবে, 'সত্যই বলেছেন' এবং তিনি সুমহান ও সবচেয়ে বড়। ২৪. বল, 'আসমানসমূহ ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রিয়িক দেন? বল, 'আল্লাহ', আর নিশ্চয়ই আমরা অথবা তোমরা সৎপথে প্রতিষ্ঠিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত'। ২৫. বল, 'আমরা যে অপরাধ করছি সে ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না, আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জিজ্ঞাসা করা হবে না'। ২৬. বল, 'আমাদের রব আমাদেরকে একত্র করবেন। তারপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফয়সালা করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী ও সম্যক পরিজ্ঞাত'। ২৭. বল, 'তোমরা আমাকে দেখাও তো, তোমরা যাদেরকে তাঁর সাথে শরীক হিসেবে যুক্ত করেছ (তারা কোন সত্তা?) কখনো নয়, বরং তিনিই আল্লাহ, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। ২৮. আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না, ২৯. আর তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে?' ৩০. বল, 'তোমাদের জন্য রয়েছে একটি দিনের ওয়াদা যা থেকে তোমরা মুহূর্তকাল বিলম্বিত করতে পারবে না আর তরাবিতও করতে পারবে না'। ৩১. আর কাফিরগণ বলে, 'আমরা কখনো

এ কুরআনের প্রতি ঈমান আনব না এবং এর পূর্ববর্তী কোন কিতাবের প্রতিও না'। আর তুমি যদি দেখতে যলিমদেরকে, যখন তাদের রবের কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা অহঙ্কারীদেরকে বলবে, 'তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন হতাম'। ৩২. যারা অহঙ্কারী ছিল তারা, তাদেরকে বলবে, যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল, 'তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়েছিলাম? বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী'। ৩৩. আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা, যারা অহঙ্কারী ছিল তাদেরকে বলবে, 'বরং এ ছিল তোমাদের দিন-রাতের চক্রান্ত, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ হ্রি করি'। আর তারা যখন আযাব দেখবে তখন তারা অনুতাপ গোপন করবে। আর আমি কাফিরদের গলায় শৃঙ্খল পরিয়ে দেব। তারা যা করত কেবল তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। ৩৪. আর আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করলেই সেখানকার বিস্তবান অধিবাসীরা বলেছে, 'তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ অবশ্যই আমরা তা প্রত্যাখ্যানকারী'। ৩৫. তারা আরো বলেছে, 'আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা আযাবপ্রাপ্ত হব না'। ৩৬. বল, 'আমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিয়িক প্রশস্ত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না'। ৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর

তারা (জাহ্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। ৩৮. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করে দিতে প্রচেষ্টা চালায় তাদেরকে আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে। ৩৯. বল, 'নিশ্চয়ই আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা'। ৪০. আর স্মরণ কর, যেদিন তিনি তাদের সকলকে একত্র করবেন তারপর মালাইকাদেরকে বলবেন, 'এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করত?' ৪১. তারা (মালাইকারা) বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান, আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা জীনদের ইবাদত করত। এদের অধিকাংশই তাদের প্রতি ঈমান রাখত'। ৪২. ফলে আজ তোমাদের একে অপরের কোন উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা কেউ রাখবে না। আর আমি যলিমদের উদ্দেশ্যে বলব, 'তোমরা আগুনের আযাব ভোগ কর যা তোমরা অস্বীকার করত'। ৪৩. আর যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হত তখন তারা বলত, 'এতো এমন এক ব্যক্তি যে তোমাদের বাধা দিতে চায় তা থেকে যার ইবাদাত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ করত'। তারা আরও বলে, 'এটি বানোয়াট মিথ্যা বৈ কিছু নয়'। আর কাফিরদের নিকট যখনই সত্য আসে তখন তারা বলে, 'এতো কেবল এক সুস্পষ্ট যাদু'। ৪৪. আর আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি যা তারা অধ্যয়ন করত, এবং তোমার পূর্বে তাদের প্রতি আর কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি। ৪৫. আর তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছে। অথচ আমি তাদের (পূর্ববর্তীদের) যা দিয়েছিলাম এরা তার এক দশমাংশও পায়নি, তবুও তারা আমার রসূলদের অস্বীকার করেছিল। ফলে আমার প্রত্যাখ্যান

(শান্তি) কেমন হয়েছিল? ৪৬. বল, 'আমি তো তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সে তো আসন্ন কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়'। ৪৭. বল, 'আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনি, বরং তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর নিকট এবং তিনি সব কিছুর উপরই স্বাক্ষরী। ৪৮. বল, 'আমার রব সত্য পাঠিয়েছেন। তিনি যাবতীয় গইব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত'। ৪৯. বল, 'সত্য এসেছে এবং বাতিল কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, আর কিছু পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না'। ৫০. বল, 'যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই তবে আমার অকল্যাণেই আমি পথভ্রষ্ট হব। আর যদি আমি হিদায়াত প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওয়াহী প্রেরণ করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী'। ৫১. আর যদি তুমি দেখতে যখন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে তখন পালানোর কোন পথ পাবে না এবং নিকটস্থ স্থান থেকে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। ৫২. আর তারা বলবে, 'আমরা তাতে ঈমান আনলাম'। কিন্তু দূরবর্তী স্থান থেকে তারা কিভাবে ঈমানের নাগাল পাবে? ৫৩. অথচ তারা ইতঃপূর্বে তা অস্বীকার করত এবং তারা দূরবর্তী স্থান থেকে গইব সম্পর্কে কুটমন্তব্য ছুঁড়ে মারত। ৫৪. আর তাদের ও তারা যা কামনা করত তার মধ্যে অন্তরাল করে দেয়া হবে, যেমন ইতঃপূর্বে তাদের সমগোত্রীয়দের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পতিত।

৩৫. সূরহঃ ফাতির, আয়াতঃ ৪৯, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, মালাইকাদেরকে বাণীবাহকরূপে নিযুক্তকারী, যারা দুই দুই, তিন তিন ও চার চার পাখাবিশিষ্ট। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ২. আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমাত উন্মুক্ত করে দেন তা আটকে রাখার কেউ নেই। আর তিনি যা আটকে রাখেন, তারপর তা ছাড়াবার কেউ নেই। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩. হে মানুষ, তোমাদের উপর আল্লাহর পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৩. হে মানুষ, তোমাদের উপর আল্লাহর নিঃসমাতকে তোমরা স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি, যে, তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দিবে? তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। অতএব তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? ৪. আর যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে, তবে তোমার পূর্বের রসূলগণকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। আর সকল বিষয় আল্লাহর-ই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৫. হে মানুষ, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য; অতএব দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারণিত না করে; আর বড় প্রতারণ (শায়তন) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা না করে। ৬. নিশ্চয়ই শায়তন তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জুলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়। ৭. যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব; আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান। ৮. কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় অতঃপর সে ওটাকে ভাল মনে করে, (সে কি এ

ব্যক্তির সমান যে ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ দেখে?) কেননা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন আর যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন; অতএব তাদের জন্য আফসোস করে নিজে ধ্বংস হয়ো না। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন। ৯. আর তিনিই আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর তা মেঘমালা সঞ্চালিত করে, তারপর তাকে আমি মৃত ভূমির দিকে পরিচালিত করি, অতঃপর তা দিয়ে আমি যমীনকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করি; এভাবেই পুনরুত্থান হবে। ১০. কেউ যদি সম্মান চায় (তবে তা যেন আল্লাহর কাছেই চায়) কেননা সকল সম্মান আল্লাহরই। তাঁরই পানে উদ্ভিত হয় ভাল কথা আর নেক আমাল তা উন্নীত করে। আর যারা মন্দকাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব আর ওদের ষড়যন্ত্র তো নস্যাৎ হবে। ১১. আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে তারপর শুকবিন্দু থেকে তারপর তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে আর যা প্রসব করে তা আল্লাহর জ্ঞাতসারেই হয়। আর কোন বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়ানো হয় না কিংবা কমানো হয় না কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে; নিশ্চয়ই তা আল্লাহর জন্য সহজ। ১২. আর দু'টি সমুদ্র সমান নয়; একটি খুবই সুমিষ্ট ও সুপেয়, আরেকটি অত্যন্ত লবণাক্ত আর প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত খাও এবং আহরণ কর অলঙ্কার যা তোমরা পরিধান কর। আর তুমি তাতে দেখ নৌযান পানি চিরে চলাচল করে। যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং যাতে তোমরা শোকর কর। ১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান আর তিনিই সূর্য ও চাঁদকে বশীভূত করে দিয়েছেন; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করছে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।

তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই, আর আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা খেজুরের আঁটির আবরণেরও মালিক নয়। ১৪. যদি তোমরা তাদেরকে ডাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না; আর শুনতে পেলেও তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শরীক করাকে অস্বীকার করবে। আর সর্বস্ত্র আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করবে না। ১৫. হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত। ১৬. যদি তিনি চান তোমাদেরকে সরিয়ে দেবেন এবং একটি নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন। ১৭. আর তা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। ১৮. আর কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি তার বোঝা বহনের জন্য কাউকে ডাকে তবে তার বোঝার কোন অংশই বহন করা হবে না যদিও সে আত্মীয় হয়; তুমি কেবল তাদেরকেই সতর্ক করবে যারা তাদের রবকে না দেখেও ভয় করে এবং সলাত কায়েম করে; আর যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধি অর্জন করে সে নিজের জন্যই পরিশুদ্ধি অর্জন করে। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন। ১৯. আর অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, ২০. আর অন্ধকার ও আলো সমান নয় ২১. আর সমান নয় ছায়া ও রৌদ্র, ২২. আর জীবিতরা ও মৃতরা এক নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শুনাতে পারেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কবরে আছে তাকে তুমি শুনাতে পারবে না। ২৩. তুমি তো একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নও। ২৪. আমি তোমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে; আর এমন কোন জাতি নেই যার কাছে সতর্ককারী আসেনি। ২৫. আর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও মিথ্যাবাদী বলেছিল; তাদের নিকট স্পষ্ট

প্রমাণাদি, গ্রন্থাবলী ও আলোকদীপ্ত কিতাবসহ রসূলগণ এসেছিলেন। ২৬. তারপর যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে আমি পাকড়াও করেছিলাম; অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি! ২৭. তুমি কি দেখনি আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তা দিয়ে আমি বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উৎপাদন করি আর পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে নানা বর্ণের গুড় ও লাল পথ এবং (কিছু) মিশকালো। ২৮. আর এমনভাবে মানুষ, বিচরণশীল প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও রয়েছে নানা বর্ণ। বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমশীল। ২৯. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে, সলাত কায়েম করে এবং আল্লাহ যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো ধ্বংস হবে না। ৩০. যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমশীল, মহাশুণগ্রাহী। ৩১. আর আমি যে কিতাবটি তোমার কাছে ওয়াহী করেছি তা সত্য, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত, সর্বদ্রষ্টা। ৩২. অতঃপর আমি এ কিতাবটির উত্তরাধীকারী করেছি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে, যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি। তারপর তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি যুল্মকারী এবং কেউ কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আবার তাদের কেউ কেউ আল্লাহর অনুমতিসাপেক্ষে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটাই হলো মহাঅনুগ্রহ। ৩৩. চিরস্থায়ী জাম্মাত, এতে তারা প্রবেশ করবে। যেখানে তাদেরকে স্বর্ণের চুড়ি ও মুক্তা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হবে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ৩৪. আর তারা

বলবে, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমাদের রব পরম ক্ষমালীল, মহাশুণগ্রাহী’। ৩৫. ‘যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী নিবাসে স্থান দিয়েছেন, যেখানে কোন কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না’। ৩৬. আর যারা কুফরী করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের প্রতি এমন কোন ফয়সালা দেয়া হবে না যে, তারা মারা যাবে, এবং তাদের থেকে জাহান্নামের আযাবও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ৩৭. আর সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করে দিন, আমরা পূর্বে যে আমল করতাম, তার পরিবর্তে আমরা নেক আমল করব’। (আল্লাহ বলবেন) ‘আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি যে, তখন কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে তো সতর্ককারী এসেছিল। কাজেই তোমরা আযাব ভোগ কর, আর যলিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। ৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়িবী বিষয়ের জ্ঞানী, অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবগত। ৩৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনের মধ্যে খলীফা করেছেন। সুতরাং যে কুফরী করবে, তার কুফরী তার উপরই (বর্তাবে)। আর কাফিরদের জন্য তাদের কুফরী তাদের রবের নিকট কেবল ক্ষোভই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের জন্য তাদের কুফরী কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। ৪০. বল, ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, সেই শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ কি? আমাকে দেখাও তারা যমীনের কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানসমূহের মধ্যে কি তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে? অথবা

আমি কি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি, যার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর তারা আছে? বরং যলিমরা একে অপরকে কেবল প্রতারণামূলক ওয়াদাই দিয়ে থাকে। ৪১. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের ধরে রাখেন যাতে এগুলো স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয়, তাহলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে এগুলোকে ধরে রাখবে? নিশ্চয়ই তিনি পরম সহনশীল, অতিশয় ক্ষমাপরায়ণ। ৪২. আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে কসম করে বলত যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে, তাহলে তারা অবশ্যই অন্য যে কোন জাতির চেয়ে অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে; কিন্তু যখন তাদের নিকট সতর্ককারী আসল, তখন তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করল- ৪৩. যমীনে উদ্ধত আচরণ ও কূটচক্রান্তের কারণে। কিন্তু কূটচক্রান্ত কেবল তার ধারককেই পরিবেষ্টন করবে। তবে কি তারা পূর্ববর্তীদের (উপর আল্লাহর) বিধানের অপেক্ষা করছে? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন পরিবর্তন পাবে না এবং তুমি আল্লাহর বিধানের কখনই কোন ব্যতিক্রমও দেখতে পাবে না। ৪৪. আর তারা কি যমীনে ভ্রমণ করে না? তাহলে তারা দেখত, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম। অথচ তারা তো শক্তিতে ছিল এদের চেয়েও প্রবল। আল্লাহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৪৫. আর যদি আল্লাহ মানুষদেরকে তারা যা অর্জন করেছে তার জন্য পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনের উপর একটি প্রাণীকেও তিনি ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে বিলম্বিত করে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট

সময় এসে যায় (তখন তিনি তাদের পাকড়াও করেন), কেননা আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক দ্রষ্টা।

৩৬. সূরহঃ ইয়াসীন, আয়াতঃ ৮৩, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. ইয়া-সীন। ২. বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ। ৩. নিশ্চয়ই তুমি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত। ৪. সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। ৫. (এ কুরআন) মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়াময় (আল্লাহ) কর্তৃক নাযিলকৃত। ৬. যাতে তুমি এমন এক কণ্ঠকে সতর্ক কর, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, কাজেই তারা উদাসীন। ৭. অবশ্যই তাদের অধিকাংশের উপর (আল্লাহর) বাণী অবধারিত হয়েছে, ফলে তারা ঈমান আনবে না। ৮. নিশ্চয়ই আমি তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি এবং তা চিবুক পর্যন্ত। ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে আছে। ৯. আর আমি তাদের সামনে একটি প্রাচীর ও তাদের পিছনে একটি প্রাচীর স্থাপন করেছি, অতঃপর আমি তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না। ১০. আর তুমি তাদেরকে সতর্ক কর অথবা না কর তাদের কাছে দু'টোই সমান, তারা ঈমান আনবে না। ১১. তুমি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও পরম করুণাময় আল্লাহকে ভয় করে। অতএব তাকে তুমি ক্ষমা ও সম্মানজনক পুরস্কারের সুসংবাদ দাও। ১২. আমিই তো মৃতকে জীবিত করি আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে এবং যা পিছনে রেখে যায়। আর প্রতিটি বস্তুকেই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। ১৩. আর এক জনপদের অধিবাসীদের উপমা তাদের কাছে বর্ণনা কর, যখন তাদের কাছে

রসূলগণ এসেছিল। ১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন রসূল পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তারপর আমি তাদেরকে তৃতীয় একজনের মাধ্যমে শক্তিশালী করেছিলাম। অতঃপর তারা বলেছিল, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত রসূল'। ১৫. তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। আর পরম করুণাময় তো কিছুই নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যাই বলছ। ১৬. তারা বলল, 'আমাদের রব জানেন, অবশ্যই আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত রসূল'। ১৭. 'আর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব'। ১৮. তারা বলল, 'আমরা তো তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ মনে করি। তোমরা যদি বিরত না হও তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে'। ১৯. তারা বলল, তোমাদের অমঙ্গলের কারণ তোমাদের সাথেই। তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছে বলেই কি এরূপ বলছ? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী কণ্ঠ'। ২০. আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, 'হে আমার কণ্ঠ! তোমরা রসূলদের অনুসরণ কর। ২১. 'তোমরা তাদের অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না আর তারা সৎপথপ্রাপ্ত'। ২২. 'আর আমি কেন তাঁর ইবাদাত করব না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে'। ২৩. আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ গ্রহণ করব? যদি পরম করুণাময় আমার কোন ক্ষতি করার ইচ্ছা করেন, তাহলে তাদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং তারা আমাকে উদ্ধারও করতে পারবে না'। ২৪. 'এরূপ করলে নিশ্চয়ই আমি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত হব'। ২৫. 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের রবের

প্রতি ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন'। ২৬. তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর'। সে বলল, 'হায়! আমার কণ্ঠ যদি জানতে পারত', ২৭. 'আমার রব আমাকে কিসের বিনিময়ে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন'। ২৮. আর আমি তার (মৃত্যুর) পর তার কণ্ঠের বিরুদ্ধে আসমান থেকে কোন সৈন্য পাঠাইনি। আর তা পাঠানোর কোন দরকারও আমার ছিল না। ২৯. তা ছিল শুধুই একটি বিকট আওয়াজ, ফলে তারা নিখর-নিস্তব্ধ হয়ে পড়ল। ৩০. আফসোস, বান্দাদের জন্য! যখনই তাদের কাছে কোন রসূল এসেছে তখনই তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। ৩১. তারা কি লক্ষ্য করেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি, নিশ্চয়ই তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে না। ৩২. আর তাদের সকলকে একত্রে আমার কাছে হাযির করা হবে। ৩৩. আর মৃত যমীন তাদের জন্য একটি নিদর্শন, আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তা থেকে শস্যদানা উৎপন্ন করেছি। অতঃপর তা থেকেই তারা খায়। ৩৪. আর আমি তাতে খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান তৈরী করেছি এবং তাতে কিছু ঋণাধারা প্রবাহিত করি। ৩৫. যাতে তারা তার ফল খেতে পারে, অথচ তাদের হাত তা বানায়নি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে না? ৩৬. পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যমীন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজদের মধ্য থেকে এবং সে সব কিছু থেকেও যা তারা জানে না। ৩৭. আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমি তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই, ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। ৩৮. আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ। ৩৯. আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি

মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের গুঁড় পুরাতন শাখার মত হয়ে যায়। ৪০. সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়। ৪১. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল, অবশ্যই আমি তাদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। ৪২. আর তাদের জন্য তার অনুরূপ (যানবাহন) সৃষ্টি করেছি, যাতে তারা আরোহণ করে। ৪৩. আর যদি আমি চাই তাদেরকে নিমজ্জিত করে দেই, তখন তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী থাকে না এবং তাদেরকে উদ্ধারও করা হয় না। ৪৪. যদি না আমার পক্ষ থেকে রহমাত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য উপভোগের সুযোগ দেয়া হয়। ৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, যা তোমাদের সামনে আছে এবং যা তোমাদের পিছনে আছে সে বিষয়ে সতর্ক হও, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যায়। ৪৬. আর তাদের রবের নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসলেই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছেন তা থেকে তোমরা ব্যয় কর', তখন কাফিররা মুমিনদেরকে বলে, 'আমরা কি তাকে খাদ্য দান করব, আল্লাহ চাইলে যাকে খাদ্য দান করতেন? তোমরা তো স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় রয়েছ'। ৪৮. আর তারা বলে, 'এ ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে'? (তা বল) 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ৪৯. তারা তো কেবল এক বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে যা তাদেরকে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত অবস্থায় পাকড়াও করবে। ৫০. সুতরাং না পারবে তারা ওসিয়াত করতে এবং না পারবে তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যেতে। ৫১. আর শিজায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা কবর থেকে তাদের রবের দিকে ছুটে আসবে।

৫২. তারা বলবে, 'হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাহীন থেকে উঠালো?' (তাদেরকে বলা হবে) 'এটা তো তা যার ওয়াদা পরম করুণাময় করেছিলেন এবং রসূলগণ সত্য বলেছিলেন'। ৫৩. তা ছিল শুধুই একটি বিকট আওয়াজ, ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের সকলকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে। ৫৪. সুতরাং আজ কাউকেই কোন যুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা আমল করছিলে শুধু তারই প্রতিদান তোমাদের দেয়া হবে। ৫৫. নিশ্চয়ই জালাতবাসীরা আজ আনন্দে মশগুল থাকবে। ৫৬. তারা ও তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। ৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-ফলাদি এবং থাকবে তারা যা চাইবে তাও। ৫৮. অসীম দয়ালু রবের পক্ষ থেকে বলা হবে, 'সালাম'। ৫৯. আর (বলা হবে) 'হে অপরাধীরা, আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও'। ৬০. হে বানী আদম, আমি কি তোমাদেরকে এ মর্মে নির্দেশ দেইনি যে, 'তোমরা শায়তনের ইবাদত করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। ৬১. আর আমারই ইবাদাত কর। এটিই সরল পথ। ৬২. আর অবশ্যই শায়তন তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করনি? ৬৩. এটি সেই জাহান্নাম যার সম্পর্কে তোমরা ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছিলে। ৬৪. তোমরা যে কুফরী করতে সে কারণে আজ তোমরা এতে প্রবেশ কর। ৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত। ৬৬. আর যদি আমি চাইতাম তবে তাদের চোখসমূহ অন্ধ করে দিতাম। তখন এরা পথের অন্বেষণে দৌড়ালে কী করে দেখতে পেত? ৬৭. আর আমি যদি চাইতাম তবে তাদের স্ব স্ব স্থানে তাদেরকে বিকৃত করে দিতাম।

ফলে তারা সামনেও এগিয়ে যেতে পারত না এবং পিছনেও ফিরে আসতে পারত না। ৬৮. আর আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি, সৃষ্টি-অবয়বে আমি তার পরিবর্তন ঘটাই। তবুও কি তারা বুঝবে না? ৬৯. আমি রসূলকে কাব্য শিখাইনি এবং এটি তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ ও স্পষ্ট কুরআন মাত্র। ৭০. যাতে তা সতর্ক করতে পারে ঐ ব্যক্তিকে যে জীবিত এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগবাণী প্রমাণিত হয়। ৭১. তারা কি দেখেনি, আমার হাতের তৈরী বস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি তাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা হল এগুলোর মালিক। ৭২. আর আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ফলে এদের কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা ভক্ষণ করে। ৭৩. আর তাদের জন্য এগুলোতে রয়েছে আরও বহু উপকারিতা ও পানীয় উপাদান। তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না? ৭৪. অথচ তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য সব ইলাহ গ্রহণ করেছে, এই প্রত্যশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ৭৫. এরা তাদের কোন সাহায্য করতে সক্ষম হবে না, বরং এগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে বাহিনীরূপে হাযির করা হবে। ৭৬. সুতরাং তাদের কথা তোমাকে যেন চিন্তিত না করে, নিশ্চয়ই আমি জানি তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে। ৭৭. মানুষ কি দেখেনি যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি গুরুবিন্দু থেকে? অথচ সে (বনে যায়) একজন প্রকাশ্য কুটতর্ককারী। ৭৮. আর সে আমার উদ্দেশ্যে উপমা পেশ করে, অথচ সে তার নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, 'হাড়গুলো জরাজীর্ণ হওয়া অবস্থায় কে সেগুলো জীবিত করবে?' ৭৯. বল, 'যিনি প্রথমবার এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই সেগুলো পুনঃরায় জীবিত করবেন। আর তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কেই সর্বজ্ঞাত। ৮০. যিনি সবুজ

বৃক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আগুন তৈরী করেছেন। ফলে তা থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও। ৮১. যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ, তিনিই মহাপ্রাণী, সর্বজ্ঞানী। ৮২. তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, কোন কিছুকে তিনি যদি 'হও' বলতে চান, তখনই তা হয়ে যায়। ৮৩. অতএব পবিত্র মহান তিনি, যার হাতে রয়েছে সকল কিছুর রাজত্ব এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

৩৭. সূরহঃ আস-সফফাত, আয়াতঃ ১৮২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম সারিবদ্ধ মালাইকাদের, ২. অতঃপর (মেঘমালা) সূচারূপে পরিচালনাকারীদের, ৩. 'আর উপদেশ গ্রহ (আসমানী কিতাব) তিলাওয়াতকারীদের; ৪. নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক; ৫. তিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তার রব এবং রব উদয়স্থলসমূহের। ৬. নিশ্চয়ই আমি কাছের আসমানকে তারকারাজির সৌন্দর্যে সুশোভিত করেছি। ৭. আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শায়তন থেকে হিফায়ত করেছি। ৮. তারা উর্ধ্বজগতের কিছু গুণতে পারে না, কারণ প্রত্যেক দিক থেকে তাদের দিকে নিষ্ক্ষেপ করা হয় (উক্ষাপিণ্ড)। ৯. তাড়ানোর জন্য, আর তাদের জন্য আছে অব্যাহত আযাব। ১০. তবে কেউ সন্তর্পণে কিছু গুনে নিলে তাকে পিছু তাড়া করে জুলন্ত উক্ষাপিণ্ড। ১১. অতঃপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'সৃষ্টি হিসেবে তারা বেশি শক্তিশালী, না আমি অন্য যা সৃষ্টি করেছি তা?' নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে। ১২. বরং তুমি বিস্মিত হচ্ছ আর ওরা

বিদ্রূপ করেছে। ১৩. আর যখন তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তারা স্মরণ করে না। ১৪. আর যখন তারা কোন নিদর্শন দেখে তখন বিদ্রূপ করে। ১৫. আর বলে, 'এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়!' ১৬. 'আমরা যখন মারা যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব?' ১৭. 'আর আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণও?' ১৮. বল, 'হ্যাঁ, আর তোমরা অপমানিত-লাঞ্ছিত হবে।' ১৯. তা হবে কেবল এক আওয়াজ আর তৎক্ষণাৎ তারা দেখতে পাবে। ২০. আর তারা বলবে, 'হায় আমাদের ধ্বংস, এ তো প্রতিদান দিবস!' ২১. এটি ফয়সালা করার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে। ২২. (মালাইকাদেরকে বলা হবে) 'একত্র কর যলিম ও তাদের সঙ্গী-সাথীদেরকে এবং যাদের ইবাদাত তারা করত তাদেরকে। ২৩. 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে, আর তাদেরকে আগুনের পথে নিয়ে যাও।' ২৪. 'আর তাদেরকে থামাও, অবশ্যই তারা জিজ্ঞাসিত হবে।' ২৫. 'তোমাদের কী হল, তোমরা একে অপরকে সাহায্য করছ না?' ২৬. বরং তারা হবে আজ আত্মসমর্পণকারী। ২৭. আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করবে, ২৮. তারা বলবে, 'তোমরাই তো আমাদের কাছে আসতে ধর্মীয় দিক থেকে।' ২৯. জবাবে তারা (নেতৃস্থানীয় কাফিররা) বলবে, 'বরং তোমরা তো মুমিন ছিলে না।' ৩০. আর তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা ছিলে সীমালঙ্ঘনকারী কওম।' ৩১. 'তাই আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের রবের বাণী সত্য হয়েছে; নিশ্চয়ই আমরা ভোগ করব (আযাব)।' ৩২. 'আর আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছি, কারণ আমরা নিজেরাই ছিলাম বিভ্রান্ত।' ৩৩. নিশ্চয়ই তারা সেদিন আযাবে অংশীদার হবে। ৩৪. অপরাধীদের সাথে আমি এমন আচরণই করে থাকি। ৩৫.

তাদেরকে যখন বলা হত, ‘আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই’, তখন নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কার করত। ৩৬. আর বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের মাবুদদের ছেড়ে দেব?’ ৩৭. বরং সে সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সে রসুলদেরকে সত্য বলে ঘোষণা দিয়েছিল। ৩৮. অবশ্যই তোমরা যজ্ঞাদায়ক আযাব ভোগ করবে। ৩৯. আর তোমরা যে আমাল করতে শুধু তারই প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। ৪০. অবশ্য আল্লাহর মনোনীত বান্দারা ছাড়া; ৪১. তাদের জন্য থাকবে নির্ধারিত রিয়িক, ৪২. ফলমূল; আর তারা হবে সম্মানিত, ৪৩. নি‘আমাত-ভরা জাম্মাতে, ৪৪. মুখোমুখি পালঙ্কে। ৪৫. তাদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিত্ত্ব গুরা পাত্র, ৪৬. সাদা, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ৪৭. তাতে থাকবে না ক্ষতিকর কিছু এবং তারা এগুলো দ্বারা মাতালও হবে না। ৪৮. তাদের কাছে থাকবে আনত-নয়না, ডাগরচোখা। ৪৯. তারা যেন আচ্ছাদিত ডিম। ৫০. অতঃপর তারা মুখোমুখি হয়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করবে। ৫১. তাদের একজন বলবে, ‘(পৃথিবীতে) আমার এক সঙ্গী ছিল’, ৫২. সে বলত, ‘তুমি কি সে লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা বিশ্বাস করে’। ৫৩. ‘আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?’ ৫৪. আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা কি উঁকি দিয়ে দেখবে?’ ৫৫. অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে (পৃথিবীর সঙ্গীকে) দেখবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। ৫৬. সে বলবে, ‘আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে’। ৫৭. ‘আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিও তো (জাহান্নামে) হাযিরকৃতদের একজন হতাম’। ৫৮. (জাহান্নাবাসী ব্যক্তি বলবে) ‘তাহলে আমরা কি আর মরব না?’ ৫৯. ‘আমাদের প্রথম মৃত্যু

ছাড়া, আর আমরা কি আযাবপ্রাপ্ত হব না?’ ৬০. ‘নিশ্চয়ই এটি মহাসাফল্য!’ ৬১. এরূপ সাফল্যের জন্যই ‘আমালকারীদের আমাল করা উচিত। ৬২. আপ্যায়নের জন্য এগুলো উত্তম না যাক্কুম বৃক্ষ? ৬৩. নিশ্চয়ই আমি তাকে যলিমদের জন্য করে দিয়েছি পরীক্ষা। ৬৪. নিশ্চয়ই এ গাছটি জাহান্নামের তলদেশ থেকে বের হয়। ৬৫. এর ফল যেন শায়তনের মাথা; ৬৬. নিশ্চয়ই তারা তা থেকে খাবে এবং তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। ৬৭. তদুপরি তাদের জন্য থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ। ৬৮. তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন হবে জাহান্নামের আগুনে। ৬৯. নিশ্চয়ই এরা নিজদের পিতৃপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিল; ৭০. ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্রুত ছুটেছে। ৭১. আর নিশ্চয়ই এদের পূর্বে প্রাথমিক যুগের মানুষের বেশীরভাগই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। ৭২. আর অবশ্যই তাদের কাছে আমি সতর্ককারীদেরকে পাঠিয়েছিলাম; ৭৩. সুতরাং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণতি কী হয়েছিল! ৭৪. অবশ্য আল্লাহর মনোনীত বান্দারা ছাড়া। ৭৫. আর নিশ্চয়ই নূহ আমাকে ডেকেছিল, আর আমি কতইনা উত্তম সাড়াদানকারী! ৭৬. আর তাকে ও তার পরিজনকে আমি মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। ৭৭. আর তার বংশধরদেরকেই আমি অবশিষ্ট রেখেছিলাম, ৭৮. আর পরবর্তীদের মধ্যে তার জন্য (সুখ্যাতি) রেখে দিয়েছিলাম। ৭৯. শান্তি বর্ষিত হোক নূহের উপর সকল সৃষ্টির মধ্যে। ৮০. নিশ্চয়ই এভাবে আমি সংকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি। ৮১. নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের একজন। ৮২. তারপর আমি অন্যদের ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। ৮৩. আর নিশ্চয়ই ইবরহীম তার দ্বীনের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত। ৮৪. যখন সে বিত্ত্বচিহ্নে তার রবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। ৮৫. যখন সে

তার পিতা ও তার কণ্ঠকে বলেছিল, 'তোমরা কিসের ইবাদত কর'? ৮৬. 'তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মিথ্যা মাবুদগুলোকে চাও'? ৮৭. 'তাহলে সকল সৃষ্টির রব সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী'? ৮৮. অতঃপর সে তারকারাজির মধ্যে একবার দৃষ্টি দিল। ৮৯. তারপর বলল, 'আমি তো অসুস্থ'। ৯০. অতঃপর তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তার কাছে থেকে চলে গেল। ৯১. তারপর চুপে চুপে সে তাদের দেবতাদের কাছে গেল এবং বলল, 'তোমরা কি খাবে না'? ৯২. 'তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা কথা বলছ না'? ৯৩. অতঃপর সে তাদের উপর সজোরে আঘাত হানল। ৯৪. তখন লোকেরা তার দিকে ছুটে আসল। ৯৫. সে বলল, 'তোমরা নিজেরা খোদাই করে যেগুলো বানাও, তোমরা কি সেগুলোর ইবাদত কর', ৯৬. 'অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন'? ৯৭. তারা বলল, 'তার জন্য একটি স্থাপনা তৈরী কর, তারপর তাকে জুলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর'। ৯৮. আর তারা তার ব্যাপারে একটা ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাভূত করে দিলাম। ৯৯. আর সে বলল, 'আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি, তিনি অবশ্যই আমাকে হিদায়াত করবেন। ১০০. 'হে আমার রব, আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন'। ১০১. অতঃপর তাকে আমি পরম ধৈর্যশীল একজন পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম। ১০২. অতঃপর যখন সে তার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছল, তখন সে বলল, 'হে প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবেহ করছি, অতএব দেখ তোমার কী অভিমত'; সে বলল, 'হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, আপনি তাই করুন। আমাকে ইনশাআল্লাহ আপনি অবশ্যই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন'। ১০৩. অতঃপর তারা উভয়ে যখন

আত্মসমর্পণ করল এবং সে তাকে কাত করে গুইয়ে দিল ১০৪. তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইবরহীম, ১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি'। ১০৬. 'নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। ১০৭. আর আমি এক মহান যবেহের বিনিময়ে তাকে মুক্ত করলাম। ১০৮. আর তার জন্য আমি পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ১০৯. ইবরহীমের প্রতি সালাম। ১১০. এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১১১. নিশ্চয়ই সে আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ১১২. আর আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়েছিলাম, সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একজন নাবী হিসেবে, ১১৩. আর আমি তাকে ও ইসহাককে বারকাত দান করেছিলাম, আর তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সৎকর্মশীল এবং কেউ নিজের প্রতি স্পষ্ট যলিম। ১১৪. আর আমি নিশ্চয়ই হারুন ও মূসার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, ১১৫. আর আমি তাদেরকে ও তাদের কওমকে মহাসংকট থেকে নাজাত দিয়েছিলাম। ১১৬. আর আমি তাদেরকে সাহায্য করেছিলাম, ফলে তারা ই ছিল বিজয়ী। ১১৭. আর আমি উভয়কে সুস্পষ্ট কিতাব দান করেছিলাম। ১১৮. আর আমি দু'জনকেই সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। ১১৯. আর আমি তাদের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ১২০. মূসা ও হারুনের প্রতি সালাম। ১২১. আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১২২. নিশ্চয়ই তারা দু'জনই ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ১২৩. আর ইলইয়াসও ছিল রসূলদের একজন। ১২৪. যখন সে তার কওমকে বলেছিল 'তোমরা কি (আগ্নাহকে) ভয় করবে না'? ১২৫. তোমরা কি 'বা'আল' (দেব-মূর্তি) কে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে সর্বোত্তম

সৃষ্টিকর্তা- ১২৬. আল্লাহকে, যিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব? ১২৭. কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদেরকে অবশ্যই (আযাবের জন্য) উপস্থিত করা হবে। ১২৮. আল্লাহর (আনুগত্যের জন্য) মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া। ১২৯. আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে সুনাম সুখ্যাতি রেখে দিয়েছি। ১৩০. ইলইয়াসের প্রতি সালাম। ১৩১. নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি। ১৩২. নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ১৩৩. আর নিশ্চয়ই লুতও ছিল রসূলদেরই একজন। ১৩৪. যখন আমি তাকে ও তার পরিবার পরিজন সকলকে নাজাত দিয়েছিলাম- ১৩৫. পিছনে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত এক বৃদ্ধা ছাড়া। ১৩৬. অতঃপর আমি অবশিষ্টদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। ১৩৭. আর তোমরা নিশ্চয়ই তাদের (ধ্বংসাবশেষের) উপর দিয়ে অতিক্রম করে থাক সকালে- ১৩৮. ও রাতে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? ১৩৯. আর নিশ্চয়ই ইউনুসও ছিল রসূলদের একজন। ১৪০. যখন সে একটি বোঝাই নৌযানের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল। ১৪১. অতঃপর সে লটারীতে অংশগ্রহণ করল এবং তাতে সে হেরে গেল। ১৪২. তারপর বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। আর সে (নিজেকে) ধিক্কার দিচ্ছিল। ১৪৩. আর সে যদি (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত, ১৪৪. তাহলে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত তার পেটেই থেকে যেত। ১৪৫. অতঃপর আমি তাকে তৃণলতাহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করলাম এবং সে ছিল অসুস্থ। ১৪৬. আর আমি একটি ইয়াকতীন গাছ তার উপর উদগত করলাম। ১৪৭. এবং তাকে আমি এক লক্ষ বা তার চেয়েও বেশী লোকের কাছে পাঠালাম। ১৪৮. অতঃপর তারা ঈমান আনল, ফলে আমি তাদেরকে

কিছুকাল পর্যন্ত উপভোগ করতে দিলাম। ১৪৯. অতএব তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোমার রবের জন্য কি কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান?' ১৫০. অথবা আমি কি মালাইকাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল? ১৫১. জেনে রাখ, তারা অবশ্যই তাদের মনগড়া কথা বলে যে, ১৫২. 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন আর তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানদের উপর কন্যা সন্তানদের বেছে নিয়েছেন? ১৫৪. তোমাদের কী হল? তোমরা কেমন ফয়সালা করছ! ১৫৫. তাহলে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ১৫৬. নাকি তোমাদের কোন সুস্পষ্ট দলীল- প্রমাণ আছে? ১৫৭. অতএব তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব নিয়ে আস। ১৫৮. আর তারা আল্লাহ ও জীন জাতির মধ্যে একটা বংশসম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে, অথচ জীন জাতি জানে যে, নিশ্চয়ই তাদেরকেও উপস্থিত করা হবে। ১৫৯. আল্লাহ সে সব থেকে অতিপবিত্র ও মহান, যা তারা আরোপ করে, ১৬০. তবে আল্লাহর (আনুগত্যের জন্য) নির্বাচিত বান্দাগণ ছাড়া। ১৬১. নিশ্চয়ই তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর তারা- ১৬২. তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে (মুমিনদের) কাউকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। ১৬৩. জুলন্ত আগুনে প্রবেশকারী ছাড়া। ১৬৪. আমাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা নির্ধারিতস্থান রয়েছে। ১৬৫. আর অবশ্যই আমরা সারিবদ্ধ। ১৬৬. আর আমরা অবশ্যই তাসবীহ পাঠকারী। ১৬৭. আর তারা (মক্কাবাসীরা) বলত, ১৬৮. 'যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের মত কোন উপদেশ (কিতাব) থাকত, ১৬৯. তাহলে অবশ্যই আমরা আল্লাহর মনোনীত বান্দা হতাম'। ১৭০. অতঃপর তারা তা অস্বীকার করল অতএব শীঘ্রই তারা জানতে পারবে (এর পরিণাম)। ১৭১. আর নিশ্চয়ই

আমার প্রেরিত বান্দাদের জন্য আমার কথা পূর্ব নির্ধারিত হয়েছে যে, ১৭২. ‘অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে’। ১৭৩. আর নিশ্চয়ই আমার বাহিনীই বিজয়ী হবে। ১৭৪. অতএব কিছু কাল পর্যন্ত তুমি তাদের থেকে ফিরে থাক। ১৭৫. আর তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, অচিরেই তারা দেখবে (এর পরিণাম)। ১৭৬. তারা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? ১৭৭. আর যখন তা তাদের আঙিনায় নেমে আসবে তখন সতর্ককৃতদের সকাল কতই না মন্দ হবে! ১৭৮. আরো কিছু কাল পর্যন্ত তুমি তাদের থেকে ফিরে থাক। ১৭৯. আর তাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, অচিরেই তারা দেখবে (এর পরিণাম)। ১৮০. তারা যা ব্যক্ত করে তোমার রব তা থেকে পবিত্র মহান, সম্মানের মালিক। ১৮১. আর রসূলদের প্রতি সালাম। ১৮২. আর সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য।

৩৮. সূরহুঃ সদ, আয়াতঃ ৮৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সদ; কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের। ২. বস্তুত কাফিররা আত্মসন্ত্রস্ত ও বিরোধিতায় রয়েছে। ৩. তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি; তখন তারা আত্মচিন্তা করেছিল, কিন্তু তখন পলায়নের কোন সময় ছিল না। ৪. আর তারা বিশ্বাসিত হল যে, তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে এবং কাফিররা বলে, ‘এ তো যাদুকার, মিথ্যাবাদী’। ৫. ‘সে কি সকল মানুষকে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? নিশ্চয়ই এ তো এক আশ্চর্য বিষয়’! ৬. আর তাদের প্রধানরা চলে গেল একথা বলে যে, ‘যাও এবং তোমাদের মানুষগুলোর উপর অবিচল থাক। নিশ্চয়ই এ বিষয়টি উদ্দেশ্য প্রণোদিত’। ৭. আমরা তো

সর্বশেষ ধর্মে এমন কথা শুনি। এটা তো বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছু নয়। ৮. ‘আমাদের মধ্য থেকে তার উপরই কি কুরআন নাযিল করা হল’? বরং তারা আমার কুরআনের ব্যাপারে সন্দেহে রয়েছে। বরং তারা এখনও আমার আযাব ভোগ করেনি। ৯. তাদের কাছে কি তোমার রবের রহমাতের ভাণ্ডার রয়েছে যিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম দাতা। ১০. অথবা আসমান ও যমীন এবং এ দু’য়ের মধ্যে যা আছে তার মালিকানা কি তাদের? তাহলে তারা আরোহণ করুক (আসমানে উঠার) কোন উপায় অবলম্বন করে। ১১. এ বাহিনী তো সেখানে পরাজিত হবে (পূর্ববর্তী) দলসমূহের মত। ১২. তাদের পূর্বেও অস্বীকার করেছিল নূহের কওম, আদ ও বহু অট্টালিকার অধিপতি ফির‘আউন, ১৩. সামূদ, কওমে লূত ও আইকার অধিবাসীরা। এরাই ছিল (নাবীদের বিরুদ্ধাচরণকারী) দলসমূহ। ১৪. প্রত্যেকেই তো রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল। ফলে আমার আযাব অবধারিত হয়েছিল। ১৫. আর এরা তো কেবল একটি বিকট আওয়াজের অপেক্ষা করছে যাতে কোন বিরাম থাকবে না। ১৬. আর তারা বলে, হে ‘আমাদের রব, হিসাব দিবসের আগেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন’। ১৭. তারা যা বলে সে ব্যাপারে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ কর; সে ছিল অধিক আল্লাহ অভিযুক্ত। ১৮. আমি পর্বতমালাকে অনুগত করেছিলাম, তার সাথে এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় আমার তাসবীহ পাঠ করত। ১৯. আর একত্র পাখীদেরকেও (অনুগত করেছিলাম); প্রত্যেকেই ছিল অধিক আল্লাহ অভিযুক্ত। ২০. আর আমি তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দিয়েছিলাম। ২১. তোমার কাছে কি বিবদমান লোকদের সংবাদ এসেছে?

যখন তারা প্রাচীর ডিঙিয়ে মিহরাবে আসল। ২২. যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল, তখন সে তাদের ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল 'আপনি ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দু'পক্ষ। আমাদের একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সরল পথের নির্দেশনা দিন'। ২৩. 'নিশ্চয়ই এ আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি ভেড়ী আছে, আর আমার আছে মাত্র একটা ভেড়ী। তবুও সে বলে, 'এ ভেড়ীটিও আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দাও', আর তর্কে সে আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে'। ২৪. দাউদ বলল, 'তোমার ভেড়ীকে তার ভেড়ীর পালের সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুল্ম করেছে। আর শরীকদের অনেকেই একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করে থাকে। তবে কেবল তারাই এরূপ করে না যারা ঈমান আনে এবং নেক আমাল করে'। আর এরা সংখ্যায় খুবই কম। আর দাউদ জানতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তারপর সে তার রবের কাছে ক্ষমা চাইল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর অভিমুখী হল।^{সাজদা} ২৫. তখন আমি তাকে তা ক্ষমা করে দিলাম। আর অবশ্যই আমার কাছে তার জন্য রয়েছে নৈকট্য ও উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থল। ২৬. হে দাউদ, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল। ২৭. আর আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা,

সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। ২৮. যারা ঈমান আনে ও নেক আমাল করে আমি কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব? ২৯. আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বারকাতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে। ৩০. আর আমি দাউদকে দান করলাম সুলাইমান। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিঃসন্দেহে সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। ৩১. যখন তার সামনে সন্ধ্যাবেলায় পেশ করা হল দ্রুতগামী উৎকৃষ্ট ঘোড়াসমূহ। ৩২. তখন সে বলল, 'আমি তো আমার রবের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্যের টানে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে। ৩৩. এগুলো আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে এগুলোকে পা ও গলদেশ দিয়ে যবেহ করা শুরু করল। ৩৪. আর আমি তো সুলাইমানকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তার সিংহাসনের উপর রেখেছিলাম একটি দেহ, অতঃপর সে আমার অভিমুখী হল। ৩৫. সুলাইমান বলল, 'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন যা আমার পর আর কারও জন্যই প্রযোজ্য হবে না। নিশ্চয়ই আপনি বড়ই দানশীল। ৩৬. ফলে আমি বায়ুকে তার অনুগত করে দিলাম যা তার আদেশে মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হত, যেখানে সে পৌঁছতে চাইত। ৩৭. আর (অনুগত করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী শায়তন (জীন) সমূহকেও ৩৮. আর শেকলে আবদ্ধ আরও অনেককে। ৩৯. এটি আমার অনুগ্রহ। অতএব তুমি এটি অন্যের জন্য খরচ কর অথবা নিজের জন্য রেখে দাও, এর কোন হিসাব দিতে হবে না। ৪০. আর আমার নিকট

রয়েছে তার জন্য নৈকট্য ও শুভ পরিণাম। ৪১. আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, ‘শায়তন তো আমাকে কষ্ট ও আযাবের ছোঁয়া দিয়েছে’। ৪২. (আমি বললাম), ‘তুমি তোমার পা দিয়ে (ভূমিতে) আঘাত কর, এ হচ্ছে গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়’। ৪৩. আর আমার পক্ষ থেকে রহমাত স্বরূপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ স্বরূপ আমি তাকে দান করলাম তার পরিবার-পরিজন ও তাদের সাথে তাদের অনুরূপ অনেককে। ৪৪. আর তুমি তোমার হাতে এক মুঠো তুণলতা নাও এবং তা দিয়ে আঘাত কর। আর কসম ভংগ করো না। নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্য্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল আমার অভিযুক্তী। ৪৫. আর স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহীম, ইসহাক ও ইয়া‘কুবকে। তারা ছিল শক্তিমান ও সূক্ষ্মদর্শী। ৪৬. নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে বিশেষ করে পরকালের স্মরণের জন্য নির্বাচিত করেছিলাম। ৪৭. আর নিশ্চয়ই তারা ছিল আমার মনোনীত, সর্বোত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৮. আরো স্মরণ কর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা‘আ ও যুল-কিফলের কথা। এরা প্রত্যেকেই ছিল সর্বোত্তমদের অন্তর্ভুক্ত। ৪৯. এটি এক স্মরণ, আর মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে উত্তম নিবাস- ৫০. চিরস্থায়ী জাহ্নাম, যার দরজাসমূহ থাকবে তাদের জন্য উন্মুক্ত। ৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে আসীন থাকবে, সেখানে তারা বহু ফলমূল ও পানীয় চাইবে। ৫২. আর তাদের নিকটে থাকবে আনত-নয়না সমবয়সীরা। ৫৩. হিসাব দিবস সম্পর্কে তোমাদেরকে এ ওয়াদাই দেয়া হয়েছিল। ৫৪. নিশ্চয়ই এটি আমার দেয়া রিয়িক, যা নিঃশেষ হবার নয়। ৫৫. এমনই, আর নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্টতম নিবাস। ৫৬. জাহান্নাম, তারা

সেখানে অগ্নিদগ্ধ হবে। কতই না নিকৃষ্ট সে নিবাস! ৫৭. এমনই, সুতরাং তারা এটি ভোগ করুক, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। ৫৮. আরও রয়েছে এ জাতীয় বহুরকম আযাব। ৫৯. এই তো এক দল তোমাদের সাথেই প্রবেশ করছে, তাদের জন্য নেই কোন অভিনন্দন। নিশ্চয়ই তারা আগুনে জ্বলবে। ৬০. অনুসারীরা বলবে, ‘বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও তো নেই কোন অভিনন্দন। তোমরাই আমাদের জন্য এ বিপদ এনেছ। অতএব কতই না নিকৃষ্ট এ আবাসস্থল’! ৬১. তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, যে আমাদের জন্য এ বিপদ এনেছে, জাহান্নামে তুমি তার আযাবকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দাও’। ৬২. তারা আরো বলবে, ‘আমাদের কী হল যে, আমরা যাদের মন্দ গণ্য করতাম সে সকল লোককে এখানে দেখছি না’। ৬৩. ‘তবে কি আমরা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম, নাকি তাদের ব্যাপারে (আমাদের) দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে?’ ৬৪. নিশ্চয়ই এটি সুনিশ্চিত সত্য- জাহান্নামীদের এই পারস্পরিক বাকবিতণ্ডা। ৬৫. বল, ‘আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আল্লাহ ছাড়া আর কোন (সত্য) ইলাহ নেই। যিনি এক, প্রবল প্রতাপশালী’। ৬৬. আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যস্থিত যা কিছু রয়েছে সব কিছুর রব তিনি। তিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাশক্তিমান। ৬৭. বল, ‘এটি এক মহাসংবাদ’। ৬৮. ‘তোমরা তা থেকে বিমুখ হয়ে আছ’। ৬৯. ‘উর্ধ্বলোক সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না যখন তারা বাদানুবাদ করছিল’। ৭০. আমার কাছে তো এ ওয়াহীই আসে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র’। ৭১. স্মরণ কর, যখন তোমার রব মালাইকাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব’। ৭২. ‘যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার উদ্দেশ্যে

সিজদাবনত হয়ে যাও'। ৭৩. ফলে মালাইকাগণ সকলেই সিজদাবনত হল। ৭৪. ইবলীস ছাড়া, সে অহঙ্কার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। ৭৫. আল্লাহ বললেন, 'হে ইবলীস, আমার দু'হাতে আমি যাকে সৃষ্টি করেছি তার প্রতি সিজদাবনত হতে কিসে তোমাকে বাধা দিল? তুমি কি অহঙ্কার করলে, না তুমি অধিকতর উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন?' ৭৬. সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে'। ৭৭. তিনি বললেন, 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কেননা নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত। ৭৮. আর নিশ্চয়ই বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি আমার লা'নত বলবৎ থাকবে। ৭৯. সে বলল, 'হে আমার রব, আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ থাকবে। ৮০. তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে- ৮১. 'নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত'। ৮২. সে বলল, 'আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব'। ৮৩. তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া। ৮৪. আল্লাহ বললেন, 'এটি সত্য আর সত্য-ই আমি বলি' ৮৫. 'তোমাকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করত তাদের দিয়ে নিশ্চয়ই আমি জাহান্নাম পূর্ণ করব'। ৮৬. বল, 'এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই। ৮৭. সৃষ্টিকুলের জন্য এ তো উপদেশ ছাড়া আর কিছু নয়। ৮৮. আর অল্পকাল পরে তুমি অবশ্যই এর সংবাদ জানবে।

৩৯. সূরহু: আন-নূর, আয়াত: ৭৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এই কিতাব অবতীর্ণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে যথাযথভাবে এই কিতাব নাযিল করেছি; অতএব আল্লাহর 'ইবাদাত কর তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। ৩. জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিপুল ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে'। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না। ৪. আল্লাহ যদি সন্তান গ্রহণ করতে চাইতেন, তাহলে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন; কিন্তু তিনি পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, তিনি এক, প্রবল পরাক্রান্ত। ৫. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর জড়িয়ে দিয়েছেন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন করেছেন সূর্য ও চাঁদকে। প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলছে। জেনে রাখ, তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমশীল। ৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক নাফস থেকে, তারপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে তোমাদের জন্য দিয়েছেন আট জোড়া; তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন তোমাদের মাতৃগর্ভে: এক সৃষ্টির পর আরেক সৃষ্টি, ত্রিবিধ অঙ্ককারে; তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব; রাজত্ব তাঁরই; তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারপরও তোমাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? ৭. তোমরা

যদি কুফরী কর তবে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের থেকে অমুখাপেক্ষী; আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না এবং তোমরা যদি শোকর কর তবে তোমাদের জন্য তিনি তা পছন্দ করেন; আর কোন বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করে না। তারপর তোমাদের রবের দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। তখন তোমরা যে আমল করতে তিনি তা তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই অন্তরে যা আছে তা তিনি সম্যক অবগত। ৮. আর যখন মানুষকে স্পর্শ করে দুঃখ-দুর্দশা, তখন সে একাগ্রচিত্তে তার রবকে ডাকে, তারপর তিনি যখন তাকে নিজের পক্ষ থেকে নিঃআমাত দান করেন তখন সে ভুলে যায় ইতঃপূর্বে কি কারণে তাঁর কাছে দোয়া করেছিল, আর আল্লাহর সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। বল, তোমার কুফরী উপভোগ কর ক্ষণকাল; নিশ্চয়ই তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত। ৯. যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমাত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। ১০. বল, হে আমার মুমিন বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। আর আল্লাহর যমীন প্রশস্ত, কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেয়া হবে কোন হিসাব ছাড়াই। ১১. বল, নিশ্চয়ই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আল্লাহর ইবাদাত করি তাঁর-ই জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে। ১২. আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি প্রথম মুসলিম হই। ১৩. বল, আমি যদি আমার রবের অবাধ্য হই তবে

আমি এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কা করি। ১৪. বল, আমি আল্লাহর-ই ইবাদাত করি, তাঁরই জন্য আমার আনুগত্য একনিষ্ঠ করে। ১৫. অতএব তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যা কিছু ইচ্ছা তোমরা ইবাদাত কর। বল, নিশ্চয়ই তারা ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিয়ামাত দিবসে নিজদেরকে ও তাদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত পাবে। জেনে রেখ, এটাই স্পষ্ট ক্ষতি। ১৬. তাদের জন্য তাদের উপরের দিকে থাকবে আগুনের আচ্ছাদন আর তাদের নিচের দিকেও থাকবে (আগুনের) আচ্ছাদন; এদ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান। হে আমার বান্দারা, তোমরা আমাকেই ভয় কর। ১৭. আর যারা তৃণূতের ইবাদত পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও। ১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর তার মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান। ১৯. যার ব্যাপারে আযাবের হুকুম সাব্যস্ত হয়েছে, তুমি কি তাকে উদ্ধার করতে পারবে, যে আছে জাহান্নামে? ২০. কিন্তু যারা নিজদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে কক্ষসমূহ যার উপর নির্মিত আছে আরো কক্ষ। তার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না। ২১. তুমি কি দেখ না, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর যমীনে তা প্রস্রবণ হিসেবে প্রবাহিত করেন তারপর তা দিয়ে নানা বর্ণের ফসল উৎপন্ন করেন, তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তোমরা তা দেখতে পাও হলুদ বর্ণের তারপর তিনি তা খড়-খুটায় পরিণত করেন। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। ২২. আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন ফলে সে তার রবের পক্ষ থেকে নূরের উপর রয়েছে,

(সে কি তার সমান, যে এরূপ নয়?) অতএব ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে আল্লাহর স্মরণ থেকে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে নিপতিত। ২৩. আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী, সাদৃশ্যপূর্ণ একটি কিতাব (আল কুরআন), যা বারবার আবৃত্তি করা হয়। যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের গা এতে শিহরিত হয়, তারপর তাদের দেহ ও মন আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর হিদায়াত, তিনি যাকে চান তাকে এর দ্বারা হিদায়াত করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। ২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন আযাব ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত যে শাস্তি থেকে নিরাপদ?) আর যলিমদেরকে বলা হবে, 'তোমরা যা অর্জন করতে, তার স্বাদ ভোগ কর। ২৫. তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদের প্রতি এমন ভাবে আযাব এসেছিল যে, তারা অনুভব করতে পারেনি। ২৬. ফলে তাদেরকে আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন, আর আখিরতের আযাব নিশ্চয়ই আরো বড়, যদি তারা জানত। ২৭. আর নিশ্চয়ই আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। ২৮. বক্রতামুক্ত আরবী কুরআন। যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে। ২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেনঃ এক ব্যক্তি যার মনিব অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী; এবং আরেক ব্যক্তি, যে এক মনিবের অনুগত, এ দু'জনের অবস্থা কি সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর; কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। ৩০. নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। ৩১. তারপর কিয়ামাতের দিন নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবের সামনে ঝগড়া করবে। ৩২. সুতরাং তার চেয়ে

অধিক যলিম আর কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তার কাছে সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে? জাহান্নামেই কি কাফিরদের আবাসস্থল নয়? ৩৩. আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তাই হল মুত্তাকী। ৩৪. তাদের জন্য তাদের রবের কাছে তা-ই রয়েছে যা তারা চাইবে। এটাই মুমিনদের পুরস্কার। ৩৫. যাতে তারা যেসব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ তা ঢেকে দেন এবং তারা যে সর্বোত্তম আমাল করত তার প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন। ৩৬. আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের ভয় দেখায়। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। ৩৭. আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেন, তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আল্লাহ কি মহাপরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? ৩৮. আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'। বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ- আল্লাহ আমার কোন ক্ষতি চাইলে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাক তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমাকে রহমাত করতে চাইলে তারা সেই রহমাত প্রতিরোধ করতে পারবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'। তাওয়াক্কুলকারীগণ তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে। ৩৯. বল, 'হে আমার কওম, তোমরা তোমাদের স্থলে কাজ করে যাও, নিশ্চয়ই আমিও আমার কাজ করব। অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে'। ৪০. কার উপর লাঞ্ছনাদায়ক আযাব আসবে এবং কার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হবে? ৪১. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি মানুষের জন্য; তাই যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা নিজের জন্যই করে এবং যে

পথভ্রষ্ট হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। ৪২. আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যারা মরেনি তাদের নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য তিনি মৃত্যুর ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যগুলো ফিরিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল কওমের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৪৩. তবে কি তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে সুপারিশকারী বানিয়েছে? বল, ‘তারা কোন কিছুর মালিক না হলেও এবং তারা না বুঝলেও’? ৪৪. বল, ‘সকল সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন। আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। তারপর তোমরা তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তিত হবে’। ৪৫. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, এক আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদগুলোর কথা বলা হলে তখনই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। ৪৬. বল, ‘হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, গইব ও উপস্থিত বিষয়াদির জ্ঞানী; তুমি তোমার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবে যাতে তারা মতবিরোধ করছে’। ৪৭. আর যারা যুলুম করেছে, যদি যমীনে যা আছে তা সব এবং এর সমপরিমাণও তাদের জন্য হয়; তবে কিয়ামাতের দিন কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য মুক্তিপণ স্বরূপ তারা তা দিয়ে দেবে। সেখানে আল্লাহর কাছে থেকে তাদের জন্য এমন কিছু প্রকাশিত হবে, যা তারা কখনো কল্পনাও করত না। ৪৮. আর তারা যা অর্জন করেছিল তার মন্দ ফল তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। ৪৯. অতঃপর কোন বিপদাপদ মানুষকে স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে

নি‘আমাত দিয়ে তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, ‘জ্ঞানের কারণেই কেবল আমাকে তা দেয়া হয়েছে’। বরং এটা এক পরীক্ষা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ৫০. অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীরা এটা বলেছিল। কিন্তু তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসেনি। ৫১. সুতরাং তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছিল। এদের মধ্যেও যারা যুলুম করে তাদের উপরেও তাদের অর্জনের সব মন্দফল শীঘ্রই আপতিত হবে। আর তারা অক্ষম করতে পারবে না। ৫২. তারা কি জানে না, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর সঙ্কুচিত করে দেন? নিশ্চয়ই এতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৫৩. বল, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমাত থেকে নিরাশ হয়ে না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। ৫৪. আর তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই তার কাছে আত্মসমর্পণ কর। তার (আযাব আসার) পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ৫৫. আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বে। অথচ তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না। ৫৬. যাতে কাউকেও বলতে না হয়, ‘হায় আফসোস! আল্লাহর হুক আদায়ে আমি যে শৈথিল্য করেছিলাম তার জন্য। আর আমি কেবল ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম’। ৫৭. অথবা যাতে কাউকে একথাও বলতে না হয়, ‘আল্লাহ যদি আমাকে হিদায়াত দিতেন তাহলে অবশ্যই আমি মুস্বাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’। ৫৮. অথবা আযাব প্রত্যক্ষ করার সময় যাতে কাউকে একথাও বলতে না

হয়, ‘যদি একবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমার হত, তাহলে আমি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম’। ৫৯. হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। ৬০. আর যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে কিয়ামাতের দিন তুমি তাদের চেহারাগুলো কালো দেখতে পাবে। অহঙ্কারীদের বাসস্থান জাহান্নামের মধ্যে নয় কি? ৬১. আর আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে তাদের সাফল্যসহ নাজাত দেবেন। কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর তারা চিন্তিতও হবে না। ৬২. আল্লাহ সব কিছুই স্রষ্টা এবং তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। ৬৩. আসমানসমূহ ও যমীনের চাবিসমূহ তাঁরই কাছে। আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে তাঁরাই ক্ষতিগ্রস্ত। ৬৪. বল, ‘হে অজ্ঞরা, তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাত করার আদেশ করছ’? ৬৫. আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওয়াহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শিরক করলে তোমার আমাল নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৬৬. বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। ৬৭. আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামাতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের উর্ধ্বে। ৬৮. আর শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে। ফলে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আসমানসমূহে যারা আছে এবং পৃথিবীতে যারা আছে সকলেই বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুক দেয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। ৬৯. আর যমীন

তার রবের নূরে আলোকিত হবে, আমালনামা উপস্থিত করা হবে এবং নাবী ও স্বাক্ষীগণকে আনা হবে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। এমতাবস্থায় যে, তাদের প্রতি যুল্ম করা হবে না। ৭০. আর প্রত্যেককে তার আমলের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা করে সে সম্পর্কে তিনিই সর্বাধিক পরিজ্ঞাত। ৭১. আর কাফিরদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে এসে পৌঁছবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি রসূলগণ আসেনি, যারা তোমাদের কাছে তোমাদের রবের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করত এবং এ দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত’? তারা বলবে, ‘অবশ্যই এসেছিল’; কিন্তু কাফিরদের উপর আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল। ৭২. বলা হবে, ‘তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, তাতেই স্থায়ীভাবে থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট’! ৭৩. আর যারা তাদের রবকে ভয় করেছে তাদেরকে দলে দলে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে তারা যখন সেখানে এসে পৌঁছবে এবং এর দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, ‘তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা ভাল ছিলে। অতএব স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এখানে প্রবেশ কর’। ৭৪. আর তারা বলবে, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের প্রতি তার ওয়াদাকে সত্য করেছেন। আর আমাদেরকে যমীনের অধিকারী করেছেন। আমরা জাহান্নামে যেখানে ইচ্ছা বসবাসের জায়গা করে নেব। অতএব (নেক) আমালকারীদের প্রতিফল কতইনা উত্তম’! ৭৫. আর তুমি মালিকাদেরকে আরশের চারপাশ ঘিরে

তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করতে দেখতে পাবে। আর তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার করে দেয়া হবে এবং বলা হবে ‘সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর জন্য’।

৪০. সূরহঃ আল-মুমিন/গফির, আয়াতঃ ৮৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কিতাব নাযিলকৃত। ৩. তিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর আযাবদাতা, অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন। ৪. কাফিররাই কেবল আল্লাহর আয়াতসমূহ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। ৫. এদের পূর্বে নূহের কওম এবং তাদের পরে অনেক দলও অস্বীকার করেছিল। প্রত্যেক উম্মাতই স্ব স্ব রসূলকে পাকড়াও করার সংকল্প করেছিল এবং সত্যকে বিদূরীত করার উদ্দেশ্যে তারা অসার বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব! ৬. আর এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে তোমার রবের বাণী সত্যে পরিণত হল যে, নিশ্চয়ই এরা জাহান্নামী। ৭. যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখে। আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে যে, ‘হে আমাদের রব, আপনি রহমাত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। অতএব যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি

তাদেরকে রক্ষা করুন’। ৮. ‘হে আমাদের রব, আর আপনি তাদেরকে হায়ী জাহান্নাতে প্রবেশ করান, যার ওয়াদা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন। আর তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সংকর্ম সম্পাদন করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়’। ৯. ‘আর আপনি তাদের অপরাধের আযাব হতে রক্ষা করুন এবং সেদিন আপনি যাকে অপরাধের আযাব থেকে রক্ষা করবেন, অবশ্যই তাকে অনুগ্রহ করবেন। আর এটিই মহাসাফল্য’। ১০. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে বলা হবে; ‘তোমাদের নিজদের প্রতি তোমাদের (আজকের) এ অসন্তোষ অপেক্ষা অবশ্যই আল্লাহর অসন্তোষ অধিকতর ছিল, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল তারপর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে’। ১১. তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দু’বার মৃত্যু দিয়েছেন এবং দু’বার জীবন দিয়েছেন। অতঃপর আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব (জাহান্নাম থেকে) বের হবার কোন পথ আছে কি?’ ১২. (তাদেরকে বলা হবে) ‘এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করত। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর’। ১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিয়িক পাঠান। আর যে আল্লাহ অভিযুক্তী সেই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। ১৪. সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তাঁর উদ্দেশ্যে ধীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত করে। যদিও কাফিররা অপছন্দ করে। ১৫. আল্লাহ সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যার প্রতি ইচ্ছা

আপন নির্দেশে তিনি ওয়াহী পাঠান, যেন সে মহামিলন সম্পর্কে সতর্ক করেন। ১৬. যে দিন লোকেরা প্রকাশ হয়ে পড়বে। সে দিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। ‘আজ রাজত্ব কার’? প্রবল প্রতাপশালী এক আল্লাহর। ১৭. আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অর্জন অনুসারে প্রতিদান দেয়া হবে। আজ কোন যুল্ম নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী। ১৮. আর তুমি তাদের আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও। যখন তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে দুঃখ, কষ্ট সংবরণ অবস্থায়। যলিমদের জন্য নেই কোন অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোন সুপারিশকারী যাকে গ্রাহ্য করা হবে। ১৯. চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন। ২০. আর আল্লাহ সঠিকভাবে ফয়সালা করেন এবং তাঁকে বাদ দিয়ে তারা যাদের ডাকে তারা কোন কিছুই ফয়সালা করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ২১. এরা কি যমীনে বিচরণ করে না? তাহলে দেখত, তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? তারা এদের তুলনায় যমীনে শক্তিমত্তা ও প্রভাব বিস্তারে প্রবলতর ছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের পাকড়াও করলেন তাদের পাপাচারের কারণে। আর তাদের জন্য ছিল না আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন রক্ষাকারী। ২২. এটি এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসত, কিন্তু তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করত। ফলে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিমান, আযাবদানে কঠোর। ২৩. আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রেরণ করেছিলাম। ২৪. ফির‘আউন, হামান ও কারুনের প্রতি। অতঃপর তারা বলল, ‘সে এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী’। ২৫. অতঃপর যখন মূসা আমার কাছ থেকে

সত্য নিয়ে তাদের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, তখন তারা বলল, ‘যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তোমরা তাদের ছেলে-সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের মেয়ে-সন্তানদেরকে জীবিত রাখ’। আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হবে। ২৬. আর ফির‘আউন বলল, ‘আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের ধীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমীনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে। ২৭. মূসা বলল, ‘আমি আমার রব ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক অহঙ্কারী থেকে, যে বিচার দিনের প্রতি ঈমান রাখে না’। ২৮. ‘আর ফির‘আউন বংশের এক মুমিন ব্যক্তি যে তার ঈমান গোপন রাখছিল সে বলল, ‘তোমরা কি একটি লোককে কেবল এ কারণে হত্যা করবে যে সে বলে, ‘আমার রব আল্লাহ’ অথচ সে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে? সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার উপরই বর্তাবে তার মিথ্যা; আর সে যদি সত্যবাদী হয় তবে যে বিষয়ে সে তোমাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছে তার কিছু তোমাদের উপর আপত্তি হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না, যে সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী’। ২৯. ‘হে আমার কওম, আজ তোমাদের রাজত্ব; যমীনে তোমরাই কর্তৃত্বশীল; কিন্তু আল্লাহর আযাব আসলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?’ ফির‘আউন বলল, ‘যা আমি সঠিক মনে করি তা-ই আমি তোমাদেরকে দেখাই আর আমি তোমাদেরকে কেবল সঠিক পথই দেখাই’। ৩০. আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে আরো বলল, ‘হে আমার সম্প্রদায়, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ব্যাপারে পূর্ববর্তী দলসমূহের দিনের অনুরূপ আশঙ্কা করি’; ৩১. ‘যেমন ঘটেছিল নূহ, ‘আদ ও সামূদ-এর কওম এবং তাদের

পরবর্তীদের। আর আল্লাহ বান্দাদের উপর কোন যুলুম করতে চান না। ৩২. ‘আর হে আমার কওম, আমি তোমাদের জন্য পারস্পরিক ভয়াবহ আত্মশয় দিনের আশঙ্কা করি। ৩৩. ‘যেদিন তোমরা পিছনে পালাতে চাইবে আল্লাহর থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য কেউ থাকবে না; আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন হিদায়াতকারী নেই। ৩৪. আর অবশ্যই পূর্বে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ ইউসুফ এসেছিল, সে যা নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল তা নিয়ে তোমরা সন্দেহে স্থির ছিলে; এমনকি যখন সে মারা গেল তখন তোমরা বললে, ‘আল্লাহ তার পরে কখনো কোন রসূল পাঠাবেন না।’ যে সীমালঙ্ঘনকারী, সংশয়বাদী, আল্লাহ তাকে এভাবেই পথভ্রষ্ট করেন। ৩৫. যারা নিজদের কাছে আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়া আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। তাদের এ কাজ আল্লাহ ও মুমিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহঙ্কারী স্বৈরাচারীর অন্তরে সীল মেয়ে দেন। ৩৬. ফির‘আউন আরও বলল, ‘হে হামান, আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত বানাও যাতে আমি অবলম্বন পাই।’ ৩৭. ‘আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই, আর আমি কেবল তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।’ আর এভাবে ফির‘আউনের কাছে তার মন্দ কাজ শোভিত করে দেয়া হয়েছিল এবং তাকে বাধা দেয়া হয়েছিল সৎপথ থেকে। আর ফির‘আউনের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হয়েছিল। ৩৮. আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, ‘হে আমার কওম, তোমরা আমার আনুগত্য কর; আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব।’ ৩৯. ‘হে আমার কওম, এ দুনিয়ার জীবন কেবল ক্ষণকালের ভোগ; আর নিশ্চয়ই আখিরাতেই হল স্থায়ী আবাস।’ ৪০. ‘কেউ পাপ কাজ করলে তাকে শুধু

পাপের সমান প্রতিদান দেয়া হবে আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন হয়ে সৎকাজ করবে, তবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে অগণিত রিযিক দেয়া হবে। ৪১. ‘আর হে আমার কওম, আমার কী হল যে, আমি তোমাদেরকে মুক্তির দিকে ডাকছি আর তোমরা আমাকে ডাকছ আশুনের দিকে।’ ৪২. ‘তোমরা আমাকে ডাকছ আমি যেন আল্লাহর সাথে কুফরী করি, তাঁর সাথে শরীক করি যে ব্যাপারে আমার কোন জ্ঞান নেই; আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি মহাপরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমালীর দিকে।’ ৪৩. ‘এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ, সে দুনিয়া বা আখিরাতে কারো ডাকের যোগ্য নয়। আর আমাদের প্রত্যাবর্তন হবে আল্লাহর দিকে এবং নিশ্চয়ই সীমালঙ্ঘনকারীরা হবে আশুনের সাথী।’ ৪৪. ‘আমি তোমাদেরকে যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমার বিষয়টি আমি আল্লাহর নিকট সমর্পণ করছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সর্বদ্রষ্টা।’ ৪৫. অতঃপর তাদের ষড়যন্ত্রের অন্তিম পরিণাম থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন আর ফির‘আউনের অনুসারীদেরকে ঘিরে ফেলল কঠিন আযাব। ৪৬. আশুন, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে উপস্থিত করা হয়, আর যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে (সেদিন ঘোষণা করা হবে), ‘ফির‘আউনের অনুসারীদেরকে কঠোরতম আযাবে প্রবেশ করাও।’ ৪৭. আর জাহান্নামে তারা যখন বাদানুবাদে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা, যারা অহঙ্কার করেছিল, তাদেরকে বলবে, ‘আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আশুনের কিয়দংশ বহন করবে?’ ৪৮. অহঙ্কারীরা বলবে, ‘আমরা সবাই এতে আছি; নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করে ফেলেছেন।’

৪৯. আর যারা আগুনে থাকবে তারা আগুনের দারোয়ানদেরকে বলবে, 'তোমাদের রবকে একটু ডাকো না! তিনি যেন একটি দিন আমাদের আযাব লাঘব করে দেন'। ৫০. তারা বলবে, 'তোমাদের কাছে কি সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তোমাদের রসূলগণ আসেনি'? জাহান্নামীরা বলবে, 'হ্যাঁ অবশ্যই'। দারোয়ানরা বলবে, 'তবে তোমরাই দু'আ কর। আর কাফিরদের দু'আ কেবল নিষ্ফলই হয়'। ৫১. নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে দুনিয়ার জীবনে এবং যেদিন স্বাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে সেদিন সাহায্য করব। ৫২. যেদিন যলিমদের কোন ওয়র-আপত্তি তাদের উপকার করবে না। আর তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট নিবাস। ৫৩. আর অবশ্যই আমি মুসাকে হিদায়াত দান করেছিলাম এবং বানী ইসরঈলকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম, ৫৪. যা জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্নদের জন্য হিদায়াত ও উপদেশ। ৫৫. কাজেই তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর তুমি তোমার ক্রটিটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর। ৫৬. নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট আসা কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের অন্তরসমূহে আছে কেবল অহঙ্কার, তারা কিছুতেই সেখানে (সাফল্যের মানযিলে) পৌঁছবে না। কাজেই তুমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ৫৭. অবশ্যই আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে বড় বিষয়; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। ৫৮. আর সমান হয় না অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আর যারা অপরাধী। তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ করে থাক। ৫৯. নিশ্চয়ই কিয়ামাত

আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না। ৬০. আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাক্ষিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে'। ৬১. আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পার এবং দিনকে করেছেন আলোকোজ্জ্বল। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ৬২. তিনি আল্লাহ, তোমাদের রব; সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে? ৬৩. যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে, তাদেরকে এভাবেই ফিরিয়ে নেয়া হয়। ৬৪. আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে স্থিতিশীল করেছেন এবং আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন, অতঃপর তোমাদের আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং তিনি পবিত্র বস্তু থেকে তোমাদেরকে রিয়িক দান করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। সুতরাং সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বারকাতময়; ৬৫. তিনি চিরজীব, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা দ্বীনকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি সৃষ্টিকুলের রব। ৬৬. বল, 'যেহেতু আমার রবের পক্ষ থেকে আমার কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি এসেছে, তাই তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে আহ্বান কর, নিশ্চয়ই তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর সৃষ্টিকুলের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি'। ৬৭. তিনিই তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর গুত্রবিশুদ্ধ থেকে,

তারপর ‘আলাকা’ থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ কর, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। আর যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন কর। ৬৮. তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। আর তিনি যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি এজন্য বলেন ‘হুও’, ফলে তা হয়ে যায়। ৬৯. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করে? তাদেরকে কোথায় ফিরানো হচ্ছে? ৭০. যারা কিভাবে এবং আমার রসূলগণকে যা দিয়ে আমি প্রেরণ করেছি তা অস্বীকার করে, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৭১. যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শিকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- ৭২. ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হবে। ৭৩. তারপর তাদেরকে বলা হবে, ‘কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে- ৭৪. আল্লাহ ছাড়া’? তারা বলবে, ‘তারা তো আমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে’, বরং এর পূর্বে আমরা কোন কিছুকে আহ্বান করিনি। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। ৭৫. এটা এ জন্য যে, তোমরা যমীনে অযথা উল্লাস করতে এবং এজন্য যে, তোমরা অহঙ্কার করত। ৭৬. তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর চিরকাল তাতে অবস্থানের জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের বাসস্থান কতইনা নিকৃষ্ট! ৭৭. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর আমি তাদেরকে যে ওয়াদা দেই, তার কিছু অংশ যদি তোমাকে দেখাই অথবা তোমাকে মৃত্যু দেই, তাহলেও তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। ৭৮. আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে

অনেক রসূল পাঠিয়েছি। তাদের মধ্যে কারো কারো সত্য ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি আর কারো কারো সত্য ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করিনি। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসা কোন রসূলের উচিত নয়। তারপর যখন আল্লাহর নির্দেশ আসবে, তখন ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করা হবে। আর তখনই বাতিলপন্থীর ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এদের কতকের উপর আরোহণ করতে পার আর কতক তোমরা খেতে পার। ৮০. আর এতে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক উপকার এবং যাতে তোমরা নিজদের অন্তরে যে প্রয়োজন অনুভব কর, ওগুলো দ্বারা তা পূর্ণ করতে পার। ওগুলোর উপর আর নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। ৮১. আর তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান। অতএব তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে? ৮২. তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি, তা হলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? তারা যমীনে ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক, আর শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়ে অধিক প্রবল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কোন কাজে আসেনি। ৮৩. তারপর তাদের কাছে যখন তাদের রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ আসল তখন তারা তাদের নিজদের কাছে যে বিদ্যা ছিল তাতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আর যা নিয়ে তাঁরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। ৮৪. তারপর তারা যখন আমার আযাব দেখল তখন বলল, ‘আমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম, আর যাদেরকে আমরা তার সাথে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম’। ৮৫. সুতরাং তারা যখন আমার আযাব দেখল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকার করল না। এটা

আল্লাহর বিধান, তাঁর বাস্তুদের মধ্যে চলে আসছে। আর তখনই কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৪১. সূরহঃ ফুসসিলাত, আয়াতঃ ৪৬, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. (এ গ্রন্থ) পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। ৩. এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়। ৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শুনবে না। ৫. আর তারা বলে, ‘তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত, আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা আর তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে অন্তরায়। অতএব তুমি (তোমার) কাজ কর, নিশ্চয়ই আমরা (আমাদের) কাজ করব। ৬. বল, ‘আমি কেবল তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে ওয়াহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক ইলাহ। অতএব তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও’। আর মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, ৭. যারা যাকাত দেয় না। আর তারাই আখিরতের অস্বীকারকারী। ৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান। ৯. বল, ‘তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু’দিনে যমীন সৃষ্টি করেছেন? আর তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ বানাতে চাচ্ছ? তিনিই সৃষ্টিকুলের রব’। ১০. আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বারকাত দিয়েছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের

জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। ১১. তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া। তারপর তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে বেছায় অথবা অনিচ্ছায় আস’। তারা উভয়ে বলল, ‘আমরা অনুগত হয়ে আসলাম’। ১২. তারপর তিনি দু’দিনে আসমানসমূহকে সাত আসমানে পরিণত করলেন। আর প্রত্যেক আসমানে তার কার্যাবলী ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালার দ্বারা সুসজ্জিত করেছি আর সুরক্ষিত করেছি। এ হল মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারণ। ১৩. তবুও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও, ‘আদ ও সামূদের ধ্বংসের মতই এক মহাধ্বংস সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি’। ১৪. যখন তাদের অগ্র ও পশ্চাৎ থেকে রসূলগণ তাদের কাছে এসে বলেছিল যে, ‘তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না’। তারা বলেছিল, ‘যদি আমাদের রব ইচ্ছা করতেন তাহলে অবশ্যই মালাইকা নাযিল করতেন। অতএব, তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে নিশ্চয়ই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম। ১৫. আর ‘আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহঙ্কার করত এবং বলত, ‘আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে’? তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার আয়াতগুলোকে অস্বীকার করত। ১৬. তারপর আমি তাদের উপর অন্তত দিনগুলোতে ঝড়োবায়ু পাঠালাম যাতে তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব ভোগ করাতে পারি। আর আখিরতের আযাব তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ১৭. আর সামূদ সম্প্রদায়, আমি তাদেরকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছিলাম;

কিন্তু তারা সঠিক পথে চলার পরিবর্তে অন্ধ পথে চলাই পছন্দ করেছিল। ফলে তাদের অর্জনের কারণেই লাঞ্ছনাদায়ক আযাবের বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করল। ১৮. আর আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। ১৯. আর যেদিন আল্লাহর দুশমনদেরকে আগুনের দিকে একত্র করা হবে তখন তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। ২০. অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। ২১. আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে, ‘কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে?’ তারা বলবে, ‘আল্লাহ আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই প্রতি তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে’। ২২. তোমরা কিছুই গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কান, চোখসমূহ ও চামড়াসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না। ২৩. আর তোমাদের এ ধারণা যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে গোষণ করতে, তাই তোমাদের ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে। ২৪. অতঃপর যদি তারা ধৈর্য্যধারণ করে তবে আগুনই হবে তাদের আবাস এবং যদি তারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চায়, তবুও তারা তাদের সন্তোষপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। ২৫. আর আমি তাদের জন্য আল্লাহর সন্তোষপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনে ও পিছনে মন্দ সহচরবৃন্দ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম, যারা তাদের সামনে ও পিছনে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে চাকচিক্যময় করে দিয়েছিল। আর তাদের উপরে আযাবের বাণী সত্যে পরিণত হল, তাদের পূর্বে গত হওয়া জীন ও

মানুষের বিভিন্ন জাতির ন্যায়, নিশ্চয়ই এরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। ২৬. আর কাফিররা বলে, ‘তোমরা এ কুরআনের নির্দেশ শুনো না এবং এর তিলওয়াত কালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যেন তোমরা জয়ী হতে পার’। ২৭. সুতরাং আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠিন আযাব ভোগ করা এবং আমি অবশ্যই তাদের কাজের নিকৃষ্টতম প্রতিদান দেব। ২৮. এই আগুন, আল্লাহর দুশমনদের প্রতিদান। সেখানে থাকবে তাদের জন্য স্থায়ী নিবাস তারা যে আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত তারই প্রতিফল স্বরূপ। ২৯. আর কাফিররা বলবে, ‘হে আমাদের রব, জীন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দিন। আমরা তাদের উভয়কে আমাদের পায়ের নীচে রাখব, যাতে তারা নিকৃষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়। ৩০. নিশ্চয়ই যারা বলে, ‘আল্লাহই আমাদের রব’ অতঃপর অবিচল থাকে, মালাইকারা তাদের কাছে নাযিল হয় (এবং বলে,) ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, দৃষ্টিভ্রান্ত করো না এবং সেই জাম্বাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমাদেরকে যার ওয়াদা দেয়া হয়েছিল’। ৩১. ‘আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। ৩২. পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন স্বরূপ। ৩৩. আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সংকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’? ৩৪. আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ৩৫. আর এটি তারাই প্রাপ্ত হবে যারা ধৈর্য্যধারণ

করবে, আর এর অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাজাগ্যবান। ৩৬. আর যদি শায়তনের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। ৩৭. আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ। তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত কর। ৩৮. অতঃপর যদি এরা অহঙ্কার করেও তবে যারা তোমার রবের নিকটে রয়েছে তারা দিন-রাত তাঁরই তাসবীহ পাঠ করেছে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।^{সাজ্জদা} ৩৯. তাঁর আরেকটি নিদর্শন হল এই যে, তুমি যমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক-অনুর্বর, অতঃপর যখন আমি তার উপর পানি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। নিশ্চয়ই যিনি যমীনকে জীবিত করেন তিনি মৃতদেরও জীবিতকারী। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ৪০. নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। যে অগ্নিতে নিষ্কিপ্ত হবে সে কি উত্তম, না যে কিয়ামাত দিবসে নিরাপদভাবে উপস্থিত হবে? তোমাদের যা ইচ্ছা আমাল কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা আমাল কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। ৪১. নিশ্চয়ই যারা উপদেশ (কুরআন) আসার পরও তা অস্বীকার করে (তাদেরকে অবশ্যই এর পরিণাম ভোগ করতে হবে)। আর এটি নিশ্চয়ই এক সম্মানিত গ্রন্থ। ৪২. বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পিছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। ৪৩. তোমাকে যা বলা হচ্ছে, তোমার পূর্ববর্তী রসূলদেরকেও তাই বলা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তোমার রব একান্তই ক্ষমালীল এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব দাতা। ৪৪. আর আমি যদি এটাকে

অনারবী ভাষার কুরআন বানাতাম তবে তারা নিশ্চিতভাবেই বলত, ‘এর আয়াতসমূহ বিশদভাষায় বর্ণিত হয়নি কেন’? এটি অনারবী ভাষায় আর রসূল আরবী ভাষী! বল, ‘এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে রয়েছে বধিরতা আর কুরআন তাদের জন্য হবে অন্ধত্ব। তাদেরকেই ডাকা হবে দূরবর্তী স্থান থেকে। ৪৫. আর অবশ্যই আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতঃপর তাতে মতভেদ করা হয়। আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে একটি বাণী পূর্বেই না হত, তবে এদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যেত। আর এরা নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সংশয়েই লিপ্ত রয়েছে। ৪৬. যে সৎকর্ম করে সে তার নিজের জন্যই তা করে। আর যে অসৎকর্ম করে তা তার উপরই বর্তাবে। তোমার রব তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই যলিম নন। ৪৭. কিয়ামাতের জ্ঞান তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তাঁর অজ্ঞাতসারে আবরণ হতে ফলসমূহ বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তান প্রসবও করে না এবং সেদিন যখন তিনি তাদেরকে আহবান করে বলবেন, ‘আমার শরীকরা কোথায়’? তারা বলবে, ‘আমরা আপনাকে জানাচ্ছি যে, এ ব্যাপারে আমাদের থেকে কোন স্বাক্ষী নেই’। ৪৮. আর পূর্বে যাদেরকে তারা ডাকত তারা তাদের কাছে থেকে উদ্ধাও হয়ে যাবে এবং তারা বিশ্বাস করবে, তাদের পলায়নের কোন জায়গা নেই। ৪৯. কল্যাণ প্রার্থনায় মানুষ বিরক্ত হয় না; আর যদি অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তাহলে সে নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। ৫০. আবার আমি যদি তাকে আপতিত অকল্যাণের পর রহমাতের স্বাদ ভোগ করাই তখন সে অবশ্যই বলে থাকে, ‘এটি আমার প্রাপ্য, আমার মনে হয় না কিয়ামাত হবে, আমাকে যদি আমার রবের কাছে ফিরিয়েও নেয়া হয় তবুও তার

কাছে আমার জন্য কল্যাণই থাকবে'। (আল্লাহ বলেন) 'আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে তাদের আমাল সম্পর্কে অবহিত করব এবং অবশ্যই তাদেরকে কঠিন আযাবের স্বাদ ভোগ করাব। ৫১. আর যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বিমুখ হয় এবং দূরে সরে যায়; আর যখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ দু'আকারী হয়। ৫২. বল, 'তোমরা কি লক্ষ্য করেছ, তা যদি (কুরআন) আল্লাহর কাছ থেকে এসে থাকে আর তোমরা তা অস্বীকার কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত তার চেয়ে অধিক দ্রষ্ট আর কে'? ৫৩. বিশ্বজগতে ও তাদের নিজদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে স্বাক্ষরী? ৫৪. জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাক্ষাতের বিষয়ে সন্দেহে রয়েছে; জেনে রাখ, নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।

৪২. সূরহুঃ আশ-শুরআ, আয়াতঃ ৫৩, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. 'আইন-সীন-কফ। ৩. এমনিভাবে মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তোমার কাছে ওয়াহী প্রেরণ করেন এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছেও। ৪. আসমানসমূহে যা কিছু আছে এবং যমীনে যা কিছু আছে সব তাঁরই। তিনিই সমুন্নত, সুমহান। ৫. উপর থেকে আসমান ফেটে পড়ার উপক্রম হয়; আর মালাইকারা তাদের রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে এবং পৃথিবীতে যারা আছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; জেনে রেখ, আল্লাহ, তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৬. আর যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সম্যক দৃষ্টিদাতা এবং তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও। ৭. আর এভাবেই আমি তোমার ওপর আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পার, আর যাতে 'একত্রিত হওয়ার দিন' এর ব্যাপারে সতর্ক করতে পার, যাতে কোন সন্দেহ নেই, একদল থাকবে জাম্মাতে আরেক দল জুলন্ত আগুনে। ৮. আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে এক জাতিভুক্ত করতে পারতেন; কিন্তু তিনি যাকে চান তাঁর রহমতে প্রবেশ করান আর যলিমদের জন্য কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। ৯. তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে বহু অভিভাবক গ্রহণ করেছে? কিন্তু আল্লাহ, তিনিই হলেন প্রকৃত অভিভাবক; তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বক্ষমতাবান। ১০. আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই উপর আমি তাওয়াঙ্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিযুক্তী হই। ১১. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা; তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া বানিয়েছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকেও জোড়া বানিয়েছেন, (এভাবেই) তিনি তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর মত কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। ১২. আসমানসমূহ ও যমীনের চাবি তাঁর কাছে; যার জন্য ইচ্ছা তিনি রিযিক প্রশস্ত করেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেন; নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞাতা। ১৩. তিনি তোমাদের জন্য ধীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওয়াহী পাঠিয়েছি এবং ইবরহীম, মুসা ও ইসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হল, তোমরা ধীন কায়েম করবে এবং এতে

বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদেরকে যেরকম আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিযুক্ত হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন। ১৪. আর তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও তারা কেবল নিজদের মধ্যকার বিদ্বেষের কারণে মতভেদ করেছে; একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যেত। আর তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছিল, তারা সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। ১৫. এ কারণে তুমি আহবান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ। আর তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না এবং বল, ‘আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে আমি আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে’। ১৬. আর আল্লাহর আহবানে সাড়া দেয়ার পর আল্লাহ সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে, তাদের দলীল-প্রমাণ তাদের রবের নিকট অসার। তাদের উপর (আল্লাহর) গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। ১৭. আল্লাহ, যিনি সত্যসহ কিতাব ও মীযান নাযিল করেছেন। আর কিসে তোমাকে জানাবে, হয়ত কিয়ামাত খুবই নিকটবর্তী? ১৮. যারা এতে ঈমান আনে না, তারাই তা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা একে ভয় করে এবং তারা জানে যে, এটা অবশ্যই সত্য। জেনে রেখ, নিশ্চয়ই যারা কিয়ামাত সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে তারা সুদূর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত। ১৯. আল্লাহ তাঁর

বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা রিয়িক দান করেন। আর তিনি মহাশক্তিদর, মহাপরাক্রমশালী। ২০. যে আখিরতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে প্রবৃদ্ধি দান করি, আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু দেই এবং আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না। ২১. তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয়ই যলিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ২২. তুমি যলিমদেরকে তাদের কৃত কর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত দেখতে পাবে। অথচ তা (তাদের কর্মের শাস্তি) তাদের উপর পতিত হবেই। আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারা জান্নাতের উদ্যানসমূহে থাকবে। তারা যা চাইবে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্য তাই থাকবে। এটাই তো মহাঅনুগ্রহ। ২৩. এটা তাই, যার সুসংবাদ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, ‘আমি এর জন্য তোমাদের কাছে আত্মীয়তার সৌহার্দ ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান চাই না’। যে উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই গুণগ্রাহী। ২৪. তারা কি একথা বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অথচ যদি আল্লাহ চাইতেন তোমার হৃদয়ে মোহর মেরে দিতেন। আর আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরসমূহে যা আছে, সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। ২৫. আর তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর তোমরা যা কর, তা তিনি জানেন। ২৬. আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের

আহ্বানে তিনি সাড়া দেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। ২৭. আর আল্লাহ যদি তার বান্দাদের জন্য রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন, তাহলে তারা যমীনে অবশ্যই বিদ্রোহ করত। কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণে যা ইচ্ছা নাযিল করেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত, সম্যক দ্রষ্টা। ২৮. আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমাত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসিত। ২৯. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং এতদোভয়ের মধ্যে তিনি যে সব জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো। তিনি যখন ইচ্ছা তখনই এগুলোকে একত্র করতে সক্ষম। ৩০. আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন। ৩১. তোমরা যমীনে (আল্লাহর কর্ম পরিকল্পনাকে) ব্যর্থ করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই। ৩২. তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরো রয়েছে সমুদ্রে চলাচলকারী পর্বতমালার মত জাহাজসমূহ। ৩৩. তিনি যদি চান বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। ফলে জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে গতিহীন হয়ে পড়বে। নিশ্চয়ই এতে পরম ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। ৩৪. অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন, আবার অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। ৩৫. আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বাক বিতণ্ডা করে তারা যেন জানতে পারে যে, তাদের কোন আশ্রয়স্থল নেই। ৩৬. আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকট যা

আছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের উপর তাওয়াক্কুল করে। ৩৭. আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। ৩৮. আর যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, সলাত কায়েম করে, তাদের কার্যাবলী তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। ৩৯. আর তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হলে তারা তার প্রতিবিধান করে। ৪০. আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। অতঃপর যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যলিমদের পছন্দ করেন না। ৪১. তবে অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। ৪২. কেবল তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের উপর যুলুম করে এবং যমীনে অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব। ৪৩. আর যে ধৈর্য্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে, তা নিশ্চয়ই দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ। ৪৪. আর আল্লাহ যাকে পথদ্রষ্ট করেন, তারপর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি যলিমদেরকে দেখবে, যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন বলবে, 'ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি'? ৪৫. তুমি তাদেরকে আরো দেখবে যে, তাদেরকে অপমানে অবনত অবস্থায় জাহান্নামে উপস্থিত করা হচ্ছে, তারা আড় চোখে তাকাচ্ছে। আর কিয়ামাতের দিন মুমিনগণ বলবে, তাড়াই তো ক্ষতিগ্রস্ত যারা নিজদের ও পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করেছে। সাবধান! যলিমরাই থাকবে স্থায়ী আযাবে। ৪৬. আর আল্লাহ ছাড়া তাদেরকে সাহায্য করার জন্য

তাদের কোন অভিভাবক থাকবে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ নেই। ৪৭. তোমরা তোমাদের রবের ডাকে সাড়া দাও, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেদিন আসার পূর্বেই, যাকে ফিরিয়ে দেয়ার কোনো উপায় নেই। সেদিন তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য প্রতিরোধকারীও থাকবে না। ৪৮. আর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি। বাণী পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। আর আমি যখন মানুষকে আমার রহমাত ভোগ করাই তখন সে খুশি হয়। আর যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ হয়। ৪৯. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। ৫০. অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। ৫১. কোন মানুষের এ মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, ওয়াহীর মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোন দূত পাঠানো ছাড়া। তারপর আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি যা চান তাই ওয়াহী প্রেরণ করেন। তিনি তো মহীয়ান, প্রজ্ঞাময়। ৫২. অনুরূপভাবে (উপরোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে) আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে 'রুহ'কে ওয়াহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও। ৫৩. সেই আল্লাহর পথ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তার মালিক। সাবধান! সব বিষয়ই আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে।

৪৩. সূরহু: আশ-শুক্র, আয়াত: ৮৯, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! ৩. নিশ্চয়ই আমি তো একে আরবী কুরআন বানিয়েছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। ৪. আর নিশ্চয়ই তা আমার কাছে উম্মুল কিতাবে সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, প্রজ্ঞাপূর্ণ। ৫. তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি, এ কারণে কি আমি তোমাদের কাছ থেকে এ উপদেশবাণী সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেব? ৬. আর পূর্ববর্তীদের মধ্যে আমি বহু নাবী পাঠিয়েছিলাম। ৭. আর যখনই তাদের কাছে কোন নাবী এসেছে তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। ৮. ফলে তাদের চেয়েও শক্তিতে প্রবলদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আর পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত অতীত হয়ে গেছে। ৯. আর তুমি যদি জিজ্ঞাসা কর, আসমানসমূহ ও যমীন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞই কেবল এগুলো সৃষ্টি করেছেন। ১০. যিনি যমীনকে তোমাদের জন্য শয্যা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য বানিয়েছেন চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার। ১১. আর যিনি আসমান থেকে পরিমিতভাবে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর আমি তা দ্বারা মৃত জনপদকে সঞ্জীবিত করি। এভাবেই তোমাদেরকে বের করা হবে। ১২. আর যিনি সব কিছুই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি তোমাদের জন্য নৌযান ও গৃহপালিত জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ কর, ১৩. যাতে তোমরা এর পিঠে স্থির থাকতে পার তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ করবে, যখন তোমরা এর উপর স্থির হয়ে বসবে আর বলবে, 'পবিত্র-মহান সেই সত্তা যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আর আমরা

এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলাম না'। ১৪. আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী। ১৫. আর তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। নিশ্চয়ই মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। ১৬. তিনি কি যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা? ১৭. আর যখন তাদের কাউকে সুসংবাদ দেয়া হয়, যা রহমানের প্রতি তারা দৃষ্টান্ত পেশ করে, তখন তার মুখমণ্ডল মলিন হয়ে যায়। এমতাবস্থায় যে, সে দুঃসহ যাতনাপিষ্ট। ১৮. আর যে অলংকারে লালিত পালিত হয়; এবং বিতর্ককালে সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদানে অক্ষম। ১৯. আর তারা গণ্য করেছে রহমানের বান্দা মালাইকাদেরকে নারী। তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? তাদের সাক্ষ্য অবশ্যই লিখে রাখা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ২০. তারা আর বলে, 'পরম করুণাময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না', এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া কথা বলছে। ২১. আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দিয়েছি, অতঃপর তারা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? ২২. বরং তারা বলে, 'আমরা নিশ্চয়ই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি, আর নিশ্চয়ই আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে হিদায়াতপ্রাপ্ত হব'। ২৩. আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। ২৪. তখন সে (সতর্ককারী) বলেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যে মতাদর্শে পেয়েছ, আমি যদি

তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথে নিয়ে আসি তবুও কি'? (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বলেছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তার অস্বীকারকারী'। ২৫. ফলে আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম। অতএব দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? ২৬. আর স্মরণ কর, যখন ইবরহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত'। ২৭. 'তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয়ই তিনি আমাকে শীঘ্রই হিদায়াত দিবেন'। ২৮. আর এটিকে সে তার উত্তরসূরীদের মধ্যে এক চিরন্তন বাণী বানিয়ে রেখে গেল, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে। ২৯. বরং তাদের কাছে সত্য ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল আগমন না করা পর্যন্ত আমি তাদের এবং তাদের পিতৃপুরুষদের ভোগ করার সুযোগ দিয়েছিলাম। ৩০. অথচ যখন সত্য তাদের কাছে আসল তখন তারা বলল, 'এতো যাদু এবং নিশ্চয়ই আমরা তা অস্বীকার করছি'। ৩১. আর তারা বলল, 'এ কুরআন কেন দুই জনপদের মধ্যকার কোন মহান ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না'? ৩২. তারা কি তোমার রবের রহমাত ভাগ-বন্টন করে? আমিই দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করে দেই এবং তাদের একজনকে অপর জনের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরকে অধীনস্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। আর তারা যা সঞ্চয় করে তোমার রবের রহমাত তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ৩৩. যদি সব মানুষ একই জাতিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকত, তবে যারা পরম করুণাময়ের প্রতি কুফরী করে আমি তাদের গৃহসমূহের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও উর্ধ্ব আরোহণের সিঁড়ি তৈরী করে দিতাম। ৩৪. আর তাদের গৃহসমূহের জন্য

দরজা ও পালঙ্ক, যাতে তারা হেলান দেয়। ৩৫. আর তাদের জন্য স্বর্ণনির্মিত এর সব কয়টিই দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী। আর আখিরাত তো তোমার রবের কাছে মুত্তাকীদের জন্য। ৩৬. আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শায়তনকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী। ৩৭. আর নিশ্চয়ই তারাই (শায়তন) মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। ৩৮. অবশেষে যখন সে আমার নিকট আসবে তখন সে (তার শায়তন সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে) বলবে, ‘হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত’ সুতরাং কতইনা নিকট সে সঙ্গী! ৩৯. আর আজ তা (তোমাদের এই অনুতাপ) তোমাদের কোন উপকারেই আসবে না। যেহেতু তোমরা যুল্ম করেছিলে। নিশ্চয়ই তোমরা আযাবে পরস্পর অংশীদার হয়ে থাকবে। ৪০. তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে অথবা হিদায়াত করতে পারবে অন্ধকে এবং তাকে যে স্পষ্ট পথদ্রষ্টতায় রয়েছে? ৪১. অতঃপর যদি আমি তোমাকে নিয়ে যাই, তবে নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। ৪২. অথবা আমি তাদের যে শাস্তির ওয়াদা দিয়েছি তা যদি তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই, তবে নিশ্চয়ই আমি তাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান থাকব। ৪৩. অতএব তোমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়েছে তাকে তুমি সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সরল পথের উপর রয়েছে। ৪৪. নিশ্চয়ই এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ৪৫. আর তোমার পূর্বে আমি রসূলগণ থেকে যাদের প্রেরণ করেছিলাম তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমি কি রহমানের পরিবর্তে অন্য কোন মারুদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম,

যাদের ইবাদাত করা যাবে? ৪৬. আর অবশ্যই আমি মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী দিয়ে ফির‘আউন ও তার নেতৃবর্গের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, ‘নিশ্চয়ই আমি সৃষ্টিকুলের রবের একজন রসূল’। ৪৭. অতঃপর যখন সে আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে তাদের কাছে আসল, তখন তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। ৪৮. আমি তাদের যে নিদর্শনই দেখাইনা কেন তা ছিল তার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আর আমি তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে পাকড়াও করলাম, যাতে তারা ফিরে আসে। ৪৯. আর তারা বলল, ‘হে যাদুকর, তোমার রবের কাছে তুমি আমাদের জন্য তাই প্রার্থনা কর, যার ওয়াদা তিনি তোমার সাথে করেছেন। নিশ্চয়ই আমরা হিদায়াতের পথে আসব’। ৫০. অতঃপর যখন আমি তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নিলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। ৫১. আর ফির‘আউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বলল, ‘হে আমার কওম, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ-নদী কি আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না’? ৫২. ‘আমি কি এই ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠ নই, যে হীন এবং স্পষ্ট বর্ণনা করতে প্রায় অক্ষম’? ৫৩. ‘তবে তাকে কেন স্বর্ণবলয় প্রদান করা হল না অথবা দলবদ্ধভাবে মালাইকাগণ তার সাথে কেন আসল না’? ৫৪. এভাবেই সে তার কওমকে বোকা বানালো, ফলে তারা তার আনুগত্য করল। নিশ্চয়ই তারা ছিল এক ফাসিক কওম। ৫৫. তারপর যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম। ৫৬. ফলে আমি তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত বানালাম। ৫৭. আর যখনই মারইয়াম পুত্রকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ পেশ করা

হয়, তখন তোমার কওম শোরগোল শুরু করে দেয়। ৫৮. আর তারা বলে, ‘আমাদের মাবুদরা শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা’? তারা কেবল কূটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়। ৫৯. সে কেবল আমার এক বান্দা। আমি তার উপর অনুগ্রহ করেছিলাম এবং বানী ইসরঈলের জন্য তাকে দৃষ্টান্ত বানিয়েছিলাম। ৬০. আর যদি আমি চাইতাম, তবে আমি তোমাদের পরিবর্তে মালাইকা সৃষ্টি করে পাঠাতাম যারা যমীনে তোমাদের উত্তরাধিকার হত। ৬১. আর নিশ্চয়ই সে (ঈসা) হবে কিয়ামাতের এক সুনিশ্চিত আলামত। সুতরাং তোমরা কিয়ামাত সম্পর্কে সংশয় পোষণ করো না। তোমরা আমারই অনুসরণ কর। এটিই সরল পথ। ৬২. শায়তন যেন তোমাদের কিছুতেই বাধা দিতে না পারে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ৬৩. আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে আসল, তখন সে বলল, ‘আমি অবশ্যই তোমাদের কাছে হিকমাত নিয়ে এসেছি এবং এসেছি তোমরা যে কতক বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত তা স্পষ্ট করে দিতে। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর’। ৬৪. ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ, তিনিই আমার রব ও তোমাদের রব। অতএব তাঁর ইবাদাত কর; এটিই সরল পথ’। ৬৫. অতঃপর তাদের মধ্যকার কতগুলি দল মতভেদ করেছিল। সুতরাং যলিমদের জন্য যজ্ঞাদায়ক দিনের আযাবের দুর্ভোগ! ৬৬. তারা তো তাদের অজ্ঞাতসারে হটাৎ কিয়ামাত আসার অপেক্ষা করছে। ৬৭. সেদিন বন্ধুরা একে অন্যের শত্রু হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া। ৬৮. হে আমার বান্দাগণ, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না। ৬৯. যারা আমার আয়াতে ঈমান এনেছিল এবং যারা ছিল মুসলিম। ৭০. তোমরা সন্তীক সানন্দে জাহাযতে প্রবেশ কর। ৭১. স্বর্ণখচিত থালা ও

পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে মন যা চায় আর যাতে চোখ তৃপ্ত হয় তা-ই থাকবে এবং সেখানে তোমরা হবে স্থায়ী। ৭২. আর এটিই জাহাযত, নিজদের আমলের ফল স্বরূপ তোমাদেরকে এর অধিকারী করা হয়েছে। ৭৩. সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে অনেক ফলমূল, যা থেকে তোমরা খাবে। ৭৪. নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহাযামের আযাবে স্থায়ী হবে; ৭৫. তাদের থেকে আযাব কমানো হবে না এবং তাতে তারা হতাশ হয়ে পড়বে। ৭৬. আর আমি তাদের উপর যুল্ম করিনি; কিন্তু তারা ছিল যলিম। ৭৭. তারা চিৎকার করে বলবে, ‘হে মালিক, তোমার রব যেন আমাদেরকে শেষ করে দেন’। সে বলবে, ‘নিশ্চয়ই তোমরা অবস্থানকারী’। ৭৮. ‘অবশ্যই তোমাদের কাছে আমি সত্য নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য অপছন্দকারী। ৭৯. না কি তারা কোন ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নিয়েছে? নিশ্চয়ই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী। ৮০. না কি তারা মনে করে, আমি তাদের গোপনীয় বিষয় ও নিভৃত সলাপরামর্শ শুনতে পাই না? অবশ্যই হ্যাঁ, আর আমার মালাইকাগণ তাদের কাছে থেকে লিখেছে। ৮১. বল, ‘রহমানের যদি সন্তান থাকত তবে আমি প্রথম তাঁর ইবাদাতকারী হতাম। ৮২. তারা যা আরোপ করে, আসমানসমূহ ও যমীনের রব এবং আরশের রব তা থেকে পবিত্র-মহান। ৮৩. অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা মগ্ন থাকুক বেহুদা কথায় আর খেল-তামাশায় মগ্ন থাকুক যতক্ষণ না সেদিনের সাথে তারা সাক্ষাৎ করে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে। ৮৪. আর তিনিই আসমানে ইলাহ এবং তিনিই যমীনে ইলাহ; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। ৮৫. আর তিনি বারকাতময়, যার কর্তৃত্বে রয়েছে আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছু; আর

কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৮৬. আর তিনি ছাড়া যাদেরকে তারা আহ্বান করে তারা সুপারিশের মালিক হবে না; তবে তারা ছাড়া যারা জেন-গুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়। ৮৭. আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। তবু তারা কীভাবে বিমুখ হয়? ৮৮. আর তার (রসূলের) বাণী ‘হে আমার রব, নিশ্চয়ই এরা এমন কওম যারা ঈমান আনবে না’। ৮৯. অতএব তুমি তাদেরকে এড়িয়ে চল এবং বল, ‘সালাম’; তবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪৪. সূরহুঃ আদ-দুখন, আয়াতঃ ৫৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. সুস্পষ্ট কিতাবের কসম! ৩. নিশ্চয়ই আমি এটি নাথিল করেছি বারকাতময় রাতে; নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। ৪. সে রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়, ৫. আমার নির্দেশে। নিশ্চয়ই আমি রসূল প্রেরণকারী। ৬. তোমার রবের কাছ থেকে রহমাত হিসেবে; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ৭. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু’য়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব; যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী হও। ৮. তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি তোমাদের রব এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের রব। ৯. তারা বরং সন্দেহের বশবর্তী হয়ে খেল-তামাশা করছে। ১০. অতএব অপেক্ষা কর সেদিনের যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ। ১১. যা মানুষদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে: এটি যজ্ঞপাদায়ক আযাব। ১২. (তখন তারা বলবে) ‘হে আমাদের রব,

আমাদের থেকে আযাব দূর করুন; নিশ্চয়ই আমরা মুমিন হব’। ১৩. এখন কীভাবে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে, অথচ ইতঃপূর্বে তাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনাকারী রসূল এসেছিল? ১৪. তারপর তারা তাঁর দিক থেকে বিমুখ হয়েছিল এবং বলেছিল ‘এ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাগল’। ১৫. নিশ্চয়ই আমি ক্ষণকালের জন্য আযাব দূর করব; নিশ্চয়ই তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। ১৬. সেদিন আমি প্রবলভাবে পাকড়াও করব; নিশ্চয়ই আমি হব প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ১৭. আর অবশ্যই এদের পূর্বে আমি ফির‘আউনের কওমকে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের কাছে এসেছিল এক সম্মানিত রসূল, ১৮. (সে বলেছিল) ‘আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও; নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক বিশুদ্ধ রসূল’। ১৯. ‘আর আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসব’। ২০. আর তোমাদের প্রস্তরাঘাত থেকে আমি আমার রব ও তোমাদের রবের কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। ২১. ‘আর তোমরা যদি আমার উপর বিশ্বাস না রাখ, তবে আমাকে ছেড়ে যাও’। ২২. অতঃপর সে তার রবকে ডেকে বলল, ‘নিশ্চয়ই এরা এক অপরাধী সম্প্রদায়’। ২৩. (আল্লাহ বললেন) ‘তাহলে আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিয়ে পড়; নিশ্চয়ই তোমাদের ধাওয়া করা হবে’। ২৪. আর সমুদ্রকে রেখে দাও শান্ত, নিশ্চয়ই তারা হবে এক ডুবন্ত বাহিনী’। ২৫. তারা অনেক বাগান ও ঝর্না রেখেছিল। ২৬. শ্যামল শস্যক্ষেত ও সুরম্য বাসস্থান, ২৭. আর নানা বিলাস-সামগ্রী, যাতে তারা আনন্দ উপভোগ করত। ২৮. এমনটিই হয়েছিল এবং আমি এগুলোর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য কওমকে। ২৯. অতঃপর আসমান ও যমীন তাদের জন্য কাঁদেনি এবং তারা অবকাশপ্রাপ্ত ছিল না। ৩০. আর

অবশ্যই আমি বানী ইসরঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব থেকে উদ্ধার করেছিলাম, ৩১. ফির'আউন থেকে, নিশ্চয়ই সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের শীর্ষস্থানীয়। ৩২. আর আমি জ্বাতসারেই তাদেরকে সকল সৃষ্টির উপর নির্বাচিত করেছিলাম। ৩৩. আর আমি তাদেরকে এমন নিদর্শনাবলী দিয়েছিলাম যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। ৩৪. নিশ্চয়ই তারা বলেই থাকে, ৩৫. 'আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হবার নই'। ৩৬. 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে নিয়ে এসো'। ৩৭. তারা কি শ্রেষ্ঠ না তুস্বা সম্প্রদায় এবং তাদের পূর্বে যারা ছিল তারা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম। নিশ্চয়ই তারা ছিল অপরাধী। ৩৮. আর আমি আসমানসমূহ, যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। ৩৯. আমি এ দু'টোকে যথাযথভাবেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। ৪০. নিশ্চয়ই ফয়সালার দিনটি তাদের সকলের জন্যই নির্ধারিত সময়। ৪১. সেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৪২. সে ছাড়া, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয়ই তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। ৪৩. নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ ৪৪. পাপীর খাদ্য; ৪৫. গলিত তামার মত, উদরসমূহে ফুটতে থাকবে। ৪৬. ফুটন্ত পানির মত ৪৭. (বলা হবে) 'ওকে ধর, অতঃপর তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাও'। ৪৮. তারপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানির আযাব ঢেলে দাও। ৪৯. (বলা হবে) 'তুমি ভোগ কর, নিশ্চয়ই তুমিই সম্মানিত, অভিজাত'। ৫০. নিশ্চয়ই এটা তা-ই যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করত। ৫১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, ৫২. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে,

৫৩. তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। ৫৪. এরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হুরদের সাথে। ৫৫. সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। ৫৬. প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু ভোগ করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। ৫৭. তোমার রবের অনুগ্রহ স্বরূপ, এটাই তো মহা সাফল্য। ৫৮. অতঃপর আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৫৯. অতএব তুমি অপেক্ষা কর, তারাও অপেক্ষাকারী।

৪৫. সূরহুঃ আল-জাসিয়াহ, আয়াতঃ ৩৭, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে এ কিতাব নাযিলকৃত। ৩. নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। ৪. আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং যে জীব জন্তু ছড়িয়ে রয়েছে তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে। ৫. আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন তারপর তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বাতাসের পরিবর্তনে সে কওমের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা বোঝে। ৬. এগুলো আল্লাহর আয়াত, আমি তা যথাযথভাবেই তোমার কাছে তিলাওয়াত করছি। অতএব তারা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পর আর কোন কথায় বিশ্বাস করবে? ৭. দুর্ভোগ প্রত্যেক চরম মিথ্যুক পাপাচারীর জন্য! ৮. সে শোনে আল্লাহর আয়াতসমূহ যা

তার সামনে তিলাওয়াত করা হচ্ছে, তারপর সে ঔদ্ধত্যের সাথে অবিচল থাকে, যেন সে তা শুনতে পায়নি। অতএব তুমি তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ৯. আর যখন সে আমার আয়াতসমূহের কিছু জানতে পারে, তখন সে এটাকে পরিহাসের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। এদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। ১০. তাদের সামনে রয়েছে জাহান্নাম। তারা যা উপার্জন করেছে অথবা আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করেছে, এসব তাদের কোন কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব। ১১. এই (কুরআন) হিদায়াত দানকারী। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১২. আল্লাহ, যিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন যাতে তাঁরই আদেশক্রমে তাতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করে বেড়াতে পার এবং যাতে তোমরা শোকের আদায় করতে পার। ১৩. আর যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, তার সবই তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। চিন্তাশীল কওমের জন্য নিশ্চয়ই এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে। ১৪. যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে বল, ‘যারা আল্লাহর দিবসসমূহ প্রত্যাশা করে না, এরা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, যাতে আল্লাহ প্রত্যেক কওমকে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রতিদান দিতে পারেন। ১৫. যে সৎকর্ম করে, সে তার নিজের জন্যই তা করে এবং যে মন্দকর্ম করে তা তার উপর বর্তাবে। তারপর তোমরা তোমাদের রবের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে। ১৬. আর আমি বানী ইসরঈলকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুওয়াত দান করেছিলাম এবং তাদের রিযিক প্রদান করেছিলাম উত্তম বস্তু থেকে এবং দিয়েছিলাম তাদেরকে

সকল সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব। ১৭. আর আমি তাদেরকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়েছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও কেবল পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষবশত তারা মতবিরোধ করেছিল। তারা যে সব বিষয়ে মতবিরোধ করত তোমার রব কিয়ামাতের দিনে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করে দেবেন। ১৮. তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ কর এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। ১৯. নিশ্চয়ই তারা আল্লাহর মুকাবিলায় তোমার কোন কাজে আসবে না। আর নিশ্চয়ই যলিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু। ২০. এ কুরআন মানবজাতির জন্য আলোকবর্তিকা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমাত। ২১. যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে এ সব লোকের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের বিচার কতইনা মন্দ! ২২. আর আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনকে যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি সে যা উপার্জন করেছে তদনুযায়ী প্রতিদানপ্রাপ্ত হয়, আর তারা সামান্যতমও যুলুমের শিকার না হয়। ২৩. তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেখে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? ২৪. আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কাল-ই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে’।

বস্তুত এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু ধারণাই করে। ২৫. আর তাদের কাছে যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়, তখন তাদের এ কথা বলা ছাড়া আর কোন যুক্তি থাকে না যে, ‘তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের পিতৃপুরুষদের জীবিত করে নিয়ে এসো’। ২৬. বল, ‘আল্লাহই তোমাদের জীবন দেন তারপর তোমাদের মৃত্যু ঘটান। তারপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামাতের দিনে একত্র করবেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানে না। ২৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের মালিকানা আল্লাহরই এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বাতিলপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ২৮. আর তুমি প্রতিটি জাতিকে দেখবে ভয়ে নতজানু; প্রত্যেক জাতিকে স্বীয় আমালনামার দিকে আহ্বান করা হবে। (এবং বলা হবে) ‘তোমরা যে আমাল করতে আজ তার প্রতিদান দেয়া হবে’। ২৯. ‘এটি আমার লেখনী, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য সহকারে কথা বলবে; নিশ্চয়ই তোমরা যা করতে আমি তা লিখে রাখতাম’। ৩০. অতঃপর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের রব পরিণামে তাদেরকে স্বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন। এটিই সুস্পষ্ট সাফল্য। ৩১. আর যারা কুফরী করেছে (তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমাদের কাছে কি আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়নি? অতঃপর তোমরা অহঙ্কার করেছিলে। আর তোমরা ছিলে এক অপরাধী কওম’। ৩২. আর যখন বলা হয়, ‘আল্লাহর ওয়াদা সত্য, আর কিয়ামাতে কোন সন্দেহ নেই’। তখন তোমরা বলে থাক, ‘আমরা জানি না কিয়ামাত কি? আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দূঢ় বিশ্বাসী নই’। ৩৩. আর তাদের কৃতকর্মের কুফল তাদের জন্য প্রকাশিত হবে, আর তারা যা নিয়ে বিদ্রূপ করত তা তাদেরকে ঘিরে রাখবে।

৩৪. আর বলা হবে, ‘আজ আমি তোমাদেরকে ছেড়ে যাব যেমন তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাতের বিষয়টি ছেড়ে গিয়েছিলে। আর তোমাদের নিবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না’। ৩৫. এটা এজন্যই যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র বানিয়েছিলে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ তাদেরকে তা (জাহান্নাম) থেকে বের করা হবে না এবং তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবে না। ৩৬. অতএব আল্লাহরই জন্য সকল প্রশংসা, যিনি আসমানসমূহের রব, যমীনের রব ও সকল সৃষ্টির রব। ৩৭. আর আসমানসমূহ ও যমীনের সকল অহঙ্কার তাঁর; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৪৬. সূরহঃ আল-আহকুফ, আয়াতঃ ৩৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হা-মীম। ২. এই কিতাব মহা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট থেকে নাযিলকৃত। ৩. আমি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তা যথাযথভাবে ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর যারা কুফরী করে, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা বিমুখ। ৪. বল, ‘তোমরা আমাকে সংবাদ দাও তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক আমাকে দেখাও তো তারা যমীনে কী সৃষ্টি করেছে? অথবা আসমানসমূহে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও’। ৫. তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে, যে কিয়ামাত

দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের আহ্বান সম্পর্কে উদাসীন। ৬. আর যখন মানুষকে একত্র করা হবে, তখন এ মারুদগুলো তাদের শত্রু হবে এবং তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। ৭. যখন তাদের কাছে আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়। তখন যারা কুফরী করে তাদের নিকট সত্য আসার পর বলে, ‘এটাতো প্রকাশ্য যাদু’। ৮. তবে কি তারা বলে যে, ‘সে এটা নিজে উদ্ভাবন করেছে’? বল, ‘যদি আমি এটা উদ্ভাবন করে থাকি, তবে তোমরা আমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে বাঁচাতে সামান্য কিছু রও মালিক নও। তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় মত্ত আছো, তিনি সে বিষয়ে সম্যক অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। আর তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’। ৯. বল, ‘আমি রসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওয়াহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র’। ১০. বল, তোমরা আমাকে জানাও, যদি এ কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে এসে থাকে, আর তোমরা এটাকে অস্বীকার করলে, অথচ বানী ইসরঈলের একজন স্বাক্ষী এ ব্যাপারে অনুরূপ সাক্ষ্য দিল। অতঃপর সে ঈমান আনল আর তোমরা অহঙ্কার করলে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যলিম কওমকে হিদায়াত করেন না। ১১. আর যারা কুফরী করেছে তারা যারা ঈমান এনেছে তাদের সম্পর্কে বলে, ‘যদি এটা ভাল হত তবে তারা আমাদের থেকে অগ্রণী হতে পারত না’। আর যখন তারা এর দ্বারা হিদায়াত প্রাপ্ত হয়নি, তখন তারা অচিরেই বলবে, ‘এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা’। ১২. আর এর পূর্বে এসেছিল মূসার কিতাব পথপ্রদর্শক ও রহমাত স্বরূপ। আর এটি তার সত্যায়নকারী

কিতাব, আরবী ভাষায়; যাতে এটা যলিমদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং তা ইনসাফকারীদের জন্য এক সুসংবাদ। ১৩. নিশ্চয়ই যারা বলে, ‘আমাদের রব আল্লাহ’ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। ১৪. তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, তাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, তারা যা আমাল করত তার পুরস্কার স্বরূপ। ১৫. আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপান ছাড়ানোর সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নি‘আমাত দান করেছে, তোমার সে নি‘আমতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয়ই আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত’। ১৬. এরাই, যাদের উৎকৃষ্ট আমালগুলো আমি কবুল করি এবং তাদের মন্দ কাজগুলো ক্ষমা করে দেই। তারা জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে যে ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তা সত্য ওয়াদা। ১৭. আর যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলে, ‘তোমাদের জন্য আফসোস’! তোমরা কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দাও যে, আমি পুনরুত্থিত হব’ অথচ আমার পূর্বে অনেক প্রজন্ম গত হয়ে গেছে? আর তারা দু’জন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলে, ‘দুর্ভোগ তোমার জন্য! তুমি ঈমান আন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য’। তখন সে বলে, ‘এটা কেবল অতীতকালের কল্পকাহিনী

ছাড়া আর কিছু নয়'। ১৮. তাদের পূর্বে যে জীন ও মানবজাতি গত হয়ে গেছে, তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর বাণী সত্য হয়েছে। নিশ্চয়ই এরা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। ১৯. আর সকলের জন্যই তাদের আমাল অনুসারে মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ যেন তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিতে পারেন। আর তাদের প্রতি কোন যুল্ম করা হবে না। ২০. আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সামনে পেশ করা হবে (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জীবনে তোমাদের সুখ সামগ্রীগুলো নিঃশেষ করেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ। তোমরা যেহেতু অন্যায়ভাবে যমীনে অহঙ্কার করতে এবং তোমরা যেহেতু নাফরমানী করতে, সেহেতু তার প্রতিফল স্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে'। ২১. আর স্মরণ কর 'আ'দ সম্প্রদায়ের ভাইয়ের কথা, যখন সে আহকাফের স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল। আর এমন সতর্ককারীরা তার পূর্বে এবং তার পরেও গত হয়েছে যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উপর এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি'। ২২. তারা বলল, 'তুমি কি আমাদেরকে আমাদের মাবুদদের থেকে নিবৃত্ত করতে আমাদের নিকট এসেছ? তুমি যদি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তাহলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো'। ২৩. সে বলল, 'এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে। আর যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে, আমি তোমাদের কাছে তা-ই প্রচার করি, কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়'। ২৪. অতঃপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে মেঘমালা দেখল তখন তারা বলল, 'এ মেঘমালা আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে'। (হুদ বলল,) বরং এটি তা-ই যা তোমরা তুরাখিত করতে চেয়েছিলে। এ এক ঝড়, যাতে যজ্ঞাদায়ক



আযাব রয়েছে'। ২৫. এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে'। ফলে তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। ২৬. আর আমি অবশ্যই তাদেরকে যাতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, তোমাদেরকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করিনি। আর আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা যখন আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের হৃদয়সমূহ তাদের কোন উপকারে আসেনি। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিক্রপ করত তা-ই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। ২৭. আর অবশ্যই আমি তোমাদের পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ ধ্বংস করেছিলাম। আর আমি বিভিন্নভাবে আয়াতসমূহকে বর্ণনা করেছিলাম যাতে তারা ফিরে আসে। ২৮. অতঃপর তারা আল্লাহর সাক্ষ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মাবুদরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা কেন তাদেরকে সাহায্য করল না? বরং তারা তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর এটা তাদের মিথ্যাচার এবং তাদের মনগড়া উদ্ভাবন। ২৯. আর স্মরণ কর, যখন আমি জীনদের একটি দলকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, 'চুপ করে শোন। তারপর যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল। ৩০. তারা বলল, 'হে আমাদের কওম, আমরা তো এক কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মুসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে আর সত্য ও সরল পথের প্রতি হিদায়াত করে'। ৩১. 'হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ

তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যজ্ঞাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন’। ৩২. আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না সে যমীনে তাঁকে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই। এরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। ৩৩. তারা কি দেখে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর এগুলোর সৃষ্টিতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি মৃতদেরকে জীবন দিতে সক্ষম? অবশ্যই হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। ৩৪. আর যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কাছে পেশ করা হবে (বলা হবে), ‘এটা কি সত্য নয়?’ তারা বলবে, ‘অবশ্যই হ্যাঁ, আমাদের রবের কসম’ তিনি বলবেন, ‘তাহলে আযাব ভোগ কর, যেহেতু তোমরা কুফরী করছিলে’। ৩৫. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কণ্ঠকেই ধ্বংস করা হবে।

৪৭. সূরহঃ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ৩৮, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথ থেকে বারণ করেছে, তিনি তাদের আমালসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ২. আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে ‘আর তা তাদের রবের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সত্য,

তিনি তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো দূর করে দেবেন এবং তিনি তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেবেন। ৩. তা এজন্য যে, যারা কুফরী করে তারা বাতিলের অনুসরণ করে, আর যারা ঈমান আনে তারা তাদের রবের প্রেরিত হকের অনুসরণ করে। এভাবেই আল্লাহ মানুষের জন্য তাদের দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। ৪. অতএব তোমরা যখন কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের ঘাড়ে আঘাত কর। পরিশেষে তোমরা যখন তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করবে তখন তাদেরকে শত্রুভাবে বেঁধে নাও। তারপর হয় অনুগ্রহ না হয় মুক্তিপণ আদায়, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার বোঝা রেখে দেয়। এটাই বিধান। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের আমালসমূহ বিনষ্ট করবেন না। ৫. অচিরেই তিনি তাদেরকে হিদায়াত দিবেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দিবেন। ৬. আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন, যার পরিচয় তিনি তাদেরকে দিয়েছেন। ৭. হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করে দেবেন। ৮. আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমালসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। ৯. তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমালসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। ১০. তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করেনি, তারপর দেখেনি যারা তাদের পূর্বে ছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে এর অনুরূপ পরিণাম। ১১. তা

এজন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক। আর নিশ্চয়ই কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই। ১২. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়। কিন্তু যারা কুফরী করে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহ্বার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহ্বার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান। ১৩. আর তোমার জনপদ যা থেকে তারা তোমাকে বহিষ্কার করেছে তার তুলনায় শক্তিমত্তায় প্রবলতর অনেক জনপদ ছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলাম, ফলে তাদের কোনই সাহায্যকারী ছিল না। ১৪. যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত, যার মন্দ আমাল তার জন্য চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে? ১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জাহান্নামের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝর্ণাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝর্ণাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা। তারা কি তাদের ন্যায়, যারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং তাদেরকে ফুটন্ত পানি পান করানো হবে ফলে তা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেবে? ১৬. আর তাদের মধ্যে এমন কতক রয়েছে, যারা তোমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে শুনে। অবশেষে যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়ে যায় তখন তারা যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে বলে, 'এই মাত্র সে কী বলল'? এরাই তারা, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ মোহর মেলে দিয়েছেন এবং তারা নিজদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে।

১৭. আর যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদের হিদায়াত প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে তাদের তাকওয়া প্রদান করেন। ১৮. সুতরাং তারা কি কেবল এই অপেক্ষা করেছে যে, কিয়ামাত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে পড়ুক? অথচ কিয়ামাতের আলামতসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? ১৯. অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিদ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। ২০. আর যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, 'কেন একটি সূরহ নাযিল করা হয়নি'? অতঃপর যখন স্বার্থহীন কোন সুস্পষ্ট সূরহ নাযিল করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে, তখন তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা তোমার দিকে মৃত্যুভয়ে মূর্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টিতে তাকাত্তে। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য। ২১. আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত কথা (তাদের জন্য) উত্তম। অতঃপর যখন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন যদি তারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করত, তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। ২২. তবে কি তোমরা প্রত্যাশা করছ যে, যদি তোমরা শাসন কর্তৃত্ব পাও, তবে তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? ২৩. এরাই যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন, ফলে তাদেরকে বখির ও তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন। ২৪. তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে? ২৫. নিশ্চয়ই যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, শায়তান তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং

তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে। ২৬. এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, 'অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। ২৭. অতঃপর তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন মালাইকারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান ঘটাবে? ২৮. এটি এ জন্য যে, তারা এমন সব বিষয়ের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করেছে এবং তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন। ২৯. নাকি যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা ধারণা করেছে যে, আল্লাহ তাদের গোপন বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে দিবেন না? ৩০. আর যদি আমি চাইতাম তবে আমি তোমাকে এদের দেখিয়ে দিতে পারতাম। ফলে লক্ষণ দেখেই তুমি তাদের চিনতে পারতে। তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদের চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের আমালসমূহ জানেন। ৩১. আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যতক্ষণ না আমি প্রকাশ করে দেই তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্য্যশীল এবং আমি তোমাদের কথা-কাজ পরীক্ষা করে নেব। ৩২. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে, আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে এবং তাদের নিকট হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পরও রসূলের বিরোধিতা করেছে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর শীঘ্রই তিনি তাদের আমালসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন। ৩৩. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমালসমূহ বিনষ্ট করো না। ৩৪. নিশ্চয়ই যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছে। তারপর কাফির

অবস্থায়ই মারা গেছে, আল্লাহ কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না। ৩৫. অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না ও সন্ধির আহ্বান জানিও না এবং তোমরাই প্রবল। আর আল্লাহ তোমাদের সাথেই রয়েছেন এবং কখনই তিনি তোমাদের কর্মফল হ্রাস করবেন না। ৩৬. দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেল-তামাশা ও অর্থহীন কথাবার্তা। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দিবেন এবং তিনি তোমাদের কাছে ধন-সম্পদ চাইবেন না। ৩৭. যদি তিনি তোমাদের নিকট তা চান, অতঃপর তিনি তোমাদের ওপর প্রবল চাপ দেন, তাহলে তো তোমরা কার্পণ্য করবে। আর তিনি তোমাদের গোপন বিদ্বেষসমূহ বের করে দেবেন। ৩৮. তোমরাই তো তারা, তোমাদের আহ্বান করা হচ্ছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করেছে। তবে যে কার্পণ্য করেছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করেছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোন কণ্ঠকে শ্রুতিভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।

৪৮. সূরহুঃ আল-ফাতহ, আয়াতঃ ২৯, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দিয়েছি; ২. যেন আল্লাহ তোমার পূর্বের ও পরের পাপ ক্ষমা করেন, তোমার উপর তাঁর নিঃআমাত পূর্ণ করেন আর তোমাকে সরল পথের হিদায়াত দেন। ৩. এবং তোমাকে প্রবল সাহায্য দান করেন। ৪. তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল

করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়; এবং আসমানসমূহ ও যমীনের বাহিনীগুলো আল্লাহরই; আর আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৫. যেন তিনি মুমিন নারী ও পুরুষকে জামাতে প্রবেশ করানেন যার নিচ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আর তিনি তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন; আর এটি ছিল আল্লাহর নিকট এক মহাসাফল্য। ৬. আর যেন তিনি শান্তি দিতে পারেন মুনাফিক নারী-পুরুষ ও মুশরিক নারী-পুরুষকে যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে; তাদের উপরই অনিষ্টতা আপতিত হয়। আর আল্লাহ তাদের উপর রাগ করেছেন এবং তাদেরকে লানত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জাহান্নাম; এবং গন্তব্য হিসেবে তা কতইনা নিকট! ৭. আর আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের যাবতীয় সৈন্যবাহিনী; এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৮. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। ৯. যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর। ১০. আর যারা তোমার কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে, তারা শুধু আল্লাহরই কাছে বাই'য়াত গ্রহণ করে; আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর; অতঃপর যে কেউ ওয়াদা ভঙ্গ করলে তার ওয়াদা ভঙ্গের পরিণাম বর্তাবে তারই উপর। আর যে আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবে অচিরেই আল্লাহ তাকে মহা পুরস্কার দেবেন। ১১. পিছনে পড়ে থাকা বেদুঈনরা তোমাকে অচিরেই বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল; অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন'। তারা মুখে তা বলে যা তাদের অন্তরে নেই। বল, 'আল্লাহ যদি তোমাদের কোন ক্ষতি

করতে চান কিংবা কোন উপকার করতে চান, তবে কে আল্লাহর মোকাবিলায় তোমাদের জন্য কোন কিছু মালিক হবে? বরং তোমরা যে আমাল কর আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত'। ১২. বরং তোমরা মনে করেছিলে রসূল ও মুমিনরা তাদের পরিবারের কাছে কখনো ফিরে আসবে না; আর এটি তোমাদের অন্তরে শোভিত করে দেয়া হয়েছিল; আর তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে এবং তোমরা ছিলে ধংসোন্মুখ কওম। ১৩. আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনে না তবে নিশ্চয়ই আমি কফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি জ্বলন্ত আগুন। ১৪. আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫. তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে উদ্যোগী হবে তখন পিছনে যারা পড়েছিল অচিরেই তারা বলবে, 'আমাদেরকে তোমাদের অনুসরণ করতে দাও'। তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায়। বল, 'তোমরা কখনো আমাদের অনুসরণ করবে না; আল্লাহ আগেই এমনটি বলেছেন'। অতঃপর অচিরেই তারা বলবে, 'বরং তোমরা হিংসা করছ'। বরং তারা খুব কমই বুঝে। ১৬. পেছনে পড়ে থাকা বেদুঈনদেরকে বল, 'এক কঠোর যোদ্ধা জাতির বিরুদ্ধে শীঘ্রই তোমাদেরকে ডাকা হবে; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে অথবা তারা আত্মসমর্পণ করবে। অতঃপর তোমরা যদি আনুগত্য কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর পূর্বে তোমরা যেমন ফিরে গিয়েছিলে তেমনি যদি ফিরে যাও তবে তিনি তোমাদেরকে যত্নাদায়ক আযাব দেবেন। ১৭. অন্ধের কোন অপরাধ নেই, লেংড়ার কোন অপরাধ নেই, অসুস্থের কোন অপরাধ নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে তিনি

তাকে এমন জাম্মাতে দাখিল করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। আর যে ব্যক্তি পিছনে ফিরে যাবে তিনি তাকে যজ্ঞাদায়ক আযাব দেবেন। ১৮. অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর সমুদ্র হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই-আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে। ১৯. আর বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিয়ে যা তারা গ্রহণ করবে; আর আল্লাহ হলেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২০. আল্লাহ তোমাদেরকে প্রভূত গনীমতের ওয়াদা দিয়েছেন যা তোমরা গ্রহণ করবে; অতঃপর এগুলি আগে দিয়েছেন; আর মানুষের হাত তোমাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন এবং যাতে এটি মুমিনদের জন্য একটি নিদর্শন হয়, আর তিনি তোমাদেরকে সরল পথ দেখান। ২১. আর আরেকটি এখনো তোমরা যা অর্জন করতে সক্ষম হওনি। কিন্তু আল্লাহ তা বেটন করে রেখেছেন। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ২২. আর যারা কুফরী করেছে তারা যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তবে অবশ্যই তারা পিঠ দেখিয়ে পালাবে। তারপর তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। ২৩. তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের ব্যাপারে এটি আল্লাহর নিয়ম; আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না। ২৪. আর তিনিই মক্কা উপত্যকায় তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করার পর তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। আর তোমরা যা আমাল কর, আল্লাহ হলেন তার সম্যক দ্রষ্টা। ২৫. তারাইতো কুফরী করেছিল এবং তোমাদেরকে আল-মাসজিদুল হারম থেকে বাধা দিয়েছিল আর কুরবানীর পশুগুলোকে

কুরবানীর স্থানে পৌঁছতে বাধা দিয়েছিল। যদি মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা না থাকত, যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো না যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে তাদেরকে পদদলিত করবে, ফলে তাদের কারণে তোমরা দোষী হতে কিন্তু আমি তাদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছি যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্থায়ী রহমতে প্রবেশ করাবেন। যদি তারা পৃথক থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে আমি অবশ্যই যজ্ঞাদায়ক আযাব দিতাম। ২৬. যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিল, জাহিলী যুগের অহমিকা। তখন আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর ও মুমিনদের উপর স্থায়ী প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন, আর তারাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও এর অধিকারী। আর আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ২৭. অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রসূলকে স্বপ্নটি যথাযথভাবে সত্যে পরিণত করে দিয়েছেন। তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুগুন করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে আল-মাসজিদুল হারমে অবশ্যই প্রবেশ করবে। অতঃপর আল্লাহ জেনেছেন যা তোমরা জানতে না। সুতরাং এ ছাড়াও তিনি দিলেন এক নিকটবর্তী বিজয়। ২৮. তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি এটাকে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। আর স্বাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। ২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সমুদ্র অনুসন্ধান করেছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহায়ায় সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে

তাদের দৃষ্টান্ত হলো একটি চারাগাছের মত, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও বীজ কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধাধিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সংকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।

৪৯. সূরহঃ আল-হুজুরত, আয়াতঃ ১৮, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নাবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম উচ্চস্বরে কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে তোমাদের সকল আমাল-নিশ্ফল হয়ে যাবে অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। ৩. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রসূলের নিকট নিজদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান। ৪. নিশ্চয়ই যারা তোমাকে হুজরাসমূহের পিছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই বুঝে না। ৫. তুমি তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাহলে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হত। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৬. হে ঈমানদারগণ, যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে

আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও। এ আশঙ্কায় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশত কোন কওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে। ৭. আর তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল রয়েছে। সে যদি অধিকাংশ বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে নিত, তাহলে তোমরা অবশ্যই কষ্টে পতিত হতে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত করেছেন। আর তোমাদের কাছে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। তারাই তো সত্য পথপ্রাপ্ত। ৮. আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা ও নি‘আমাত স্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ৯. আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা কর এবং ন্যায়বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। ১০. নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। ১১. হে ঈমানদারগণ, কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিক্রপ না করে, হতে পারে তারা বিক্রপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিক্রপ না করে, হতে পারে তারা বিক্রপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে

ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতইনা নিকট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো যলিম। ১২. হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। ১৩. হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত। ১৪. বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম’। বল, ‘তোমরা ঈমান আননি’। বরং তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করলাম’। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, তাহলে তিনি তোমাদের আমালসমূহের কোন কিছুই হ্রাস করবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৫. মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ। ১৬. বল, ‘তোমরা কি তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে আল্লাহকে শিক্ষা দিচ্ছ? অথচ আল্লাহ জানেন যা কিছু আছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু আছে যমীনে। আর আল্লাহ সকল কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত’। ১৭. (তারা মনে করে) ‘তারা ইসলাম গ্রহণ

করে তোমাকে ধন্য করেছে’। বল, ‘তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না’। বরং আল্লাহই তোমাদেরকে ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক’। ১৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের গইব সম্পর্কে অবগত আছেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

৫০. সূরহুঃ ক-ফ, আয়াতঃ ৪৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. ক-ফ; মর্যাদাপূর্ণ কুরআনের কসম। ২. বরং তারা বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী তাদের কাছে এসেছে। অতঃপর কাফিররা বলল, ‘এতো এক বিস্ময়কর বস্তু’! ৩. ‘আমরা যখন মারা যাব এবং মাটিতে পরিণত হব তখনো কি (আমরা পুনরুত্থিত হব)? এ ফিরে যাওয়া সুদূরপর্যায়’। ৪. অবশ্যই আমি জানি মাটি তাদের থেকে যতটুকু ক্ষয় করে। আর আমার কাছে আছে অধিক সংরক্ষণকারী কিতাব। ৫. বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে। অতএব তারা সংশয়যুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে। ৬. তারা কি তাদের উপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোন ফাটল নেই। ৭. আর আমি যমীনকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ উদ্ভগত করেছি। ৮. আল্লাহ অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ হিসেবে। ৯. আর আমি আসমান থেকে বারকাতময় পানি নায়িল করেছি। অতঃপর তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করি বাগ-বাগিচা ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা। ১০. আর সমুদ্রত খেজুর গাছ,

যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর ছড়া, ১১. আমার বান্দাদের জন্য রিযিক স্বরূপ। আর আমি পানি দ্বারা মৃত শহর সঞ্জীবিত করি। এভাবেই উত্থান ঘটবে। ১২. তাদের পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রস এর অধিবাসী ও সামুদ্র সম্প্রদায়। ১৩. 'আদ, ফির'আউন ও লূত সম্প্রদায়। ১৪. আইকার অধিবাসী ও তুকা' সম্প্রদায়। সকলেই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ১৫. আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত। ১৬. আর অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তাও আমি জানি। আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে। ১৭. যখন ডানে ও বামে বসা দু'জন লিপিবদ্ধকারী পরস্পর গ্রহণ করবে। ১৮. সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে। ১৯. আর মৃত্যুর যন্ত্রণা যথাযথই আসবে। যা থেকে তুমি পলায়ন করতে চাইতে। ২০. আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। এটাই হল প্রতিশ্রুত দিন। ২১. আর প্রত্যেক ব্যক্তি উপস্থিত হবে, তার সাথে থাকবে একজন চালক ও একজন স্বাক্ষী। ২২. অবশ্যই তুমি এ দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, অতএব আমি তোমার পর্দা তোমার থেকে উন্মোচন করে দিলাম। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি খুব প্রখর। ২৩. আর তার সাথী (মালাইকা) বলবে, এই তো আমার কাছে (আমাল নামা) প্রস্তুত। ২৪. তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধৃত কাফিরকে, ২৫. কল্যাণকর কাজে প্রবল বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, সন্দেহ পোষণকারীকে। ২৬. যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ গ্রহণ করেছিল, তোমরা তাকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর। ২৭. তার সঙ্গী (শায়তন) বলবে, 'হে আমাদের 'রব', আমি তাকে বিদ্রোহী করে তুলিনি, বরং সে

নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রষ্টতার মধ্যে'। ২৮. আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা আমার কাছে বাক-বিতণ্ডা করো না। অবশ্যই আমি পূর্বেই তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম'। ২৯. 'আমার কাছে কথা রদবদল হয় না, আর আমি বান্দার প্রতি যুল্মকারীও নই'। ৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, 'তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ?' আর সে বলবে, 'আরো বেশি আছে কি?' ৩১. আর জাহান্নামকে মুত্তাকীদের অদূরে, কাছেই আনা হবে। ৩২. এটাই, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক আল্লাহ অভিযুক্তী অধিক সংরক্ষণশীলদের জন্য। ৩৩. যে না দেখেই রহমানকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে হাজির হত। ৩৪. তোমরা তাতে শান্তির সাথে প্রবেশ কর। এটাই স্থায়ীত্বের দিন। ৩৫. তারা যা চাইবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক। ৩৬. আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা পাকড়াও করার ক্ষেত্রে এদের তুলনায় ছিল প্রবলতর, তারা দেশ-বিদেশ চেষ্টে বেড়াতে। তাদের কি কোন পলায়নস্থল ছিল? ৩৭. নিশ্চয়ই এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার রয়েছে অন্তর অথবা যে নিবিস্টচিত্তে শ্রবণ করে। ৩৮. আর অবশ্যই আমি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। আর আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। ৩৯. অতএব এরা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সূর্য উদয়ের পূর্বে ও অন্তিমিত হওয়ার পূর্বে তুমি তোমার রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ কর। ৪০. এবং রাতের একাংশেও তুমি তাঁর তাসবীহ পাঠ কর এবং সলাতের পশ্চাতেও। ৪১. চিন্তা কর, যেদিন একজন ঘোষক নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে ডাকতে থাকবে। ৪২. সেদিন তারা সত্যি-সত্যিই মহাচিৎকার গুনবে। সেটিই উখিত হবার দিন। ৪৩. আমিই

জীবন দেই এবং আমিই মৃত্যু ঘটাই, আর আমার দিকেই চূড়ান্ত প্রত্যাবর্তন। ৪৪. সেদিন তাদের থেকে যমীন বিদীর্ণ হবে এবং লোকেরা দিগ্দিগ্ চুটাইয়া উঠবে। এটি এমন এক সমাবেশ যা আমার পক্ষে অতীব সহজ। ৪৫. এরা যা বলে আমি তা সবচেয়ে ভাল জানি। আর তুমি তাদের উপর কোন জোর-জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার ধমককে ভয় করে তাকে কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দাও।

৫১. সূরহ্ আয-যারিয়াত, আয়াতঃ ৬০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম ধূলিঝড়ের, ২. অতঃপর, পানির বোঝা বহনকারী মেঘমালার, ৩. অতঃপর মৃদুগতিতে চলমান নৌযানসমূহের, ৪. অতঃপর (আল্লাহর) নির্দেশ বন্টনকারী মালাইকাগণের। ৫. তোমরা যে ওয়াদাপ্রাপ্ত হয়েছ তা অবশ্যই সত্য। ৬. নিশ্চয়ই প্রতিদান অবশ্যস্বাবী। ৭. কসম সৌন্দর্যমণ্ডিত আকাশের ৮. নিশ্চয়ই তোমরা মতবিরোধপূর্ণ কথায় লিপ্ত। ৯. যে পথভ্রষ্ট হয়েছে তাকেই তা থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। ১০. মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক! ১১. যারা সন্দেহ-সংশয়ে নিপতিত, উদাসীন। ১২. তারা জিজ্ঞাসা করে, 'প্রতিদান দিবস কবে?' ১৩. 'যে দিন তারা অগ্নিতে সাজাপ্রাপ্ত হবে'। ১৪. বলা হবে, 'তোমাদের আযাব ভোগ কর, এটিতো 'তোমরা তুরান্বিত করতে চেয়েছিলে'। ১৫. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জাহ্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়, ১৬. তাদের রব তাদের যা দিবেন তা তারা খুশীতে গ্রহণকারী হবে। ইতঃপূর্বে এরাই ছিল সৎকর্মশীল। ১৭. রাতের সামান্য অংশই এরা ঘুমিয়ে কাটাতো। ১৮. আর রাতের শেষ প্রহরে এরা ক্ষমা চাওয়ায় রত থাকত। ১৯. আর তাদের ধনসম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও

বঞ্চিতের হক। ২০. সুনিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য যমীনে অনেক নিদর্শন রয়েছে। ২১. তোমাদের নিজদের মধ্যেও। তোমরা কি চক্ষুদ্বন্দ্বিত্ব হবে না? ২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সব কিছু। ২৩. অতএব আসমান ও যমীনের রবের কসম, তোমরা যে কথা বলে থাক তার মতই এটি সত্য। ২৪. তোমার কাছে কি ইবরহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? ২৫. যখন তারা তার কাছে আসল এবং বলল, 'সালাম', উত্তরে সেও বলল, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। ২৬. অতঃপর সে দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটা-তাজা গো-বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসল। ২৭. অতঃপর সে তা তাদের সামনে পেশ করল এবং বলল, 'তোমরা কি খাবে না'? ২৮. এতে তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল, 'ভয় পেয়োনা, তারা তাকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল'। ২৯. তখন তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসল এবং নিজ মুখ চাপড়িয়ে বলল, 'বৃদ্ধা-বৃদ্ধা'। ৩০. তারা বলল, 'তোমার রব এরূপই বলেছেন। নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ'। ৩১. ইবরহীম বলল, 'হে প্রেরিত মালাইকাগণ, তোমাদের উদ্দেশ্য কি?' ৩২. তারা বলল, 'আমরা এক অপরাধী কওমের প্রতি প্রেরিত হয়েছি'। ৩৩. 'যাতে তাদের উপর মাটির শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি'। ৩৪. 'যা তোমার রবের পক্ষ থেকে চিহ্নিত সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য'। ৩৫. অতঃপর সেখানে যেসব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম। ৩৬. তবে আমি সেখানে একটি বাড়ী ছাড়া কোন মুসলিম পাইনি। ৩৭. আর আমি তাদের জন্য সেখানে একটি নিদর্শন রেখেছি যারা যজ্ঞাদায়ক আযাবকে ভয় করে। ৩৮. আর মুসার সত্য ঘটনাতেও নিদর্শন রয়েছে, যখন আমি তাকে

সুস্পষ্ট প্রমাণসহ ফির'আউনের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ৩৯. কিন্তু সে তার দলবলসহ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'এ ব্যক্তি যাদুকার অথবা উম্মাদ'। ৪০. ফলে আমি তাকে ও তার সৈন্য-সামন্তকে পাকড়াও করলাম। অতঃপর তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে তো ছিল তিরস্কৃত। ৪১. আর 'আদ জাতির ঘটনায়ও (নিদর্শন রয়েছে), যখন আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ক্ষতিকর বায়ু। ৪২. ঐ বায়ু যার উপরে এসেছিল তাকে রেখে যায়নি, বরং সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। ৪৩. আর সামুদ জাতির ঘটনায়ও (নিদর্শন রয়েছে)। যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত ভোগ করে নাও'। ৪৪. অতঃপর তারা তাদের রবের আদেশ সম্পর্কে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। ফলে বজ্রাঘাত তাদেরকে পাকড়াও করল, আর তারা তা দেখছিল। ৪৫. অতঃপর তারা উঠে দাঁড়াতে পারল না এবং প্রতিরোধও করতে পারল না। ৪৬. আর ইতঃপূর্বে নূহের কওমকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম)। নিশ্চয়ই তারা ছিল ফাসিক কওম। ৪৭. আর আমি হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি শক্তিশালী। ৪৮. আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কতইনা সুন্দর বিছানা প্রস্তুতকারী! ৪৯. আর প্রত্যেক বস্তু থেকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। আশা করা যায়, তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে। ৫০. অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তো তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। ৫১. আর তোমরা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ নির্ধারণ করো না; আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। ৫২. এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যে রসূলই এসেছে, তারা বলেছে, 'এ তো একজন যাদুকার অথবা উম্মাদ'।

৫৩. তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে ওসিয়াত করেছে? বরং তারা সীমালঙ্ঘনকারী কওম। ৫৪. অতএব, তুমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এতে তুমি তিরস্কৃত হবে না। ৫৫. এবং উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে। ৫৬. আর জ্বীন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। ৫৭. আমি তাদের কাছে কোন রিযিক চাই না; আর আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিবে। ৫৮. নিশ্চয়ই আল্লাহই রিযিকদাতা, তিনি শক্তিশালী, পরাক্রমশালী। ৫৯. যারা যুল্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে তাদের সমমনাদের অনুরূপ আযাব; সুতরাং তারা যেন আমার কাছে (আযাবের) তাড়াহুড়া না করে। ৬০. অতএব, যারা কুফরী করে তাদের জন্য ধ্বংস সেদিনের যেদিনের ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

৫২. সূরহু: আত্ম-তুর, আয়াতঃ ৫৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম তুর পর্বতের, ২. আর কসম কিতাবের যা লিপিবদ্ধ আছে। ৩. উনুত্ত পাতায়। ৪. কসম আবাদ গৃহের, ৫. আর সমুদ্রত আকাশের; ৬. কসম তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগরের, ৭. নিশ্চয়ই তোমার রবের আযাব অবশ্যসম্ভাবী। ৮. যার কোন প্রতিরোধকারী নেই। ৯. যেদিন তীব্রভাবে আকাশ প্রকম্পিত হবে, ১০. আর পর্বতমালা দ্রুত পরিভ্রমণ করবে, ১১. অতএব মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের ধ্বংস, ১২. যারা খেল-তামাশায় মগ্ন থাকে। ১৩. সেদিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৪. 'এটি সেই জাহান্নাম যা তোমরা অস্বীকার করত'। ১৫. 'এটি কি যাদু, নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না!' ১৬.

তোমরা আগুনে প্রবেশ কর, তারপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর বা না কর, উভয়ই তোমাদের জন্য সমান; তোমাদেরকে তো কেবল তোমাদের আমলের প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। ১৭. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা (থাকবে) জাহান্নাতে ও প্রাচুর্যে। ১৮. তাদের রব তাদেরকে যা দিয়েছেন তা উপভোগ করবে, আর তাদের রব তাদেরকে বাঁচাবেন জ্বলন্ত আগুনের আযাব থেকে। ১৯. তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর, তোমরা যে আমাল করতে তার বিনিময়ে। ২০. সারিবদ্ধ পালঙ্কে তারা হেলান দিয়ে বসবে; আর আমি তাদেরকে মিলায়ে দেব ডাগরচোখা হুর-এর সাথে। ২১. আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সম্মান-সম্মতি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সম্মানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে। ২২. আর আমি তাদেরকে অতিরিক্ত দেব ফলমূল ও গোশত যা তারা কামনা করবে। ২৩. তারা পরস্পরের মধ্যে পানপাত্র বিনিময় করবে; সেখানে থাকবে না কোন বেহুদা কথাবার্তা এবং কোন পাপকাজ। ২৪. আর তাদের সেবায় চারপাশে ঘুরবে বালকদল; তারা যেন সুরক্ষিত মুক্তা। ২৫. আর তারা একে অপরের মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, ২৬. তারা বলবে, ‘পূর্বে আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যে শঙ্কিত ছিলাম’। ২৭. ‘অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করেছেন এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেছেন’। ২৮. নিশ্চয়ই পূর্বে আমরা তাঁকে ডাকতাম; নিশ্চয়ই তিনি ইহসানকারী, পরম দয়ালু। ২৯. অতএব, তুমি উপদেশ দিতে থাক; কারণ তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি গণক নও এবং উন্মাদও নও। ৩০. তারা কি বলছে, ‘সে (মুহাম্মাদ) একজন কবি? আমরা তার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি’। ৩১. বল, ‘তোমরা

অপেক্ষায় থাক! আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত রইলাম’। ৩২. তাদের বিবেক কি তাদেরকে এ আদেশ দেয়, না তারা সীমালঙ্ঘনকারী কওম? ৩৩. তারা কি বলে, ‘সে এটা বানিয়ে বলছে’? বরং তারা ঈমান আনে না। ৩৪. অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে তার অনুরূপ বাণী নিয়ে আসুক। ৩৫. তারা কি শ্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই শ্রষ্টা? ৩৬. তারা কি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না। ৩৭. তোমার রবের গুণভাণ্ডার কি তাদের কাছে আছে, না তারা সব কিছু নিয়ন্ত্রণকারী? ৩৮. নাকি তাদের আছে সিঁড়ি, যাতে চড়ে তারা (উর্ধ্বলোকের কথা) শুনতে পায়; তাদের শ্রোতা স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক না? ৩৯. তবে কি কন্যাসন্তান তাঁর; আর পুত্রসন্তান তোমাদের? ৪০. তবে কি তুমি তাদের কাছে প্রতিদান চাও যে, তারা তা ভারী জরিমানা মনে করে? ৪১. নাকি তাদের কাছে আছে গায়েবের জ্ঞান, যা তারা লিখছে? ৪২. নাকি তারা ষড়যন্ত্র করতে চায়? অতএব যারা কুফরী করে তারাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার। ৪৩. নাকি তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য ইলাহ আছে? তারা যে শিরক করে তা থেকে আল্লাহ পবিত্র। ৪৪. আর কোন আকাশখণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলে তারা বলবে, ‘এটি তো এক পুঞ্জীভূত মেঘ’! ৪৫. অতএব, তাদেরকে ছেড়ে দাও সেদিন পর্যন্ত যেদিন তারা ধ্বংস হবে। ৪৬. যেদিন তাদের পক্ষ থেকে কৃত তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। ৪৭. আর নিশ্চয়ই যারা যুলুম করবে তাদের জন্য থাকবে এছাড়া আরো আযাব; কিন্তু তাদের বেশীরভাগই জানে না। ৪৮. আর তোমাদের রবের সিদ্ধান্তের জন্য ধৈর্যধারণ কর; কারণ তুমি আমার চোখের সামনেই আছ, তুমি যখন জেগে ওঠ তখন তোমার রবের সপ্রশংস

তাসবীহ পাঠ কর। ৪৯. আর রাতের কিছু অংশে এবং নক্ষত্রের অন্ত যাবার পর তার তাসবীহ পাঠ কর।

৫৩. সূরহঃ আন্-নাঈম, আয়াতঃ ৬২, মাক্কী -

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম নক্ষত্রের, যখন তা অন্ত যায়। ২. তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়নি এবং বিপথগামীও হয়নি। ৩. আর সে মনগড়া কথা বলে না। ৪. তাতো কেবল ওয়াহী, যা তার প্রতি ওয়াহীরূপে প্রেরণ করা হয়। ৫. তাকে শিক্ষা দিয়েছে প্রবল শক্তিদ্বারা, ৬. প্রজ্ঞার অধিকারী। অতঃপর সে স্থির হয়েছিল, ৭. তখন সে উর্ধ্ব দিগন্তে। ৮. তারপর সে নিকটবর্তী হল, অতঃপর আরো কাছে এলো। ৯. তখন সে নৈকট্য ছিল দু'ধনুকের পরিমাণ, অথবা তারও কম। ১০. অতঃপর তিনি তাঁর বান্দার প্রতি যা ওয়াহী করার তা ওয়াহী করলেন। ১১. সে যা দেখেছে, অন্তর্করণে সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি। ১২. সে যা দেখেছে, সে সম্পর্কে তোমরা কি তার সাথে বিতর্ক করবে? ১৩. আর সে তো তাকে আরেকবার দেখেছিল। ১৪. সিঁদরাতুল মুনতাহার নিকট। ১৫. যার কাছে জালাতুল মা'ওয়া অবস্থিত। ১৬. যখন কুল গাছটিকে যা আচ্ছাদিত করার তা আচ্ছাদিত করেছিল। ১৭. তার দৃষ্টি এদিক-সেদিক যায়নি এবং সীমাও অতিক্রম করেনি। ১৮. নিশ্চয়ই সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ থেকে দেখেছে। ১৯. তোমরা লাভ ও 'উয্যা সম্পর্কে আমাকে বল' ২০. আর মানাত সম্পর্কে, যা তৃতীয় আরেকটি? ২১. তোমাদের জন্য কি পুত্র আর আল্লাহর জন্য কন্যা? ২২. এটাতো তাহলে এক অসঙ্গত বস্তু! ২৩. এগুলো কেবল কতিপয় নাম, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছে। এ ব্যাপারে

আল্লাহ কোন দলীল-প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেরা যা চায় তার অনুসরণ করে। অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত এসেছে। ২৪. মানুষের জন্য তা কি হয় যা সে চায়? ২৫. বস্তুতঃ আখিরতের জীবন ও দুনিয়ার জীবন তো আল্লাহরই। ২৬. আর আসমানসমূহে অনেক মালাইকা রয়েছে তাদের সুপারিশ কোনই কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তার ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার পর। ২৭. নিশ্চয়ই যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারাই মালাইকাদেরকে নারীবাচক নামে নামকরণ করে থাকে। ২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। আর নিশ্চয়ই অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোনই কাজে আসে না। ২৯. অতএব তুমি তাকে উপেক্ষা করে চল, যে আমার স্বরণ থেকে বিমুখ হয় এবং কেবল দুনিয়ার জীবনই কামনা করে। ৩০. এটাই তাদের জ্ঞানের শেষসীমা। নিশ্চয়ই তোমার রবই সবচেয়ে ভাল জানেন তার সম্পর্কে, যে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন তার সম্পর্কে যে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। ৩১. আর আসমানসমূহে যা রয়েছে এবং যমীনে যা রয়েছে তা আল্লাহরই। যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকর্ম করে। ৩২. যারা ছোট খাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয়ই তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে জগরণে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে

তাকওয়া অবলম্বন করেছে সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত। ৩৩. তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়? ৩৪. আর সামান্য দান করে, তারপর বন্ধ করে দেয়? ৩৫. তার কাছে কি আছে গায়েবের জ্ঞান যে, সে দেখছে? ৩৬. নাকি মুসার কিতাবে যা আছে, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয়নি? ৩৭. আর ইবরহীমের কিতাবে, যে (নির্দেশ) পূর্ণ করেছিল। ৩৮. তা এই যে, কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না। ৩৯. আর এই যে, মানুষ যা চেষ্টা করে, তাই সে পায়। ৪০. আর এই যে, তার প্রচেষ্টার ফল শীঘ্রই তাকে দেখানো হবে। ৪১. তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে। ৪২. আর নিশ্চয়ই তোমার রবের নিকটই হলো শেষ গন্তব্য। ৪৩. আর নিশ্চয়ই তিনিই হাসান এবং তিনিই কাদান। ৪৪. আর নিশ্চয়ই তিনিই মৃত্যু দেন এবং তিনিই জীবন দেন। ৪৫. আর তিনিই জোড়া সৃষ্টি করেন পুরুষ ও নারী। ৪৬. শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা নিক্ষিপ্ত হয়। ৪৭. আর নিশ্চয়ই পুনঃরায় সৃষ্টির দায়িত্ব তাঁর উপরই। ৪৮. আর তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন। ৪৯. আর তিনিই শিরার রব। ৫০. আর তিনিই প্রাচীন ‘আদ জাতি’কে ধ্বংস করেছেন। ৫১. আর সামূদ জাতিও। কাউকে তিনি অবশিষ্ট রাখেন নি। ৫২. আর পূর্বে নূহের কওমকেও। নিশ্চয়ই তারা ছিল অতিশয় যলিম ও চরম অবাধ্য। ৫৩. আর তিনি উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করেছিলেন। ৫৪. অতঃপর সেটাকে আচ্ছন্ন করেছিল, যা আচ্ছন্ন করার ছিল। ৫৫. তাহলে তুমি তোমার রবের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? ৫৬. অতীত সতর্ককারীদের মত এই নাবীও একজন সতর্ককারী। ৫৭. কিয়ামাত নিকটবর্তী। ৫৮. আল্লাহ ছাড়া কেউই তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়। ৫৯. তোমরা কি এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ?

৬০. আর হাসছ এবং কান্দছ না? ৬১. আর তোমরা তো গফিল। ৬২. সুতরাং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা কর এবং ইবাদাত কর।^{সাজদা}

৫৪. সূরহুঃ আল-কুমার, আয়াতঃ ৫৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে। ২. আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, ‘চলমান যাদু’। ৩. আর তারা অস্বীকার করে এবং নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অথচ প্রতিটি বিষয় (শেষ সীমায়) স্থির হবে। ৪. আর তাদের কাছে তো সংবাদসমূহ এসেছে, যাতে রয়েছে উপদেশবাণী, ৫. পরিপূর্ণ হিকমাত। তবে সতর্কবাণী তাদের কোন উপকারে আসেনি। ৬. অতএব তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, সেদিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে এক বিত্তীষিকাময় বিষয়ের দিকে, ৭. তারা তাদের দৃষ্টি অবনত অবস্থায় কবর থেকে বের হয়ে আসবে। মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল। ৮. তারা আহ্বানকারীর দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছুটে আসবে। কাফিররা বলবে, ‘এটি বড়ই কঠিন দিন’। ৯. তাদের পূর্বে নূহের কওমও অস্বীকার করেছিল। তারা আমার বান্দাকে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, ‘পাগল’। আর তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। ১০. অতঃপর সে তার রবকে আহ্বান করল যে, ‘নিশ্চয়ই আমি পরাজিত, অতএব তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর’। ১১. ফলে আমি বর্ষণশীল বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম। ১২. আর ভূমিতে আমি ঝর্ণা উৎসারিত করলাম। ফলে সকল পানি মিলিত হল নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে। ১৩. আর আমি তাকে (নূহকে) কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহণ

করলাম। ১৪. যা আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে চলত, তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। ১৫. আর আমি তাকে নিদর্শন হিসেবে রেখেছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ১৬. অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শন কেমন ছিল? ১৭. আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ১৮. ‘আদ জাতি অস্বীকার করেছিল, অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শন কিরূপ হয়েছিল? ১৯. নিশ্চয়ই আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম প্রচণ্ড শীতল ঝড়ো হাওয়া, অব্যাহত এক অমঙ্গল দিনে। ২০. তা মানুষকে উৎখাত করেছিল। যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। ২১. অতএব আমার আযাব ও ভয় প্রদর্শন কিরূপ হয়েছিল? ২২. আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ২৩. সামূদ জাতিও সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ২৪. অতঃপর তারা বলেছিল, ‘আমরা কি আমাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তাহলে নিশ্চয়ই আমরা পথভ্রষ্টতা ও উন্মত্ততার মধ্যে পড়ব’। ২৫. ‘আমাদের মধ্য থেকে কি তার ওপরই উপদেশবাণী পাঠানো হয়েছে? বরং সে চরম মিথ্যাবাদী অহঙ্কারী’। ২৬. আগামী দিন তারা জানতে পারবে, কে চরম মিথ্যাবাদী, অহঙ্কারী। ২৭. নিশ্চয়ই আমি তাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ উষ্ট্রী পাঠাচ্ছি। অতএব তুমি তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যধারণ কর। ২৮. আর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন সুনির্দিষ্ট। প্রত্যেকেই (পালানুগমে) পানির অংশে উপস্থিত হবে। ২৯. অতঃপর তারা তাদের সাথীকে ডেকে আনল। তখন সে উষ্ট্রীকে ধরল, তারপর হত্যা করল। ৩০. অতএব আমার আযাব ও

ভয় প্রদর্শন কিরূপ হয়েছিল? ৩১. নিশ্চয়ই আমি তাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম এক বিকট আওয়াজ, ফলে তারা খোয়াড় প্রস্তুতকারীর খণ্ডিত শুষ্ক খড়ের মত হয়ে গেল। ৩২. আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ৩৩. লূতের কওম সতর্ককারীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ৩৪. নিশ্চয়ই আমি তাদের উপর কংকর-ঝড় পাঠিয়েছিলাম, তবে লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে শেষ রাতে নাজাত দিয়েছিলাম, ৩৫. আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ। এভাবেই আমি তাকে প্রতিদান দেই, যে কৃতজ্ঞ হয়। ৩৬. আর লূত তো তাদেরকে আমার কঠিন পাকড়াও সম্পর্কে সাবধান করেছিল, তারপরও তারা সাবধান বাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছিল। ৩৭. আর তারা তার কাছে তার মেহমানদেরকে (অসদুদ্দেশ্যে) দাবী করল। তখন আমি তাদের চোখগুলোকে অন্ধ করে দিলাম। (আর বললাম) আমার আযাব ও সাবধানবাণীর পরিণাম ভোগ কর। ৩৮. আর সকাল বেলা তাদের উপর অবিরত আযাব নেমে আসল। ৩৯. ‘আর আমার আযাব ও সাবধানবাণীর পরিণাম ভোগ কর’। ৪০. আর আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ৪১. ফির‘আউন গোষ্ঠীর কাছেও তো সাবধানবাণী এসেছিল। ৪২. তারা আমার সকল নিদর্শনকে অস্বীকার করল, অতএব আমি মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমানের মতই তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ৪৩. তোমাদের (মক্কার) কাফিররা কি তাদের চেয়ে ভাল? না কি তোমাদের জন্য মুক্তির কোন ঘোষণা রয়েছে (আসমানী) কিতাবসমূহের মধ্যে? ৪৪. না কি তারা বলে, ‘আমরা সংঘবদ্ধ বিজয়ী দল’?

৪৫. সংঘবদ্ধ দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পিঠ দেখিয়ে পালাবে। ৪৬. বরং কিয়ামাত তাদের প্রতিশ্রুত সময়। আর কিয়ামাত অতি ভয়ঙ্কর ও তিক্ততর। ৪৭. নিশ্চয়ই অপরাধীরা রয়েছে পথভ্রষ্টতা ও (পরকালে) প্রজ্জ্বলিত আগুনে। ৪৮. সেদিন তাদেরকে উপড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নেয়া হবে। (বলা হবে) জাহান্নামের ছোঁয়া ভোগ কর। ৪৯. নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী। ৫০. আর আমার আদেশ তো কেবল একটি কথা, চোখের পলকের মত। ৫১. আর আমি তো তোমাদের মত অনেককে ধ্বংস করে দিয়েছি, অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ৫২. আর তারা যা করেছে, সব কিছুই ‘আমালনামায়’ রয়েছে। ৫৩. আর ছোট বড় সব কিছুই লিখিত আছে। ৫৪. নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে। ৫৫. যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতির নিকটে।

৫৫. সূরহঃ আর-রহমান, আয়াতঃ ৭৮, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. পরম করুণাময়, ২. তিনি শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, ৩. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ, ৪. তিনি তাকে শিখিয়েছেন ভাষা। ৫. সূর্য ও চাঁদ (নির্ধারিত) হিসাব অনুযায়ী চলে, ৬. আর তারকা ও গাছ-পালা সিজদা করে। ৭. আর তিনি আকাশকে সমুন্নত করেছেন এবং দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করেছেন। ৮. যাতে তোমরা দাঁড়িপাল্লায় সীমালঙ্ঘন না কর। ৯. আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওজন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওজনকৃত বস্তু কম দিও না। ১০. আর যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টজীবের জন্য। ১১. তাতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুর গাছ, যার খেজুর আবরণযুক্ত। ১২. আর আছে

খোসায়ুক্ত দানা ও সুগন্ধিযুক্ত ফুল। ১৩. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ১৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুষ্ক ঠনঠনে মাটি থেকে যা পোড়া মাটির ন্যায়। ১৫. আর তিনি জীনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে। ১৬. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ১৭. তিনি দুই পূর্ব ও দুই পশ্চিমের রব। ১৮. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ১৯. তিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করেন, যারা পরস্পর মিলিত হয়। ২০. উভয়ের মধ্যে রয়েছে এক আড়াল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। ২১. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ২২. উভয় সমুদ্র থেকে উৎপন্ন হয় মণিমুক্তা ও প্রবাল। ২৩. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ২৪. আর সমুদ্রে চলমান পাহাড়সম জাহাজসমূহ তাঁরই। ২৫. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ২৬. যমীনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল। ২৭. আর থেকে যাবে শুধু মহামহিম ও মহানুভব তোমার রবের চেহারা। ২৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ২৯. আসমানসমূহ ও যমীনে যারা রয়েছে, সবাই তাঁর কাছে চায়। প্রতিদিন তিনি কোন না কোন কাজে রত। ৩০. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৩১. হে মানুষ ও জীন, আমি অচিরেই তোমাদের (হিসাব-নিকাশ গ্রহণের) প্রতি মনোনিবেশ করব। ৩২. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৩৩. হে জীন ও মানবজাতি, যদি তোমরা আসমানসমূহ

ও যমীনের সীমানা থেকে বের হতে পার, তাহলে বের হও। কিন্তু তোমরা তো (আল্লাহর দেয়া) শক্তি ছাড়া বের হতে পারবে না। ৩৪. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৩৫. তোমাদের উভয়ের প্রতি প্রেরণ করা হবে অগ্নিশিখা ও কালো ধোঁয়া, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। ৩৬. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৩৭. যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, অতঃপর তা রক্তিম গোলাপের ন্যায় লাল চামড়ার মত হবে। ৩৮. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৩৯. অতঃপর সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, না জ্বীনকে। ৪০. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের রবের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ৪১. অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের চিহ্নের সাহায্যে। অতঃপর তাদেরকে মাথার অগ্রভাগের চুল ও পা ধরে নেয়া হবে। ৪২. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৪৩. এই সেই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা অস্বীকার করত। ৪৪. তারা ঘুরতে থাকবে জাহান্নাম ও ফুটন্ত পানির মধ্যে। ৪৫. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৪৬. আর যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, তার জন্য থাকবে দু’টি জাহান্নাম। ৪৭. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৪৮. উভয়ই বহু ফলদার শাখাবিশিষ্ট। ৪৯. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫০. উভয়ের মধ্যে থাকবে দু’টি ঋণাধারা যা প্রবাহিত হবে। ৫১. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫২. উভয়ের

মধ্যে প্রত্যেক ফল থেকে থাকবে দু’ প্রকারের। ৫৩. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৪. সেখানে পুরু রেশমের আন্তরবিশিষ্ট বিছানায় তারা হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে এবং দুই জাহান্নামের ফল-ফলাদি থাকবে নিকটবর্তী। ৫৫. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৬. সেখানে থাকবে স্বামীর প্রতি দৃষ্টি সীমিতকারী মহিলাগণ, যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জ্বীন। ৫৭. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৫৮. তারা যেন হীরা ও প্রবাল। ৫৯. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কী হতে পারে? ৬১. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬২. আর ঐ দু’টি জাহান্নাম ছাড়াও আরো দু’টি জাহান্নাম রয়েছে। ৬৩. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৪. জাহান্নাম দু’টি গাঢ় সবুজ ৬৫. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৬. এ দু’টিতে থাকবে অবিরাম ধারায় উচ্ছলমান দু’টি ঋণাধারা। ৬৭. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৬৮. এ দু’টিতে থাকবে ফলমূল, খেজুর ও আনার। ৬৯. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭০. সেই জাহান্নামসমূহে থাকবে উত্তম চরিত্রবতী অনিন্দ্য সুন্দরীগণ। ৭১. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্ নি‘আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭২. তারা হূর, তাঁরতে থাকবে সুরক্ষিতা। ৭৩. সুতরাং তোমাদের রবের কোন্

নি'আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৪. যাদেরকে ইতঃপূর্বে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ আর না কোন জ্বীন। ৭৫. সুতরাং তোমাদের রবের কোন নি'আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৬. তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর কারুকার্য খচিত গালিচার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় থাকবে। ৭৭. সুতরাং তোমাদের রবের কোন নি'আমাতকে তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে? ৭৮. তোমার রবের নাম বারকাতময়, যিনি মহামহিম ও মহানুভব।

৫৬. সূরহুঃ আল-ওয়াকি'আহ, আয়াতঃ ৯৬, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে। ২. তার সংঘটনের কোনই অস্বীকারকারী থাকবে না। ৩. তা কাউকে ভুলুষ্ঠিত করবে এবং কাউকে করবে সমুন্নত। ৪. যখন যমীন প্রকম্পিত হবে প্রবল প্রকম্পনে। ৫. আর পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে। ৬. অতঃপর তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। ৭. আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন দলে। ৮. সুতরাং ডান পার্শ্বের দল, ডান পার্শ্বের দলটি কত সৌভাগ্যবান! ৯. আর বাম পার্শ্বের দল, বাম পার্শ্বের দলটি কত হতভাগ্য! ১০. আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী। ১১. তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। ১২. তারা থাকবে নি'আমাতপূর্ণ জাম্বাতসমূহে। ১৩. বহুসংখ্যক হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে, ১৪. আর অল্পসংখ্যক হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। ১৫. স্বর্ণ ও দামী পাথরখচিত আসনে! ১৬. তারা সেখানে হেলান দিয়ে আসীন থাকবে মুখোমুখি অবস্থায়। ১৭. তাদের আশ-পাশে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোররা, ১৮. পানপাত্র, জগ ও প্রবাহিত ঝর্ণার শরাবপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, ১৯. তা পানে

না তাদের মাথা ব্যথা করবে, আর না তারা মাতাল হবে। ২০. আর (ঘোরাফেরা করবে) তাদের পছন্দমত ফল নিয়ে। ২১. আর পাখির গোশত নিয়ে, যা তারা কামনা করবে। ২২. আর থাকবে ডাগরচোখা হূর, ২৩. যেন তারা সুরক্ষিত মুক্তা, ২৪. তারা যে আমাল করত তার প্রতিদান স্বরূপ। ২৫. তারা সেখানে শুনতে পাবে না কোন বেহুদা কথা, এবং না পাপের কথা; ২৬. শুধু এই বাণী ছাড়া, 'সালাম, সালাম' ২৭. আর ডান দিকের দল; কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল! ২৮. তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুলগাছের নিচে, ২৯. আর কাঁদিপূর্ণ কলাগাছের নিচে, ৩০. আর বিস্তৃত ছায়ায়, ৩১. আর সদা প্রবাহিত পানির পাশে, ৩২. আর প্রচুর ফলমূলে, ৩৩. যা শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না। ৩৪. (তারা থাকবে) সুউচ্চ শয্যাসমূহে; ৩৫. নিশ্চয়ই আমি হূরদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করব। ৩৬. অতঃপর তাদেরকে বানাব কুমারী, ৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়সী। ৩৮. ডানদিকের লোকদের জন্য। ৩৯. তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে। ৪০. আর অনেকে হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। ৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! ৪২. তারা থাকবে তীব্র গরম হাওয়া এবং প্রচণ্ড উত্তপ্ত পানিতে, ৪৩. আর প্রচণ্ড কালো ধোঁয়ার ছায়ায়, ৪৪. যা শীতলও নয়, সুখকরও নয়। ৪৫. নিশ্চয়ই তারা ইতঃপূর্বে বিলাসিতায় মগ্ন ছিল, ৪৬. আর তারা জঘন্য পাশে লেগে থাকত। ৪৭. আর তারা বলত, 'আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব তখনও কি আমরা পুনরুত্থিত হব'? ৪৮. 'আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরাও'? ৪৯. বল, 'নিশ্চয়ই পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা, ৫০. এক নির্ধারিত দিনের নির্দিষ্ট সময়ে অবশ্যই একত্র হবে'। ৫১. তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা, ৫২. তোমরা অবশ্যই যাক্কুম গাছ

থেকে খাবে, ৫৩. অতঃপর তা দিয়ে পেট ভর্তি করবে। ৫৪. তদুপর পান করবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত পানি। ৫৫. অতঃপর তোমরা তা পান করবে পিপাসিত উটের ন্যায়। ৫৬. প্রতিফল দিবসে এই হবে তাদের মেহমানদারী, ৫৭. আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি: তাহলে কেন তোমরা তা বিশ্বাস করছ না? ৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্ষপাত করছ সে সম্পর্কে? ৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি কর, না আমিই তার স্রষ্টা? ৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্ধারণ করেছি এবং আমাকে অক্ষম করা যাবে না, ৬১. তোমাদের স্থানে তোমাদের বিকল্প আনয়ন করতে এবং তোমাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করতে যা তোমরা জানো না। ৬২. আর তোমরা তো প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে জেনেছ, তবে কেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করছ না? ৬৩. তোমরা আমাকে বল, তোমরা যমীনে যা বপন কর সে ব্যাপারে, ৬৪. তোমরা তা অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? ৬৫. আমি চাইলে তা খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি, তখন তোমরা আফসোস করতে থাকবে- ৬৬. (এই বলে,) 'নিশ্চয়ই আমরা দায়গ্রস্ত হয়ে গেলাম'। ৬৭. 'বরং আমরা মাহরুম হয়েছি'। ৬৮. তোমরা যে পানি পান কর সে ব্যাপারে আমাকে বল। ৬৯. বৃষ্টিভরা মেঘ থেকে তোমরা কি তা বর্ষণ কর, না আমি বৃষ্টি বর্ষণকারী? ৭০. ইচ্ছা করলে আমি তা লবণাক্ত করে দিতে পারি: তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও না? ৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে ব্যাপারে আমাকে বল, ৭২. তোমরাই কি এর (লাকড়ির গাছ) উৎপাদন কর, না আমি করি? ৭৩. একে আমি করেছি এক স্মারক ও মরুবাসীর প্রয়োজনীয় বস্তু। ৭৪. অতএব তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ পাঠ কর। ৭৫. সুতরাং আমি কসম করছি নক্ষত্ররাজির অস্ত্রাচলের, ৭৬. আর নিশ্চয়ই এটি এক মহাকসম, যদি

তোমরা জানতে, ৭৭. নিশ্চয়ই এটি মহিমাযিত কুরআন, ৭৮. যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, ৭৯. কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিত্রগণ ছাড়া। ৮০. তা সৃষ্টিকুলের রবের কাছ থেকে নাযিলকৃত। ৮১. তবে কি তোমরা এই বাণী তুচ্ছ গণ্য করছ? ৮২. আর তোমরা তোমাদের রিযিক বানিয়ে নিয়েছ যে, তোমরা মিথ্যা আরোপ করবে। ৮৩. সুতরাং কেন নয়- যখন রুহ কণ্ঠদেশে পৌঁছে যায়? ৮৪. আর তখন তোমরা কেবল চেয়ে থাক। ৮৫. আর তোমাদের চাইতে আমি তার খুব কাছে; কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। ৮৬. তোমাদের যদি প্রতিফল দেয়া না হয়, তাহলে তোমরা কেন চাও? ফিরিয়ে আনছ না রুহকে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? ৮৮. অতঃপর সে যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্যতম হয়, ৮৯. তবে তার জন্য থাকবে বিশ্রাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখময় জাম্বাত। ৯০. আর সে যদি হয় ডানদিকের একজন, ৯১. তবে (তাকে বলা হবে), 'তোমাকে সালাম, যেহেতু তুমি ডানদিকের একজন'। ৯২. আর সে যদি হয় অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্ট, ৯৩. তবে তার মেহমানদারী হবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত পানি দিয়ে, ৯৪. আর জ্বলন্ত আগুনে প্রজ্জ্বলনে। ৯৫. নিশ্চয়ই এটি অবধারিত সত্য। ৯৬. অতএব তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ পাঠ কর।

৫৭. সূরহু আল-হাদীদ, আয়াতঃ ২৯, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
২. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই। তিনিই জীবন দেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।
৩. তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য

ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। ৪. তিনিই আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন যমীনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আসমান থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৫. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সকল বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। ৬. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি অন্তরসমূহের বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবগত। ৭. তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিফল। ৮. আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছ না? অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনতে আহ্বান করছে। আর তিনি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, যদি তোমরা মুমিন হও। ৯. তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়। ১০. তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করছ না? অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকারতো আল্লাহরই? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যারা

পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ প্রত্যেকের জন্যই কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবগত। ১১. এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম কর্য দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। ১২. সেদিন তুমি মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। (বলা হবে) ‘আজ তোমাদের সুসংবাদ হল জাম্মাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, তথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটা হল মহাসাফল্য। ১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ ঈমানদারদের বলবে, ‘তোমরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর, তোমাদের নূর থেকে আমরা একটু নিয়ে নেই’, বলা হবে, ‘তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান কর,’ তারপর তাদের মাঝখানে একটি প্রাচীর স্থাপন করে দেয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরভাগে থাকবে রহমাত এবং তার বহির্ভাগে থাকবে আযাব। ১৪. মুনাফিকরা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে, ‘আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে ‘হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। আর তোমরা অপেক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং আকাজ্জা তোমাদেরকে প্রতারণিত করেছিল, অবশেষে আল্লাহর নির্দেশ এসে গেল। আর মহা প্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণিত করেছিল। ১৫. সুতরাং আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা কুফরী করেছিল তাদের কাছ থেকেও না। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল। সেটাই তোমাদের উপযুক্ত স্থান। আর কতই না নিকৃষ্ট সেই গন্তব্যস্থল! ১৬. যারা ঈমান

এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক। ১৭. তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তোমরা বুঝতে পারবে। ১৮. নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম কর্য দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। ১৯. আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলদের প্রতি ঈমান আনে, তারাই তাদের রবের নিকট সিদ্ধীক ও শহীদ। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিফল এবং তাদের নূর। আর যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। ২০. তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সম্ভান-সম্ভতিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সম্ভৃতি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো খোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। ২১. তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জাহান্নামের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রশস্ত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর

রসুলদের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ২২. যমীনে এবং তোমাদের নিজদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। ২৩. যাতে তোমরা আফসোস না কর তার উপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোন উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। ২৪. যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত। ২৫. নিশ্চয়ই আমি আমার রসুলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও (ন্যায়ের) মানদণ্ড নাযিল করেছি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরো নাযিল করেছি লোহা, তাতে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহু কল্যাণ রয়েছে। আর যাতে আল্লাহ জেনে নিতে পারেন, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রসুলদেরকে সাহায্য করে। অবশ্যই আল্লাহ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। ২৬. আর আমি তো নূহ ও ইবরহীমকে রসুলরূপে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব দিয়েছিলাম। তারপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ সঠিক পথ অবলম্বনকারী ছিল, আর তাদের অধিকাংশই ছিল ফাসিক। ২৭. তারপর তাদের পিছনে আমি আমার রসুলদেরকে অনুগামী করেছিলাম এবং মারইয়াম পুত্র ইসাকেও অনুগামী করেছিলাম। আর তাকে ইনজীল কিতাব দিয়েছিলাম এবং যারা তার অনুসরণ করেছিল তাদের অন্তরসমূহে করুণা ও দয়ামায়া দিয়েছিলাম। আল্লাহর সম্ভৃতি লাভের আশায় তারাই

বৈরাগ্যবাদের প্রবর্তন করেছিল। এটা আমি তাদের ওপর লিপিবদ্ধ করে দেইনি। তারপর তাও তারা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেনি। আর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ফাসিক। ২৮. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২৯. (তা এজন্য যে,) আহলে কিতাবগণ যেন জেনে নিতে পারে, আল্লাহর অনুগ্রহের কোন বস্তুতেই তারা ক্ষমতা রাখে না। আর নিশ্চয়ই অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দেন। আর আল্লাহ মহাঅনুগ্রহের অধিকারী।

৫৮. সূরহঃ আল-মুজাদালাহ, আয়াতঃ ২২, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আল্লাহ অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করছিল। আল্লাহ তোমাদের কথোপকথন শোনেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। ২. তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তাদের স্ত্রীগণ তাদের মাতা নয়। তাদের মাতা তো কেবল তারাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। আর তারা অবশ্যই অসঙ্গত ও অসত্য কথা বলে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক পাপ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল। ৩. আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' করে অতঃপর তারা যা বলেছে

তা থেকে ফিরে আসে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করবে। এর মাধ্যমে তোমাদেরকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। ৪. কিন্তু যে তা পাবে না, সে লাগাতার দু'মাস সিয়াম পালন করবে, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে। আর যে (এরূপ করার) সামর্থ্য রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। এ বিধান এ জন্য যে, তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এগুলো আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমা এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ৫. যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তাদেরকে অপদহ করা হবে যেভাবে অপদহ করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আর আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব। ৬. যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুজ্জীবিত করে উঠাবেন অতঃপর তারা যে আমাল করেছিল তা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তা হিসাব করে রেখেছেন যদিও তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী। ৭. তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামাতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত। ৮. তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যাদেরকে গোপন পরামর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছিল? তারপরও তারা তারই

পুনরাবৃত্তি করল যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। আর তারা পাপাচার, সীমালঙ্ঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য গোপন পরামর্শ করে। আর তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন তারা তোমাকে এমন (কথার দ্বারা) অভিবাদন জানায় যেভাবে আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। আর তারা মনে মনে বলে, ‘আমরা যা বলি তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। আর তা কতইনা নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! ৯. হে মুমিনগণ, তোমরা যখন গোপনে পরামর্শ করবে তখন তোমরা যেন শুনাহ, সীমালঙ্ঘন ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শ না কর। আর তোমরা সংকর্ম ও তাকওয়ার বিষয়ে গোপন পরামর্শ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্র করা হবে। ১০. গোপন পরামর্শ তো হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যে কৃত শায়তনের কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে। ১১. হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, ‘মজলিসে স্থান করে দাও’, তখন তোমরা স্থান করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা উঠে যাও’, তখন তোমরা উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ১২. হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সদাকা পেশ কর। এটি তোমাদের জন্য শ্রেয়তর ও পবিত্রতর; কিন্তু যদি তোমরা সক্ষম না হও

তবে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু। ১৩. তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, একান্ত পরামর্শের পূর্বে সদাকা পেশ করবে? হ্যাঁ, যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহও তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সলাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত। ১৪. তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি, যারা এমন এক কওমের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহর গযব নিপতিত হয়েছে? তারা তোমাদের দলভুক্ত নয় এবং তোমরাও তাদের দলভুক্ত নও। আর তারা জেনে শুনেই মিথ্যার উপর কসম করে। ১৫. আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন। নিশ্চয়ই তারা যা করত তা কতইনা মন্দ! ১৬. তারা তাদের কসমগুলোকে ঢাল হিসেবে নিয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথে বাধা প্রদান করেছে। ফলে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। ১৭. আল্লাহর বিপরীতে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের আদৌ কোন কাজে আসবে না। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ১৮. সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, তখন তারা আল্লাহর নিকট এমন কসম করবে যেমন কসম তোমাদের নিকট করে থাকে এবং তারা মনে করে যে, তারা কোন কিছুর উপর আছে। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই এরা মিথ্যাবাদী। ১৯. শায়তন এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই শায়তনের দল। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই শায়তনের দল ক্ষতিগ্রস্ত। ২০. নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তারা চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। ২১. আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, ‘আমি ও আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব’। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহা শক্তিমান,

মহা পরাক্রমশালী। ২২. তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রুহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। তিনি তাদের প্রবেশ করাবেন এমন জাম্বাতসমূহে যার নিচে দিয়ে ঋণাধারাসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফলকাম।

৫৯. সূরহুঃ আল-হাশার, আয়াতঃ ২৪, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আসমানসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেছে এবং তিনি মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তিনিই তাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিলেন প্রথমবারের মত। তোমরা ধারণাও করনি যে, তারা বেরিয়ে যাবে। আর তারা ধারণা করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর আযাব এমন এক দিক থেকে আসল যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি এবং তিনি তাদের অন্তরসমূহে ত্রাসের সঞ্চার করলেন, ফলে তারা তাদের বাড়ী-ঘর আপন হাতে ও মুমিনদের হাতে ধ্বংস করতে শুরু করল। অতএব হে দৃষ্টিমান লোকেরা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। ৩. আর আল্লাহ যদি তাদের জন্য নির্বাসন লিপিবদ্ধ না করতেন, তবে তিনি

তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে আগুনের শাস্তি। ৪. এটি এ জন্য যে, তারা সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। আর যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর। ৫. তোমরা যে সব নতুন খেজুর গাছ কেটে ফেলছ অথবা সেগুলোকে তাদের মূলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দিয়েছ। তা তো ছিল আল্লাহর অনুমতিক্রমে এবং যাতে তিনি ফাসিকদের লাঞ্ছিত করতে পারেন। ৬. আল্লাহ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তোমরা তার জন্য কোন ঘোড়া বা উটে আরোহণ করে অভিযান পরিচালনা করনি। বরং আল্লাহ তাঁর রসূলগণকে যাদের ওপর ইচ্ছা কর্তৃত্ব প্রদান করেন। আল্লাহ সকল কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। ৭. আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রসূলকে ফায় হিসেবে যা দিয়েছেন তা আল্লাহর, রসূলের, আত্মীয়-স্বজনদের, ইয়াতীমদের, মিসকীন ও মুসাফিরদের এটি এ জন্য যে, যাতে ধন-সম্পদ তোমাদের মধ্যকার বিভ্রাটের মাঝেই কেবল আবর্তিত না থাকে। রসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর। ৮. এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী। ৯. আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাতে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে

ভালবাসে। আর মুহাজিরদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। ১০. যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে: ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না; হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু। ১১. তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি যারা আহলে কিতাবের মধ্য হতে তাদের কাফির ভাইদেরকে বলে, ‘তোমাদেরকে বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্য বেরিয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনোই কারো আনুগত্য করব না। আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব’। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা মিথ্যাবাদী। ১২. তারা (ইহুদিরা) যদি বহিষ্কৃত হয় তবে এরা (মুনাফিকরা) কখনো তাদের সাথে বেরিয়ে যাবে না আর তাদের (ইয়াহুদীদের) সাথে যদি যুদ্ধ করা হয় এরা (মুনাফিকরা) কখনো তাদেরকে সাহায্য করবে না। আর যদি তাদেরকে সাহায্য করে তবে তারা অবশ্যই পিঠ দেখিয়ে পালাবে; এরপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। ১৩. প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তরে আল্লাহর চাইতে তোমাদের ভয় বেশী; এটা এ কারণে যে, তারা অবুঝ সম্প্রদায়। ১৪. তারা সম্মিলিতভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না তবে সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অবস্থান করে বা দেয়ালের পেছন হতে; তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রবল শক্তিশ্রম মনে করে; তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ

তাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। ১৫. তাদের অব্যবহিত পূর্বসূরীদের ন্যায়, যারা নিজেদের কৃতকর্মের কুফল ভোগ করেছে; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ১৬. (এরা) শায়তন এর ন্যায়, সে মানুষকে বলেছিল, ‘কুফরি কর’, অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন সে বলল, আমি তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয়ই আমি সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি। ১৭. তাদের দু’জনের পরিণতি ছিল এই যে, তারা দু’জনেই জাহান্নামী হবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আর এটাই যলিমদের প্রতিদান। ১৮. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। ১৯. তোমরা তাদের মত হইও না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিলেন; আর তারাই হল ফাসিক। ২০. জাহান্নামবাসী ও জান্নাতবাসীরা সমান নয়; জান্নাতবাসীরাই সফলকাম। ২১. এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। মানুষের জন্য আমি এ উদাহরণগুলি পেশ করি; হয়ত তারা চিন্তাভাবনা করবে। ২২. তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু। ২৩. তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, জ্ঞানমুগ্ধ, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। ২৪. তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও

যমীনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬০. সূরহঃ আল-মুমতাহিনাহ্, আয়াতঃ ১৩, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সম্ভূতির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। ২. তারা যদি তোমাদেরকে বাগে পায় তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং মন্দ নিয়ে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও যবান বাড়াবে; তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরি করতে। ৩. কিয়ামাত দিবসে তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৪. ইবরহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছু ইবাদত কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্বেক হল আমাদের- তোমাদের

মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। তবে স্বীয় পিতার প্রতি ইবরহীমের উক্তিটি ব্যতিক্রম: 'আমি অবশ্যই তোমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমি কোন অধিকার রাখি না'। হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা আপনার ওপরই ভরসা করি, আপনারই অভিযুখী হই আর প্রত্যাবর্তন তো আপনারই কাছে। ৫. হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে কাফিরদের উৎপীড়নের পাত্র বানাবেন না। হে আমাদের রব, আপনি আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৬. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয়ই আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত। ৭. যাদের সাথে তোমরা শত্রুতা করছ, আশা করা যায় আল্লাহ তোমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আর আল্লাহ সর্ব শক্তিমান এবং আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ৮. দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় পরায়ণদেরকে ভালবাসেন। ৯. আল্লাহ কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেছেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে ও তোমাদেরকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সহায়তা করেছে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারাই তো যলিম। ১০. হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মু'মিন মহিলারা

হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয় করেছে, তা তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। আর তোমরা কাফির নারীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় রেখ না, তোমরা যা ব্যয় করেছে, তা তোমরা ফেরত চাও, আর তারা যা ব্যয় করেছে, তা যেন তারা চেয়ে নেয়। এটা আল্লাহর বিধান। তিনি তোমাদের মাঝে ফয়সালা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। ১১. আর তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট চলে যায়, অতঃপর যদি তোমরা যুদ্ধজয়ী হয়ে গনীমত লাভ কর, তাহলে যাদের স্ত্রীরা চলে গেছে, তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে, তার সমপরিমাণ প্রদান কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। ১২. হে নাবী, যখন মুমিন নারীরা তোমার কাছে এসে এই মর্মে বাই'য়াত করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, তারা জেনে গুনে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তারা তোমার অবাধ্য হবে না। তখন তুমি তাদের বাই'য়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ১৩. হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো

আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছেন।

৬১. সূরহুঃ আস-সফ, আয়াতঃ ১৪, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করছে। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? ৩. তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়। ৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। ৫. আর মুসা যখন তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল'। অতঃপর তারা যখন বাঁকাপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বাঁকা করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। ৬. আর যখন মারইয়াম পুত্র ঈসা বলেছিল, 'হে বানী ইসরঈল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ'। অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, 'এটাতো স্পষ্ট যাদু'। ৭. সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক যলিম আর কে? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ যলিম

সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। ৮. তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতাদানকারী। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। ৯. তিনিই তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সকল দ্বীনের উপর তা বিজয়ী করে দেন। যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। ১০. হে ঈমানদারগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? ১১. তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। ১২. তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জাম্বাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জাম্বাতসমূহে উত্তম আবাসগুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহাসাফল্য। ১৩. এবং আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। ১৪. হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও। যেমন মারইয়াম পুত্র ইসা হাওয়ারীদেদেরকে বলেছিল, আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীগণ বলল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। তারপর বানী-ইসরঈলের মধ্য থেকে একদল ঈমান আনল এবং অপর এক দল প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর যারা ঈমান আনল আমি তাদেরকে তাদের শত্রুবাহিনীর ওপর শক্তিশালী করলাম। ফলে তারা বিজয়ী হল।

৬২. সূরহুঃ আল-জুমু'আ, আয়াতঃ ১১, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আসমানসমূহে এবং যমীনে যা আছে সবই পবিত্রতা ঘোষণা করে আল্লাহর। যিনি বাদশাহ, মহাপবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২. তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যে তাদের কাছে তিলাওয়াত করে তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদেরকে শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল। ৩. এবং তাদের মধ্য হতে অন্যান্যদের জন্যও, (এ রসূলকেই পাঠানো হয়েছে) যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি। আর তিনিই মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ৪. এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহের অধিকারী। ৫. যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা বহন করেনি, তারা গাধার মত! যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে। সে সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা নিকৃষ্ট, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। আর আল্লাহ যলিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না। ৬. বল, হে ইয়াহুদীরা, যদি তোমরা মনে কর যে, (অন্য) মানুষেরা নয়, কেবল তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। ৭. আর তারা, তাদের হাত যা আগে পাঠিয়েছে সে কারণে কখনো মৃত্যু কামনা করবে না। আর আল্লাহ যলিমদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত। ৮. বল যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তারপর তোমাদেরকে অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে। ৯. হে মুমিনগণ, যখন

জুমু'আর দিনে সলাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে। ১০. অতঃপর যখন সলাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার। ১১. আর তারা যখন ব্যবসায় অথবা ক্রীড়া কৌতুক দেখে তখন তারা তার দিকে ছুটে যায়, আর তোমাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে যায়। বল, আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উত্তম। আর আল্লাহ সর্বোত্তম রিয়কদাতা।

৬৩. সূরহঃ আল-মুনাফিকুন, আয়াতঃ ১১, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। ২. তারা নিজদের শপথকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অতঃপর তারা আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে। তারা যা করছে, নিশ্চয়ই তা কতইনা মন্দ! ৩. তা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল তারপর কুফরী করেছিল। ফলে তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝতে পারছে না। ৪. আর যখন তুমি তাদের প্রতি তাকিয়ে দেখবে তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। তারা মনে করে প্রতিটি আওয়াজই তাদের

বিরুদ্ধে। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কিভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে। ৫. আর তাদেরকে যখন বলা হয় এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা তাদের মাথা নাড়ে। আর তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, অহঙ্কারবশত বিমুখ হয়ে চলে যেতে। ৬. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়টি তাদের ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। অবশ্যই আল্লাহ পাপচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। ৭. তারাই বলে, যারা আল্লাহর রসূলের কাছে আছে তোমরা তাদের জন্য খরচ করো না, যতক্ষণ না তারা সরে যায়। আর আসমানসমূহ ও যমীনের ধন-ভাণ্ডার তো আল্লাহরই, কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না। ৮. তারা বলে, যদি আমরা মদীনা ফিরে যাই তাহলে অবশ্যই সেখান থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কার করবে। কিন্তু সকল মর্যাদা তো আল্লাহর, তাঁর রসূলের ও মুমিনদের। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না। ৯. হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারা তাই ক্ষতিগ্রস্ত। ১০. আর আমি তোমাদেরকে যে রিয়ক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। কেননা তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সদাকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। ১১. আর আল্লাহ কখনো কোন প্রাণকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

৬৪. সূরহুঃ আত-তাগবুন, আয়াতঃ ১৮, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, সবই আল্লাহর জন্য পবিত্রতা ঘোষণা করে। বাদশাহী তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কতক কাফির এবং কতক মু'মিন। আর তোমরা যে আমাল করছ আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ৩. তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। ৪. আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। আল্লাহ অন্তরসমূহে যা কিছু আছে সে বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। ৫. ইতঃপূর্বে যারা কুফরী করেছে, তাদের সংবাদ কি তোমাদের নিকট পৌঁছেনি। তারা তাদের কর্মের মন্দ পরিণাম ভোগ করেছিল এবং তাদের জন্য রয়েছে যজ্ঞাদায়ক আযাব। ৬. এটি এ জন্য যে, তাদের রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আসত, অথচ তারা বলত, মানুষই কি আমাদের পথ প্রদর্শন করবে? অতঃপর তারা কুফরী করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। আর আল্লাহ বে-পরওয়াই দেখালেন এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত পরম, প্রশংসিত। ৭. কাফিররা ধারণা করেছিল যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। বল, 'হ্যাঁ, আমার রবের কসম, তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা আমাল করেছিলে তা অবশ্যই তোমাদের জানানো হবে। আর এটি আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। ৮. অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এবং আমি যে নূর

অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন। আর তোমরা যে আমাল করছ আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। ৯. স্মরণ কর, যেদিন সমাবেশ দিবসের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তোমাদের একত্র করবেন, ঐ দিনই হচ্ছে লাভ-ক্ষতির দিন। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তিনি তার পাপসমূহ মোচন করে দিবেন এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জন্মাতসমূহে, যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়, তথায় তারা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। ১০. কিন্তু যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী। তথায় তারা স্থায়ী হবে। আর তা কতইনা নিকট প্রত্যাবর্তনস্থল। ১১. আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না। যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ তার অন্তরকে সৎপথে পরিচালিত করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ১২. তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। কিন্তু তোমরা যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে আমার রসূলের তো একমাত্র দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া। ১৩. আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহর উপরই মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে। ১৪. হে মুমিনগণ, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের কেউ কেউ তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর যদি তোমরা মার্জনা কর, এড়িয়ে যাও এবং মাফ করে দাও তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। ১৫. তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহর নিকটই মহান প্রতিদান। ১৬. অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর, শ্রবণ কর, আনুগত্য কর এবং তোমাদের নিজদের কল্যাণে ব্যয় কর, আর যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই মূলত

সফলকাম। ১৭. যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্য্যশীল। ১৮. দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানধারী, মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

৬৫. সূরহঃ আত্ম-তলাক, আয়াতঃ ১২, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে নারী, (বল), তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তলাক দেবে, তখন তাদের ইদত অনুসারে তাদের তলাক দাও এবং ইদত হিসাব করে রাখবে এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর যুলম করে। তুমি জানো না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) কোন পথ তৈরী করে দিবেন। ২. অতঃপর যখন তারা তাদের ইদতের শেষ সীমায় পৌঁছবে, তখন তোমরা তাদের ন্যায়ানুগ পছন্দ রেখে দেবে অথবা ন্যায়ানুগ পছন্দ তাদের পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে ন্যায়পরায়ণ দুইজনকে স্বাক্ষর বানাবে। আর আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এটি দ্বারা তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। ৩. এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিয়ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে

আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুবতী হওয়ার কাল অতিক্রম করে গেছে, তাদের ইদত সম্পর্কে তোমরা যদি সংশয়ে থাক এবং যারা এখনও ঋতুর বয়সে পৌঁছেনি তাদের ইদতকালও হবে তিন মাস। আর গর্ভধারিণীদের ইদতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন। ৫. এটি আল্লাহর নির্দেশ, তিনি তা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে মহান করে দেন। ৬. তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস কর সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না। আর তারা গর্ভবতী হলে তাদের সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের জন্য তোমরা ব্যয় কর; আর তারা তোমাদের জন্য সন্তানকে দুধ পান করলে তাদের পাওনা তাদেরকে দিয়ে দাও এবং (সন্তানের কল্যাণের জন্য) সংগতভাবে তোমাদের মাঝে পরস্পর পরামর্শ কর। আর যদি তোমরা পরস্পর কঠোর হও তবে পিতার পক্ষে অন্য কোন নারী দুধপান করাবে। ৭. সামর্থ্যবান যেন নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে আর যার রিয়ক সংকীর্ণ করা হয়েছে সে যেন আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা হতে ব্যয় করে। আল্লাহ কারো ওপর বোঝা চাপাতে চান না তিনি তাকে যা দিয়েছেন তার চাইতে বেশী। আল্লাহ কঠিন অবস্থার পর সহজতা দান করবেন। ৮. আর অনেক জনপদ তাদের রব ও তাঁর রসূলগণের নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়েছে। ফলে আমি তাদের কাছ থেকে কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে আমি কঠিন আযাব দিয়েছি। ৯. অতএব তারা

নিজদের কৃতকর্মের আযাব ভোগ করেছে আর ক্ষতিই ছিল তাদের কাজের পরিণতি। ১০. আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন আযাব প্রস্তুত রেখেছেন; সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, হে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা, যারা ঈমান এনেছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন একটি উপদেশ। ১১. একজন রসূল, যে তোমাদের কাছে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে; যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে যাতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোতে বের করে আনতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তিনি তাকে এমন জাম্মাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহ তো তাকে অতি উত্তম রিযিক দেবেন। ১২. তিনি আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয় যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞানতো সব কিছুকে বেষ্টন করে আছে।

৬৬. সূরহঃ আত্ম-তাহরীম, আয়াতঃ ১২, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে নাবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সম্ভূতি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ২. নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য শপথ হতে মুক্তির বিধান দিয়েছেন; আর আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক এবং তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান। ৩. আর যখন নাবী তার এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন; অতঃপর যখন সে (স্ত্রী) অন্যকে তা জানিয়ে দিল এবং

আল্লাহ তার (নাবীর) কাছে এটি প্রকাশ করে দিলেন, তখন নাবী কিছুটা তার স্ত্রীকে অবহিত করল আর কিছু এড়িয়ে গেল। যখন সে তাকে বিষয়টি জানাল তখন সে বলল, ‘আপনাকে এ সংবাদ কে দিল’? সে বলল, ‘মহাজ্জানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন’। ৪. যদি তোমরা উভয়ে আল্লাহর কাছে তওবা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কারণ তোমাদের উভয়ের অন্তর বাঁকা হয়েছে, আর তোমরা যদি তার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য কর তবে আল্লাহই তার অভিভাবক এবং জিবরীল ও সৎকর্মশীল মু‘মিনরাও। তাছাড়া অন্যান্য মালাইকারাও তার সাহায্যকারী। ৫. সে যদি তোমাদেরকে তালাক দেয়, তবে আশা করা যায় তার রব তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম স্ত্রী তাকে দিবেন, যারা মুসলিম, মুমিনা, অনুগত, তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিয়াম পালনকারী, অকুমারী ও কুমারী। ৬. হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর মালাইকাকুল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। ৭. হে কাফিরগণ, আজ তোমরা ওজর পেশ করো না; তোমরা যে ‘আমাল করতে তার প্রতিফলই তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে। ৮. হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, খাঁটি তাওবা; আশা করা যায় তোমাদের রব তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে এমন জাম্মাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, নাবী ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সেদিন আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও

ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে, 'হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের আলো পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন; নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়ে সর্বক্ষমতাবান'। ৯. 'হে নাবী, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হও; আর তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তা কত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল! ১০. যারা কুফরি করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন; তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন সংবান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা উভয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অতঃপর আল্লাহর আযাব হতে রক্ষায় নূহ ও লূত তাদের কোন কাজে আসেনি। বলা হল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর'। ১১. আর যারা ঈমান আনে তাদের জন্য আল্লাহ ফির'আউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন, যখন সে বলেছিল, 'হে আমার রব, আপনার কাছে আমার জন্য জাহান্নামে একটি বাড়ি নির্মাণ করুন এবং আমাকে ফির'আউন ও তার কর্ম হতে নাজাত দিন, আর আমাকে নাজাত দিন যলিম সম্প্রদায় হতে। ১২. (আল্লাহ আরো উদাহরণ পেশ করেন) ইমরান কন্যা মারইয়াম-এর, যে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তাতে আমার রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম। আর সে তার রবের বাণীসমূহ ও তাঁর কিতাবসমূহের সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।

৬৭. সূরহঃ আল-মুলক, আয়াতঃ ৩০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. বারকাতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ২. যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি

তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল। ৩. যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোন দ্রুতি দেখতে পাও কি? ৪. অতঃপর তুমি দৃষ্টি ফিরাও একের পর এক, সেই দৃষ্টি অবনমিত ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে। ৫. আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে শায়তনদের প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব। ৬. আর যারা তাদের রবকে অস্বীকার করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। আর কতইনা নিকৃষ্ট সেই প্রত্যাবর্তনস্থল! ৭. যখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা তার বিকট শব্দ শুনতে পাবে। আর তা উথলিয়ে উঠবে। ৮. ক্রোধে তা ছিন্ন-ভিন্ন হবার উপক্রম হবে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তার প্রহরীরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি'? ৯. তারা বলবে, 'হ্যাঁ, আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল। তখন আমরা (তাদেরকে) মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আল্লাহ কিছুই নাথিল করেননি। তোমরা তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছ'। ১০. আর তারা বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম, তাহলে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের মধ্যে থাকতাম না'। ১১. অতঃপর তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অতএব ধ্বংস জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসীদের জন্য। ১২. নিশ্চয়ই যারা তাদের রবকে না দেখেই ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বড় প্রতিদান। ১৩. আর তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর

অথবা তা প্রকাশ কর, নিশ্চয়ই তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে বিষয়ে সম্যক অবগত। ১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত। ১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান। ১৬. যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের সহ যমীন ধসিয়ে দেয়া থেকে কি তোমরা নিরাপদ হয়ে গেছ, অতঃপর আকস্মিকভাবে তা ধর ধর করে কাঁপতে থাকবে? ১৭. যিনি আসমানে আছেন, তিনি তোমাদের উপর পাথর নিক্ষেপকারী ঝড়ো হাওয়া পাঠানো থেকে তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ, তখন তোমরা জানতে পারবে কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী? ১৮. আর অবশ্যই তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল। ফলে কেমন ছিল আমার প্রত্যাখ্যান (এর শাস্তি)? ১৯. তারা কি লক্ষ্য করেনি তাদের উপরস্থ পাখিদের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময় ছাড়া অন্য কেউ এদেরকে স্থির রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর সম্যক দ্রষ্টা। ২০. পরম করুণাময় ছাড়া তোমাদের কি আর কোন সৈন্য আছে, যারা তোমাদেরকে সাহায্য করবে? কাফিররা শুধু তো ধোঁকায় নিপতিত। ২১. অথবা এমন কে আছে, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করবে যদি আল্লাহ তাঁর রিযিক বন্ধ করে দেন? বরং তারা অহমিকা ও অনীহায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। ২২. যে ব্যক্তি উপড় হয়ে মুখের উপর ভর দিয়ে চলে সে কি অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত নাকি সেই ব্যক্তি যে সোজা হয়ে সরল পথে চলে? ২৩. বল, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি এবং অন্তরকরণসমূহ দিয়েছেন। তোমরা খুব অল্পই শোকর

কর'। ২৪. বল, 'তিনিই তোমাদেরকে যমীনে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে একত্র করা হবে'। ২৫. আর তারা বলে, 'সে ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও'। ২৬. বল, 'এ বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই নিকট। আর আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'। ২৭. অতঃপর তারা যখন তা আসন্ন দেখতে পাবে, তখন কাফিরদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে এবং বলা হবে, 'এটাই হল তা, যা তোমরা দাবী করছিলে'। ২৮. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি'? যদি আল্লাহ আমাকে এবং আমার সাথে যারা আছে, তাদেরকে ধ্বংস করে দেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া করেন, তাহলে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে কে রক্ষা করবে? ২৯. বল, 'তিনিই পরম করুণাময়। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করেছি। কাজেই তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে?' ৩০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দিবে'?

৬৮. সূরহুঃ আল-কুলাম, আয়াতঃ ৫২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. নূন; কলামের কসম এবং তারা যা লিখে তার কসম! ২. তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি পাগল নও। ৩. আর নিশ্চয়ই তোমার জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। ৪. আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত। ৫. অতঃপর শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে এবং তারাও দেখতে পাবে- ৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত? ৭. নিশ্চয়ই তোমার রবই সম্যক পরিজ্ঞাত তাদের ব্যাপারে যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর তিনি

হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। ৮. অতএব তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না। ৯. তারা কামনা করে, যদি তুমি আপোষকারী হও, তবে তারাও আপোষকারী হবে। ১০. আর তুমি আনুগত্য করো না প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যে অধিক কসমকারী, লাস্তিত। ১১. পিছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখুরী করে বেড়ায়, ১২. ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী অপরাধী, ১৩. দুষ্ট প্রকৃতির, তারপর জারজ। ১৪. এ কারণে যে, সে ছিল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী। ১৫. যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, এগুলো পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনীমাত্র। ১৬. অচিরেই আমি তার ঠুঁড়ির উপর দাগ দিয়ে দেব। ১৭. নিশ্চয়ই আমি এদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে। যখন তারা কসম করেছিল যে, অবশ্যই তারা সকাল বেলা বাগানের ফল আহরণ করবে। ১৮. আর তারা 'ইনশাআল্লাহ' বলেনি। ১৯. অতঃপর তোমার রবের পক্ষ থেকে এক প্রদক্ষিণকারী (আঙুন) বাগানের ওপর দিয়ে প্রদক্ষিণ করে গেল, আর তারা ছিল ঘুমন্ত। ২০. ফলে তা (পুড়ে) কালো বর্ণের হয়ে গেল। ২১. তারপর সকাল বেলা তারা একে অপরকে ডেকে বলল, ২২. 'তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে সকাল সকাল তোমাদের বাগানে যাও'। ২৩. তারপর তারা চলল, নিঃশব্দে একথা বলতে বলতে- ২৪. যে, 'আজ সেখানে তোমাদের কাছে কোন অভাবী যেন প্রবেশ করতে না পারে'। ২৫. আর তারা ভোর বেলা দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি নিয়ে সক্ষম অবস্থায় (বাগানে) গেল। ২৬. তারপর তারা যখন বাগানটি দেখল, তখন তারা বলল, 'অবশ্যই আমরা পথভ্রষ্ট'। ২৭. 'বরং আমরা বঞ্চিত'। ২৮. তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ব্যক্তিটি বলল, 'আমি

কি তোমাদেরকে বলিনি যে, তোমরা কেন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করছ না? ২৯. তারা বলল, 'আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমরা যলিম ছিলাম'। ৩০. তারপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। ৩১. তারা বলল, 'হায়, আমাদের ধ্বংস! নিশ্চয়ই আমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলাম'। ৩২. সম্ভবতঃ আমাদের রব আমাদেরকে এর চেয়েও উৎকৃষ্টতর বিনিময় দেবেন। অবশ্যই আমরা আমাদের রবের প্রতি আগ্রহী। ৩৩. এভাবেই হয় আযাব। আর পরকালের আযাব অবশ্যই আরো বড়, যদি তারা জানত। ৩৪. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে নিঃসাম্যতপূর্ণ জাল্লাত। ৩৫. তবে কি আমি মুসলিমদেরকে (অনুগতদেরকে) অবাধ্যদের মতই গণ্য করব? ৩৬. তোমাদের কী হল, তোমরা কিভাবে ফয়সালা করছ? ৩৭. তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা পাঠ করছ? ৩৮. যে, নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে যা তোমরা পছন্দ কর? ৩৯. অথবা তোমাদের জন্য কি আমার উপর কিয়ামাত পর্যন্ত বলবৎ কোন অঙ্গীকার রয়েছে যে, অবশ্যই তোমাদের জন্য থাকবে তোমরা যা ফয়সালা করবে? ৪০. তুমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে এ ব্যাপারে যিম্মাদার? ৪১. অথবা তাদের জন্য কি অনেক শরীক আছে? তাহলে তারা তাদের শরীকদেরকে উপস্থিত করুক যদি তারা সত্যবাদী হয়। ৪২. সে দিন পায়ের গোছা উন্মোচন করা হবে। আর তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান জানানো হবে, কিন্তু তারা সক্ষম হবে না। ৪৩. তাদের দৃষ্টিসমূহ অবনত অবস্থায় থাকবে, অপমান তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ তাদেরকে তো নিরাপদ অবস্থায় সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হত (তখন তো তারা সিজদা করেনি)। ৪৪. অতএব ছেড়ে দাও আমাকে এবং যারা এ বাণী প্রত্যাখ্যান

করে তাদেরকে। আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতে পারবে না। ৪৫. আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেব। অবশ্যই আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ৪৬. তুমি কি তাদের কাছে পারিশ্রমিক চাচ্ছ? ফলে তারা ঋণের কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ৪৭. অথবা তাদের কাছে কি 'গইব' (লওহে মাহফুয) আছে যে, তারা লিখে রাখছে। ৪৮. অতএব তুমি তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য্যধারণ কর। আর তুমি মাছওয়ালার মত হয়ো না, যখন সে দুঃখে কাতর হয়ে ডেকেছিল। ৪৯. যদি তার রবের অনুগ্রহ তার কাছে না পৌঁছত, তাহলে সে নিশ্চিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিষ্কিণ্ত হত। ৫০. তারপর তার রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। ৫১. আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে, আর তারা বলে, 'এ তো এক পাগল'। ৫২. আর এ কুরআন তো সৃষ্টিকুলের জন্য শুধুই উপদেশবাণী।

৬৯. সূরহঃ আল-হাক্ক, আয়াতঃ ৫২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. অবশ্যসম্ভাবী ঘটনা (কিয়ামাত)। ২. অবশ্যসম্ভাবী ঘটনা কী? ৩. আর কিসে তোমাকে জানাবে অবশ্যসম্ভাবী ঘটনা কী? ৪. সামুদ ও 'আদ সম্প্রদায় সজোরে আঘাতকারী (কিয়ামাত)কে অস্বীকার করেছিল। ৫. আর সামুদ সম্প্রদায়, তাদেরকে বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। ৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ঝড়বায়ু দ্বারা। ৭. তিনি তাদের উপর তা সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে

চাপিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে সেখানে লুটিয়ে পড়া অবস্থায় দেখতে পেতে যেন তারা সারশূন্য খেজুর গাছের মত। ৮. তারপর তুমি কি তাদের জন্য কোন অবশিষ্ট কিছু দেখতে পাও? ৯. আর ফির'আউন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টে দেয়া জনপদবাসীরা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছিল। ১০. আর তারা তাদের রবের রসূলকে অমান্য করেছিল। সুতরাং তিনি তাদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। ১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হল, অবশ্যই তখন আমি তোমাদেরকে নৌযানে আরোহণ করিয়েছি। ১২. একে তোমাদের নিমিত্তে উপদেশ বানানোর জন্য এবং সংরক্ষণকারী কান তা সংরক্ষণ করার জন্য। ১৩. অতঃপর যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে- একটি মাত্র ফুঁক। ১৪. আর যমীন ও পর্বতমালাকে সরিয়ে নেয়া হবে এবং মাত্র একটি আঘাতে এগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ১৫. ফলে সে দিন মহাঘটনা সংঘটিত হবে। ১৬. আর আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন তা হয়ে যাবে দুর্বল বিক্ষিপ্ত। ১৭. মালাইকাগণ আসমানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। সেদিন তোমার রবের আরাধকে আটজন মালাইকা তাদের উর্ধ্বে বহন করবে। ১৮. সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোন গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না। ১৯. তখন যার আমালনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'নাও, আমার আমালনামা পড়ে দেখ'। ২০. 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি আমার হিসাবের সম্মুখীন হব'। ২১. সুতরাং সে সন্তোষজনক জীবনে থাকবে। ২২. সুউচ্চ জাহাজে, ২৩. তার ফলসমূহ নিকটবর্তী থাকবে। ২৪. (বলা হবে,) 'বিগত দিনসমূহে তোমরা যা অগ্রো প্রেরণ করেছ তার বিনিময়ে তোমরা তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান কর'। ২৫. কিন্তু যার আমালনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে সে বলবে, 'হায়,

আমাকে যদি আমার আমালনামা দেয়া না হত! ২৬. 'আর যদি আমি না জানতাম আমার হিসাব! ২৭. 'হায়, মৃত্যুই যদি আমার চূড়ান্ত ফয়সালা হত! ২৮. 'আমার সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না! ২৯. 'আমার ক্ষমতাও আমার থেকে চলে গেল! ৩০. (বলা হবে,) 'তাকে ধর অতঃপর তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও! ৩১. 'তারপর তাকে তোমরা নিষ্কেপ কর জাহান্নামে! ৩২. 'তারপর তাকে বাঁধ এমন এক শেকলে যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত! ৩৩. সে তো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করত না, ৩৪. আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করত না! ৩৫. অতএব আজ এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না! ৩৬. আর ক্ষত-নিঃসৃত পূঁজ ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না, ৩৭. অপরাধীরাই শুধু তা খাবে। ৩৮. অতএব তোমরা যা দেখছ, আমি তার কসম করছি। ৩৯. আর যা তোমরা দেখছ না তারও, ৪০. নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত রসূলের বাণী। ৪১. আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা কমই বিশ্বাস কর। ৪২. আর কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ কর। ৪৩. এটি সৃষ্টিকুলের রবের পক্ষ থেকে নায়িলকৃত। ৪৪. যদি সে আমার নামে কোন মিথ্যা রচনা করত, ৪৫. তবে আমি তার ডান হাত পাকড়াও করতাম। ৪৬. তারপর অবশ্যই আমি তার হৃদপিণ্ডের শিরা কেটে ফেলতাম। ৪৭. অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই তাকে রক্ষা করার থাকত না। ৪৮. আর এটিতো মুত্তাকীদের জন্য এক নিশ্চিত উপদেশ। ৪৯. আর আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে কতক রয়েছে মিথ্যারোপকারী। ৫০. আর এটি নিশ্চয়ই কাফিরদের জন্য এক নিশ্চিত অনুশোচনার কারণ। ৫১. আর নিশ্চয়ই এটি সুনিশ্চিত সত্য। ৫২. অতএব তুমি তোমার মহান রবের নামে তাসবীহ পাঠ কর।

৭০. সূরহুঃ আল-মা'আরিজ, আয়াতঃ ৪৪, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করল এমন আযাব সম্পর্কে, যা আপতিত হবে- ২. কাফিরদের উপর, যার কোন প্রতিরোধকারী নেই। ৩. উদ্ধারোহণের সোপানসমূহের অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে, ৪. মালাইকাগণ ও রুহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে উর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। ৫. অতএব তুমি উত্তমরূপে ধৈর্যধারণ কর। ৬. তারা তো এটিকে সুদূরপর্যন্ত মনে করে। ৭. আর আমি দেখছি তা আসন্ন। ৮. সেদিন আসমান হয়ে যাবে গলিত ধাতুর ন্যায়। ৯. এবং পর্বতসমূহ হয়ে যাবে রঙিন পশমের ন্যায়। ১০. আর অন্তরঙ্গ বন্ধু অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না। ১১. তাদেরকে একে অপরের দৃষ্টিগোচর করা হবে। অপরাধী চাইবে যদি সে সেদিনের শান্তি থেকে তার সন্তান-সন্ততিকে পণ হিসেবে দিয়ে মুক্তি পেতে, ১২. আর তার স্ত্রী ও ভাইকে, ১৩. আর তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত। ১৪. আর যমীনে যারা আছে তাদের সবাইকে, যাতে এটি তাকে রক্ষা করে। ১৫. কখনো নয়! এটিতো লেলিহান আগুন। ১৬. যা মাথার চামড়া খসিয়ে নেবে। ১৭. জাহান্নাম তাকে ডাকবে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ১৮. আর সম্পদ জমা করেছিল, অতঃপর তা সংরক্ষণ করে রেখেছিল। ১৯. নিশ্চয়ই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে অস্থির করে। ২০. যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। ২১. আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হয়ে পড়ে অতিশয় কৃপণ। ২২. সলাত আদায়কারীগণ ছাড়া, ২৩. যারা তাদের সলাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত। ২৪. আর যাদের ধন-সম্পদে রয়েছে নির্ধারিত

হক, ২৫. যাচঞাকারী ও বঞ্চিতের, ২৬. আর যারা প্রতিফল-দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। ২৭. আর যারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। ২৮. নিশ্চয়ই তাদের রবের আযাব থেকে কেউ নিরাপদ নয়। ২৯. আর যারা তাদের যৌনাসমূহের হিফায়তকারী। ৩০. তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে সে দাসীগণের ক্ষেত্র ছাড়া। তাহলে তারা সে ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হবে না। ৩১. তবে যে কেউ এদের বাইরে অন্যকে কামনা করে, তারাই তো সীমালঙ্ঘনকারী। ৩২. আর যারা নিজদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষাকারী, ৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল, ৩৪. আর যারা নিজদের সলাতের হিফায়ত করে, ৩৫. তারাই জাম্মাতসমূহে সম্মানিত হবে। ৩৬. কাফিরদের কী হল যে, তারা তোমার দিকে ছুটেছে, ৩৭. ডানে ও বামে দলে দলে? ৩৮. তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি আশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যময় জাম্মাতে দাখিল করা হবে? ৩৯. কখনো নয়, নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি তারা যা জানে তা থেকে। ৪০. অতএব, আমি উদয়স্থল ও অন্তাচলসমূহের রবের কসম করছি যে, আমি অবশ্যই সক্ষম। ৪১. তাদের চাইতে উত্তমদেরকে তাদের স্থলে নিয়ে আসতে এবং আমি অক্ষম নই। ৪২. অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা (বেহুদা কথায়) মত্ত থাকুক আর খেল-তামাশা করুক যতক্ষণ না তারা দেখা পায় সেদিনের, যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে। ৪৩. যেদিন দ্রুতবেগে তারা কবর থেকে বের হয়ে আসবে, যেন তারা কোন লক্ষ্যের দিকে ছুটেছে, ৪৪. অবনত চোখে। লাজ্জনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে! এটিই সেদিন যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

৭১. সূরহুঃ নূহ, আয়াতঃ ২৮, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. নিশ্চয়ই আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে (এ কথা বলে), 'তোমার কওমকে সতর্ক কর, তাদের নিকট যজ্ঞাদায়ক আযাব আসার পূর্বে'। ২. সে বলল, 'হে আমার কওম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী- ৩. যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর'। ৪. 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে কিছুতেই তা বিলম্বিত করা হয় না, যদি তোমরা জানতে'। ৫. সে বলল, 'হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহ্বান করেছি। ৬. 'অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে'। ৭. 'আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তারা নিজদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে'। ৮. 'তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি'। ৯. অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। ১০. আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল'। ১১. 'তিনি তোমাদের উপর মুঘলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ১২. 'আর তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা'। ১৩. 'তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না'? ১৪. 'অথচ তিনি তোমাদেরকে নানা স্তরে সৃষ্টি করেছেন'।

১৫. 'তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সন্তোষ সৃষ্টি করেছেন?' ১৬. আর এগুলোর মধ্যে চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আলো আর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে'। ১৭. 'আর আল্লাহ তোমাদেরকে উদগত করেছেন মাটি থেকে'। ১৮. 'তারপর তিনি তোমাদেরকে তাতে ফিরিয়ে নেবেন এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন'। ১৯. 'আর আল্লাহ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন, ২০. যেন তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলতে পার'। ২১. নূহ বলল, 'হে আমার রব! তারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং এমন একজনের অনুসরণ করেছে যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়'। ২২. 'আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে'। ২৩. আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের মাবুদদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে'। ২৪. 'বিস্তৃত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি যলিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না'। ২৫. তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়া হল অতঃপর আশুনে প্রবেশ করানো হল; তারা নিজদের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পায়নি। ২৬. আর নূহ বলল, 'হে আমার রব! যমীনের উপর কোন কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না'। ২৭. 'আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্য দেবে না'। ২৮. 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যলিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না'।

৭২. সূরহুঃ আল-জীন, আয়াতঃ ২৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. বল, 'আমার প্রতি ওয়াহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয়ই জীনের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, ২. যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না'। ৩. 'আর নিশ্চয়ই আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোন সঙ্গিনী গ্রহণ করেননি এবং না কোন সন্তান'। ৪. 'আর আমাদের মধ্যকার নির্বোধেরা আল্লাহর ব্যাপারে অবাস্তব কথা-বার্তা বলত'। ৫. 'অথচ আমরা তো ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জীন কখনো আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করবে না'। ৬. আর নিশ্চয়ই কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত, ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল। ৭. আর নিশ্চয়ই তারা ধারণা করেছিল যেমন তোমরা ধারণা করেছ যে, আল্লাহ কাউকে কখনই পুনরুত্থিত করবেন না। ৮. 'আর নিশ্চয়ই আমরা আকাশ স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম যে, তা কঠোর প্রহরী এবং উদ্ধাপিণ্ড দ্বারা পরিপূর্ণ'। ৯. আর আমরা তো সংবাদ শোনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাটিতে বসতাম, কিন্তু এখন যে শুনতে চাইবে, সে তার জন্য প্রস্তুত জুলন্ত উদ্ধাপিণ্ড পাবে'। ১০. 'আর নিশ্চয়ই আমরা জানি না, যমীনে যারা রয়েছে তাদের জন্য অকল্যাণ চাওয়া হয়েছে, নাকি তাদের রব তাদের ব্যাপারে মঙ্গল চেয়েছেন'। ১১. 'আর নিশ্চয়ই আমাদের কতিপয় সংকর্মশীল এবং কতিপয় এর ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত'। ১২. 'আর আমরা তো বুঝতে পেরেছি যে, আমরা কিছুতেই যমীনের মধ্যে

আল্লাহকে অপারগ করতে পারব না এবং পালিয়েও কখনো তাকে অপারগ করতে পারব না'। ১৩. 'আর নিশ্চয়ই আমরা যখন হিদায়াতের বাণী শুনলাম, তখন তার প্রতি ঈমান আনলাম। আর যে তার রবের প্রতি ঈমান আনে, সে না কোন ক্ষতির আশংকা করবে এবং না কোন অন্যায়ে'। ১৪. 'আর নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আছে আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সীমালঙ্ঘনকারী। কাজেই যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তারাই সঠিক পথ বেছে নিয়েছে'। ১৫. 'আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন'। ১৬. আর তারা যদি সঠিক পথে অবিচল থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করাতাম। ১৭. যাতে আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি। আর যে তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে তিনি কঠিন আযাবে প্রবেশ করাবেন। ১৮. আর নিশ্চয়ই মাসজিদগুলো আল্লাহরই জন্য। কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। ১৯. আর নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দা যখন তাঁকে ডাকার জন্য দাঁড়াল, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল। ২০. বল, 'নিশ্চয়ই আমি আমার রবকে ডাকি এবং তার সাথে কাউকে শরীক করি না'। ২১. বল, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য না কোন অকল্যাণ করার ক্ষমতা রাখি এবং না কোন কল্যাণ করার'। ২২. বল, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছ থেকে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কখনো আমি কোন আশ্রয়ও পাব না। ২৩. কেবল আল্লাহর বাণী ও তাঁর রিসালাত পৌঁছানোই দায়িত্ব। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। ২৪. অবশেষে যখন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, যে সম্পর্কে তাদেরকে

সাবধান করা হয়েছিল। তখন তারা জানতে পারবে যে, সাহায্যকারী হিসেবে কে অধিকতর দুর্বল এবং সংখ্যায় কারা সবচেয়ে কম। ২৫. বল, 'আমি জানি না তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তা কি নিকটবর্তী নাকি এর জন্য আমার রব কোন দীর্ঘ মেয়াদ নির্ধারণ করবেন'। ২৬. তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো কাছে প্রকাশ করেন না। ২৭. তবে তাঁর মনোনীত রসূল ছাড়া। আর তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন। ২৮. যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কিনা। আর তাদের কাছে যা রয়েছে, তা তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গুণে গুণে হিসাব করে রেখেছেন।

৭৩. সূরহুঃ আল-মুখব্বাখীল, আয়াতঃ ২০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে চাদর আবৃত! ২. রাতে সলাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া। ৩. রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। ৪. অথবা তার চেয়ে একটু বাড়ো। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর। ৫. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী বাণী নাযিল করছি। ৬. নিশ্চয়ই রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী। ৭. নিশ্চয়ই তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। ৮. আর তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ কর এবং একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও। ৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রব, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সুতরাং তাঁকেই তুমি কার্য সম্পাদনকারীরূপে গ্রহণ কর। ১০. আর তারা যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য

ধারণ কর এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চল। ১১. আর ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে। আর তাদেরকে কিছুকাল অবকাশ দাও। ১২. নিশ্চয়ই আমার নিকট রয়েছে শিকলসমূহ ও প্রজ্জ্বলিত আগুন। ১৩. ও কাঁটায়ুক্ত খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১৪. যেদিন যমীন ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পাহাড়গুলো চলমান বালুকারাশিতে পরিণত হবে। ১৫. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য স্বাক্ষী স্বরূপ তোমাদের কাছে রসূল পাঠিয়েছি যেমনিভাবে ফির'আউন কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম। ১৬. কিন্তু ফির'আউন রসূলকে অমান্য করল। তাই আমি তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে পাকড়াও করলাম। ১৭. অতএব তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে তোমরা সেদিন কিভাবে আত্মরক্ষা করবে যেদিন কিশোরদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। ১৮. যার কারণে আসমান হবে বিদীর্ণ, আল্লাহর ওয়াদা হবে বাস্তবায়িত। ১৯. নিশ্চয়ই এ এক উপদেশ। অতএব যে চায় সে তার রবের দিকে পথ অবলম্বন করুক। ২০. নিশ্চয়ই তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সলাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সলাত কয়েম কর, যাকাত দাও

এবং আল্লাহকে উত্তম স্বাগ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৪. সূরহঃ আল-মুদাসসীর, আয়াতঃ ৫৬, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. হে বজ্রাবৃত! ২. উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। ৩. আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। ৪. আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। ৫. আর অপবিত্রতা বর্জন কর। ৬. আর অধিক পাওয়ার আশায় দান করো না। ৭. আর তোমার রবের জন্যই ধৈর্য্যধারণ কর। ৮. অতঃপর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, ৯. আর সেদিন হবে কঠিন দিন। ১০. কাফিরদের জন্য সহজ নয়। ১১. আমাকে এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি তাকে একাকী ছেড়ে দাও। ১২. আর আমি তাকে দিয়েছি অটেল সম্পদ, ১৩. আর উপস্থিত অনেক পুত্র। ১৪. আর তার জন্য (জীবনকে) সুগম স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছি। ১৫. এসবের পরেও সে আকাঙ্ক্ষা করে যে, আমি আরো বাড়িয়ে দেই। ১৬. কখনো নয়, নিশ্চয়ই সে ছিল আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচারী। ১৭. অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের পিচ্ছিল পাথরে আরোহণ করতে বাধ্য করব। ১৮. নিশ্চয়ই সে চিন্তা ভাবনা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। ১৯. অতঃপর সে ধ্বংস হোক! কীভাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল? ২০. তারপর সে ধ্বংস হোক! কীভাবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল? ২১. তারপর সে তাকাল। ২২. তারপর সে প্রকৃষ্টিত করল এবং মুখ বিকৃত করল। ২৩. তারপর সে পিছনে ফিরল

এবং অহংকার করল। ২৪. অতঃপর সে বলল, 'এ তো লোক পরম্পরায়প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়'। ২৫. 'এটা তো মানুষের কথামাত্র'। ২৬. অচিরেই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। ২৭. কিসে তোমাকে জানাবে জাহান্নামের আগুন কী? ২৮. এটা অবশিষ্টও রাখবে না এবং ছেড়েও দেবে না। ২৯. চামড়াকে দক্ষ করে কালো করে দেবে। ৩০. তার উপর রয়েছে উনিশজন (প্রহরী)। ৩১. আর আমি মালাইকাদেরকেই জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছি। আর কাফিরদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ আমি তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেছি। যাতে কিতাবপ্রাপ্তরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে; আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায় এবং কিতাবপ্রাপ্তরা ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যেন যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা এবং অবশিষ্টরা বলে, এরূপ উপমা দ্বারা আল্লাহ কী ইচ্ছা করেছেন? এভাবেই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথদ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানেন না। আর এ হচ্ছে মানুষের জন্য উপদেশমাত্র। ৩২. কখনো নয়, চাঁদের কসম! ৩৩. রাতের কসম, যখন তা সরে চলে যায়, ৩৪. প্রভাতের কসম, যখন তা উদ্ভাসিত হয়। ৩৫. নিশ্চয়ই জাহান্নাম মহাবিপদসমূহের অন্যতম। ৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী স্বরূপ। ৩৭. তোমাদের মধ্যে যে চায় অগ্রসর হতে অথবা পিছিয়ে থাকতে, তার জন্য। ৩৮. প্রতিটি প্রাণ নিজ অর্জনের কারণে দায়বদ্ধ। ৩৯. কিন্তু ডান দিকের লোকেরা নয়, ৪০. বাগ-বাগিচার মধ্যে তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, ৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে, ৪২. কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাল? ৪৩. তারা বলবে, 'আমরা সলাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'।

৪৪. 'আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না'। ৪৫. 'আর আমরা অনর্থক আলাপকারীদের সাথে (বেহুদা আলাপে) মগ্ন থাকতাম'। ৪৬. 'আর আমরা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করতাম'। ৪৭. 'অবশেষে আমাদের কাছে মৃত্যু আগমন করে'। ৪৮. অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকার করবে না। ৪৯. আর তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ বাণী হতে বিমুখ? ৫০. তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত বন্য গাধা। ৫১. যারা সিংহের ভয়ে পলায়ন করেছে। ৫২. বরং তাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই কামনা করে যে তাকে উন্মুক্ত গ্রহ প্রদান করা হোক। ৫৩. কখনও নয়! বরং তারা আশ্রিতকে ভয় করে না। ৫৪. কখনও নয়! এটিতো উপদেশ মাত্র। ৫৫. অতএব যার ইচ্ছা সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। ৫৬. আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং ক্ষমার অধিকারী।

৭৫. সূরহুঃ আল-কিয়ামাহু আয়াতঃ ৪০, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আমি কসম করছি কিয়ামাতের দিনের! ২. আমি আরো কসম করছি আত্ম-ভর্ষনাকারী আত্মার! ৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি কখনই তার অস্থিসমূহ একত্র করব না? ৪. হ্যাঁ, আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগসমূহও পুনর্বিদ্যমান করতে সক্ষম। ৫. বরং মানুষ চায় ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে। ৬. সে প্রশ্ন করে, 'কবে কিয়ামাতের দিন'? ৭. যখন চক্ষু হতচকিত হবে। ৮. আর চাঁদ কিরণহীন হবে, ৯. আর চাঁদ ও সূর্যকে একত্র করা হবে। ১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'পালাবার স্থান কোথায়'? ১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। ১২. ঠাই শুধু সেদিন তোমার রবের

নিকট। ১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে কী সে অগ্রে পাঠিয়েছিল এবং পশ্চাতে পাঠিয়েছিল। ১৪. বরং মানুষ তার নিজের উপর দৃষ্টিমান। ১৫. যদিও সে নানা অজুহাত পেশ করে থাকে। ১৬. কুরআন তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তুমি তোমার জিহ্বাকে দ্রুত আন্দোলিত করো না। ১৭. নিশ্চয়ই এর সংরক্ষণ ও পাঠ আমার দায়িত্বে। ১৮. অতঃপর যখন আমি তা পাঠ করি তখন তুমি তার পাঠের অনুসরণ কর। ১৯. তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব আমারই। ২০. কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস। ২১. আর তোমরা ছেড়ে দিচ্ছ আখিরাতকে। ২২. সেদিন কতক মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। ২৩. তাদের রবের প্রতি দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপকারী। ২৪. আর সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে বিবর্ণ-বিষন্ন। ২৫. তারা ধারণা করবে যে, এক বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত করা হবে। ২৬. কখনই না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। ২৭. আর বলা হবে, 'কে তাকে বাঁচাবে'? ২৮. আর সে মনে করবে, এটিই বিদায়ক্ষণ। ২৯. আর পায়ের গোছার সংগে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে। ৩০. সেদিন তোমার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। ৩১. সুতরাং সে বিশ্বাসও করেনি এবং সলাতও আদায় করেনি। ৩২. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং ফিরে গিয়েছিল। ৩৩. তারপর সে দম্ভভরে পরিবার-পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল। ৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য এবং দুর্ভোগ! ৩৫. তারপরও দুর্ভোগ তোমার জন্য এবং দুর্ভোগ! ৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? ৩৭. সে কি বীর্যের গুরুবিন্দু ছিল না যা স্থলিত হয়? ৩৮. অতঃপর সে 'আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সুবিন্যস্ত

করেছেন। ৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন জোড়ায় জোড়ায় পুরুষ ও নারী। ৪০. তিনি কি মৃতদের জীবিত করতে সক্ষম নন?

৭৬. সূরহঃ আল-ইনসান/দাহর, আয়াতঃ ৩১, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. মানুষের উপর কি কালের এমন কোন ক্ষণ আসেনি যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না? ২. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিশ্র গুরুবিন্দু থেকে, আমি তাকে পরীক্ষা করব, ফলে আমি তাকে বানিয়েছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। ৩. অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী অথবা অকৃতজ্ঞ। ৪. আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি। ৫. নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানপাত্র থেকে যার মিশ্রণ হবে কাফুর। ৬. এমন এক ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এটিকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। ৭. তারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত। ৮. তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। ৯. তারা বলে, 'আমরা তো আল্লাহর সম্ভটির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না। ১০. আমরা আমাদের রবের পক্ষ থেকে এক ভয়ংকর ভীতিপ্রদ দিবসের ভয় করি। ১১. সুতরাং সেই দিবসের অকল্যাণ থেকে আল্লাহ তাদের রক্ষা করলেন এবং তাদের প্রদান করলেন উজ্জ্বলতা ও উৎফুল্লতা। ১২. আর তারা যে ধৈর্যধারণ করেছিল তার পরিণামে তিনি তাদেরকে জাম্মাত ও রেশমী বস্ত্রের পুরস্কার প্রদান করবেন। ১৩. তারা সেখানে সুউচ্চ আসনে

হেলান দিয়ে আসীন থাকবে। তারা সেখানে না দেখবে অতিশয় গরম, আর না অত্যাধিক শীত। ১৪. তাদের উপর সন্নিহিত থাকবে উদ্যানের ছায়া এবং তার ফলমূলের থোকাসমূহ তাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে। ১৫. তাদের চারপাশে আবর্তিত হবে রৌপ্যপাত্র ও স্ফটিক স্বচ্ছ পানপাত্র- ১৬. রূপার ন্যায় শুভ্র স্ফটিক পাত্র; যার পরিমাপ তারা নির্ধারণ করবে। ১৭. সেখানে তাদেরকে পান করানো হবে পাত্রভরা আদা-মিশ্রিত গুলা, ১৮. সেখানকার এক ঝর্ণা যার নাম হবে সালসাবীল। ১৯. আর তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করবে চিরকিশোরেরা; তুমি তাদেরকে দেখলে বিক্ষিপ্ত মুক্তা মনে করবে। ২০. আর তুমি যখন দেখবে তুমি সেখানে দেখতে পাবে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিরাট সাম্রাজ্য। ২১. তাদের উপর থাকবে সবুজ ও মিহি রেশমের পোশাক এবং মোটা রেশমের পোশাক, আর তাদেরকে পরিধান করানো হবে রূপার চুড়ি এবং তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়। ২২. (তাদেরকে বলা হবে) 'এটিই তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসাযোগ্য'। ২৩. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি পর্যায়ক্রমে আল-কুরআন নাখিল করেছি। ২৪. অতএব তোমার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাদের মধ্য থেকে কোন পাপিষ্ঠ বা অস্বীকারকারীর আনুগত্য করো না। ২৫. আর সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ কর, ২৬. আর রাতের একাংশে তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হও এবং দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর তাসবীহ পাঠ কর। ২৭. নিশ্চয়ই এরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাসে আর তাদের সামনে রেখে দেয় এক কঠিন দিন। ২৮. আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গ্রহি শক্ত করে দিয়েছি আর আমি চাইলে তাদের স্থানে তাদের মত (মানুষ) দিয়ে পরিবর্তন করে দিতে পারি। ২৯. নিশ্চয়ই

এটি উপদেশ; অতএব যে চায় সে যেন তার রবের দিকে একটি পথ গ্রহণ করে। ৩০. আর আল্লাহ ইচ্ছা না করলে তোমরা ইচ্ছা করবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ৩১. যাকে ইচ্ছা তিনি বীয় রহমতে প্রবেশ করাবেন এবং যলিমদের জন্য তিনি প্রস্তুত রেখেছেন যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

৭৭. সূরহুঃ আল-মুরসালাত, আয়াতঃ ৫০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বাতাসের, ২. আর প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত ঝড়ের। ৩. কসম মেঘমালা ও বৃষ্টি বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর, ৪. আর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর (আল-কুরআনের আয়াতের), ৫. অতঃপর কসম, উপদেশগ্রন্থ আনয়নকারী (মালাইকাদের), ৬. অজুহাত দূরকারী ও সতর্ককারী। ৭. তোমাদেরকে যা কিছু ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই ঘটবে। ৮. যখন তারকারাজি আলোহীন হবে, ৯. আর আকাশ বিদীর্ণ হবে, ১০. আর যখন পাহাড়গুলি চূর্ণবিচূর্ণ হবে, ১১. আর যখন রসূলদেরকে নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত করা হবে; ১২. কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত করা হয়েছিল? ১৩. বিচার দিনের জন্য। ১৪. আর কিসে তোমাকে জানাবে বিচার দিবস কি? ১৫. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? ১৭. তারপর পরবর্তীদেরকে তাদের অনুসারী বানাই। ১৮. অপরাধীদের সাথে আমি এমনই করে থাকি। ১৯. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের ধ্বংস! ২০. আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি দিয়ে সৃষ্টি করিনি? ২১. অতঃপর তা আমি রেখেছি সুরক্ষিত আধারে ২২. একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ২৩.

অতঃপর আমি পরিমাপ করেছি। আর আমিই উত্তম পরিমাপকারী। ২৪. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ২৫. আমি কি ভূমিকে ধারণকারী বানাইনি ২৬. জীবিত ও মৃতদেরকে? ২৭. আর এখানে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বত এবং তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি। ২৮. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ২৯. (তাদেরকে বলা হবে), তোমরা যা অস্বীকার করতে সেদিকে গমন কর। ৩০. যাও তিন শাখা বিশিষ্ট আগুনের ছায়ায়, ৩১. যা ছায়াদানকারী নয় এবং তা জাহান্নামের জলন্ত অগ্নিশিখার মোকাবেলায় কোন কাজেও আসবে না। ৩২. নিশ্চয়ই তা (জাহান্নাম) ছড়াবে প্রাসাদসম স্ফুলিঙ্গ। ৩৩. তা যেন হলুদ উটনী। ৩৪. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ৩৫. এটা এমন দিন যেদিন তারা কথা বলবে না। ৩৬. আর তাদেরকে অজুহাত পেশ করার অনুমতিও দেয়া হবে না। ৩৭. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের ধ্বংস! ৩৮. এটি ফয়সালার দিন; তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে আমি একত্র করেছি। ৩৯. তোমাদের কোন কৌশল থাকলে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর। ৪০. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ৪১. নিশ্চয়ই মুতাকীরা থাকবে ছায়া ও ঝর্ণাবহুল স্থানে, ৪২. আর নিজদের বাসনানুযায়ী ফলমূল-এর মধ্যে। ৪৩. (তাদেরকে বলা হবে) 'তোমরা যে আমাল করতে তার প্রতিদান স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর; ৪৪. সৎকর্মশীলদের আমরা এমন-ই প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৪৫. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ৪৬. (হে কাফিররা!) তোমরা আহার কর এবং ভোগ কর ক্ষণকাল; নিশ্চয়ই তোমরা অপরাধী। ৪৭. মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের ধ্বংস! ৪৮. তাদেরকে যখন বলা হয় 'রুকু' কর,' তখন তারা রুকু' করত না। ৪৯.

মিথ্যারোপকারীদের জন্য সেদিনের দুর্ভোগ! ৫০. সুতরাং কুরআনের পরিবর্তে আর কোন বাণীর প্রতি তারা ঈমান আনবে?

৭৮. সূরহুঃ আন-নাবা, আয়াতঃ ৪০, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কোন বিষয় সম্পর্কে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করছে? ২. মহাসংবাদটি সম্পর্কে, ৩. যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে। ৪. কখনো না, অচিরেই তারা জানতে পারবে। ৫. তারপর কখনো না, তারা অচিরেই জানতে পারবে। ৬. আমি কি বানাইনি যমীনকে শয্যা? ৭. আর পর্বতসমূহকে পেরেক? ৮. আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। ৯. আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম। ১০. আর আমি রাতকে করেছি আবরণ। ১১. আর আমি দিনকে করেছি জীবিকার্জনের সময়। ১২. আর আমি তোমাদের উপরে বানিয়েছি সাতটি সুদৃঢ় আকাশ। ১৩. আর আমি সৃষ্টি করেছি উজ্জ্বল একটি প্রদীপ। ১৪. আর আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর পানি বর্ষণ করেছি। ১৫. যাতে তা দিয়ে আমি শস্য ও উদ্ভিদ উৎপন্ন করতে পারি। ১৬. আর ঘন উদ্যানসমূহ। ১৭. নিশ্চয়ই ফয়সালার দিন নির্ধারিত আছে। ১৮. সেদিন শিক্কা ফুক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে আসবে। ১৯. আর আসমান খুলে দেয়া হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট। ২০. আর পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে, ফলে সেগুলো মরীচিকা হয়ে যাবে। ২১. নিশ্চয়ই জাহান্নাম গোপন ফাঁদ। ২২. সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য প্রত্যাবর্তন হল। ২৩. সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে। ২৪. সেখানে তারা কোন শীতলতা ভোগ করবে না এবং না কোন পানীয়।

২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া। ২৬. উপযুক্ত প্রতিফল স্বরূপ। ২৭. নিশ্চয়ই তারা হিসাবের আশা করত না। ২৮. আর তারা আমার আয়াতসমূহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেছিল। ২৯. আর সব কিছুই আমি লিখিতভাবে সংরক্ষণ করেছি। ৩০. সুতরাং তোমরা স্বাদ গ্রহণ কর। আর আমি তো কেবল তোমাদের আযাবই বৃদ্ধি করব। ৩১. নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সফলতা। ৩২. উদ্যানসমূহ ও আঙ্গুরসমূহ। ৩৩. আর সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবনা তরুণী। ৩৪. আর পরিপূর্ণ পানপাত্র। ৩৫. তারা সেখানে কোন অসার ও মিথ্যা কথা শুনবে না। ৩৬. তোমার রবের পক্ষ থেকে প্রতিফল, যথোচিত দান স্বরূপ। ৩৭. যিনি আসমানসমূহ, যমীন ও এতদোভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর রব, পরম করুণাময়। তারা তাঁর সামনে কথা বলার সামর্থ্য রাখবে না। ৩৮. সেদিন রুহ ও মালাইকাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কোন কথা বলবে না। আর সে সঠিক কথাই বলবে। ৩৯. ঐ দিনটি সত্য। অতএব যে চায়, সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক। ৪০. নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে একটি নিকটবর্তী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ দেখতে পাবে, তার দু'হাত কী অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কাফির বলবে 'হায়, আমি যদি মাটি হতাম'!

৭৯. সূরহঃ আন-নাখি'আত, আয়াতঃ ৪৬, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম নির্মমভাবে (কাফিরদের রুহ) উৎপাটনকারীদের। ২. আর কসম সহজভাবে বন্ধন মুক্তকারীদের। ৩. আর কসম দ্রুতগতিতে সন্তরণকারীদের। ৪. আর দ্রুতবেগে অগ্রসরমানদের। ৫. অতঃপর কসম

সকল কার্যনির্বাহকারীদের। ৬. সেদিন কম্পনকারী প্রকম্পিত করবে। ৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী কম্পনকারী। ৮. সেদিন অনেক হৃদয় জীত-সম্ভ্রান্ত হবে। ৯. তাদের দৃষ্টিসমূহ নত হবে। ১০. তারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই, ১১. যখন আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড় হয়ে যাব?' ১২. তারা বলে, 'তাহলে তা তো এক ক্ষতিকর প্রত্যাবর্তন'। ১৩. আর ওটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ। ১৪. তৎক্ষণাৎ তারা ভূ-পৃষ্ঠে উপস্থিত হবে। ১৫. মূসার বৃত্তান্ত তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? ১৬. যখন তার রব তাকে পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় ডেকেছিলেন, ১৭. 'ফির'আউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালঙ্ঘন করেছে'। ১৮. অতঃপর বল 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে?' ১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর'। ২০. অতঃপর মূসা তাকে বিরাট নিদর্শন দেখাল। ২১. কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অমান্য করল। ২২. তারপর সে ফাসাদ করার চেষ্টায় প্রস্থান করল। ২৩. অতঃপর সে লোকদেরকে একত্র করে ঘোষণা দিল। ২৪. আর বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব'। ২৫. অবশেষে আল্লাহ তাকে আখিরাত ও দুনিয়ার আযাবে পাকড়াও করলেন। ২৬. নিশ্চয়ই যে ভয় করে তার জন্য এতে শিক্ষা রয়েছে। ২৭. তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনি তা বানিয়েছেন। ২৮. তিনি এর ছাদকে উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পন্ন করেছেন। ২৯. আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর দিবালোক প্রকাশ করেছেন। ৩০. এরপর তিনি যমীনকে বিস্তীর্ণ করেছেন। ৩১. তিনি তার ভিতর থেকে বের করেছেন তার পানি ও তার ভূগর্ভমি। ৩২. আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

৩৩. তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণ স্বরূপ। ৩৪. অতঃপর যখন মহাপ্রলয় আসবে। ৩৫. সেদিন মানুষ স্মরণ করবে তা, যা সে চেষ্টা করেছে। ৩৬. আর জাহান্নামকে প্রকাশ করা হবে তার জন্য যে দেখতে পায়। ৩৭. সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে ৩৮. আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, ৩৯. নিশ্চয়ই জাহান্নাম হবে তার আবাসস্থল। ৪০. আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, ৪১. নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। ৪২. তারা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, ‘তা কখন ঘটবে?’ ৪৩. তা উল্লেখ করার কি জ্ঞান তোমার আছে? ৪৪. এর প্রকৃত জ্ঞান তোমার রবের কাছেই। ৪৫. তুমিতো কেবল তাকেই সতর্ককারী, যে একে ভয় করে। ৪৬. যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (দুনিয়ায়) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশী অবস্থান করেনি।

৮০. সূরহঃ ‘আবাসা, আয়াতঃ ৪২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সে ভ্রুকুণ্ডিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। ২. কারণ তার কাছে অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। ৩. আর কিসে তোমাকে জানাবে যে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত। ৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে সে উপদেশ তার উপকারে আসত। ৫. আর যে বেপরোয়া হয়েছে, ৬. তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ। ৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব বর্তাবে না। ৮. পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটে আসল, ৯. আর সে ভয়ও করে, ১০. অথচ তুমি তার প্রতি উদাসীন হলে। ১১. কখনো নয়,

নিশ্চয়ই এটা উপদেশ বাণী। ১২. কাজেই যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে। ১৩. এটা আছে সম্মানিত সহীফাসমূহে। ১৪. সমুন্নত, পবিত্র, ১৫. লেখকদের হাতে, ১৬. যারা মহাসম্মানিত, অনুগত। ১৭. মানুষ ধ্বংস হোক, সে কতইনা অকৃতজ্ঞ! ১৮. তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? ১৯. শুক্র বিন্দু থেকে তিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে সুগঠিত করেছেন। ২০. তারপর তিনি তার পথ সহজ করে দিয়েছেন। ২১. তারপর তিনি তাকে মৃত্যু দেন এবং তাকে কবরস্থ করেন। ২২. তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনর্জীবিত করবেন। ২৩. কখনো নয়, তিনি তাকে যে আদেশ দিয়েছিলেন, সে এখনো তা পূর্ণ করেনি। ২৪. কাজেই মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। ২৫. নিশ্চয়ই আমি প্রচুর পরিমাণে পানি বর্ষণ করি। ২৬. তারপর যমীনকে যথাযথভাবে বিদীর্ণ করি। ২৭. অতঃপর তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য, ২৮. আঙ্গুর ও শাক-সবজি, ২৯. যায়তুন ও খেজুর বন, ৩০. ঘনবৃক্ষ শোভিত বাগ-বাগিচা, ৩১. আর ফল ও তৃণগুল্ম। ৩২. তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুগুলোর জীবনোপকরণ স্বরূপ। ৩৩. অতঃপর যখন বিকট আওয়াজ আসবে, ৩৪. সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, ৩৫. তার মা ও তার বাবা থেকে, ৩৬. তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে। ৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে। ৩৮. সেদিন কিছু কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে। ৩৯. সহাস্য, প্রফুল্ল। ৪০. আর কিছু কিছু চেহারার উপর সেদিন থাকবে মলিনতা। ৪১. কালিমা সেগুলোকে আচ্ছন্ন করবে। ৪২. তারাই কাফির, পাপাচারী।

৮১. সূরহুঃ আত-তাকউয়ীর, আয়াতঃ ২৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে। ২. আর নক্ষত্ররাজি যখন পতিত হবে। ৩. আর পর্বতগুলোকে যখন সঞ্চালিত করা হবে। ৪. আর যখন দশমাসের গর্ভবতী উদ্বীগুণলো উপেক্ষিত হবে। ৫. আর যখন বন্য পশুগুলোকে একত্র করা হবে। ৬. আর যখন সমুদ্রগুলোকে অগ্নিউত্তাল করা হবে। ৭. আর যখন আত্মাগুলোকে (সমগোষ্ঠীয়দের সাথে) মিলিয়ে দেয়া হবে। ৮. আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। ৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে? ১০. আর যখন আমালনামাগুলো প্রকাশ করে দেয়া হবে। ১১. আর যখন আসমানকে আবরণ মুক্ত করা হবে। ১২. আর জাহান্নামকে যখন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। ১৩. আর জাহ্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে। ১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে সে কী উপস্থিত করেছে! ১৫. আমি কসম করছি পশ্চাদপসারী নক্ষত্রের। ১৬. যা চলমান, অদৃশ্য। ১৭. আর কসম রাতের, যখন তা বিদায় নেয়। ১৮. আর কসম প্রভাতের, যখন তা আগমন করে। ১৯. নিশ্চয়ই এ কুরআন সম্মানিত রসূলের আনিত বাণী। ২০. যে শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। ২১. যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং যে বিশ্বাস ভাজন। ২২. আর তোমাদের সাথী পাগল নয়। ২৩. আর সে তাকে সুস্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে। ২৪. আর সে তো গইব সম্পর্কে কুপণ নয়। ২৫. আর তা কোন অভিশপ্ত শায়তনের উক্তি নয়। ২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ২৭. এটাতো সৃষ্টিকুলের জন্য উপদেশমাত্র। ২৮. যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়, তার জন্য। ২৯. আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।

৮২. সূরহুঃ ইনফিতর, আয়াতঃ ১৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন আসমান বিদীর্ণ হবে। ২. আর যখন নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়বে। ৩. আর যখন সমুদ্রগুলোকে একাকার করা হবে। ৪. আর যখন কবরগুলো উন্মোচিত হবে। ৫. তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে, সে যা আগে পাঠিয়েছে এবং যা পিছনে রেখে গেছে। ৬. হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকা দিয়েছে? ৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুখম করেছেন, তারপর তোমাকে সুসামঞ্জস্য করেছেন। ৮. যে আকৃতিতে তিনি চেয়েছেন তোমাকে গঠন করেছেন। ৯. কখনো নয়, তোমরা তো প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে থাক। ১০. আর নিশ্চয়ই তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ রয়েছে। ১১. সম্মানিত লেখকবৃন্দ। ১২. তারা জানে, যা তোমরা কর। ১৩. নিশ্চয়ই সংকর্মপরায়ণরা থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে। ১৪. আর নিশ্চয়ই অন্যায়কারীরা থাকবে প্রজ্জ্বলিত আগুনে। ১৫. তারা সেখানে প্রবেশ করবে প্রতিদান দিবসে। ১৬. আর তারা সেখান থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না। ১৭. আর কিসে তোমাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? ১৮. তারপর বলছি, কিসে তোমাকে জানাবে প্রতিদান দিবস কী? ১৯. সেদিন কোন মানুষ অন্য মানুষের জন্য কোন কিছুর ক্ষমতা রাখবে না। আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বে।

৮৩. সূরহুঃ আল-মুতফিকীন, আয়াতঃ ৩৬, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। ২. যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। ৩. আর যখন তাদেরকে

মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। ৪. তারা কি দৃঢ়বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয়ই তারা পুনরুত্থিত হবে, ৫. এক মহা দিবসে? ৬. যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের জন্য দাঁড়াবে। ৭. কখনো নয়, নিশ্চয়ই পাপাচারীদের ‘আমালনামা সিজ্জীনে। ৮. কিসে তোমাকে জানাবে ‘সিজ্জীন’ কী? ৯. লিখিত কিতাব। ১০. সেদিন ধ্বংস অস্বীকারকারীদের জন্য। ১১. যারা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে। ১২. আর সকল সীমালঙ্ঘনকারী পাপাচারী ছাড়া কেউ তা অস্বীকার করে না। ১৩. যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন সে বলে, ‘পূর্ববর্তীদের রূপকথা’। ১৪. কখনো নয়, বরং তারা যা অর্জন করত তা-ই তাদের অন্তরসমূহকে ঢেকে দিয়েছে। ১৫. কখনো নয়, নিশ্চয়ই সেদিন তারা তাদের রব থেকে পর্দার আড়ালে থাকবে। ১৬. তারপর নিশ্চয়ই তারা প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে। ১৭. তারপর বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা অস্বীকার করত। ১৮. কখনো নয়, নিশ্চয়ই নেককার লোকদের আমালনামা থাকবে ইল্লিয়ীনে। ১৯. কিসে তোমাকে জানাবে ‘ইল্লিয়ীন’ কী? ২০. লিখিত কিতাব। ২১. নৈকট্যপ্রাপ্তরাই তা অবলোকন করে। ২২. নিশ্চয়ই নেককাররাই থাকবে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। ২৩. সুসজ্জিত আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। ২৪. তুমি তাদের চেহারা সমূহে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের লাভণ্যতা দেখতে পাবে। ২৫. তাদেরকে সীলমোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করানো হবে। ২৬. তার মোহর হবে মিসক। আর প্রতিযোগিতাকারীদের উচ্চ এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা। ২৭. আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে। ২৮. তা এক প্রস্রবণ, যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে। ২৯. নিশ্চয়ই যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত।

৩০. আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত। ৩১. আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। ৩২. আর যখন তারা মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, ‘নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট’। ৩৩. আর তাদেরকে তো মুমিনদের হিফায়তকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি। ৩৪. অতএব আজ মুমিনরাই কাফিরদেরকে নিয়ে হাসবে। ৩৫. উচ্চ আসনে বসে তারা দেখতে থাকবে। ৩৬. কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দেয়া হল তো?

৮৪. সূরহুঃ আল-ইনশিক্বক, আয়াতঃ ২৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন আসমান ফেটে যাবে। ২. আর তার রবের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়। ৩. আর যখন যমীনকে সম্প্রসারিত করা হবে। ৪. আর তার মধ্যে যা রয়েছে তা নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে। ৫. আর তার রবের নির্দেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়। ৬. হে মানুষ, তোমার রব পর্যন্ত (পৌঁছতে) অবশ্যই তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। অতঃপর তুমি তাঁর সাক্ষাৎ পাবে। ৭. অতঃপর যাকে তার আমালনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে; ৮. অত্যন্ত সহজভাবেই তার হিসাব-নিকাশ করা হবে। ৯. আর সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। ১০. আর যাকে তার আমালনামা পিঠের পেছনে দেয়া হবে, ১১. অতঃপর সে ধ্বংস আহ্বান করতে থাকবে। ১২. আর সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। ১৩. নিশ্চয়ই সে তার পরিবার-পরিজনদের মধ্যে আনন্দে ছিল। ১৪. নিশ্চয়ই সে মনে

করত যে, সে কখনো ফিরে যাবে না। ১৫. হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তার রব তার প্রতি সম্যক দৃষ্টি দানকারী। ১৬. অতঃপর আমি কসম করছি পশ্চিম আকাশের লালিমার। ১৭. আর রাতের কসম এবং রাত যা কিছু সমাবেশ ঘটায় তার। ১৮. আর চাঁদের কসম, যখন তা পরিপূর্ণ হয়। ১৯. অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে। ২০. অতএব তাদের কী হল যে, তারা ঈমান আনছে না? ২১. আর যখন তাদের কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তারা সিজদা করে না।^{সাজদা} ২২. বরং কাফিররা অস্বীকার করে। ২৩. আর তারা যা অন্তরে পোষণ করে আল্লাহ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত। ২৪. অতএব তুমি তাদেরকে যজ্ঞপাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। ২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন প্রতিদান।

৮৫. সূরহুঃ আল-বুরজ, আয়াতঃ ২২, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কক্ষপথ বিশিষ্ট আসমানের কসম, ২. আর ওয়াদাকৃত দিনের কসম, ৩. আর কসম সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া হবে তার, ৪. ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতির, ৫. (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। ৬. যখন তারা তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল। ৭. আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিল তার প্রত্যক্ষদর্শী। ৮. আর তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। ৯. আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব যার। আর আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। ১০. নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আযাব দেয়, তারপর তাওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে

জাহান্নামের আযাব। আর তাদের জন্য রয়েছে আগুনে দগ্ধ হওয়ার আযাব। ১১. নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সংকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে জাহ্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ। এটাই বিরাট সফলতা। ১২. নিশ্চয়ই তোমার রবের পাকড়াও বড়ই কঠিন। ১৩. নিশ্চয়ই তিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই পুনঃরায় সৃষ্টি করবেন। ১৪. আর তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, স্নেহপরায়ণ। ১৫. আরশের অধিপতি, মহান। ১৬. তিনি তা-ই করেন যা চান। ১৭. তোমার কাছে কি সৈন্যবাহিনীর খবর পৌঁছেছে? ১৮. ফির'আউন ও সামুদের। ১৯. বরং কাফিররা মিথ্যারোপে লিপ্ত। ২০. আর আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদের পরিবেষ্টনকারী। ২১. বরং তা সম্মানিত কুরআন। ২২. সুরক্ষিত ফলকে (লিপিবদ্ধ)।

৮৬. সূরহুঃ আত-তুরিক, আয়াতঃ ১৭, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম আসমানের ও রাতে আগমনকারীর। ২. আর কিসে তোমাকে জানাবে রাতে আগমনকারী কী? ৩. উজ্জ্বল নক্ষত্র। ৪. প্রত্যেক জীবের উপরই সংরক্ষক রয়েছে। ৫. অতএব মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? ৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে। ৭. যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাঁড়ের মধ্য থেকে। ৮. নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। ৯. যে দিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা হবে। ১০. অতএব তার কোন শক্তি থাকবে না। আর সাহায্যকারীও না। ১১. বৃষ্টিসম্পন্ন আসমানের কসম। ১২. কসম

বিদীর্ণ যমীনের। ১৩. নিশ্চয়ই এটা ফয়সালাকারী বাণী। ১৪. আর তা অনর্থক নয়। ১৫. নিশ্চয়ই তারা ভীষণ কৌশল করছে। ১৬. আর আমিও ভীষণ কৌশল করছি। ১৭. অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে কিছু সময়ের অবকাশ দাও।

৮৭. সূরহঃ আল-আলা, আয়াতঃ ১৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তুমি তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ কর, ২. যিনি সৃষ্টি করেন। অতঃপর সুষম করেন। ৩. আর যিনি নিরূপণ করেন অতঃপর পথ নির্দেশ দেন। ৪. আর যিনি তৃণ-লতা বের করেন। ৫. তারপর তা কালো খড়-কুটায় পরিণত করেন। ৬. আমি তোমাকে পড়িয়ে দেব অতঃপর তুমি ভুলবে না। ৭. আল্লাহ যা চান তা ছাড়া। নিশ্চয়ই তিনি জানেন, যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন থাকে। ৮. আর আমি তোমাকে সহজ বিষয় সহজ করে দেব। ৯. অতঃপর উপদেশ দাও যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। ১০. সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে, যে ভয় করে। ১১. আর হতভাগাই তা এড়িয়ে যায়। ১২. যে ভয়াবহ আঙনে প্রবেশ করবে। ১৩. তারপর সে সেখানে মরবেও না এবং বাঁচবেও না। ১৪. অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে, ১৫. আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সলাত আদায় করবে। ১৬. বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ। ১৭. অথচ আখিরাত সর্বোত্তম ও স্থায়ী। ১৮. নিশ্চয়ই এটা আছে পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে। ১৯. ইবরহীম ও মূসার সহীফাসমূহে।

৮৮. সূরহঃ আল-গশিয়া, আয়াতঃ ২৬, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কিয়ামাতের সংবাদ কি তোমার কাছে এসেছে? ২. সেদিন অনেক চেহারা হবে অবনত। ৩. কর্মকান্ত, পরিশ্রান্ত। ৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে। ৫. তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝর্ণা থেকে। ৬. তাদের জন্য কাঁটাবিশিষ্ট গুল্ম ছাড়া কোন খাদ্য থাকবে না। ৭. তা মোটা-তাজাও করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। ৮. সেদিন অনেক চেহারা হবে লাভণ্যময়। ৯. নিজদের চেষ্টা সাধনায় সন্তুষ্ট। ১০. সুউচ্চ জাহাজে ১১. সেখানে তারা শুনে না কোন অসার বাক্য। ১২. সেখানে থাকবে প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, ১৩. সেখানে থাকবে সুউচ্চ আসনসমূহ। ১৪. আর প্রস্তুত পানপাত্রসমূহ। ১৫. আর সারি সারি বালিশসমূহ। ১৬. আর বিস্তৃত বিছানো কার্পেটরাজি। ১৭. তবে কি তারা উটের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে? ১৮. আর আকাশের দিকে, কীভাবে তা উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে? ১৯. আর পর্বতমালার দিকে, কীভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে? ২০. আর যমীনের দিকে, কীভাবে তা বিস্তৃত করা হয়েছে? ২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। ২২. তুমি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও। ২৩. তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কুফরী করে, ২৪. ফলে আল্লাহ তাকে কঠোর আযাব দেবেন। ২৫. নিশ্চয়ই আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। ২৬. তারপর নিশ্চয়ই তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্বে।

৮৯. সূরহঃ আল-ফাজর, আয়াতঃ ৩০, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম ভোরবেলার। ২. কসম দশ রাতের। ৩. কসম জোড় ও বিজোড়ের। ৪. কসম রাতের, যখন তা বিদায় নেয়। ৫. এর মধ্যে কি বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য কসম আছে? ৬. তুমি কি দেখনি তোমার রব কিরূপ আচরণ করেছেন ‘আদ জাতির সাথে? ৭. ইরাম গোত্রের সাথে, যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী? ৮. যার সমতুল্য কোন দেশে সৃষ্টি করা হয়নি। ৯. আর সামূদ সম্প্রদায়, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে বাড়ি ঘর নির্মাণ করেছিল? ১০. আর ফির‘আউন, সেনাছাউনীর অধিপতি? ১১. যারা সকল দেশে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১২. অতঃপর তারা সেখানে বিপর্যয় বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৩. ফলে তোমার রব তাদের উপর আযাবের কশাঘাত মারলেন। ১৪. নিশ্চয়ই তোমার রব ঘাঁটিতেই। ১৫. আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, ‘আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। ১৬. আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিযিককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, ‘আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন’। ১৭. কখনো নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদের দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন কর না। ১৮. আর তোমরা মিসকীনদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না। ১৯. আর তোমরা উত্তরাধিকারের সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর। ২০. আর তোমরা ধন-সম্পদকে অতিশয় ভালবাস। ২১. কখনো নয়, যখন যমীনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে পরিপূর্ণভাবে। ২২. আর তোমার রব ও মালাইকাগণ উপস্থিত হবেন সারিবদ্ধভাবে। ২৩. আর সেদিন জাহান্নামকে

উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু সেই স্মরণ তার কী উপকারে আসবে? ২৪. সে বলবে, ‘হায়! যদি আমি কিছু আগে পাঠাতাম আমার এ জীবনের জন্য!’ ২৫. অতঃপর সেদিন তাঁর আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না। ২৬. আর কেউ তাঁর বাঁধার মত বাঁধতে পারবে না। ২৭. হে প্রশান্ত আত্মা! ২৮. তুমি ফিরে এসো তোমার রবের প্রতি সম্ভ্রষ্টচিত্তে, সন্তোষভাজন হয়ে। ২৯. অতঃপর আমার বান্দাদের মধ্যে शामिल হয়ে যাও। ৩০. আর প্রবেশ কর আমার জাহান্নামে।

৯০. সূরহঃ আল-বালাদ, আয়াতঃ ২০, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আমি কসম করছি এই নগরীর। ২. আর তুমি এই নগরীতে মুক্ত। ৩. কসম জনকের এবং যা সে জন্ম দেয়। ৪. নিঃসন্দেহে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে। ৫. সে কি ধারণা করছে যে, কেউ কখনো তার উপর ক্ষমতাবান হবে না? ৬. সে বলে, ‘আমি প্রচুর ধন-সম্পদ নিঃশেষ করেছি’। ৭. সে কি ধারণা করছে যে, কেউ তাকে দেখেনি? ৮. আমি কি তার জন্য দু’টি চোখ বানাইনি? ৯. আর একটি জিহ্বা ও দু’টি ঠোঁট? ১০. আর আমি তাকে দু’টি পথ প্রদর্শন করেছি। ১১. তবে সে বন্ধুর গিরিপথটি অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়নি। ১২. আর কিসে তোমাকে জানাবে, বন্ধুর গিরিপথটি কি? ১৩. তা হচ্ছে, দাস মুক্তকরণ। ১৪. অথবা খাদ্য দান করা দুর্ভিক্ষের দিনে। ১৫. ইয়াতীম আত্মীয়-স্বজনকে। ১৬. অথবা ধূলি-মলিন মিসকীনকে। ১৭. অতঃপর সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যারা ঈমান এনেছে এবং পরস্পরকে উপদেশ

দেয় ধৈর্য্যধারণের, আর পরস্পরকে উপদেশ দেয় দয়া-অনুগ্রহের। ১৮. তারাই সৌভাগ্যবান। ১৯. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারাই দুর্ভাগ্য। ২০. তাদের উপর থাকবে অবরুদ্ধ আগুন।

৯১. সূরহঃ আশ-শামস, আয়াতঃ ১৫, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম সূর্যের ও তার কিরণের। ২. কসম চাঁদের, যখন তা সূর্যের অনুগামী হয়। ৩. কসম দিবসের, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ করে। ৪. কসম রাতের, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়। ৫. কসম আসমানের এবং যিনি তা বানিয়েছেন। ৬. কসম যমীনের এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন। ৭. কসম নাফসের এবং যিনি তা সুষম করেছেন। ৮. অতঃপর তিনি তাকে অবহিত করেছেন তার পাপসমূহ ও তার তাকওয়া সম্পর্কে। ৯. নিঃসন্দেহে সে সফলকাম হয়েছে, যে তাকে পরিশুদ্ধ করেছে। ১০. এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে তা (নাফস)-কে কলুষিত করেছে। ১১. সামুদ জাতি আপন অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল। ১২. যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগা ব্যক্তিটি তৎপর হয়ে উঠল। ১৩. তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিল, ‘আল্লাহর উদ্দীষ্ট ও তার পানি পান সম্পর্কে সতর্ক হও’। ১৪. কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল এবং উদ্দীষ্টকে যবেহ করল। ফলে তাদের রব তাদের অপরাধের কারণে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন। অতঃপর তা একাকার করে দিলেন। ১৫. আর তিনি এর পরিধামকে ভয় করেন না।

৯২. সূরহঃ আল-লাইল, আয়াতঃ ২১, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম রাতের, যখন তা ঢেকে দেয়। ২. কসম দিনের, যখন তা আলোকিত হয়। ৩. কসম তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন। ৪. নিশ্চয়ই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকারের। ৫. সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, ৬. আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, ৭. আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব। ৮. আর যে কার্পণ্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করেছে, ৯. আর উত্তমকে মিথ্যা বলে মনে করেছে, ১০. আমি তার জন্য কঠিন পথে চলা সুগম করে দেব। ১১. আর তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে অধঃপতিত হবে। ১২. নিশ্চয়ই পথ প্রদর্শন করাই আমার দায়িত্ব। ১৩. আর অবশ্যই আমার অধিকারে পরকাল ও ইহকাল। ১৪. অতএব আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি লেলিহান আগুন সম্পর্কে, ১৫. তাতে নিতান্ত হতভাগা ছাড়া কেউ প্রবেশ করবে না; ১৬. যে অস্বীকার করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ১৭. আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে। ১৮. যে তার সম্পদ দান করে আত্ম-গুঞ্জির উদ্দেশ্যে, ১৯. আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে। ২০. কেবল তার মহান রবের সম্ভটির প্রত্যাশায়। ২১. আর অচিরেই সে সম্ভোষ লাভ করবে।

৯৩. সূরহঃ আদ-দুহা, আয়াতঃ ১১, মাকী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম পূর্বাঙ্কুর, ২. কসম রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ৩. তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং অসম্ভটও হননি।

৪. আর অবশ্যই তোমার জন্য পরবর্তী সময় পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে উত্তম। ৫. আর অচিরেই তোমার রব তোমাকে দান করবেন, ফলে তুমি সম্ভুত হবে। ৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। ৭. আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথ না জানা অবস্থায়। অতঃপর তিনি পথনির্দেশ দিয়েছেন। ৮. তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব। অতঃপর তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। ৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হয়ে না। ১০. আর ভিক্ষুককে তুমি ধমক দিওনা। ১১. আর তোমার রবের অনুগ্রহ তুমি বর্ণনা কর।

৯৪. সূরহঃ আল-ইনশিরহ, আয়াতঃ ৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. আমি কি তোমার জন্য তোমার বন্ধ প্রশস্ত করিনি? ২. আর আমি নামিয়ে দিয়েছি তোমার থেকে তোমার বোঝা, ৩. যা তোমার পিঠ ভেঙ্গে দিচ্ছিল। ৪. আর আমি তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্বরণকে সমুন্নত করেছি। ৫. সুতরাং কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। ৬. নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই রয়েছে সুখ। ৭. অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও। ৮. আর তোমার রবের প্রতি আকৃষ্ট হও।

৯৫. সূরহঃ আত-তীন, আয়াতঃ ৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম 'তীন ও যায়তুন' এর। ২. কসম 'সিনাই' পর্বতের, ৩. কসম এই নিরাপদ নগরীর। ৪. অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। ৫. তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি হীনদের হীনতম রূপে।

৬. তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। ৭. সুতরাং এরপরও কিসে তোমাকে কর্মফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তোলে? ৮. আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

৯৬. সূরহঃ আল-আলাক, আয়াতঃ ১৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২. তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। ৩. পড়, আর তোমার রব মহামহিম। ৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫. তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। ৬. কখনো নয়, নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে থাকে। ৭. কেননা সে নিজেকে মনে করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ৮. নিশ্চয়ই তোমার রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন। ৯. তুমি কি তাকে দেখেছ যে নিষেধ করে ১০. এক বান্দাকে, যখন সে সলাত আদায় করে? ১১. তুমি কি দেখেছ, যদি সে হিদায়াতের উপর থাকে, ১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়? ১৩. যদি সে মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়? ১৪. সে কি জানেনা যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ দেখেন? ১৫. কখনো নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি তাকে কপালের সম্মুখভাগের চুল ধরে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাব। ১৬. মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠ কপাল। ১৭. অতএব, সে তার সভাসদদের আহ্বান করুক। ১৮. অচিরেই আমি ডেকে নেব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে। ১৯. কখনো নয়, তুমি তার আনুগত্য করবে না। আর সিজদা কর এবং নৈকট্য লাভ কর।

৯৭. সূরহঃ আল-কুদর, আয়াতঃ ৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. নিশ্চয়ই আমি এটি নাযিল করেছি 'লাইলাতুল কদর'। ২. তোমাকে কিসে জানাবে 'লাইলাতুল কদর' কী? ৩. 'লাইলাতুল কদর' হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ৪. সে রাতে মালাইকারা ও রুহ (জিবরাইল) তাদের রবের অনুমতিক্রমে সকল সিদ্ধান্ত নিয়ে অবতরণ করে। ৫. শান্তিময় সেই রাত, ফজরের সূচনা পর্যন্ত।

৯৮. সূরহঃ আল-বায়িনাহ, আয়াতঃ ৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা ও মুশরিকরা, তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত (নিজদের অবিশ্বাসে) অটল থাকবে। ২. আল্লাহর পক্ষ থেকে এক রসূল পবিত্র কিতাবসমূহ তিলাওয়াত করে। ৩. তাতে রয়েছে সঠিক বিধিবদ্ধ বিধান। ৪. আর কিতাবীরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই কেবল মতভেদ করেছে। ৫. আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, সলাত কায়ম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দ্বীন। ৬. নিশ্চয়ই কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে ও মুশরিকরা, জাহান্নামের আগুনে থাকবে স্থায়ীভাবে। ওরাই হল নিকৃষ্ট সৃষ্টি। ৭. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সর্বোৎকৃষ্ট। ৮. তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার হবে স্থায়ী জাহ্নাত, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে

স্থায়ীভাবে। আল্লাহ তাদের উপর সম্ভষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সম্ভষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।

৯৯. সূরহঃ আয-যিলযাল, আয়াতঃ ৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন প্রচণ্ড কম্পনে যমীন প্রকম্পিত হবে ২. আর যমীন তার বোঝা বের করে দেবে, ৩. আর মানুষ বলবে, 'এর কী হল'? ৪. সেদিন যমীন তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে, ৫. যেহেতু তোমার রব তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ৬. সেদিন মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে বের হয়ে আসবে যাতে দেখানো যায় তাদেরকে তাদের নিজদের কৃতকর্ম। ৭. অতএব, কেউ অণু পরিমাণ ভালকাজ করলে তা সে দেখবে, ৮. আর কেউ অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করলে তাও সে দেখবে।

১০০. সূরহঃ আল-আদিয়াত, আয়াতঃ ১১, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. কসম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, ২. অতঃপর যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-ক্ষূলিঙ্গ ছড়ায়, ৩. অতঃপর যারা প্রত্যাঘে হানা দেয়, ৪. অতঃপর সে তা দ্বারা ধূলি উড়ায়, ৫. অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে; ৬. নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। ৭. আর নিশ্চয়ই সে এর উপর (স্বয়ং) স্বাক্ষরী হয়। ৮. আর নিশ্চয়ই ধন-সম্পদের লোভে সে প্রবল। ৯. তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উখিত হবে? ১০. আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশিত হবে। ১১. নিশ্চয়ই তোমার রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।

১০১. সূরহঃ আল-কুরিআহ, আয়াতঃ ১১, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. মহাভীতিপ্রদ শব্দ। ২. মহাভীতিপ্রদ শব্দ কি? ৩. তোমাকে কিসে জানাবে মহা ভীতিপ্রদ শব্দ কি? ৪. যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত, ৫. আর পর্বতরাজি হবে ধূনা রঙিন পশমের মত। ৬. অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে; ৮. আর যার পাল্লা হালকা হবে, ৯. তার আবাস হবে হাবিয়া। ১০. আর তোমাকে কিসে জানাবে হাবিয়া কি? ১১. প্রজ্জ্বলিত অগ্নি।

১০২. সূরহঃ আত-তাকসুর, আয়াতঃ ৮, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। ২. যতক্ষণ না তোমরা কবরের সাক্ষাৎ করবে। ৩. কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে, ৪. তারপর কখনো নয়, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৫. কখনো নয়, তোমরা যদি নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে। ৬. তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে; ৭. তারপর তোমরা তা নিশ্চিত চাক্ষুষ দেখবে। ৮. তারপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নি‘আমাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

১০৩. সূরহঃ আল-আসর, আয়াতঃ ৩, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. সময়ের কসম, ২. নিশ্চয়ই সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত। ৩. তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়েছে।

১০৪. সূরহঃ আল-হমাযাহ, আয়াতঃ ৯, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। ২. যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। ৩. সে মনে করে তার সম্পদ তাকে চিরজীবী করবে। ৪. কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হতামা‘য়। ৫. আর কিসে তোমাকে জানাবে হতামা কি? ৬. আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। ৭. যা হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। ৮. নিশ্চয়ই তা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে ৯. প্রলম্বিত স্তম্ভসমূহে।

১০৫. সূরহঃ আল-ফীল, আয়াতঃ ৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন? ২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেননি? ৩. আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন। ৪. তারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করে পোড়ামাটির কঙ্কর। ৫. অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায়।

১০৬. সূরহঃ আল-কুরইশ, আয়াতঃ ৪, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যেহেতু কুরইশ অভ্যস্ত, ২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। ৩. অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে, ৪. যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

১০৭. সূরহঃ আল-মাউন, আয়াতঃ ৭, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব-প্রতিদানকে অস্বীকার করে?
২. সে-ই ইয়াতীমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়, ৩. আর মিসকীনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। ৪. অতএব সেই সলাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, ৫. যারা নিজদের সলাতে অমনোযোগী, ৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে, ৭. এবং ছোট-খাট গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে।

১০৮. সূরহঃ আল-কাউসার, আয়াতঃ ৩, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল-কাউসার দান করেছি। ২. অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সলাত পড় এবং নহর কর। ৩. নিশ্চয়ই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই নির্বংশ।

১০৯. সূরহঃ আল-কাফিরুন, আয়াতঃ ৬, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. বল, 'হে কাফিররা, ২. তোমরা যার 'ইবাদাত কর আমি তার 'ইবাদাত করি না'। ৩. এবং আমি যার 'ইবাদাত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী নও'। ৪. 'আর তোমরা যার 'ইবাদত করছ আমি তার 'ইবাদাতকারী হব না'। ৫. 'আর আমি যার 'ইবাদাত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী হবে না'। ৬. 'তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন'।

১১০. সূরহঃ আন-নাসর, আয়াতঃ ৩, মাদানী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২. আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হতে দেখবে, ৩. তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংসা তাসবীহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

১১১. সূরহঃ আল-মাসাদ/লাহাব, আয়াতঃ ৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। ২. তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। ৩. অচিরেই সে দক্ষ হবে লেলিহান আগুনে। ৪. আর তার স্ত্রীও লাকড়ি বহনকারী, ৫. তার গলায় পাকানো দড়ি।

১১২. সূরহঃ আল-ইখলাস, আয়াতঃ ৪, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. বল, 'তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। ২. আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। ৩. তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। ৪. আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই'।

১১৩. সূরহঃ আল-ফালাক, আয়াতঃ ৫, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. বল, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের কাছে, ২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, ৩. আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়, ৪. আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে, ৫. আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'।

১১৪. সূরহঃ আন-নাস, আয়াতঃ ৬, মাক্কী

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে

১. বল, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, ২. মানুষের অধিপতি, ৩. মানুষের ইলাহ-এর কাছে, ৪. কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্ম গোপন করে। ৫. যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় ৬. জীন ও মানুষ থেকে'।